কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

লেখক পরিচিতি

ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)
জন্ম: ঝিনাইদহ জেলায় ১৯৫৮ সালে।
মৃত্যু: ১১ই মে ২০১৬।

পিতা মরহুম খোন্দকার আনোয়ারুজ্জামান। মাতা বেগম লুৎফন্নাহার।

ঝিনাইদহ আলিয়া মাদ্রাসায় ফাজিল পর্যন্ত অধ্যয়নের পর ১৯৭৯ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রথম শ্রেণীতে অষ্টম স্থান অধিকার করে হাদীস বিষয়ে কামিল পাশ করেন। সৌদি আরবের রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬, ১৯৯২ ও ১৯৯৮ সালে যথাক্রমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন । দেশ ও বিদেশে যে সকল প্রসিদ্ধ আলিমের কাছে তিনি পড়াশোনা ও সাহচর্য গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন খতীব মাওলানা ওবাইদুল হক (রাহ.), মাওলানা মিয়া মোহাম্মাদ কাসিমী (রাহ.), মাওলানা আনোয়ারুল হক কাসিমী (রাহ.), মাওলানা আব্দুল বারী সিলেটী (রাহ.), মাওলানা ড. আইউব আলী (রাহ.), মাওলানা আব্দুর রহীম (রাহ.), আল্লামা শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল আযীয ইবন বায (রাহ.), আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন (রাহ.), আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ আল-উসাইমীন (রাহ.), শাইখ সালিহ ইবন আব্দুল আযীয আল শাইখ, শাইখ সালিহ ইবন ফাওযান ইবন আব্দুল্লাহ আল ফাওযান।

কর্ম জীবনে তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯৯৮ সালে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সালের ১১ই মে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করার আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলা ইংরেজী ও আরবি ভাষায় তাঁর প্রায় অর্ধশত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের অধিক।

গবেষণা কর্মের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আল ফারুক একাডেমী' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রচার ও মানব সেবার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে 'আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট' নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০১২ সালে Education and Charity Foundation Jhenaidah নামে একটি শিক্ষা ও সমাজ সেবাসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সকল প্রতিষ্ঠান শিক্ষাপ্রচার, ধর্ম প্রচার, দুস্থ নারী ও শিশুদের সেবা ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

লেখকের প্রকাশিত কয়েকটি বই

১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
২. এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
৩. রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ সা. এর যিকির ও ওযীফা
৪. হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
৫. ফুরফুরার পীর আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত
আল-মাউযূআত: একটি বিশ্লেষনাত্মক পর্যালোচনা
৬. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে, পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা
৭. খুতবাতুল ইসলাম: জুমুয়ার খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
৮. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ
৯. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ
১০. ইমাম আবু হানিফা (রাহ) রচিত
আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা
১১. সিয়াম নির্দেশিকা
১২. ইসলামে পর্দা
১৩. মুসলমানী নেসাব: আরাকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল সা.
১৪. সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
১৫. সহীহ মাসনূন ওযীফা
১৬. আল্লাহর পথে দাওয়াত
১৭. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবেবরাত: ফযীলত ও আমল
১৮ সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান
১৯. মুনাজাত ও নামায
২০. বুহুসুন ফী উলূমিল হাদীস (আরবি ভাষায় রচিত)
২১. রাসূলুল্লাহ সা. এর পোশাক ও ইসলামী পোশাকের বিধান
২২. তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে
কুরবানী ও জাবীহুল্লাহ
২৩. কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম
২৪. পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা
২৫. মুসনাদ আহমাদ (ইমাম আহমাদ রচিত) বঙ্গানুবাদ, (আংশিক)
২৬. ইযাহারুল হক্ব বা সত্যের বিজয়
(আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত), বঙ্গানুবাদ
২৭. ইসলামের তিন মূলনীতি: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বঙ্গানুবাদ)
২৮. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার
(মুফতি আমীমুল ইহসান রচিত হাদীস ভিত্তিক ফিকহ গ্রন্থ), বঙ্গানুবাদ
২৯. A Woman From Desert

প্রচ্ছদ: আলি মেসবাহ

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ ।
মোবাইল:০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮
dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust
www.assunnahtrust.com

الملابس والحجاب والتجمل في ضوء القرآن والسنة

تأليف: دكتور خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير
دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وأستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية، كوشتيا، بنغلاديش.

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)
(১৯৫৮-২০১৬)

প্রকাশকঃ উসামা খোন্দকার

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০

বিক্রয় কেন্দ্রঃ

☞ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, মোবাইলঃ ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮
☞ আস-সুন্নাহ টাওয়ার, ঝিনাইদহ, মোবাইলঃ ০১৭৯১৬৬৬৬৬৩, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৪
☞ ৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মোবাইলঃ ০১৭৯১৬৬৬৬৬৫
☞ ফুরফুরা দরবার দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা, মোবাইলঃ ০১৭৮৮৯৯৯৯২৬

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০০৭ ঈসায়ী
পুনর্মুদ্রণঃ মুহররম ১৪৩৯ হিজরী, অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, অক্টোবর ২০১৭ ঈসায়ী

হাদিয়াঃ ২৮০ (দুইশত আশি) টাকা মাত্র ।

Qur'an Sunnaher Aloke Poshak, Porda O Deho-Sojja" (Dress, Hijab and tidiness in the Light of the Qur'an and Sunnah), writren by Professor Dr. Kh. Abdullah Jahangir.(Rahimahullal.) Published by As-Sunnah Pablications, As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300. Reprinted October 2017. Price TK 280.00 only.

ভূমিকা

প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর মহান রাসূলের উপর, তাঁর পরিবাবর্গ, সঙ্গীগণ ও অনুসারীগণের উপর।

পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য ও সার্বক্ষণিক বিষয়। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মানবদেহকে আবৃত করে রাখে তার পোশাক। পোশাকের মধ্যে ফুটে ওঠে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ গুণাবলি, রুচি ও ব্যক্তিত্বের ছাপ। ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাকের বিধান ও সুন্নাতী পোশাক সম্পর্কে অনেক বিতর্কও আমাদের সমাজে বিদ্যমান। এ সকল বিষয়ে আলোচনা করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য।

অন্যান্য সকল ইসলামী বিষয়ের মত পোশাকের বিষয়টিও মূলত হাদীস বা সুন্নাত নির্ভর। কুরআন কারীমে এ বিষয়ক কিছু মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত সকল বিধিবিধান জানতে আমাদেরকে একান্তভাবেই হাদীসের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এজন্য মূলত হাদীসে নববীর আলোকে পোশাকের বিধিবিধান জানার চেষ্টা করেছি এ পুস্তকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। আর মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে 'প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারগণকে' আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জনের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ ও সফলতার মানদণ্ড হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাঁদের ও যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবে তাঁদের জন্য তাঁর সন্তুষ্টি, জান্নাত ও মহা-সাফল্যের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। নিঃসন্দেহে নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁদের সমসাময়িক সাহাবী-তাবিয়ীগণই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী। আর হাদীস শরীফেও তাঁদেরকে সর্বোত্তম প্রজন্ম ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মতামত ও কর্মের আলোকেই ইসলামকে সর্বোত্তমভাবে বুঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাঁদের অনুকরণ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মুক্তি, জান্নাত ও মহা-সাফল্যের নিশ্চয়তা।

এ বিশ্বাসের উপরেই এ পুস্তকের সকল আলোচনা আবর্তিত। পোশাক-পরিচ্ছদ ও দৈহিক পারিপাট্যের বিষয়ে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত জানাই আমাদের উদ্দেশ্য।

যে কোনো তথ্যের বিশুদ্ধতা যাচাই করা মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে কথিত কোনো বিষয়কে হৃদয়ে স্থান প্রদানের পূর্বে তাঁরা বিচার করেছেন বিষয়টি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কিনা। সুক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক পারস্পারিক ও তুলনামূলক নিরীক্ষার (cross examination) মাধ্যমে তাঁরা তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করেছেন।

বস্তুত, কোনো কথা, সংবাদ, বর্ণনা বা হাদীস শোনার পরে তা গ্রহণের পূর্বে যাচাই করা কুরআনের নির্দেশ, হাদীসের নির্দেশ ও সাহাবীগণের সুন্নাত। কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশের বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে সমাজের অনেকেই হাদীস নামে কথিত সকল কথাই ভক্তিভরে গ্রহণ করেন। তবে এর পাশাপাশি অনেক সচেতন মুসলিম পাঠকই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কথিত 'হাদীস' হৃদয়ে স্থান দেওয়ার আগে তার সূত্র ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ভালবাসেন। আমি এ পুস্ত কে আলোচিত প্রতিটি হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা অথবা অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ইমামগণের মতামত উল্লেখ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। মূলত 'সহীহ' এবং 'হাসান' হাদীসই আমাদের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি। তবে প্রসঙ্গত বিভিন্ন যয়ীফ ও মাউযূ হাদীসও আলোচনার মধ্যে এসেছে, যেগুলির দুর্বলতা ও অনির্ভযোগ্যতার কথা আমি যথাস্থানে উল্লেখ করেছি।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সংকলিত কোনো হাদীসের শেষে আবার তাকে 'সহীহ' বলা প্রকৃতপক্ষে বেয়াদবী। কারণ মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ প্রায় ৩ শতাব্দী ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সনদ বিচার ও নিরীক্ষার মাধ্যমে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, এ দুই গ্রন্থে সংকলিত সকল হাদীসই সহীহ। এ দুই গ্রন্থের বাইরেও অগণিত সহীহ হাদীস রয়েছে। তবে এ দুইটি গ্রন্থ ছাড়া সকল গ্রন্থেই সহীহ হাদীসের পাশাপাশি যয়ীফ বা মাউযূ হাদীস রয়েছে। এজন্য বুখারী ও মুসলিম বা উভয়ের একজন সংকলিত

হাদীসের ক্ষেত্রে হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বইয়ে কোনো মন্তব্য করি নি। টীকায় শুধু গ্রন্থসূত্র উল্লেখ করেছি। অন্যান্য গ্রন্থের হাদীস উল্লেখ করে তার সনদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছি। কখনো কখনো পাদটীকায় বিষয়টি উল্লেখ করেছি।

হাদীসের সনদের বিষয়ে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে বা কোনো হাদীসকে 'সহীহ', 'যয়ীফ' বা 'বানোয়াট' বলার ক্ষেত্রে আমি পুরোপুরিই নির্ভর করেছি পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ইমামগণের মতামতের উপর। পুস্তকের মূল পাঠে আমি সংক্ষেপে হাদীসটির সনদের বিষয়ে তা 'সহীহ', 'যয়ীফ' বা 'বানোয়াট' বলে উল্লেখ করেছি। পাদটীকায় হাদীসটির সূত্র ও সনদ বিষয়ক মন্তব্যের সূত্র উল্লেখ করেছি। পাদটীকায় উল্লেখিত গ্রন্থগুলিতে বা গ্রন্থগুলির কোনো একটিতে সনদবিষয়ক আলোচনা রয়েছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ইমাম বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, তাহাবী, দারাকুতনী, বাইহাকী, যাহাবী, ইবনু হাজার, সাখাবী, সুয়ূতী ও অন্যান্য পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের মতামতের উপর নির্ভর করার। কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ থাকলে তা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। দুই এক স্থানে, বিশেষত 'মাউকূফ' ও 'মাকতূ' হাদীসের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ইমামদের জারহ ও তা'দীলের ভিত্তিতে আমাকে নিজে সনদ বিচার করতে হয়েছে; কারণ এসকল বর্ণনার সনদ বিচারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মতামত সর্বদা পাওয়া যায় না। যয়ীফ বা বানোয়াট হাদীসের ক্ষেত্রে কখনো কখনো বিস্তারিত কারণ উল্লেখ করেছি।

এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয় আমি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাকের গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য, আদব-কায়দা ও সালাতের পোশাক সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পোশাকী অনুকরণের বিষয়ে আলোচনা করেছি। অমুসলিম সম্প্রদায়ের পোশাকী অনুকরণ করার বিষয়ে হাদীসে কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা আছে কি না এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পোশাকী অনুকরণের কোনো গুরুত্ব আছে কিনা, অনুকরণ বা অনুকরণ বর্জনের ক্ষেত্র ও পর্যায় কি কি এবং এ বিষয়ে কি কি বিভ্রান্তি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান তা হাদীসে

নববী ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্ম ও মতামতের আলোকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে পোশাকের ক্ষেত্রে সুন্নাতে নববী ও 'সুন্নাতী পোশাকের' আলোচনা করেছি। লুঙ্গি, চাদর, জামা, পাজামা, জুব্বা, কোর্তা, টুপি, পাগড়ি, মাথার রুমাল ইত্যাদি সকল পোশাকের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিধান পদ্ধতি, রঙ, মূল্যমান, গুরুত্ব, ফযীলত, আদেশ ও নিষেধ বিস্তারিত আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। এ অধ্যায়ের শেষে সুন্নাতের আলোকে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন পোশাকের বিধান আলোচনা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে মহিলাদের পোশাক ও পর্দার বিষয়ে আলোচনা করেছি। পর্দার অর্থ, গুরুত্ব, মুসলিম মহিলার পোশাকের বৈশিষ্ট্য, মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয় ও পদযুগলের বিধান, দৃষ্টির পর্দা, মহিলাদের সুন্নাতী পোশাক, মহিলাদের সালাতের পোশাক ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। অধ্যায়ের শেষে বাংলাদেশে প্রচলিত মহিলা-পোশাকের ইসলামী বিধান পর্যালোচনা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে দৈহিক পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আলোচনা করেছি। পুরুষের চুল, মহিলার চুল, দাড়ি, গোঁফ, নখ, উল্কি, কান-নাক ফোঁড়ানো ইত্যাদির বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি।

যে সকল গ্রন্থ থেকে এ গ্রন্থের তথ্যাদি উদ্ধৃত করেছি সে সকল গ্রন্থের তালিকা ও তথ্যাদি বইয়ের শেষে উল্লেখ করলাম, যাতে গবেষক পাঠক প্রয়োজনে তা থেকে উপকৃত হতে পারেন।

আমার সীমিত যোগ্যতার মধ্যে ভুলত্রুটি কমানোর চেষ্টা করেছি। তারপরও আমার অযোগ্যতা ও অজ্ঞতার কারণে বা ব্যস্ততা ও অসাবধানতার কারণে অনেক ভুল বইটির মধ্যে রয়ে গিয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। কোনো সহৃদয় পাঠক যদি তথ্যগত, ভাষাগত বা যে কোনো প্রকারের ভুলভ্রান্তি ধরে দেন তবে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন।

এ পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে এবং আমার সকল লেখালেখির পিছনে প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিলেন আমার শ্বশুর ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী, রাহিমাহুল্লাহ। ওফাতের তিন দিন আগেও তিনি আমাকে এ পুস্তকের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। কোন্ বিষয় কিভাবে লিখব সে সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর কি কি বিষয়ে বই লিখব তাও আলোচনা করলেন। ইচ্ছা ছিল বইটি ছাপা হলে তাঁর হাতে তুলে দিব। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর হলো। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর অকুতোভয় ও নিরলস সংগ্রাম আমাদের প্রেরণার অন্যতম উৎস হয়ে থাকবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুটিনাটি সকল সুন্নাত বিস্তারিভাবে জানা, পালন করা ও প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, নেক কর্মের পথ-নির্দেশক ও উৎসাহদাতাও কর্মকারীর ন্যায় সাওয়াব লাভ করবেন। আমার সকল লেখালেখি ও ওয়ায-আলোচনার পথ-নির্দেশক ও প্রেরণাদাতা ছিলেন তিনি। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে আরযি করি, তিনি ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে এ সকল কর্ম কবুল করে নিন এবং এগুলির সাওয়াব পরিপূর্ণরূপে তাঁকে প্রদান করুন। আমাদেরকে তাঁর পুরস্কার থেকে বঞ্চিত না করুন। তাঁর পরে আমাদেরকে ফিতনাগ্রস্ত না করুন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুন্নাতে নববীর পালন ও প্রচারে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুদৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক আমাদের সকলকে দান করুন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় :
ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক

১. ১. পোশাকের গুরুত্ব

কুরআন কারীমে পোশাককে মানব সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য ও মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত ও করুণা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ . يَابَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَ .

"হে আদম সন্তানগণ, তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশভুষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার (আত্মরক্ষার) পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। তা আল্লাহর নিদর্শনসমহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। হে আদম সন্তানগণ, শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে, যে ভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত করেছিল, তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য সে তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল।"[১]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُم الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

"এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের, যা তোমাদের তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্য বর্মের যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পন কর।"[২]

---

[১] সূরা আ'রাফ (৭): আয়াত ২৬-২৭।
[২] সূরা নাহল (১৬): আয়াত ৮১।

১. ২. পোশাক ব্যবহারে প্রশস্ততা

ইসলাম সর্বকালের ও সর্বযুগগের সমগ্র মানব জাতির জন্য স্থায়ী জীবন ব্যবস্থা এবং বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন ধর্ম। কুরআন কারীম, হাদীসে রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের জীবনপদ্ধতি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এতে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে: একদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে যেন যুগ, সমাজ, সামাজিক রুচি ও আচার আচরণের পরিবর্তনের ফলে ইসলামের ধর্মীয় রূপে পরিবর্তন না আসে। হাজার হাজার বছর পরের ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের ইসলামের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও আচার অনুষ্ঠান এক ও অভিন্ন থাকবে। তেমনি হাজার মাইলের ব্যবধানেও এর রূপের কোনো পরিবর্তন হবে না। এ জন্য ধর্মীয় বিষয়ে, ইবাদত বন্দেগির সকল পদ্ধতি, প্রকরণ ও রূপে সকল যুগের সকল মুসলমানকে 'সর্বোত্তম আদর্শ' রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের মতোই থাকতে হবে। নিজেদের অভিরুচি, ভালোলাগা বা মন্দলাগার আলোকে ধর্মের মধ্যে নতুন কোনো কর্ম বা রীতি-পদ্ধতি প্রচলন করতে পারবে না।

অপর দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যুগ, সমাজ, আচার-আচরণ ইত্যাদির পরিবর্তনের কারণে ইসলামের আহকাম পালনে যেন কারো কোনো অসুবিধা না হয়। সকল যুগের সকল দেশের মানুষেরা যেন সহজেই জীবন ধর্ম ইসলাম পালন করতে পারে। এজন্য ইবাদতের উপকরণ, স্থান, জাগতিক প্রয়োজন, সামাজিক আচার, শিষ্টাচার ইত্যাদির বিষয়ে বিশেষ প্রশস্ততা প্রদান করেছে। সাধারণ কিছু মূলনীতির মধ্যে থেকে সকল যুগের সকল দেশের মানুষেরা প্রয়োজন অনুসারে বিবর্তন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের সুযোগ পেয়েছেন। এ জন্য সকল মুসলিমের আকীদা, সালাত, সিয়াম, হজ্ব, তিলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ, জানাযা, দোয়া ইত্যাদি সকল ইবাদত-মূলক কর্ম সকল দিক থেকে প্রথম যুগের মতোই হবে। তবে হজ্বের যানবাহন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, মসজিদের গঠন পদ্ধতি আবহাওয়া বা অন্যান্য প্রয়োজনে বিভিন্ন হতে পারে, কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি মৌখিক, লিখিত বা ইলেকট্রনিক হতে পারে। এগুলির পদ্ধতির মধ্যে কেউ কোনো বিশেষ সাওয়াব আছে বলে মনে করেন না, সাওয়াব মূল ইবাদত পালনে। তেমনি খাওয়া-দাওয়া, আবাস, ভাষা, চাষাবাদ, চিকিৎসা ইত্যাদি সকল জাগতিক বিষয়েই বিভিন্নতা ও বিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।

এই মূলনীতির আলোকে পোশাক পরিচ্ছদের বিষয়ে স্পষ্ট প্রশস্ততা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ কিছু মূলনীতির মধ্যে অবস্থান করে মুমিনকে নিজের পছন্দ মত পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এজন্য পোশাকের

ক্ষেত্রে ৪টি পর্যায় রয়েছে : ১. ফরয-ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় যা পালন না করলে পাপ হবে, ২. হারাম বা নিষিদ্ধ যা করলে পাপ হবে, ৩. উত্তম যা পালন করলে সাওয়াব হবে তবে না করলে গোনাহ্ হবে না ও ৪. জায়েয। প্রথম দুটি পর্যায়ের বিধানাবলী সীমিত। এগুলির বাইরে মুমিন জায়েয বা উত্তম পোশাক বেছে নেবেন।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন :

يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ . قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"হে আদম সন্তানগণ, তোমরা প্রত্যেক মসজিদের নিকট সৌন্দর্য (পোশাক) গ্রহণ কর এবং তোমরা খাও এবং পান কর এবং অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। আপনি বলুন: আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সৌন্দর্য (পোশাক) ও পবিত্র আনন্দ ও মজার বস্তুগুলি বের করেছন তা হারাম বা নিষিদ্ধ করলো কে? আপনি বলুন: সেগুলি মুমিনদের জন্য পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতে শুধু তাদের জন্যই।"[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

"তোমরা (ইচ্ছামত) খাও, পান কর, দান কর, পরিধান কর, যতক্ষণ তা অপচয় ও অহঙ্কার মিশ্রিত না হবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন,

كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

---

[৩] সূরা আ'রাফ (৭): আয়াত ৩১-৩২।
[৪] বুখারী, আস-সহীহ (তা'লীক) ৫/২১৮১; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৯২; নাসাঈ, আস-সুনান ৫/৭৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১৫০।

"তোমার যা ইচ্ছা খাও, যা ইচ্ছা পরিধান কর, যা ইচ্ছা পান কর, যতক্ষণ তুমি দুটি বিষয় থেকে মুক্ত থাকছ : অপচয় ও অহমিকা।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫]

১. ৩. ইসলামী পোশাকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. ৩. ১. সতর আবৃত করা

উপরের আয়াত থেকে আমরা জেনেছি যে, 'লজ্জাস্থান' বা দেহের গোপন অংশসমূহ (private parts) আবৃত করাই পোশাকের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামী পরিভাষায় আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গকে 'আওরাত' বা 'সতর' বলা হয়। পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান 'আওরাত' বলে গণ্য। দেহের এ অংশটুকু স্ত্রী ছাড়া অন্য মানুষের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রাখা ফরয। বিস্তারিত বিষয়ে ইমাম ও ফকীহগণের মধ্যে কিছু মতভেদ থাকলেও মোটামুটি অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম এ বিষয়ে একমত। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন:

الْفَخِذُ عَوْرَةٌ

"উরু আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ"। হাদীসটি সহীহ[৬]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেন:

مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

"নাভির নিম্ন থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বা হাসান।[৭]

মহিলাদের 'আউরাত' বা 'আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ' সম্পর্কে এই পুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার আশা রখি।

১. ৩. ২. পাতলা ও আঁটসাঁট পোশাক বর্জন

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইসলামী পোশাকের প্রথম ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় দিক যে তা 'আওরাত' বা 'সতর' আবৃত করবে। 'আওরাত' ছাড়া দেহের অন্যান্য কিছু অংশ আবৃত করা সুন্নাত বা মুস্তাহাব। সতর অনাবৃত রাখে এরূপ পোশাক পরিধান করা হারাম। এজন্য পাতলা ও আঁটসাঁট পোশাক

---

[৫] বুখারী, আস-সহীহ (তা'লীক) ৫/২১৮১; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৭১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/২৫৩।

[৬] তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আস-সুনান ৫/১১০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৭৮৮।

[৭] যাইলায়ী, আব্দুলাহ ইবনু ইউসূফ, নাসবুর রাইয়াহ ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া ১/২৯৬-২৯৭।

ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যদি পরিধেয় পোশাক এরূপ হয় যে, আবৃত অংশের চামড়া বা হুবহু আকৃতি তার বাইরে থেকে ফুটে ওঠে তাহলে তা পোশাকের উদ্দেশ্য পূরণ করে না। হাদীস শরীফে এইরূপ পোশাক পরিধান করা নিষেধ করা হয়েছে।

দামুরাহ ইবনু সা'লাবাহ (রা) বলেন,

إِنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا ضَمُرَةَ أَتُرَى ثَوْبَيْكَ هٰذَيْنِ مُدْخِلَيْكَ الْجَنَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَئِنَّ اسْتَغْفَرْتَ لِيْ لاَ أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا عَنِّيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللهُمَّ اغْفِرْ لِضَمُرَةَ فَانْطَلَقَ سَرِيْعًا حَتَّى نَزَعَهُمَا عَنْهُ

তিনি একজোড়া ইয়ামানী কাপড় (সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও চাদর) পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, হে দামুরাহ, তুমি কি মনে কর যে তোমার এই কাপড় দুটি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? দামুরাহ বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে আমি বসার আগেই (এখনি) কাপড় দুটি খুলে ফেলব। তখন নবীজী (ﷺ) বললেন: হে আল্লাহ, আপনি দামুরাহকে ক্ষমা করে দিন। তখন দামুরাহ দ্রুত যেয়ে তার কাপড় দুটি খুলে ফেলেন।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৮]

সাহাবী জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْبِسُ وَهُوَ عَارٍ يَعْنِي الثِّيَابَ الرِّقَاقَ

"অনেক মানুষ পোশাক পরিধান করা অবস্থায় উলঙ্গ থাকেন, অর্থাৎ তার পোশাক পাতলা বা সচ্ছ হওয়ার কারণে 'সতর' আবৃত হয় না।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, শরীরের যে অংশটুকু আবৃত করা ফরয তার বাইরের অংশের জন্য পাতলা কাপড় পরিধান করতে অনুমতি দিয়েছেন কোনো কোনো সাহাবী, যদিও সাধারণভাবে তারা পাতলা বা সচ্ছ কাপড়ের ব্যবহার সকল ক্ষেত্রে

[৮] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩৬।
[৯] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩৬।

অপছন্দ করতেন।[১০] কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ী পুরুষের কামীস (কামিজ বা পিরহান), চাদর ও পাগড়ির ক্ষেত্রে পাতলা কাপড়ের ব্যবহারে আপত্তি করেন নি।

ইকরিমাহ বলেন, ইবনু আব্বাসের (রা) একটি পাতলা চাদর ছিল। আবীদাহ বলেন, আমি প্রখ্যাত তাবিয়ী ফকীহ কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বকর সিদ্দীককে একটি পাতলা সচ্ছ কামীস বা জামা পরিধান অবস্থায় দেখেছি। আফলাহ বলেন, কাসেম ইবনু মুহাম্মাদকে একটি পাতলা চাদর পরিধান অবস্থায় দেখেছি। আনীস আবুল উরইয়ান বলেনঃ হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু আবী তালিব একটি পাতলা ও সচ্ছ পাগড়ি ও অনুরূপ একটি কামীস পরিধান করতেন। জামাটি এত সচ্ছ ছিল যে, তার নিচের ইযার বা লুঙ্গি দেখা যেত।[১১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ফরয সতর আবৃত হলে বাকী দেহের জন্য পাতলা কাপড়ের পোশাক পরিধান আপত্তিকর নয়। তবে আঁটসাঁট ও সতর বর্ণনাকারী পোশাক সর্বাবস্থায় বর্জনীয়। মহিলাদের পোশাক ও পর্দা বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ।

১. ৩. ৩. নারী ও পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য

হাদীস শরীফে বিশেষভাবে নারী ও পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নারীর জন্য পুরষালি পোশাক ও পুরষের জন্য মেয়েলি পোশাক ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, নারী ও পুরুষ অন্যান্য অনেক সমাজের ন্যায় আরবীয় সমাজেও মূলত একই প্রকারের পোশাক পরিধান করতেন। বিভিন্ন দেশে যেমন নারী পুরুষ সকলেই "সেলোয়ার-কামীস" পরিধান করেন, অনুরূপভাবে আরবেও নারী ও পুরুষ সকলেই নাম ও প্রকরণের দিক থেকে প্রায় একই প্রকারের পোশাক পরিধান করতেন, তবে রঙ, কারুকাজ, পরিধান পদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য ছিল।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর যুগের পুরষগণ ইযার বা সেলাই-বিহীন খোলা লুঙ্গি, রিদা বা গায়ের চাদর, কামীস বা আজানু লম্বিত জামা, পাজামা, জোব্বা, টুপি, পাগড়ি, মাথার চাদর বা রুমাল ইত্যাদি পরিধান করতেন। তাঁর যুগের নারীগণ এবং মহিলা সাহাবীগণও প্রায়

---

[১০] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৫৭।
[১১] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাত ৫/১৯১, ৩২৮; ইবনু আবী শাইবা, আল মুসান্নাফ ৫/১৫৭।

অনুরূপ পোশাকাদি পরিধান করতেন। তাঁরা ইযার বা খোলা লুঙ্গি, রিদা বা গায়ের চাদর, কামীস বা জামা, দির'অ বা ম্যাক্সি, পাজামা, মাথার চাদর বা রুমাল ইত্যাদি পরিধান করতেন।[১২]

তাহলে স্বাতন্ত্র্য কোথায় রাখতে হবে? স্বাতন্ত্র মূলত পরিধান পদ্ধতি, রঙ, ব্যবহার, কাটিং, ডিজাইন ইত্যাদির মধ্যে। সর্ববাস্থায়, যে পোশাক পুরুষদের জন্য পরিচিত বা পুরুষেরা যে পদ্ধতি বা ডিজাইনের পোশাক পরিধান করেন মহিলারা তা পরিধান করবেন না। অনুরূপভাবে মহিলাদের জন্য পরিচিত পোশাক বা ডিজাইন পুরুষেরা ব্যবহার করবেন না।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

"যে পুরুষ মহিলাদের মত বা মহিলাদের পদ্ধতিতে পোশাক পরিধান করে এবং যে নারী পুরুষদের মত বা পুরুষদের পদ্ধতিতে পোশাক পরিধান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৩]

বুখারী সংকলিত হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"যে সকল পুরুষ নারীদের অনুকরণ করে এবং যে সকল নারী পুরুষদের অনুকরণ করে রাসূলুলাহ ﷺ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।"[১৪]

অন্য বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন :

إِنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ عَلَى رَ، ولِ اللهِ ﷺ مُتَقَلِّدَةً قَوْسًا فَقَالَ

---

[১২] দেখুনঃ নাসাঈ, আস-সুনান ১/১৫১, ১৮৯; আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/১৬৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১২/২৬৫; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৬১, ৩/২৭৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৮১, ৬/২৮; ইবনু কাসীর, তাফসীর ৩/২৮৪; মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৩১৭; আযীমাবাদী, আউনুল মা'বুদ ২/২৪২।

[১৩] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৬০; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১৫; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৪/৪৫০।

[১৪] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২০৭।

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

একজন মহিলা কাঁধে ধনুক ঝুলিয়ে রাসূলুলাহ ﷺ এর নিকট দিয়ে গমন করে, তখন তিনি বলেন: "যে সকল নারী পুরুষদের অনুকরণ করে এবং যে সকল পুরুষ নারীদের অনুকরণ করে আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ বা লা'নত দিয়েছেন (তার করুণা থেকে বিতাড়িত করেছেন।)" হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল।[১৫]

আব্দুলাহ ইবনু উমার (রা) একদিন উম্মু সাঈদ বিনতু আবী জাহলকে কাঁধে ধনুক ঝুলিয়ে পুরুষালি ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে দেখেন। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুলাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلا
مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

"যে নারী পুরুষদের অনুকরণে সাজসজ্জা বা চালচলন করে এবং যে পুরুষ নারীদের অনুকরণে সাজসজ্জা বা চালচলন করে তারা আমাদের (মুসলিম সমাজের) মধ্যে গণ্য নয়।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৬]

১. ৩. ৪. অহঙ্কার ও প্রসিদ্ধির পোশাক বর্জন

ইসলাম মানুষের মধ্যে সরলতা, বিনয়, ভালবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী বিকাশে সচেষ্ট। এজন্য অহংকার, অহমিকা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি মানবতা বিরোধী গুণাবলীকে অত্যন্ত কঠিনভাবে নিন্দা করা হয়েছে। পোশাক সর্বক্ষণ মানুষের দেহ আবৃত করে রাখে। পোশাকের মধ্যে অহঙ্কারের প্রকাশ থাকলে তা মানুষের হৃদয়ে অহঙ্কারকে স্থায়ী করে দেয়। এজন্য পোশাকের ক্ষেত্রেও অহঙ্কার বা অহমিকা প্রকাশের জন্য বা প্রসিদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করতে হাদীস শরীফে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধির পোশাকের অর্থ, যে পোশাক সমাজের সাধারণ মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অথবা পরিধানকারীকে উক্ত পোশাকের কারণে আশেপাশের মানুষদের আলোচনার বিষয়বস্তু হতে হয়। এই প্রকারের প্রসিদ্ধির পোশাক বিভিন্ন

[১৫] তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৪/২১২; মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/৭৫; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৭৫।
[১৬] আহমদ, আল-মুসনাদ ২/১৯৯; মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/৭৫; আলবানী, সহীহুল জামি' ২/৯৫৬।

প্রকারের হতে পারে। অতি বিনয় প্রকাশক পোশাক, বেশি ছেড়াতালিযুক্ত পোশাক, বেশি নোংরা পোশাক, অতি মূল্যবান পোশাক, সমাজে অপ্রচলিত কোনো ফ্যাশন বা ডিজাইনের পোশাক, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার সাথে বেশি অসমঞ্জস পোশাক ইত্যাদি যে কোনো 'প্রসিদ্ধিদানকারী' পোশাক পরিধান হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ ثَوْبَ مَذَلَّة] ثُمَّ تُلْهَبُ فِيْهِ النَّارُ

"যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধির (দৃষ্টি আকর্ষণকারী) পোশাক পরিধান করবে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে অনুরূপ পোশাক পরাবেন এবং তাতে (জাহান্নামের) অগ্নি সংযোগ করবেন।" হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[১৭]

আবূ যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ

"যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধির পোশাক পরিধান করবে আল্লাহ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন এবং তাকে যখন চান অপমানিত করবেন।" হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে, তবে বুসীরী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[১৮]

অন্য একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

أَن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الشُّهْرَتَيْن أَن يَلْبِس الثِّيَابَ الْحَسَنَةَ الَّتِيْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَوْ الدَّنِيَّة أو الرَّثَّة التي يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِيْهَا

"নবীজী (ﷺ) দু প্রকারে প্রসিদ্ধি থেকে নিষেধ করেছেন: এত সুন্দর পোশাক যে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং এত নিম্নমানের বা জরাজীর্ণ যে তার প্রতি দৃষ্টি

---

[১৭] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৪৩; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৯২; মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/১৫১; আলবানী, সহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ ৩/২০০, ২০১; সহীহুল জামি' ২/১১১৩।

[১৮] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৯৩; বুসীরী, যাওয়াইদু ইবনি মাজাহ, পৃ: ৪৬৯; আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ, পৃ: ২৯৫।

আকর্ষিত হয়।”[১৯]

এখানে লক্ষণীয় যে, ইসলামে যেমন প্রসিদ্ধি ও অহঙ্কারের পোশাক নিষেধ করা হয়েছে, তেমনি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও উত্তম পোশাক পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাব। সরলতা ও সৌন্দর্য অর্জন এবং প্রসিদ্ধ ও অহঙ্কার বর্জনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য নিচের বিষয়গুলি অনুধাবনযোগ্যঃ

১. প্রথমত আমাদের বুঝতে হবে যে, অহঙ্কার মূলত মানুষের মনের অনুভুতি। 'নিজেকে অন্যের চেয়ে বড়' মনে করা বা 'অন্য কাউকে নিজের চেয়ে ছোট' মনে করা অহঙ্কার। মুমিন তার হৃদয়কে এই অনুভুতি থেকে পবিত্র রাখবেন। যে পোশাক তার মনে এই অনুভুতি জাগ্রত করবে তা তিনি পরিহার করবেন। এর বাইরে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুন্দর পোশাক পরিধান করবেন।

২. হাদীসে যে পোশাক বা পরিধান পদ্ধতি জায়েয করা হয়েছে তা নিষেধ করার জন্য অহঙ্কার, সরলতা, সৌন্দর্য, অপচয় ইত্যাদি বিষয় যুক্তি হিসাবে পেশ করা যায় না। যেমন হাদীস শরীফে 'নিসফ সাক' পোশাক পরতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারো মনে হয়ত এভাবে পোশাক পরিধান অহঙ্কার সৃষ্টি করতে পারে। তাবিয়ীগণের যুগ থেকেই অনেক ধার্মিক মানুষ নিজে 'নিসফ সাক' পোশাক পরিধান করে আশেপাশে অনেকের দিকে তাকিয়ে ভেবেছেন, দেখ! বদমাইশগুলি কিভাবে টাখনু ঢেকে কাপড় পরছে! আমি কত ভাল ও বড় ধার্মিক!

প্রখ্যাত তাবিয়ী আইউব সাখতিয়ানী (১৩১ হি) বলতেন:

كانت الشُّهْرَةُ فِيْمَا مَضَى فِي تَذْيِيْلِهَا فَالشُّهْرَةُ اليومَ فِي تَقْصِيْرِهَا

“আগের যুগে প্রসিদ্ধি ছিল পোশাক ঝুলিয়ে পরিধান করায়। আর বর্তমানে প্রসিদ্ধি পোশাক ছোট করায় বা 'নিসফ সাক' করায়।” বর্ণনাটির সনদ সহীহ বলেই প্রতীয়মান হয়।[২০]

---

[১৯] বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৬৯; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/১৪০; আলবানী, যায়ীফুল জামি', পৃঃ ৮৭০-৮৭১। হাদীসটি মুরসাল।

[২০] বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৭২।

কিন্তু একারণে আমরা 'নিসফ সাক' পোশাক পরিধানকে ঢালাওভাবে না-জায়েয বলতে পারব না। বরং যার মনে অহঙ্কার আসবে তিনি নিজ হৃদয় পবিত্র করার জন্য সুন্নাতের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩. হাদীসে যে পোশাক বা পরিধান পদ্ধতি নিষেধ করা হয়েছে তা জায়েয করার জন্যও অহঙ্কার, সরলতা, সৌন্দর্য ইত্যাদি বিষয় যুক্তি হিসাবে পেশ করা যায় না। উপরের ব্যক্তি নিজেকে অহঙ্কার মুক্ত করতে টাখনু আবৃত করে পোশাক পরতে পারেন না। বিষয়টি আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৪. অনুরূপভাবে পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাক নিষেধ করা হয়েছে হাদীসে। সৌন্দর্য বা অন্য কোনো যুক্তিতে তা বৈধ করা যাবে না। এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, যে সকল পোশাককে হাদীস শরীফে অহঙ্কার, অহমিকা, প্রসিদ্ধি ইত্যাদির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন রেশমের পোশাক, পায়ের গিরা আবৃত করা পোশাক ইত্যাদি বর্জন করতেই হবে, উপরন্তু যদি কোনো শরীয়ত সম্মত পোশাক পরিধান করলেও মনের মধ্যে অহমিকা, গৌরব বা গর্বের ভাব আসছে বা আসতে পারে বলে মুমিন অনুভব করেন তাহলে তাও তিনি পরিত্যাগ করবেন।

৫. একব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) প্রশ্ন করে: কি ধরনের পোশাক পরিধান করব? তিনি বলেন :

مَا لاَ يَزْدَرِيْكَ فِيْهِ السُّفَهَاءُ وَلاَ يَعِيْبُكَ بِهِ
الْحُكَمَاءُ ... مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ دَرَاهِمَ إِلَى الْعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا

"যে পোশাকে পরলে মুর্খরা তোমাকে অবহেলা করবে না এবং জ্ঞানীগণ তোমাকে নিন্দা করবে না... ৫ দিরহাম থেকে ২০ দিরহাম মূল্যের।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২১]

১. ৩. ৫. পুরুষের জন্য রেশম নিষিদ্ধ

অহমিকা, গৌরব, সৌন্দর্য ও মর্যাদা প্রকাশের সর্বজনীন মাধ্যম স্বর্ণ ও রেশম। ইসলাম নির্দেশিত মধ্যপন্থার একটি বিশেষ দিক এই যে, ইসলামে পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী কাপড়ের তৈরী পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে সূতী, পশমী বা এই জাতীয় কাপড়ের মধ্যে সামান্য পরিমান রেশমের সংমিশ্রণ বা কারুকাজ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সর্বাবস্থায় রেশম ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক

---

[২১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩৫।

হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

"স্বর্ণ ও রেশম আমার উম্মতের নারীগণের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং আমার উম্মতের পুরুষগণের জন্য হারাম করা হয়েছে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২২]

বুখারী ও মুসলিম সংকলিত হাদীসে বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন,

أَمَرَنَا رسول الله ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ (أو المُقْسِمِ) وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ (عن التَّخَتُّم بالذهب) وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ (شُرْبٍ بالفضة) وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَعن لُبْس الحرير الإِسْتَبْرَق وَالدِّيبَاجِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ৭টি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং ৭টি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন: ১. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতে, ২. মৃতব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, ৩. হাঁচি প্রদানকারীর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন) বলতে, ৪. শপথকারীর শপথ রক্ষার ব্যবস্থা করতে, ৫. অত্যাচারিতকে সাহায্য করতে, ৬. আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতে বা দাওয়াত কবুল করতে এবং ৭. সালামের প্রচলন করতে। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন ১. স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে, ২. রৌপ্যের পাত্রে পান করতে, ৩. উট ইত্যাদি বাহনের পিঠের নরম লাল রঙের বাহারী রেশমী কাপড়ের তৈরি গদি ব্যবহার করতে, ৪. রেশমের বাহারী কাপড় ব্যবহার করতে, ৫. রেশম পরিধান করতে, ৬. মোটা রেশমের কাপড় পরিধান করতে এবং ৭. রেশম দিয়ে বুনন করা কাপড়ের পোশাক পরিধান করতে।"[২৩]

---

[২২] নাসাঈ, আস-সুনান ৮/১৬১; আলবানী, সহীহুল জামি' ১/১০২।
[২৩] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২০২; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৩৫।

লক্ষণীয় যে, নিষিদ্ধ বিষয়গুলির প্রায় সবই রেশম বিষয়ক। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সকল প্রকারের রেশম দ্বারা প্রস্তুত কাপড়ের পোশাক বা আসবাব ব্যবহার করতে তিনি বিশেষভাবে নাম উল্লেখ করে নিষেধ করেছেন।

বুখারী-মুসলিম সংকলিত হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন:

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُــلَّــةً سِــيَــرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْــتَــرَيْــتَ هَذِهِ فَــلَبِسْــتَهَا لِلنَاسِ يَوْمَ الْجُــمُعَةِ وَلِلْــوَفْــدِ إِذَا قَدِمُوا عَــلَــيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَــلْــبَــسُ هَذِهِ مَنْ لا خَــلاقَ لَهُ فِي الآخِــرَةِ

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজার সামনে রেশমের তৈরি জোড়া কাপড় : ইযার ও চাদর (বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত) দেখতে পান। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এই পোশাক ক্রয় করুন। আপনি শুক্রবারে মানুষদের (সামনে আগমনের) জন্য এবং অভ্যাগত মেহমানদের (সাথে সাক্ষাতের) জন্য তা পরিধান করবেন। রাসূলুলাহ ﷺ বলেন: এই রেশমী কাপড় শুধু তারাই পরে যাদের আখেরাতে কোনোই পাওনা নেই।"[২৪]

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন:

مَــنْ لَــبِــسَ الْــحَــرِيْرَ فِي الدُّنْــيَا فَــلَــنْ يَــلْــبَسَهُ فِي الآخرة

"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করবে, সে কখনই আখেরাতে রেশম পরিধান করবে না।"[২৫]

১. ৩. ৬. পুরুষের পোশাক গোড়ালীর উপরে রাখার নির্দেশ

পুরুষের পোশাক পরিধানের বিষয়ে রাসূলুলাহ ﷺ একটি বিশেষ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি পুরুষের পোশাকের নিম্নপ্রান্ত পায়ের গোড়ালী থেকে কিছু উপরে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ভূলুণ্ঠিত করে পাজামা, লুঙ্গি, জামা বা কোনো পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

পায়ের গোড়ালীর উপরে সামান্য উচু হয়ে থাকা হাড়টিক আরবীতে কা'ব (**كعب**) বলে। ফারসী ভাষায় একে 'টাখ্নু' বলা হয়। সাধারণত ইংরেজিতে একে

[২৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩০২; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৩৮।
[২৫] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৯৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৪৫, ১৬৪৬।

Ankle বলা হয়। বাংলা অভিধানে এজন্য "গোড়ালীর গাট" এবং "গুলফ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সাধারণভাবে মুসলিম সমাজে 'টাখ্‌নু' শব্দটিই বহুল পরিচিত, যদিও বাংলা অভিধানে এখনো এই শব্দটির স্থান হয়নি বলেই মনে হয়।

হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত প্রায় একহাত লম্বা স্থানকে আরবীতে সাক (ساق) বলা হয়। ইংরেজিতে সাধারণত একে shank বলা হয়। বাংলায় একে নলা, পায়ের নলা বা নলি বলা হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অগণিত হাদীসে "গোড়ালীর গাট", "গুলফ" বা "টাখনু" আবৃত করে পোশাক পরিধান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন যে, মুমিনের পোশাকের ঝুল হাঁটুর অর্ধ হাত নিচে, পায়ের নলার মাঝামাঝি বা 'নিসফ সাক' পর্যন্ত থাকবে। প্রয়োজনে তা 'টাখনু' পর্যন্ত ঝুলানো যেতে প রে। কিন্তু কোনো ওজরে বা কোনো কারণেই ইচ্ছাকৃতভাবে পোশাকের ঝুল টাখনু আবৃত করবে না। এত বেশি হাদীসে এত বেশি সংখ্যক সাহাবীকে তিনি এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করছি।

আমরা তৃতীয় অধ্যয়ে 'সুন্নাতের আলোকে পোশাকের' আলোচনায় দেখব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লুঙ্গি বা জামা সর্বদা "টাখনু"-র উপরে থাকত। সাধারণত তাঁর পোশাকের নিম্নপ্রান্ত হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝামাঝি বা "নিসফ সাক" পর্যন্ত থাকত। বিভিন্ন হাদীসে তিনি মুসলিম উম্মাহর পুরুষগণকে এভাবে পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সকল হাদীসের মূল শিক্ষা একই : মুসলিমের লুঙ্গি, পাজামা, জামা ইত্যাদি সকল পোশাকের নিম্নপ্রান্ত হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝামাঝি থাকবে। ইচ্ছা করলে "টাখ্‌নু" পর্যন্ত নামানো যাবে। এর নিচে পোশাকের নিম্নপ্রান্ত নামানো তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ক সকল হাদীস আলোচনা করতে একটি বৃহৎ বইএর প্রয়োজন। এ বিষয়ক হাদীসগুলি অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের। এখানে কয়েকটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করছি।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ

"টাখ্‌নুদ্বয় (গোড়ালির উপরের গিরা)-এর নিচে ইযারের যে অংশ থাকবে তা জাহান্নাতে থাকবে।"[২৬]

---

[২৬] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৮২।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ . مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ

"মুসলিমের ইযার তার পায়ের নলার মাঝামাঝি (নিসফ সাক) পর্যন্ত থাকবে। সেখান থেকে টাখনু পর্যন্ত (নামালে) কোনো অপরাধ হবে না। টাখনুর নিচে যা থাকবে তা জাহান্নাতে থাকবে। যে ব্যক্তি অহংকার করে তার ইযার টেনে নিয়ে চলবে আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।" হাদীসটি সহীহ।[২৭]

এখানে আমরা দুটি বাক্য দেখতে পাই। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে : টাখনুর নিচে পোশাকের যে অংশ থাকবে সেই অংশ জাহান্নামে থাকবে। এখানে অহংকার, গৌরব, গর্ব, অহমিকা ইত্যাদি কোনো কথা উল্লেখ করা হয় নি। আর দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, গর্বভরে যে ব্যক্তি পোশাক ভূলুণ্ঠিত করে পরিধান করবে তার দিকে আল্লাহ দৃষ্টিপাত করবেন না।

এই হাদীস ও সমার্থক হাদীসগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে, যে কোনো অবস্থায় পরিধেয় পোশাক পায়ের গিরা বা টাখনুর নিচে নামানো পাপ ও এর জন্য শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আর এই পাপের সাথে যদি অহংকার বা গর্ব সংযুক্ত হয় তাহলে তার শাস্তি আরো কঠিন ও ভয়ঙ্কর; কারণ দ্বিতীয় ব্যক্তি মহান আল্লাহর করুণা ও ক্ষমার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।

পরবর্তী হাদীসগুলি থেকে আমার দেখতে পাব যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কাপড় নিচু করে পরাই অহংকার। এজন্য অসুস্থতা, পায়ের বৈকল্য বা অন্য কোনো কারণেই রাসূলুলাহ ﷺ কাপড় ঝুলিয়ে পরার অনুমতি দেন নি। শুধু অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কারো লুঙ্গি বা পোশাকের একটি প্রান্ত ঝুলে পড়ে বা ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে দোষ হবে না বলে জানিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاءَ

[২৭] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৫৯; আলবানী, সহীহুল জামি' ১/২২০।

"যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে তার পোশাক ভূলুণ্ঠিত করে পরিধান করে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃকপাত করবেন না। আবূ বকর (রা) বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার খোলা লুঙ্গির দু প্রান্তের এক প্রান্ত ঢিলে হয়ে নেমে যায়, যদি না আমি তা বারবার গুটিয়ে ঠিক করি। তখন রাসূলুলাহ ﷺ বলেন, যারা অহঙ্কার করে এরূপ করে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।"[২৮]

হুযাইফা (রা) বলেনঃ

أَخَــذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَــضَــلَةِ سَاقِي فَقَالَ هُنَا مَــوْضِــعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَــيْــتَ فَــهَاهُــنَا، وَلاَ حَــقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْــكَــعْــبَــيْنِ

"রাসূলুলাহ ﷺ আমার পায়ের নলার পেশী ধরে বলেনঃ ইযারের স্থান এখানে। যদি একান্তই অমত কর, তাহলে এখানে। টাখনুদ্বয়ের উপর ইযারের কোনো অধিকার নেই।" হাদীসটি সহীহ।[২৯]

আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ, আব্দুলাহ ইবনু উমার, আনাস ইবনু মালিক ও অন্যান্য সাহাবী (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুলাহ ﷺ বলেনঃ

إِزرَةُ الْــمُــؤْمِــنِ إِلَى عَــضَــلَةِ سَاقِــهِ، ثُمَّ إِلَى الْــكَــعْــبَــيْنِ، فَــمَا كَانَ أَسْــفَــلَ مِنْ ذَلِــكَ فَــفِي الــنَّار .

"মুমিনের ইযার তাঁর পায়ের নলার মাংশপেশী পর্যন্ত থাকবে। এরপর পায়ের গিরা বা টাখ্নু পর্যন্ত। এর নিচে যা থাকবে তা জাহান্নামে থাকবে।" হাদীসটি সহীহ।[৩০]

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন :

الإِزَارِ إِلَى نِــصْــفِ السَّاقِ أَوْ إِلَى الْــكَــعْــبَيْنِ لاَ خَــيْــرَ فِي أَسْفَــلِ ذَلِكَ

"ইযার থাকবে পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত অথবা টাখনু পর্যন্ত। এর নিচে কোনো কল্যাণ নেই।" হাদীসটি সহীহ।[৩১]

---

[২৮] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩৪০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৫১-১৬৫৩।
[২৯] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১২/২৬২; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৪/৪৪১।
[৩০] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২৩-১২৪; আলবানী, সহীহুল জামি' ১/২২০।
[৩১] আল-মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ৬/৩৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২২; আলবানী, সহীহুল জামি' ১/৫৩৬।

সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন:

مَــرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِــرْخَاءٌ فَــقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَــعْ إِزَارَكَ فَــرَفَــعْــتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَــزِدْتُ فَمَا زِلْــتُ أَتَــحَــرَّاهَا بَعْــدُ فَقَالَ بَعْــضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْــنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে গমন করছিলাম। তখন আমার ইযারটি ঝুলে ছিল। তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ, তোমার ইযার উঠাও। তখন আমি ইযার উচু করে পরলাম। তিনি বলেন, আর উচু কর। তখন আমি আরো উচু করলাম। তখন থেকে আমি সর্বদা এরূপ উচু করেই ইযার পরিধান করতে সদা সচেষ্ট থাকি। উপস্থিত কেউ কেউ বলল, কোন পর্যন্ত? তিনি বলেন, নিস্‌ফ সাক্ পর্যন্ত।"[৩২]

আবূ উমামাহ (রা) বলেন, "আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, এমতাবস্থায় আম্‌র ইবনু যুরারাহ আনসারী (রা) আমাদের নিকট আগমন করেন। তাঁর পরণে ছিল একটি চাদর ও একটি ইযার। তাঁর ইযারটি ভুলুণ্ঠিত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর জন্য বিনীত হয়ে তাঁর নিজের ইযারের প্রান্ত উঁচু করে ধরেন এবং বলতে থাকেন : হে আল্লাহ, আপনার বান্দা, আপনার এক বান্দার সন্তান, আপনার এক বান্দীর সন্তান। আম্‌র তা শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ফিরে বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পায়ের নলাদুটি শুকনো ও চিকন (এজন্য আমি ইযার নামিয়ে পরেছি)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হে আম্‌র, আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। হে আম্‌র, নিশ্চয় আল্লাহ নিচু করে (ভুলুণ্ঠিত করে) পোশাক পরিধানকারীকে ভালবাসেন না। এরপর তিনি আম্‌রের হাঁটুর নিচে তাঁর ডান হাত মুবারকের চার আঙুল রেখে বলেন, হে আম্‌র, এই ইযারের স্থান। এরপর হাত উঠিয়ে প্রথম চার আঙুলের নিচে চার আঙুল রাখেন এবং বলেন : হে আম্‌র, এই ইযারের স্থান। এরপর হাত উঠিয়ে দ্বিতীয় স্থানের নিচে চার আঙুল রাখেন এবং বলেন : হে আম্‌র এই ইযারের স্থান।" হাদীসটি সহীহ।[৩৩]

শারীদ ইবনু সুওয়াইদ সাকাফী (রা) বলেন :

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَبِعَ رَجُــلا ... حَتَّى هَــرْوَلَ فِي أَثَــرِهِ حَــتَّى أَخَــذَ

---

[৩২] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৫৩।

[৩৩] আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/২০০; তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৮/২৩২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২৩-১২৪।

ثَـوْبَهُ فَقَالَ ارْفَـعْ إِزَارَكَ ... فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْـنَـفُ وَتَـصْـطَـكُّ رُكْـبَـتَايَ فَقَالَ : كُـلُّ خَـلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَـسَنٌ قَالَ وَلَمْ يُـرَ ذَلِكَ الرَّجُـلُ إِلا وَإِزَارُهُ إِلَى أَنْـصَافِ سَاقَـيْـهِ حَـتَّى مَاتَ

"রাসূলুল্লাহ এক ব্যক্তির পিছে পিছে যান এমনকি তিনি দৌড়াতে শুরু করেন। অবশেষে তিনি লোকটির নিকট পৌঁছে তার লুঙ্গিটি ধরে বলেন: ইযার উঠাও। ... সে বলে: আমার পা বাঁকা এবং হাঁটু দুটি পরস্পরে বাড়ি খায় (আমার সৃষ্টিগত ত্রুটি ঢাকার জন্য আমি ইযার নিচু করে পরি।) তিনি বলেন: ইযার উঠাও; আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই সুন্দর। শারীদ বলেন: এরপর থেকে লোকটির মৃত্যু পর্যন্ত আর কখনো দেখা যায়নি যে, তার ইযার 'নিসফু সাক'-এর নিচে নেমেছে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩৪]

আবূ উবাইদ খালিদ (রা) বলেন, আমি যুবক বয়সে মদীনার পথে চলছিলাম, এমতাবস্থায় একজন বললেন: তোমার কাপড় উঠাও; কাপড় উচু করে পরিধান করাই হবে বেশি পবিত্র এবং বেশি স্থায়ী। তাকিয়ে দেখি রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল, এটি তো একটি সাদা কালো ডোরাকাটা চাদর মাত্র। (এটি নিচু করে পরিধান করলে আর কি অহংকার হবে?) তিনি বলেন :

أَمَـا لَـكَ فِـيَّ أُسْـوَةٌ فَـنَـظَـرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِـصْفِ السَّاقِ

"আমার মধ্যে কি তোমার জন্য আদর্শ নেই?" তখন আমি দেখলাম যে, তাঁর ইযার হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝামাঝি (নিসফু সাক) পর্যন্ত।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৩৫]

আমরা দেখেছি যে, উপরের অধিকাংশ হাদীসে "ইযার"-এর কথা বলা হয়েছে এবং কোনো কোনো হাদীসে 'পোশাক' বলা হয়েছে। এ সকল হাদীসের নির্দেশনা যে, মুমিনের কোনো পোশাকই ইচ্ছাকৃতভাবে ভূলুণ্ঠিত হবে না। বারবার ইযারের কথা বলার কারণ, আরবগণ শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য সাধারণত ইযার বা খোলা লুঙ্গিই পরিধান করতেন। পাজামা ইত্যাদির প্রচলন কম ছিল। তা সত্ত্বেও অনেক হাদীসে "ইযার" শব্দের পরিবর্তে (ثوب) অর্থাৎ "কাপড়" বা "পোশাক" শব্দ ব্যবহার

---

[৩৪] আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/৩৯০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২৩-১৩৪; বূসীরী, মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাহ ৩/৪০১-৪০২।

[৩৫] আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৩৬৪; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/৪৮৪; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/২৬৪।

করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রকার পোশাকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলি থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, কোনো প্রকারের পোশাকই মুমিন পায়ের প্রান্ত পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করবেন না।

বুখারী-মুসলিমে সংকলিত হাদীসে আবূ হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ও অন্যান্য সাহাবী (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ

"যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের পোশাক ভূলুণ্ঠিত করে পরিধান করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।"[৩৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"ইযার (লুঙ্গি), কামীস (জামা) ও পাগড়ি কোনোকিছুই পায়ের গিরার (টাখনুর) নিচে ঝুলানো বা ভুলুণ্ঠিত করা যাবে না। যদি কেউ এ সবের কোনো কিছু (কোনো প্রকারের পোশাক) ভুলুণ্ঠিত করে পরে তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।" হাদীসটি সহীহ।[৩৭]

লক্ষণীয় যে, এখানে পাগড়িরও উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত কেউ পাগড়ির পিছনের প্রান্ত ভূলুণ্ঠিত করে পরিধান করেন না। তবুও তা উল্লেখ করা হয়েছে, যেন মুমিন বুঝতে পারেন যে, সকল প্রকার পোশাকই এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত এবং কোনো মুসলিম যেন প্রবৃত্তির তাড়নায় অপব্যাখ্যা করে এই বিধান থেকে কিছু পোশাককে বাদ দিতে না পারেন।

আব্দুলাহ ইবনু উমার (রা) বলেন :

مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيْصِ

"রাসূলুলাহ ﷺ ইযারের (লুঙ্গির) বিষয়ে যা কিছু বলেছেন তা সবই কামীস বা জামার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩৮]

---

[৩৬] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩৪০, ৫/২১৮১-২১৮৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৫১-১৬৫৩।
[৩৭] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৬০; আলবানী, সাহীহুল জামি' ১/৫৩৬, নং ২৭৭০।
[৩৮] আহমদ, আল-মুসনাদ ২/১১০, ১৩৭; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৬০; আহমদ শাকির, মুসনাদ আহমদ ৮/১৫০,

অর্থাৎ ইযার যেরূপ নিসফ সাক বা পায়ের নলার মাঝামাঝি পরিধান করা উত্তম, তেমনি জামাও নিসফ সাক পর্যন্ত পরিধান করা উত্তম। ইযার যেমন টাখনুর উপর পর্যন্ত পরিধান করা জায়েয, তেমনি জামাও অনুরূপভাবে পরিধান করা জায়েয। ইযার যেরূপ টাখনুর নিচে নামানো নিষিদ্ধ তদ্রূপভাবে জামাও টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করা নিষিদ্ধ।

সালাত আদায়ের সময় পুরুষের পোশাকের নিম্নপ্রান্ত পায়ের গিরা বা টাখনুর নিচে নামিয়ে পরিধান করলে সালাত কবুল হবে না বলে একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ

"যে ব্যক্তি সালাতের মধ্যে অহমিকার সাথে তার ইযার ভূলুণ্ঠিত করে পরিধান করবে, আল্লাহর সাথে হালাল বা হারাম কোনো প্রকারের সম্পর্ক তার থাকবে না।" হাদীসটি সহীহ।[৩৯]

আবূ হুরাইরা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বলেন :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ

"একব্যক্তি তার পায়ের গিরা আবৃত করে ইযার পরে সালাত আদায় করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন: যাও ওযু করে এস। লোকটি ওযু করে ফিরে আসলে তিনি আবারো তাকে বললেন: যাও ওযু করে এস। লোকটি আবারো ওযু করে ফিরে আসে। তখন একব্যক্তি বলে: হে আল্লাহর রাসূল, আপনি লোকটিকে ওযু করতে বলছেন এরপর আর কিছু বলছেন না কেন? তিনি বলেন: "লোকটি পায়ের গিরা ঢেকে ইযার পরিধান করে সালাত আদায় করছিল, আর যে

নং ৫৮১৯, ৯/৭৮, নং ৬২২০।

[৩৯] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭২; আলবানী, সহীহুল জামি' ২/১০৪০।

ব্যক্তি এভাবে ইযার নিচু করে পরিধান করে মহান আল্লাহ তার সালাত কবুল করেন না।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৪০]

এ বিষয়ক অগণিত নির্দেশনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, লুঙ্গি, পাজামা, জামা ইত্যাদি পায়ের পাতা পর্যন্ত বা মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরা তৎকালীন সমাজের একটি অতি প্রচলিত রীতি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই রীতি বিলোপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ক একটি হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَشَقَّ عَلَيهِم] فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইযার পায়ের নলার মাঝামাঝি (নিসফ সাক) পর্যন্ত পরতে হবে। মুসলমানদের জন্য বিষয়টি খুব কঠিন হয়ে পড়ল। তিনি যখন দেখলেন যে, মুসলমানদের জন্য বিষয়টি খুবই কষ্টকর তখন বললেন: পায়ের গিরা পর্যন্ত। এর নিচে কোনো কল্যাণ নেই।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৪১]

এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, আজ আমরা যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই নির্দেশনাকে কষ্টকর বলে অনুভব করছি, সে যুগেও মুসলিমগণের জন্য এই নির্দেশনা পালন করা কষ্টকর হয়েছিল। পার্থক্য এই যে, তাঁরা সেই কষ্টকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ হিসেবে মেনে নিয়ে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, আর আমরা পালন না করার সিদ্ধান্তে অটল থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ সকল নির্দেশনা অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করি।

সাহাবীগণের যুগের একটি ঘটনা দেখুন। তাবিয়ী জুবাইর ইবনু আবী সুলাইমান ইবনু জুবাইর ইবনু মুতয়িম বলেন, একদিন আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় এক যুবক সেই স্থান দিয়ে গমন করে। যুবকটির দেহে ছিল একজোড়া সানআনী (ইয়ামনী) কাপড়। সে ভূলুণ্ঠিত করে কাপড় পরিধান করেছিল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) তাকে বলেন: হে যুবক, এদিকে এস। যুবকটি বলল: হে আবূ আব্দির রাহমান, আপনি কি চান? তিনি বলেন: হতভাগা, তুমি কি চাও না যে,

---

[৪০] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭২, ৪/৫৭; আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/৬৭; নাবাবী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ, রিয়াদুস সালিহীন, পৃ: ২৭৭-২৭৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২৫; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ৭/২২৭; আলবানী, যয়ীফুল জামি', পৃ: ২৪৩।

[৪১] আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/২৪৯, ২৫৬; মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/১৩০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২২; বূসীরী, মুখতাসারু ইতহাফ ৩/৪০২।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন? যুবকটি বলে: সুবহানাল্লাহ! আমার কি হয়েছে যে, আমি তা পছন্দ করব না? ইবনু উমার বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি: যে বান্দা তার ইযার বা পোশাক অহমিকাভরে ঝুলিয়ে বা ভূলুণ্ঠিত করে পরিধান করে আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। ঐ যুবকটি এর পর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা ইযার অনেক উঠিয়ে পরিধান করত। কোনোদিন তাকে আর নিচু করে ইযার পরতে দেখা যায়নি।[৪২]

এখানে লক্ষ্য করুন! যুবকটি বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা ওজর আপত্তি দেখিয়ে তার অভ্যাস চালু রাখার কোনো চেষ্টা করেনি। বরং তার অভ্যাসকে হাদীসের নির্দেশনার অধীন করে নিয়েছে।

এখানে আলোচিত ১৭ টি হাদীসই সহীহ সনদে সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই হাদীসগুলির অর্থে আরো অনেক হাদীস হাদীসের গ্রন্থগুলিতে সংকলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে ধরে এত বেশি সংখ্যক সাহাবীকে এত বেশি সময়ে এরকমর আরেকটি বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। এ সকল হাদীস থেকে যে কোনো জ্ঞানহীন অমুসলিমও বুঝতে পারবেন যে, সকল প্রকার পোশাকের নি্ প্রান্ত হাঁটুর নিাংশ থেকে পায়ের গোড়ালির উপরের হাড় বা গিরার উপর পর্যন্ত স্থানের মধ্যে রাখা ইসলামের অন্যতম একটি নির্দেশ এবং এর নিচে পোশাকের প্রান্ত নামিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ।

১. ৩. ৬. ১. স্বার্থপর ও অহংকারী পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসন

আমরা একটু চিন্তা করলেই পোশাকের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই বিশেষ নির্দেশনার কারণ বুঝতে পারি। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের জৈবিক বা পাশবিক জীবনকেই একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। এজন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিতে 'স্মার্টনেস' বা 'ব্যক্তিত্বে'-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'অহঙ্কার'। যাকে দেখলে যত 'অহঙ্কারী' বা 'কঠিন' মনে হবে সে তত বেশি 'ব্যক্তিত্বসম্পন্ন' বা 'স্মার্ট'। পাশ্চাত্য পোশাক পরিচ্ছদে এই বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য সদা চেষ্টা করা হয়।

পক্ষান্তরে ইসলামে মানুষের জৈবিক ও আত্মিক উভয় দিকের সমন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং আত্মিক মূল্যবোধগুলির উন্নতি ও বিকাশকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অহমিকা, গর্ব, অহংকার ইত্যাদি আত্মা-বিধ্বংসী ও মানবতা-বিধ্বংসী অনুভূতি। অহংকারী মানুষ নিজের মন ও আত্মাকে কষ্ট দেওয়ার

---

[৪২] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১২/৩৪২; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৪৪; ইবনু আব্দিল বারর, আত-তামহীদ ৩/২৪৮।

পাশাপাশি সমাজের সকলকেই কষ্ট দেয়।

পোশাক মানুষের দেহ সর্বক্ষণ আবৃত করে রাখে এবং তার মনসিক অনুভুতিগুলিও নিয়ন্ত্রিত ও পরিশিলীত করে। এজন্য রাসূলুলাহ ﷺ বারংবার বিনয় ও সরলতা প্রকাশক পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিষয়টি যদিও স্পষ্ট তবুও আমরা যারা বর্তমানে সামগ্রিকভাবে কাফির-মুশরিকদের স্বার্থপর ও অহংকারী সংস্কৃতির কাছে পরাজিত হয়ে পড়েছি তাদের কাছে পোশাকের ঝুল টাখনুর উপরে রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। কেন রাসূলুলাহ ﷺ এই বিষয়টিকে এত বেশি গুরুত্ব প্রদান করলেন?

অনেকে বিষয়টি জাগতিক বা তৎকালীন বলে উড়িয়ে দিতে চান। এই ধরনের পরাজিতদের অনেকেই ইসলামকে বা ইসলামের সালাত, সিয়াম, পর্দা, হজ্জ, যাকাত, বিচার, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক বিধানকেই জাগতিক বা সেকেলে বলে উড়িয়ে দিয়েও নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করেন। আবার এক পরাজিত আরেক পরাজিতর নিন্দা করেন। কেউ হয়ত পোশাকের এই বিষয়টিকে জাগতিক বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন, অথচ সুদের বিষয়কে যে ব্যক্তি জাগতিক বা তৎকালীণ বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন তার নিন্দা করছেন।

এদের বিচারের মাপকাঠি অমুসলিম সংস্কৃতি প্রভাবিত নিজস্ব পছন্দ। কাফিরদের যে বিষয়গুলি তার ভাল লাগে তার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দেওয়া এবং ইসলামের যে নির্দেশগুলি কাফিরদের সেই 'ভাল' বিষয়গুলির বিরোধী সেগুলির ব্যাখ্যা করা। আবার ইসলামের যে বিষয়গুলি ভাল লাগে তার পক্ষে যুক্তি প্রদান করা ও সেগুলির বিরোধী যুক্তি খণ্ডন করা। অথচ মুসলিমের উচিত নিজের পছন্দকে রাসূলুলাহ ﷺ এর শিক্ষার অধীন করে দেওয়া। তিনি যাকে যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন তাকে ততটুকু গুরুত্ব দেওয়া।

যারা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, কাফির সংস্কৃতির অনুকরণে পোশাক পরিধান করবেন, তারা অনেক সময় বলেন যে, অহংকার করে পোশাক নিচু করে পরা অন্যায়, অহংকারহীনভাবে পরলে দোষ নেই। এখানে জিজ্ঞাস্য যে, অহংকার, গর্ব বা গৌরব প্রকাশের ইচ্ছা না থাকলে পোশাক পায়ের গিরার নিচে নামানোর প্রয়োজনটা কি?

এ প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর এই যে, রাসূলুলাহ ﷺ এর নির্দেশ মত টাখনু পর্যন্ত পোশাক পরিধান করলে দেখতে খারাপ দেখায়, সেকেলে মনে হয় বা স্মার্টনেস পরিপূর্ণ হয় না সেজন্য টাখনুর নিচে নামিয়ে পোশাক পরতে হয়। আর এই অনুভুতিটির নামই অহমিকা, অহংকার, গর্ব ও গৌরব। স্মার্ট দেখানোর

উদ্দেশ্যে পোশাক ভূলুণ্ঠিত করাকেই হাদীসের ভাষায় গৌরব বা গর্বভরে পোশাক ভূলুণ্ঠিত করা বলা হয়েছে। মনের গভীরে এই অহমিকা, "স্মার্ট দেখানোর" আগ্রহ ছাড়া কেউই ইচ্ছাকৃতভাবে পায়ের গিরা আবৃত করে পোশাক তৈরি করেন না বা পরেন না। সর্বোপরি উপরের হাদীসগুলি জানার পরে কেউ ভাবতে পারেন না যে ইচ্ছাকৃতভাবে পোশাক নামিয়ে পরা কোনোভাবে জায়েয হতে পারে।

জায়েয ও সুন্নাত সম্মত পোশাকে সৌন্দর্য অর্জন বা 'সুন্দর দেখানো' আপত্তিকর নয়, বরং হাদীসে তা উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হাদীসে যা নিষেধ করা হয়েছে তাকে সুন্দর ভাবা মুমিনের পক্ষে কিভাবে সম্ভব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার বললেন, টাখনু খোলা রেখে পোশাক পরলে সুন্দর দেখায়। এরপরও কি মুমিন ভাববেন যে, টাখনু খোলা থাকলে 'খারাপ দেখায়'?

হাঁটু খোলা 'হাফ-প্যান্ট' পরলে সুন্দর দেখায় বলে কেউ দাবী করলে কি মুমিন তার সাথে একমত হবেন? হাঁটু অনাবৃত করতে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, তেমনি তিনি টাখনু আবৃত করতে নিষেধ করেছেন। বরং সত্যিকার বিষয় যে, হাঁটু আবৃত করার নির্দেশ জ্ঞাপক সহীহ হাদীসের চেয়ে 'টাখনু' অনাবৃত করার নির্দেশ জ্ঞাপক সহীহ হাদীসের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। এরপরও কি মুমিন 'হাঁটু ঢাকা' ও 'টাখনু না ঢাকা' এই দুটি নির্দেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারেন?

১. ৩. ৬. ২. অহঙ্কারহীনভাবে পোশাক দ্বারা টাখনু আবৃত করা

আমাদের সমাজে অগণিত ধার্মিক বা ধর্মপালনকারী মুসলিম পায়ের গিরা বা টাখুনু আবৃত করে প্যান্ট, পাজামা, লুঙ্গি বা অন্য পোশাক পরিধান করেন। এই কঠিন হারাম কর্মটি অনেকে খুবই হালকাভাবে দেখেন। "অহঙ্কার করছি না" বলে এই কঠিন হারাম কাজটি জায়েয করে নিতে চান। এখানে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে:

প্রথমত, উপরে আমরা দেখেছি যে, "স্মার্ট দেখানো", "সেকেলে দেখানো থেকে রক্ষা পাওয়া" ইত্যাদি অনুভুতির নামই "অহমিকা" বা "অহঙ্কার"। এ থেকে আমরা বুঝি যে, ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তিই নিজের পাজামা, প্যান্ট, লুঙ্গি ইত্যাদি গিরা বা টাখনু আবৃত করে তৈরি করেন বা পরেন তিনিই নিঃসন্দেহে "অহমিকার সাথে নিজের পোশাক নিচু করে পরিধান করেন"। উপরের হাদীসগুলির আলোকে তিনি কঠিন শাস্তিযোগ্য ও আল্লাহর রহমত থেকে সার্বিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার মত অপরাধে লিপ্ত।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের বিধিবিধানের বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক প্রেক্ষাপট ও কারণ রয়েছে। ইসলাম যখন কোনো কাজকে আবশ্যকীয় বা নিষিদ্ধ করে তখন কখনো কখনো তার কারণ উল্লেখ করে। এর অর্থ এই নয় যে, উক্ত কারণ না থাকলে উক্ত

কর্ম জায়েয হবে। যেমন শুকরের মাংস নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, তা "অপবিত্র"। এর অর্থ এই নয় যে, কখনো কোনোভাবে শুকরের মাংস পবিত্র করা হলে তা হালাল হবে। অনুরূপভাবে সুদ হারামের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তা জুলুম এবং তোমরা জুলুম করবে না বা জুলুমের শিকার হবে না। এর অর্থ এই নয় যে, জুলুমহীনভাবে পারস্পরিক সম্মতি বা সহযোগিতার ভিত্তিতে সুদ খাওয়া জায়েয হবে। এর অর্থ সুদ ও জুলুম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুদ খাওয়া সর্বদাই জুলুম। কাজেই সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকতেই হবে।

ভূলুণ্ঠিত করে পোশাক পরিধানের বিষয়টিও অনুরূপ। ইচ্ছাকৃতভাবে এভাবে পোশাক পরিধানই অহঙ্কার। অহঙ্কার, অহমিকা বা "স্মার্ট দেখানো" অনুভূতি এর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইচ্ছাকৃতভাবে এভাবে পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে কারো পোশাক সঠিকভাবে পরিধানের পরে বেখেয়ালে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি নেমে যায় তবে তা অন্যায় বলে গণ্য হবে না।

তৃতীয়ত, ইসলামে অনেক কর্ম সাধারণভাবে হারাম করা হয়েছে। আবার সেই কর্মের বিশেষ পর্যায়কে বিশেষভাবে হারাম করা হয়েছে। যেমন ব্যভিচার হারাম ও কবীরা গোনাহ। আবার কোনো কোনো হাদীসে "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা" "কবীরা গোনাহ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিবেশীর স্ত্রী ছাড়া অন্যদের সাথে ব্যভিচার জায়েয। এর অর্থ, এই পাপটি সর্বদা ভয়ঙ্কর পাপ। তবে এই বিশেষ ক্ষেত্রে তা আরো বেশি ভয়ঙ্কর।

অনুরূপভাবে নরহত্যা ইসলামে ভয়ঙ্করতম পাপ বলে বিবেচিত। কুরআন কারীমে "দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করতে" নিষেধ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, দারিদ্রের ভয় না হলে সন্তান হত্যা করা জায়েয, অথবা সন্তান ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করা জায়েয। এর অর্থ হত্যা সর্বদা কঠিন পাপ, তবে এই পর্যায়ে তা কঠিনতম পাপ।

এভাবে আমরা দেখছি যে, কোনো পাপের একটি বিশেষ পর্যায়কে নিন্দা করে কুরআন বা হাদীসে কোনো বিবৃতি থাকলে সেই বিবৃতিকে ভিত্তি করে উক্ত পাপের অন্যান্য পর্যায় জায়েয করে নেওয়ার প্রবণতা বিভ্রান্তিকর।

যেমন, কুরআন কারীমে কোথাও সুদ খেতে সাধারণভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যত্র "বহুগুণ সুদ" খেতে নিষেধ করা হয়েছে। সুদ খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা একটি বিধান। আর চক্রবৃদ্ধি বা বহুগুণ সুদ খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা আরেকটি পৃথক বিধান। এখন যদি কেউ সুদ খায় এবং তাকে বলা হয় যে, সুদ খাওয়া ইসলামে

নিষিদ্ধ, আর সে বলে যে, কেবল বহুগুণ বা চক্রবৃদ্ধি সুদ নিষিদ্ধ তবে নিঃসন্দেহে আমরা বুঝতে পারব যে, এই ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সুদ খাওয়া চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন ইসলামের নির্দেশনা থেকে গা বাঁচানোর জন্য এভাবে ব্যাখা করছে।

অনুরূপভাবে টাখনুর নিচে পোশাক নামানোর নিষেধাজ্ঞা একটি বিধান আর অহঙ্কার করে টাখনুর নিচে কাপড় নামানোর নিষেধাজ্ঞা আরেকটি পৃথক বিধান। অধিকাংশ হাদীসে সাধারণভাবে এভাবে পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিছু হাদীসে "অহঙ্কারভরে" এভাবে পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এভাবে পোশাক পরিধান সর্বদা হারাম ও নিষিদ্ধ। আর যদি তা "অহঙ্কারভরে" হয় তাহলে তা আরো বেশি অপরাধ হবে। কিন্তু যদি কেউ এভাবে পোশাক পরিধান করেন এবং বলেন যে, কেবল "অহঙ্কারভরে" পরিধান করলে তা হারাম হবে, আর আমি কোনো অহঙ্কার করছি না, তাহলে তার অবস্থাও উপরের সুদখোরের মত।

চতুর্থত, "আমি অহঙ্কার করছি না" এই কথাটি বলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যেখানে সাহাবীগণ কখন হৃদয়ে অহঙ্কার প্রবেশ করে সেই ভয়ে ক্রন্দন করতেন, সেখানে কিভাবে একজন মুমিন নিজের পাপময় আত্মায় অহঙ্কার প্রবেশ করতে পারবে না বলে নিশ্চিত হলেন?[৪৩]

উপরের অনেক হাদীসে আমরা দেখেছি যে, পায়ের বৈকল্য, অসুস্থতা, পোশাকের সমস্যা ইত্যাদি কোনো কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ 'টাখনু' আবৃত করে পোশাক পরিধানের অনুমতি প্রদান করেন নি। কেবলমাত্র আবূ বকর (রা) যখন বলেন যে, তাঁর পোশাকের একপ্রান্ত কখনো কখনো বেখেয়ালে নেমে যায়, কখন তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, যারা ইচ্ছাপূর্বক পোশাক ঝুলিয়ে পরে আপনি তাদের অর্ন্তভুক্ত নন।

আমাদের সমাজের যারা নিজেদেরকে সিদ্দীকে আকবারের মত হৃদয় ও ঈমানের অধিকারী বলে মনে করেন এবং অহঙ্কার করেন না বলে দাবি করেন তাদের বুঝতে হবে যে, তিনি ইচ্ছা করে নিজের লুঙ্গি 'টাখনু'-র নিচে নামিয়ে পরতেন না অথবা তিনি নিজের পাজামা বা জামা 'টাখনু' আবৃত ঝুল দিয়ে তৈরি করতেন না। তিনি উচু করে ইযার পরিধান করতেন। তবে কখনো কখনো বেখেয়ালে তাঁর লুঙ্গির এক প্রান্ত নেমে যেত। বিষয়টির মধ্যে কোনো দোষ নেই তা

---

[৪৩] এ বিষয়ক হাদীস ও আলোচনা দেখুন, খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন, পৃ ৩৩২-৩৩৫।

সহজেই বোঝা যায়। তবুও তাঁর সিদ্দীকী ঈমান তাকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রশ্ন করতে অনুপ্রাণিত করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, আপনার এই বেখেয়াল কাজের মধ্যে কোনো অহঙ্কার নেই।[৪৪]

পঞ্চমত, আমরা দেখেছি যে, অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড় উচু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। স্পষ্টতই তাঁরা কেউই কাপড় নিচু করার সময় অহঙ্কারের চিন্তা করেন নি বা অহঙ্কার করে এভাবে কাপড় পরেন নি। তবু অত্যন্ত শক্তভাবে তিনি তাঁদেরকে কাপড় উঠিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা কি মনে করি যে, আমাদের মন সে সকল সাহাবীর চেয়ে পবিত্র, অথবা তাঁরা অহঙ্কার করতেন আর আমরা করি না, অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে কাপড় উঠাতে বললেও আমাদেরকে দেখলে তিনি উঠাতে বলতেন না!!

মূল কথা এই যে, এভাবে কাপড় পরিধান করা সাধারণভাবে অহঙ্কারের প্রকাশ। এজন্য মনে অহঙ্কার আসুক বা না আসুক তা পরিহার করতে হবে। যদি সাথে অহঙ্কার মিলিত হয় তাহলে তা আরো ভয়ানক। এজন্য সর্বাবস্থায় তা পরিহার করতে হবে। অসতর্কতা, বেখেয়াল বা অনিচ্ছাকৃতভাবে পরিধানের কাপড় নিচে নেমে গেলে অসুবিধা নেই।

ষষ্ঠত, সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, কাপড় ভুলুণ্ঠিত করাই অহঙ্কার। আমি হাদীসটি পূর্ণরূপে উল্লেখ করছি, কারণ হাদীসটিতে মুমিন জীবনের অনেক পাথেয় রয়েছে। জাবির ইবনু সুলাইম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বলেন:

اتقِ الله ولا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ] وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ الْخُيَلاءِ] وَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ سَبَّكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ بأمر ليس هو فيك] فَلا تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ دعه يكون وباله عليه وأجره لك . ولا تسبن أحداً

[৪৪] যাহাবী, <u>সিয়ারু আ'লামিন নুবালা</u> ৩/২৩৪।

"তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে। (মানুষের বা সৃষ্টির) উপকারমূলক কোনো কর্মকেই অবহেলা করবে না বা ছোট মনে করবে না, এমনকি পানি পান করতে চায় এমন কাউকে তোমার বালতি থেকে একটু পানি ঢেলে দেওয়া বা তোমার ভাইএর সাথে হাসি মুখে কথা বলার মত কোনো কর্মও ছোট মনে করবে না। তোমার ইযার পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত উচু করে পরিধান করবে। যদি তা তুমি করতে রাজি না হও, তবে টাখনুদ্বয় পর্যন্ত। খবরদার! পরিধেয় লুঙ্গি নিচু করে পরবে না; কারণ কাপড় ঝুলিয়ে পরা অহঙ্কার এবং আল্লাহ অহঙ্কার পছন্দ করেন না। যদি কোনো মানুষ (তোমার মধ্যে বিদ্যমান অথবা) তোমার মধ্যে নেই এমন কোনো দোষ বলে তোমার নিন্দা করে, তবে তুমি তার মধ্যে বিরাজমান কোনো প্রকৃত দোষ বলেও তাকে নিন্দা করো না। বরং ছেড়ে দাও, যেন এই কথার শাস্তি সে পায় আর পুরস্কার তুমি পাও। আর কাউকে গালি দেবে না।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৪৫]

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলছেন 'কাপড় ঝুলিয়ে পরা অহঙ্কার'। এর পরও কি মুমিন 'কাপড় ঝুলিয়ে পরা অহঙ্কার নয়' অথবা 'আমার কাপড় ঝুলিয়ে পরা অহঙ্কার নয়' বলবেন?

সপ্তমত, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, মুমিন কেন এই কাজ করবেন? কেনই বা এসকল কথা বলবেন? অগণিত হাদীসের নির্দেশনা উল্টে দেওয়ার প্রয়োজনই বা কী? মুমিনের কাজ কী? মুমিন তো রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিষেধ করেছেন তা ঘৃণাভরে পরিহার করবেন। এমনকি সেই কর্মটি কখনো জায়েয হলেও তিনি তা সর্বদা পরিহার করার চেষ্টা করবেন। শূকরের মাংস, মদ, রক্ত ইত্যাদি আল্লাহ হারাম করেছেন এবং প্রয়োজনে জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। এখন মুমিনের দয়িত্ব কী? বিভিন্ন অযুহাতে প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে এগুলি ভক্ষণ করা? না যত কষ্ট বা প্রয়োজনই হোক তা পরিহার করার চেষ্টা করা?

শূকরের মাংশ, মদ ইত্যাদির বিষয়ে মোটামুটি একমত হলেও অন্য অনেক নিষিদ্ধ বিষয়ে আমাদের মধ্যে অদ্ভুৎ এক প্রবণতা বিরাজমান। আমরা অনেক সময় বিভিন্ন অজুহাতে তা জায়েয করার চেষ্টা করি।

যেমন 'গীবত' করা বা অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তি সত্যিকার কোনো দোষ উল্লেখ করা কুরআন-হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন বা হাদীসে কোথাও স্পষ্টভাবে কোনো প্রয়োজনে তা বৈধ বলে বলা হয় নি। কিছু আলিম কোনো কোনো অবস্থায় তা

---

[৪৫] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/৪৮৬; আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৬৩, ৬৪; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ২/২৭৯; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৫৬; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৪/৪৪৫-৪৪৬; আলবানী, সহীহুল জামি' ১/৮১।

জায়েয বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে পরিতৃপ্তির সাথে মনখুলে গীবত করি। যে গীবতই আমরা করি তাই জায়েয বলে দাবি করি। অথচ মুমিনের উচিত ছিল যে, সর্বাবস্থায় তা পরিহার করা। জায়েয অবস্থায়ও তা পরিহারের চেষ্টা করা।

অনুরূপ আরেকটি বিষয় টাখনু আবৃত করে বা ভূলুণ্ঠিত করে কাপড় পরিধান করা। অগণিত হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। কোথাও সুস্পষ্টভাবে তা বৈধ বলে উল্লেখ করা হয় নি। আবূ বকরের (রা) অনিচ্ছাকৃতভাবে ঝুলে পড়ার ওযর ছাড়া কোনো সাহাবীর কোনো ওযর কবুল করে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করার অনুমতি কখনো প্রদান করেন নি রাসূলুল্লাহ ﷺ। মুমিন জানেন যে, এভাবে পোশাক পরিধান করার মধ্যে কোনো কল্যাণ, বরকত বা সাওয়াব নেই। এক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব সদা সর্বদা তা পরিহার করা। জায়েয হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা পরিহার করা। বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে এ বিষয়ক প্রায় অর্ধশত হাদীসের মুতাওয়াতির নির্দেশনা বাতিল করে দেওয়ার প্রবণতা নিঃসন্দেহে মুমিনের ঈমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

পোশাককে ভূলুণ্ঠিত করা অহমিকা প্রকাশের সর্বজনীন পদ্ধতি। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পদ্ধতি বর্জন করতে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। পোশাক সামান্য একটু উচু করে পরিধান করা সরলতা, পবিত্রতা ও বিনয় প্রকাশক এবং এ সকল আত্মিক অনুভুতিগুলির বিকাশে সহায়ক। সর্বোপরি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত। মুমিনের উচিত হৃদয়কে সকল অনৈসলামিক প্রভাব থেকে মুক্ত করে, শয়তানী প্রবঞ্চনা থেকে বেরিয়ে এসে পরিপূর্ণ ভালবাসার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষা ও কর্মের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণের পথে ধাবিত হওয়া। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

১. ৩. ৭. মহিলাদের পোশাক পদযুগল আবৃত করবে

এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে 'মহিলাদের পোশাক ও পর্দা' বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তবে এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি যে, মহিলাদের ক্ষেত্রে 'টাখনু' আবৃত করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

পাশ্চাত্য অশ্লীল ও খোদাদ্রোহী সংস্কৃতি ও তার অনুসারীদের প্রকৃতি বিরোধী প্রবণতার একটি দিক এই যে, তারা পুরুষের ক্ষেত্রে পোশাক দিয়ে পুরো শরীর আবৃত করতে উৎসাহ দেন কিন্তু মহিলাদের শরীর যথাসম্ভব অনাবৃত রাখতে উৎসাহ প্রদান করেন। একজন পুরুষ টাখনু অনাবৃত রেখে প্যান্ট, পাজামা, লুঙ্গি বা জামা পরিধান

করলে তাদের দৃষ্টিতে 'খারাপ' দেখায় ও 'স্মার্টনেস' ভূলুণ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে একজন মহিলা টাখুনর উপরে বা 'নিসফ সাক' প্যান্ট, পাজামা, পেটিকোট, স্কার্ট ইত্যাদি পরিধান করলে মোটেও খারাপ দেখায় না, বরং ভাল দেখায় এবং 'স্মার্টনেস' সংরক্ষিত হয়।

তাদের দৃষ্টিতে মহিলাদের ক্ষেত্রে শরীর অনাবৃত করাই নারী- স্বাধীনতার প্রকাশ, তবে পুরষ-স্বাধীনতার প্রকাশ তার দেহ পুরোপুরি আবৃত করা। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, গরম কালেও একজন পুরুষ পরিপূর্ণ স্মার্ট ও ভদ্রলোক হওয়ার জন্য মাথা থেকে পায়ের পাতার নিম্ন পর্যন্ত পুরো শরীর একাধিক কাপড়ে আবৃত করে রাখেন। অপরদিকে শীতকালেও একজন মহিলা মাথা, গলা, কাঁধ, পা, হাঁটু ইত্যাদি সহ যথাসম্ভব পুরো দেহ অনাবৃত করে রাখেন। একমাত্র বেহায়া পুরুষদের অশ্লীল দৃষ্টির আনন্দদান ছাড়া এভাবে দেহ অনাবৃত করে মহিলারা আর কোনো বৈজ্ঞানিক, জৈবিক বা প্রাকৃতিক উপকার লাভ করেন বলে আমরা জানি না।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতার সংরক্ষণের জন্য প্রধান ধাপ পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও সন্তানদের জন্য পরিপূর্ণ পিতৃ ও মাতৃস্নেহ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পবিত্রতা রক্ষা, বিবাহেতর সম্পর্ক রোধ ও নারীদের উপর দৈহিক অত্যাচার রোধ অতীব প্রয়োজনীয়। এজন্য মহিলাদের শালীন পোশাকে দেহ আবৃত করা ছাড়া কোনো পথ নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই মহিলাদেরকে 'টাখনু' আবৃত করে পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। উম্মু সালামাহ (রা) বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَالَ فِي الذَّيْلِ مَا قَالَ قَالَتْ أُمُّ سلَمَةَ كَيْفَ بِنَا قَالَ تَجُرُّوْنَ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ الْقَدَمَانِ قَالَ تَجُرُّوْنَ ذِرَاعًا

"যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড়ের ঝুল সম্পর্কে (টাখনুর উপরে বা নিসফ সাক পর্যন্ত রাখা সম্পর্কে) কথা বললেন তখন উম্মু সালামাহ বলেন: আমদের পোশাকের কী হবে? তিনি বলেন: তোমরা (পুরুষদের ঝূল থেকে, নিসফ সাক থেকে বা টাখনু থেকে) এক বিঘত বেশি ঝুলিয়ে রাখবে। তিনি বলেন: তাহলে তো (হাঁটার সময়) পদযুগল অনাবৃত হয়ে যাবে। তিনি বলেন: তাহলে এক হাত বেশি ঝুলাবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪৬]

[৪৬] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২৩/৪১৭; আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ ১/২/৮৭, নং ৪৬০। আরো দেখুন: তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২২৩; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/৪৯৩-৪৯৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২৬।

অর্থাৎ নিসফ সাক বা টাখনু থেকে এক বিঘত ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করলে চলাচল বা কর্মের সময় বা সালাতের মধ্যে সাজদার সময় পায়ের পাতা অনাবৃত হয়ে পড়ার ভয় থাকে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একহাত ঝুলিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলেন। মূল উদ্দেশ্য পায়ের নলা ও পায়ের পাতার উপরিভাগসহ পুরো পা আবৃত রাখা।

১. ৩. ৮. ছবি বা ধর্মীয় প্রতীক সম্বলিত পোশাক

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সকল যুগেই শিরক-এর মূল ধার্মিক মানুষ বা ধর্মপ্রচারকদের প্রতি অনুসারীদের ভক্তি। জীবিত বা মৃত মানুষদেরকে কল্যাণ-অকল্যাণের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে বিপদদাপদ, রোগব্যধি, সমস্যা-সংকট ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ভেট, উৎসর্গ ইত্যাদি দান করা, তাদের অর্চনা, পূজা বা আরাধানা করা সকল শিরকের মূল। এই শিরকের কেন্দ্র মূর্তি বা স্মৃতি। অনেক সময় জীবিত ব্যক্তিকেও এভাবে পূজা করা হয়। তবে সাধারণত মৃত্যুর পরেই তার মধ্যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তি কল্পনা করে মানুষ তার পূজা করে। এজন্য মূর্তি, বা ছবিই মূল বাহন। এছাড়া মৃত "অলৌকিক ব্যক্তিত্বের" স্মৃতি বিজড়িত "স্থান", "দ্রব্য", "কবর" ইত্যাদিও এইরূপ শিরকের উৎস।

ইসলামে সকল প্রকার শিরকের মূলোৎপাটন করার উদ্দেশ্যে শিরকের উৎসগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিরক প্রসারের অন্যতম মাধ্যম ছবি। এজন্য বিশেষভাবে দু প্রকারের ছবি ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। ১. কোনো প্রাণীর ছবি ও ২. কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পূজিত বা সম্মানিত কোনো দ্রব্য বা স্থানের ছবি তা যদিও জড় বা প্রাণহীন হয়।

এ সকল প্রাণী বা দ্রব্যের ছবি অঙ্কন করা, ব্যবহার করা, টাঙ্গানো বা পোশাকে বহন করা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। এসকল কর্মে জড়িতদের জন্য পরলৌকিক জীবনে কঠিনতম শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু এগুলি দেখলে তা মুছে ফেলতে বা ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনেক নির্দেশনা হাদীসের গ্রন্থসমূহে সংকলিত রয়েছে। এখানে ছবি ও পোশাকের ছবি বিষয়ক কিছু হাদীস উল্লেখ করছি।

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে খলীফা আলীর (রা) পুলিশ বাহিনীর প্রধান আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন:

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالا إِلا طَمَسْتَهُ وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ، ... وَلا صُورَةً إِلا طَمَسْتَهَا

"আলী (রা) আমাকে বলেন: আমি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রেরণ করেছিলেন : যত মূর্তি-প্রতিকৃতি দেখবে সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে, (স্বাভাবিক কবরের পরিচিতি জ্ঞাপক সামান্য উচ্চতার বেশি) কোনো উঁচু কবর দেখলে তা সব সমান করে দেবে এবং যত ছবি দেখবে সব মুছে ফেলবে।"[৪৭] ।

আবূ মুহাম্মাদ আল-হুযালী আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلا يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلا كَسَرَهُ وَلا قَبْرًا إِلا سَوَّاهُ وَلا صُورَةً إِلا لَطَّخَهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ فَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْطَلِقْ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَدَعْ بِهَا وَثَنًا إِلا كَسَرْتُهُ وَلا قَبْرًا إِلا سَوَّيْتُهُ وَلا صُورَةً إِلا لَطَّخْتُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ .

"একদিন রাসূলুলাহ ﷺ এক জানাযায় (মদীনার বাইরে) বের হলেন। তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে কে আছ যে মদীনার অভ্যন্তরে গিয়ে যত মূর্তি পাবে সব বিচূর্ণ করবে, যত কবর দেখবে সব সমান করে দেবে, এবং যত ছবি পাবে সব মুছে বা নষ্ট করে দেবে। তখন একজন সাহাবী বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যাব। কিন্তু তিনি মদীনাবাসীকে ভয় পেয়ে ফিরে আসলেন। তখন আলী (রা) বললেন: ইয়া রাসূলুলাহ, আমি যাব। রাসূলুলাহ ﷺ বললেন: যাও। তখন আলী চলে গেলেন। পরে ফিরে এসে বললেন: আমি সকল মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছি, সকল কবর ভেঙ্গে সমান করে দিয়েছি এবং সকল ছবি মুছে নষ্ট করে দিয়েছি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

[৪৭] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬৬৬।

যদি কেউ পুনরায় এসকল কাজের কোনো একটি করে তবে সে মুহাম্মাদের (ﷺ) উপর অবতীর্ণ ধর্মের সাথে কুফ্‌রী করল।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৪৮]

এখানে ছবি মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ছবি কাপড় বা পোশাকে থাকলেও তা মুছে ফেলতে হবে বা কেটে ফেলতে হবে।

সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন :

إنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ [تَصَاوِيْر] إِلاَّ نَقَضَهُ [قَضَبَ] وللإسماعيلي سِتْرًا أو ثَوْبًا]

"নবীজী (ﷺ) তাঁর বাড়িতে ছবি, ক্রুশ চিহ্ন বা ক্রুশের ছবি সম্বলিত কোনো কিছু, কাপড় হোক, পর্দা হোক, যাই হোক না কেন তা রাখতে দিতেন না। তা খুলে ফেলতেন বা (ছবির অংশটুকু) কেটে ফেলতেন।"[৪৯]

সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন,

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِيْ دُرْنُوكًا فِيْهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ

"রাসূলুলাহ ﷺ এক সফর থেকে ফিরে এসে দেখেন যে, আমি আমার ঘরের দরজায় একটি পর্দা লাগিয়েছি যাতে পংখিরাজ ঘোড়ার ছবি আঁকা ছিল। তিনি আমাকে তা খুলে ফেলার নির্দেশ দেন ফলে আমি তা খুলে ফেলি।"[৫০]

সহীহ মুসলিমে সংকলিত অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ

"একদিন রাসূলুলাহ ﷺ আমার নিকট এসে দেখেন যে, আমি ঘরে একটি পর্দা টাঙিয়েছি যাতে ছবি রয়েছে। তা দেখে (ক্রোধে) তাঁর পবিত্র চেহারার রঙ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এরপর তিনি পর্দাটি হাতে নিয়ে তা ছিড়ে ফেলেন। এরপর বলেন: নিশ্চয় কিয়ামতের দিনে সবচেয়ে বেশি শাস্তি ভোগ করবে সে সকল মানুষ যারা আল্লাহর সৃষ্টির

---

[৪৮] আহমদ, আল-মুসনাদ ১/৮৭, ১৩৮; আহমদ শাকির, মুসনাদ আহমদ ২/৬৮-৬৯, ২৭৪-২৭৫।
[৪৯] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২২০; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৭২; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৪৮৪।
[৫০] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৬৭।

অনুকরণ করে (প্রাণীর ছবি আঁকে)।"[৫১]

সহীহ বুখারীতে সংকলিত অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন :

أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ، مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ : مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ

"তিনি একটি ছোট গদি ক্রয় করেন যাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পড়েন এবং ঘরে প্রবেশ থেকে বিরত থাকেন। আয়েশা (রা) তাঁর পবিত্র মুখে অসন্তোষ দেখতে পেয়ে বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি তাওবা করছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে আসছি। আমি কী অপরাধ করেছি? তিনি বলেন: এই গদির বিষয়টি কি? আয়েশা বলেন: আমি এই গদিটি কিনেছি যেন আপনি এর উপর বসতে পারেন এবং একে বালিশ বা তাকিয়া হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এ সকল ছবি যারা এঁকেছে কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে: তোমরা যা এঁকেছিলে তাকে জীবন দাও। তিনি আরো বলেন: যে ঘরে ছবি আছে সে ঘরে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না।"[৫২]

দাকরাহ নামক একজন মহিলা তাবিয়ী বলেন:

كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ اطْرَحِيهِ اطْرَحِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا ثوبا مُصَلَّبً] قَضَبَهُ

"আমরা উম্মুল মুমিনীন আয়েশার (রা) সাথে পবিত্র কাবা ঘর তাওয়াফ

---

[৫১] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৬৭।
[৫২] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২২২, ৩/১১৭৮।

করছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি (আয়েশা) দেখতে পান যে, এক মহিলার গায়ে একটি চাদর রয়েছে যে চাদরে ক্রুশ অঙ্কিত রয়েছে। তিনি তখন সেই মহিলাকে বলেন: এই চাদরটি ফেলে দাও, এই চাদরটি ফেলে দাও। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এরূপ কোনো ক্রুশ-অঙ্কিত কাপড় দেখতে পেলে তা কেটে ফেলতেন।” হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫৩]

১. ৩. ৯. বড়দের নিষিদ্ধ পোশাক শিশুদের পরানো

উপরের আলোচনা থেকে আমরা পোশাক পরিচ্ছদের বিষয়ে ইসলামের বিধিবিধান ও মূলনীতিসমূহ বুঝতে পারছি। আমরা মনে করি যে, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরাই এ সকল বিধানের আওতাভুক্ত। কারণ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য তো ইসলামের বিধিবিধান জরুরী বা প্রযোজ্য নয়। এ জন্য অনেক ধার্মিক পিতামাতও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী পোশাক পরিয়ে থাকেন। যেমন আঁটসাঁট পোশাক, অমুসলিম মহিলা বা পুরুষদের পোশাক, সতর আবৃত করে না এমন পোশাক, ছবি অঙ্কিত পোশাক ইত্যাদি তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের পরান।

একথা ঠিক যে, শিশুদের জন্য ইসলামের বিধিবিধান প্রযোজ্য নয়। তবে তাদেরকে ইসলামী আদব ও মূল্যবোধের মধ্যে লালন পালন করা পিতামাতার দায়িত্ব। ইসলামে যা কিছু নিষিদ্ধ বা হারাম তা থেকে তাদেরকে দূরে রাখা পিতামাতার দায়িত্ব। নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় খাদ্য, পানীয়, পোশাক, কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে তাদেরকে দূরে রাখা পিতামাতার দায়িত্ব, যেন তারা এগুলিকে অপছন্দ করে এবং এগুলির প্রতি কখনো আকর্ষণ অনুভব না করে।

এ বিষয়ে হাদীস শরীফে বিভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে। এখানে পোশাক বিষয়ক একটি হাদীস উল্লেখ করছি। আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ বলেন,

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَاه ابنٌ لَهُ صَغِيْرٌ قَدْ
أَلْبَسَتْهُ أُمَّهُ قَمِيْصًا مِنْ حَرِيْرٍ وَهُوَ مُعْجَبٌ بِهِ قَالَ فَقَالَ يَا .
بُنَيَّ مَنْ أَلْبَسَكَ هٰذَا قَالَ أَدْنُهْ فَدَنَا مِنْهُ فَشَقَّهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ
إِلٰى أُمِّكَ فَلْتُلْبِسْكَ ثَوْبًا غَيْرَ .

“আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) এর কাছে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর একটি ছোট্ট ছেলে তাঁর কাছে এল। ছেলেটিকে তার মা একটি রেশমী কামীস

[৫৩] আহমদ, আল-মুসনাদ ৬/১৪০, ২১৬, ২২৫; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৪২।

(জামা) পরিয়ে দিয়েছে। জামাটি পরে ছেলেটি খুব খুশি। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) ছেলেটিকে বললেন: বেটা, কে তোমাকে এই জামাটি পারিয়েছে? এরপর বললেন: কাছে এস। ছেলেটি কাছে আসলে তিনি জামাটি টেনে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন: তোমার আম্মার কাছে যেয়ে বল, তোমাকে অন্য কোনো কাপড় পরিয়ে দিতে।"[৫৪]

১. ৩. ১০. পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য ও সুগন্ধি

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন তাঁর উম্মতকে পোশাকের ক্ষেত্রে অহঙ্কার ও প্রসিদ্ধি লাভের বাসনা বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, পাশাপাশি তিনি সুন্দর, পরিচ্ছন ও উত্তম পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন। সবকিছুর সাথে তিনি সরলতা ও বিনয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে শিখিয়েছেন। তিনি বাড়িঘর, যানবাহন ও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পোশাকের ক্ষেত্রেও অহংকারমুক্ত সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন। তিনি নিজে সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকতেন। কাউকে অপরিচ্ছন্ন বা অগোছালো দেখলে আপত্তি করতেন এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। আব্দুলাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَيُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي جَدِيداً غَسِيلاً) وَرَأْسِي دَهِينًا وَشِرَاكُ نَعْلِي جَدِيدًا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ عِلاقَةَ سَوْطِهِ قَالَ ذَاكَ الْجَمَالُ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ بطر) الْحَقَّ وَازْدَرَى النَّاسَ

রাসূলুলাহ ﷺ বলেন: "যার অন্তরে এক দানা পরিমান অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" তখন একব্যক্তি বললো: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা খুবই ভাল লাগে যে, আমার পোশাক সুন্দর হোক, আমরা মাথার চুল পরিপাটি করে তেল দিয়ে আঁচড়ানো থাকুক, আমার জুতার ফিতা নতুন হোক, এভাবে সে পোশাক-পরিচ্ছদ জাতীয় অনেক বিষয়ের কথা বললে, এমনকি তার ছড়ির আংটার কথাও বললো (যে সে পছন্দ করে যে, এগুলি সৌন্দর্যময় হোক)। তখন রাসূলুলাহ ﷺ বলেন: "এগুলি তো সৌন্দর্য। আর আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন। অহংকার নিজেকে সত্যের উর্ধ্বে মনে করা বা অহমিকার কারণে সত্যকে না মানা

[৫৪] বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৩৫।

এবং অন্য মানুষদেরকে হেয় মনে করা।" হাদীসটির সনদ সহীহ। হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে সহীহ মুসলিমে সংকলিত।[৫৫]

আব্দুলাহ্ ইবনু উমার (রা) বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِنَ الكِبْرِ أَنْ أَلْبَسَ الْحُلَّةَ الْحَسَنَةَ قَالَ : إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, সুন্দর পোশাক পরিধান করা কি অহঙ্কার বলে গণ্য হবে? তিনি বললেন : না, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৫৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمِنَ الْكِبْرِ أَن يَكُونَ لِيْ الْحُلَّةُ فَأَلْبَسَهَا قَالَ لاَ قُلْتُ أَمِنَ الكِبْرِ أَنْ تَكُونَ لِي رَاحِلَةٌ فَأَرْكَبَهَا قَالَ لاَ قُلْتُ أَمِنَ الكِبْرِ أَنَّ أَصْنَعَ طَعَامًا فَأَدْعُوَ أَصْحَابِيْ قَالَ لاَ. اَلْكِبْرُ أن تُسَفِّهَ الْحَقَّ وتَغْمِصَ النَّاسَ

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, সুন্দর পোশাক পরিধান করা কি অহঙ্কার? তিনি বললেন: না। আমি বললাম : সুন্দর যানবাহনে আরোহন করা কি অহঙ্কার? তিনি বললেন: না। আমি বললাম : আমি যদি খাদ্য প্রস্তুত করে আমার বন্ধুদের ডেকে খাওয়াই তাহলে কি তা অহঙ্কার হবে? তিনি বললেন: না। অহঙ্কার সত্যকে অবজ্ঞা করা ও মানুষকে হেয় করা বা ছোট ভাবা।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫৭]

আবূ খালদা নামক তাবিয়ী বলেন আব্দুল কারীম আবূ উমাইয়া নামক একজন দরবেশ তাবিয়ী পশমি পোশাক পরিহিত অবস্থায় সাহাবীগণের সমসাময়িক প্রখ্যাত তাবিয়ী আবুল আলিয়াহ রুফাঈ ইবনু মিহরান (মৃ: ৯০ হি)-এর নিকট গমন করেন। তখন আবুল আলিয়্যাহ বলেন:

إِنَّمَا هٰذِهِ ثِيَابُ الرُّهْبَانِ إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا

---

[৫৫] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯৩; আহমদ, আল-মুসনাদ ১/৩৯৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৮৭।
[৫৬] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৭৮।
[৫৭] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩৩।

تَـزَاوَرُوا تَـجَـمَّـلُوا

"এ পোশাকতো খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের পোশাক। মুসলিমগণ (সাহাবীগণ) একে অপরের দেখতে গেলে বা বেড়াতে গেলে সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫৮]

কাইস ইবনু বিশর তাগলিবী বলেন, আমার আব্বা বিশর দামিশকে সাহাবী আবূ দারদার (রা) মাজলিসে নিয়মিত বসতেন। সেখানে সাহল ইবনুল হানযালীয়্যাহ (রা) নামক আরেকজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি একাকী থাকতেন এবং খুব কমই মানুষের সাথে উঠাবসা করতেন। তিনি সর্বদা সালাতের জামাতে উপস্থিত হতেন। সালাত শেষ হলে তাকবীর, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিকিরে সর্বদা রত থাকতেন। এভাবেই তিনি আবার বাড়িতে ফিরে যেতেন। একদিন তিনি আবূ দারদার (রা) নিকট এসে সালাম করেন। আবূ দারদা বলেনঃ এমন কিছু বলুন যা আমাদের উপকার করবে অথচ আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। তখন তিনি বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেনঃ

إِنَّـكُـمْ قَادِمُـونَ عَلَى إِخْـوَانِكُـمْ فَأَحْـسِنُوا لِبَاسَكُـمْ وَأَصْـلِحُوا رِحَالَـكُـمْ حَـتَّى تَـكُـونُوا كَـأَنَّـكُـمْ شَامَةٌ فِي النَّـاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يُـحِـبُّ الْـفُـحْـشَ والـتَّـفَـحُّـشَ

"তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের নিকট আগমন করবে, তোমরা তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর করবে এবং তোমাদের বাহন ও আবাসস্থল সুন্দর ও সুগোছাল রাখবে; যেন তোমরা সকল মানুষের মধ্যে রাজতিলকের ন্যায় সমুজ্বল থাকতে পার। আল্লাহ অশ্লীলতা ও অসভ্যতা পছন্দ করেন না।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫৯]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

إِنَّ رَجُـلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ رَجُلا جَمِيلا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُـلٌ حُـبِّـبَ إِلَيَّ الْجَـمَالُ وَأُعْـطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى حَـتَّى مَا أُحِبُّ أَنْ يَـفُـوقَنِي أَحَدٌ إِمَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَـعْـلِي وَإِمَّا قَالَ بِشِسْعِ نَعْـلِي أَفَـمِنَ الْكِـبْرِ ذَلِكَ قَالَ لا وَلَـكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ وَغَـمَطَ النَّاسَ

[৫৮] বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ ১২৭; আলবানী, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ, পৃ ১৪০।
[৫৯] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০৩।

"একজন সুন্দর-সুবেশি মানুষ নবীজীর (ﷺ) নিকট এসে বলে: হে আল্লাহর রাসূল, সৌন্দর্য ও পারিপাট্য আমার খুব ভাল লাগে। আমাকে আল্লাহ্ কিরূপ সৌন্দর্য দান করেছেন তা আপনি দেখছেন। এমনকি আমি পছন্দ করি না যে, কেউ তার জুতার ফিতার সৌন্দর্যেও আমার উপরে উঠুক। এ কি অহঙ্কার বলে গণ্য হবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "না, অহঙ্কার সত্যকে অবজ্ঞা করা এবং মানুষকে হেয় বা ছোট ভাবা।" হাদীসটি সহীহ।[৬০]

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা) বলেন:

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى رَجُلا شَعِثًا ثائر الرأس] قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ وَرَأَى رَجُلا آخَرَ وَعَلَيهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) আমাদের নিকট আগমন করেন। তিনি একব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার মাথার চুলগুলি ময়লা, উস্কোখুস্কো ও এলোমেলো। তিনি বললেন: এই ব্যক্তির কি কিছুই জোটে না যা দিয়ে সে তার চুলগুলি পরিপাটি করবে? তিনি আরেকজনকে দেখেন যার পরিধানে ছিল ময়লা পোশাক। তিনি বলেন এই ব্যক্তি কি একটু পানিও পায় না যা দিয়ে তার পোশাক ধুয়ে পরিষ্কার করবে?" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৬১]

দুর্বল সনদে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الإِسْلاَمُ نَظِيْفٌ فَتَنَظَّفُوا فَإِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ نَظِيْفٌ

"ইসলাম পরিচ্ছন, অতএব তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৬২]

আরেকটি অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে:

---

[৬০] আবূ দাউদ, আস-সুনান, ৪/৫৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০১, ২০২; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৪/৪২৯-৪৩৯।

[৬১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৫১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০৬; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৪/৪৩১।

[৬২] তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৫/১৩৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩২; আলবানী, যয়ীফুল জামি', পৃ: ৩৩৬। হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল।

إِنَّ مِنْ كَرَامَةِ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللهِ نَقَاءَ ثَوْبِهِ وَرِضَاهُ بِالْيَسِيْرِ

"আল্লাহর নিকট মুমিনের কারামত ও মর্যাদার অন্যতম বিষয় এই যে, মুমিনের পোশাক পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং তিনি অল্পে তুষ্ট থাকবেন।"[৬৩]

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ অহঙ্কার ও সৌন্দর্যের মধ্যে পার্থক্য শিখিয়েছেন। অহঙ্কার মনের অনুভুতি। নিজেকে অন্যের থেকে বড় মনে করা, অন্য কোনো মানুষকে ছোট বা হেয় ভাবা এবং সত্য গ্রহণে উন্নাসিকতা প্রকৃত অহঙ্কার। এই প্রকারের অনুভূতি থেকে হৃদয়কে মুক্ত রেখে সুন্নাত সম্মত সুন্দর পোশাক পরিধান করতে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাক-পরিচ্ছদের অন্যতম দিক ছিল সুগন্ধি। তিনি সর্বক্ষেত্রে সুগন্ধ ভালবাসতেন। খাদ্য, আবাসস্থল, দেহ, পোশাক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি সুগন্ধি ব্যবহার পছন্দ করতেন। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৬৪] পোশাকের বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পোশাক পরিষ্কার করার সময় সুগন্ধি মিশ্রিত করে নেওয়া পছন্দ করতেন। যেন যতক্ষণ পোশাকটি পরিহিত থাকে ততক্ষণ তার সুগন্ধ পাওয়া যায়। তিনি দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক অপছন্দ করতেন।

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ يَدُورُ بِهَا عَلَى نِسَائِه، فَإِنْ كَانَتْ لَيْلَةُ هٰذِهِ رَشَّتْهَا بِالمَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْلَةُ هٰذِهِ رَشَّتْهَا بِالمَاءِ لِيَكُونَ أَزْكَى لِرِيْحِهِ]

"নবীজী ﷺ-এর যাফরান ও 'ওয়ারস'[৬৫] দ্বারা রঞ্জিত একটি চাদর ছিল। সেই চাদরটি পরিধান করে তিনি তাঁর স্ত্রীগণের নিকট গমন করতেন। যে রাতে যে স্ত্রীর বাড়িতে অবস্থান করতেন সে স্ত্রী তাঁর চাদরটিকে পানি ছিটিয়ে দিতেন, যেন তার সুগন্ধ বৃদ্ধি পায়।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[৬৬]

---

[৬৩] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১২/৩৯৫; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩২, আলবানী, যায়ীফুল জামি', পৃ: ৭৬৭। হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

[৬৪] বিস্তারিত দেখুন, মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৬৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৫৭-১৫৮; বুসীরী, মুখতাসারু ইতহাফ ৩/৪১৬।

[৬৫] একপ্রকার গাছ যার পাতা ও ফুল সুগন্ধ ও লালচে।

[৬৬] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৯২; মুহাম্মাদ শামী, সীরাহ্ শামিয়্যাহ ৭/৩০৩।

আয়েশা (রা) বলেন

كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَوْبٌ مَصْبُوْغٌ بِوَرْسٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فِيْ بَيْتِهِ وَيَدُوْرُ فِيْهِ عَلَى نِسَائِهِ وَيُصَلِّيْ فِيْهِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এর 'ওয়ারস' দ্বারা রঞ্জিত পোশাক ছিল, যা তিনি বাড়িতে পরিধান করতেন, স্ত্রীগণের নিকট গমন করতেন এবং সালাত আদায়ের জন্য ব্যবহার করতেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৬৭]

পোশাক সুন্দর হলেও তাতে অপছন্দনীয় গন্ধ থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পরিধান করতেন না। আয়েশা (রা) বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَقَالَتْ : مَا أَحْسَنَهَا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَشُوْبُ بَيَاضُكَ سَوَادَهَا وَيَشُوْبُ سَوَادُهَا بَيَاضَكَ فَبَانَ مِنْهَا رِيْحٌ فَأَلْقَاهَا وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيْحُ الطَّيِّبَةُ

"নবীজী (ﷺ) একটি কাল 'বুরদা' বা চাদর পরিধান করেন। তখন তিনি (আয়েশা) বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, কি সুন্দরই না লাগছে এই কাল চাদরটি আপনার গায়ে! আপনার শুভ্র সৌন্দর্য এর কালর সাথে মিলছে আর এর কাল রঙ আপনার শরীরের শুভ্রতা বৃদ্ধি করছে। এরপর ঐ চাদরটি থেকে অপছন্দনীয় গন্ধ বের হলো, এজন্য তিনি চাদরটি ফেলে দেন। তিনি সুগন্ধ পছন্দ করতেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৬৮]

১. ৩. ১১. সরলতা ও বিনয়

সরলতা ও বিনয় মানব হৃদয়ের অন্যতম ভূষণ। মানুষের হৃদয়মনকে পবিত্র ও প্রশান্ত রাখতে এবং জীবনকে সহজ, প্রাণবন্ত ও আনন্দময় করতে সারল্য ও বিনয়ের কোনো বিকল্প নেই।

সরলতা ও বিনয় ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও প্রিয়তম জীবনরীতি। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদেও তাঁর মহান জীবনের এই দিকটি বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি একদিকে যেমন সরলতা ও বিনয়কে ভালবেসেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন, অপরদিকে কৃত্রিমতা, ভানকৃত সরলতা, প্রকাশমুখি সরলতা ও অহমিকাকে তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন।

---

[৬৭] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২৯-১৩০।
[৬৮] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১৪/৩০৫; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/২০।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিনয় ছিল অকৃত্রিম ও হৃদয়জাত। বিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি কৃত্রিমতা পরিহার করেছেন। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদের দিকে তাকালেই আমরা তা দেখতে পাই। কখনো তিনি প্রয়োজনে ও সুযোগে মূল্যবান পোশাক পরিধান করেছেন। এই পোশাক তাঁর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা বা ভড়ং সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁর মাহাত্ম্যের সাথে মিশে গিয়েছে সে পোশাক। আবার অধিকাংশ সময়ে তিনি অতি সাধারণ, সহজ ও সস্তা পোশাক পরিধান করেছেন।

তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, মুমিনের হৃদয় বিলাসিতা, মর্যাদা বা প্রসিদ্ধি প্রয়াসী নয়। প্রয়োজনে বা সুযোগে মূল্যবান পোশাক পরিধান করলে মুমিন হৃদয় উদ্বেলিত বা অহঙ্কারী হয় না। আবার মূল্যবান পোশাকের অভাব মুমিনের হৃদয়ে কোনো আফসোস বা কষ্টের অনুভূতি সৃষ্টি করে না। অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করলেও মুমিনের হৃদয় কোনো অভাব বা কষ্টের চিন্তা আসে না। সর্বাবস্থায় মুমিন হৃদয় তুষ্ট, পরিতৃপ্ত, আনন্দিত ও বিনম্র থাকে। তবে মুমিনের উচিত মানবীয় প্রবৃত্তি, বিলাসিতার মোহ ও অহমিকা থেকে আত্মরক্ষা করতে এবং বিনয়কে সহজাত করে নিতে ইচ্ছা পূর্বক মাঝে মাঝে অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করা। এ বিষয়ক কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

মু'আয ইবনু আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ের উদ্দেশ্যে, সাধ্য ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও (দামি) পোশাক পরিত্যাগ করে, মহিমাময় আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডাকবেন এবং ঈমানদারদের জান্নাতী পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্য থেকে যে পোশাক সে চাইবে তা বেছে নিয়ে পরিধান করার এখতিয়ার তাকে প্রদান করবেন।" হাদীসটি সহীহ।[৬৯]

জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) বলেন,

يَقُولُونَ فِيَّ التِّيهُ وَقَدْ رَكِبْتُ الْحِمَارَ وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّاةَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الْكِبْرِ شَيْءٌ

[৬৯] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৫০; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০৪।

"লোকে বলে, আমার মধ্যে অহমিকা বা অহঙ্কার আছে। অথচ আমি গাধার পিঠে আরোহণ করি, ছাগল বাঁধি ও দোহন করি, এবং বেদুঈনদের (সাধারণ) চাদর পরিধান করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই কাজগুলি করবে তার মধ্যে কোনো অহঙ্কার বা অহমিকা নেই।" হাদীসটি সহীহ।[৭০]

আবূ উমামা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ পার্থিব জীবন নিয়ে তাঁর কাছে আলাপ করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَلا تَسْمَعُونَ أَلا تَسْمَعُونَ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ يَعْنِي التَّقَحُّلَ

"তোমরা কি শুনছ না! তোমরা কি শুনছ না!! নিশ্চয় কৃচ্ছ্রতা ও কৃচ্ছ্রতা জনিত জীর্ণতা বা 'সাদাসিধেমি' ঈমানের অংশ। নিশ্চয় কৃচ্ছ্রতা বা কৃচ্ছ্রতা জনিত জীর্ণতা বা 'সাদাসিধেমি' ঈমানের অংশ।" হাদীসটি সহীহ।[৭১]

এই হাদীসে আরবী 'بذاذة' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাধারণ আভিধানিক অর্থ (slovenliness, untidiness, shabiness) বা অগোছালতা, অযত্ন, অপরিপাটিতা, জীর্ণতা, মলিনতা ইত্যাদি। এখানে অভ্যাসগত বা কৃপণতা জানিত অপরিপাটিতা বুঝানো হয় নি। কারণ আমরা দেখেছি যে, অন্যান্য হাদীসে পরিপাটিতা, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হয়েছে। এই হাদীসের উদ্দেশ্য, মুমিন পোশাকের গোছগাছ নিয়ে অতিব্যস্থ হবেন না। প্রয়োজন ও সুযোগমত সুন্দর ও পরিপাটি পোশাক পরিধান করবেন। তখন তাঁর হৃদয়ে আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা বিরাজ করবে। আবার অন্যান্য সময় সাধারণ ও সরলতা প্রকাশক পোশাক পরবেন। তখন তার হৃদয়ে পার্থিব জীবনের অস্থায়িত্ব ও ভোগের চেয়ে দান ও ত্যাগের মাহাত্ম্য বিরাজ করবে। মাঝে মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিচ্ছন্ন এবং অতি সাধারণ ও সাদাসিধে পোশাক পরিধান করবেন। যেন পোশাক তার জীবনের অংশ না হয়ে যায়। তাকওয়া, সততা, বিনয় ইত্যাদিই মুমিনের প্রকৃত চিন্তার বিষয়। এগুলি সর্বদায় পরে থাকতে হয়। মাঝে মাঝে খুলে পরা যায় না। বাইরের পোশাকের অবস্থা মুমিনের মনকে অস্থির করবে না।

অন্য একটি বর্ণনায় 'بذاذة' বা "অপরিপাটিতা"-র ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: (الذي لا يبالي ما لبس) "যে ব্যক্তি কী পরিধান করছে সে বিষয় নিয়ে সে

[৭০] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৬২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০৪।
[৭১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৭৫; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৫১; আলবানী, সহীহুল জামি' ১/৫৫৭।

উৎকণ্ঠিত বা ব্যতিব্যস্ত নয়।"[৭২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিকে যেমন নোংরা ও অপরিপাটি পোশাক-পরিচ্ছদের নিন্দা করেছেন, অপরদিকে ত্যাগ ও বিনয়ের জন্য ইচ্ছাকৃত 'সাদাসিধেমি'-র প্রশংসা করেছেন। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অবহেলা ও প্রকৃতিগত নোংরামি, অপরিচ্ছন্নতা বা অপরিপাটিতা নিন্দনীয়। মুমিন স্বাভাবিকভাবে সাধ্যমত পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকবেন। তবে পোশাকের বিষয়টি কোনোমতেই হৃদয়কে যেন দখল করে না নেয়। মুমিনের উচিৎ মাঝে মধ্যে সাদাসিধে ও অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করে চলা ও আত্ম-শাসনের মাধ্যমে প্রবৃত্তির অহং-মুখি প্রবণতা কঠোরভাবে রোধ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের জীবনের আমরা এর বাস্তব উদাহরণ দেখতে পাই। সৌন্দর্য, সুগন্ধি ও পরিপাটিতার সাথেসাথে তিনি ও তাঁর সাহবীগণ অতিসাধারণ, কমমূল্যের ও তালি দেওয়া কাপড় পরিধান করতেন।

বুখারী ও মুসলিম সংকলিত হাদীসে আবূ বুরদাহ বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ قَالَ فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ

"আমি আয়েশার (রা) নিকট গমন করি। তিনি আমাদের কাছে মোটা (একেবারেই কমদামী) কাপড়ের একটি ইয়ামানী ইযার এবং একটি বড় তালি দেওয়া চাদর পাঠিয়ে দেন। আয়েশা (রা) শপথ করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।"[৭৩]

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيْرُ المَدِينَةِ أمِيرُ المؤمنين] وَقَدْ رَقَّعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرُقَعٍ ثَلاَثٍ لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْض .

"উমার (রা) যখন খলীফা ছিলেন সে সময় আমি তাকে দেখেছি যে, তিনি তাঁর পোশাকটি দু কাঁধের মাঝে তিন বার তালি দিয়ে নিয়েছেন। একটির উপর

[৭২] বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৫৫, ১৫৬; মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/১৪৫; মুবারাকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/৮৬।
[৭৩] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৩১, মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৪৯।

আরেকটি তালি দিয়েছেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৭৪]

অন্য হাদীসে আনাস (রা) বলেন:

فَـنَـظَـرْتُ إِلَى قَـمِيْـصِ عُـمَرَ فَـرَأَيْتُ بَـيْنَ كَـتِـفَـيْهِ أَرْبَـعَ رِقَـاعٍ مَا يُـشْـبِـهُ بَعْـضُـهَا بَـعْـضًا .

"আমি উমার (রা) এর জামার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর দু কাঁধের মাঝে চারিটি তালি রয়েছে, একটি তালির সাথে অন্য তালির মিল নেই।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৭৫]

১. ৩. ১২. আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, মুমিনের পোশাক তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হবে। মহান আল্লাহ যদি তাকে অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি অনুগ্রহ প্রদান করেন তবে তার পোশাক পরিচ্ছদে সেই অনুগ্রহের প্রকাশ থাকতে হবে। আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশ করা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অংশ।

মালিক ইবনু নাদলা (রা) বলেন,

قُـلْـتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُـلُ أَمُـرُّ بِهِ فَلا يَـقْـرِيـنِي وَلا يُـضَـيِّـفُـنِي فَـيَـمُـرُّ بِي أَفَـأُجْـزِيهِ قَالَ لاَ، (بَلْ) اقْـرِهِ قَالَ وَرَآنِي رَثَّ الثِّـيَابِ فَقَالَ هَلْ لَـكَ مِنْ مَالٍ قُـلْتُ مِنْ كُـلِّ الْمَالِ قَـدْ أَعْـطَانِيَ اللَّهُ مِنَ الإِبِـلِ وَالْغَـنَمِ قَالَ فَـلْـيُـرَ عَـلَـيْكَ (إِنَّ اللهَ إِذَا أَنْـعَمَ عَلَى العَـبْدِ نِعْمَةً أَحَـبَّ أَنْ تُرَى بِـ)

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, যদি কোনো ব্যক্তি আমি তার কাছে গেলে আমাকে আপ্যায়ন এবং মেহমানদারি না করে, সে আমার নিকট আগমন করলে কি আমি তার আপ্যায়ন ও মেহমানদারি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি তার আপ্যায়ন করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন যে, আমি জরাজীর্ণ নিম্নমানের

---

[৭৪] মালিক উবনু আনাস, আল-মুআত্তা ২/৯১৮; যারকানী, শারহুল মুআত্তা ৪/৩৫১।

[৭৫] ইবনু কাসীর, তাফসীর ১/৬; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৭/৯৪; মা'মার ইবনু রাশিদ, আল-জামি' ১১/৬৯; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৪২; ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১৩/২৭১।

পোশাক পরিধান করে রয়েছি। তিনি বললেন: তোমার কি কোনো সম্পদ আছে? আমি বললাম: সর্ব প্রকারের সম্পদ আমার আছে। আল্লাহ আমাকে উট, ভেড়া ইত্যাদি সকল সম্পদ প্রদান করেছেন। তিনি বললেন: তাহলে সেই নিয়ামতের প্রকাশ তোমার মধ্যে (তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাহ্যিক অবস্থার মধ্যে) থাকতে হবে। আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে কোনো নিয়ামত প্রদান করেন, তখন তিনি তার উপরে সেই নিয়ামতের প্রকাশ দেখতে ভালবাসেন।" হাদীসটি সহীহ।[৭৬]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَخَرَجَ رَجُلٌ فِي ثَوْبَيْنِ مُنْخَرِقَيْنِ يُرِيدُ أَنْ يَسُوقَ بِالْإِبِلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَا قِيلَ إِنَّ فِي عَيْبَتِهِ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ . قَالَ ائْتُونِي بِعَيْبَتِهِ فَفَتَحَهَا فَإِذَا فِيهَا ثَوْبَانِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ : «خُذْ هَذَيْنِ فَالْبَسْهُمَا وَأَلْقِ الْمُنْخَرِقَيْنِ فَفَعَلَ .. أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا]

"আমরা রাসূলুলাহ ﷺ এর সাথে এক যুদ্ধে গমন করি। একব্যক্তি দুটি ছেড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) পরে আসে। তার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের উটগুলি পরিচালনা করা। রাসূলুলাহ ﷺ তাকে বললেন: তার কি এই দুটি কাপড় ছাড়া আর কোনো কাপড় নেই? বলা হয়: তার ব্যাগের মধ্যে দুটি নতুন কাপড় রয়েছে। তিনি বললেন: তার ব্যাগটি নিয়ে এস। তিনি ব্যাগটি খুলে দেখেন তাতে দুটি কাপড় রয়েছে। তিনি ঐ লোকটিকে বললেন: এই নতুন দুটি কাপড় পরিধান কর এবং ছেড়া কাপড় দুটি ফেলে দাও। লোকটি তাই করলো। রাসূলুলাহ ﷺ বলেন : এই কি উত্তম নয়?" হাদীসটি সহীহ।[৭৭]

ইমরান ইবনু হুসাইয়িন (রা) বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عز وجل عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللهَ عز وجل يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمِهِ عَلَى عَبْدِهِ

[৭৬] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৬৪; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১২/২৩৫; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০১; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৪/৪২৫, ৪২৬; মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩৩।

[৭৭] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০৩; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১২/২৩৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩২।

"মহান আল্লাহ যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো নিয়ামত প্রদান করেন, তাহলে তিনি ভালবাসেন যে, তাঁর নিয়ামতের প্রভাব তার বান্দার উপর প্রকাশিত হোক।" হাদীসটি সহীহ।[৭৮]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً يُحِبُّ أَن يُرَى أَثَرُ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ

"মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে কোনো নিয়ামত প্রদান করেন তখন তিনি ভালবাসেন যে, তাঁর নিয়ামতের প্রভাব উক্ত বান্দার উপর (তার পোশাক ও বাহ্যিক অবস্থার মধ্যে) প্রকাশিত হোক। আর মহান আল্লাহ হতদশা, অপমান-জিলতি, দারিদ্র (Misery, wretchedness, distress) এবং এগুলির ইচ্ছাকৃত প্রকাশ অপছন্দ করেন।" হাদীসটি সহীহ।[৭৯]

এ সকল হাদীস ও এই অর্থে বর্ণিত আরো অনেক সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, প্রতিটি মুসলিমের উচিত সকল ভানকৃত বা অবহেলাজনিত অপরিপাটিতা, এলোমেলোভাব পরিত্যাগ করে পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, সুন্দর ও আর্থিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যমানের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা। বিশেষত, যাঁরা আলিম বা সমাজের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁদের জন্য এদিকে লক্ষ্য রাখা অতীব প্রয়োজনীয়। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তবে 'আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য' বিধান অবশ্যই ইসলামের নির্দেশনার মধ্যে হবে। কোনো সমাজে যদি ধনী বা সম্মানী ব্যক্তিগণের মধ্যে রেশমী পোশাকের প্রচলন থাকে তাহলে কোনো ধনী বা সম্মানী মুমিন 'আর্থ-সামাজিক অবস্থার' অজুহাতে রেশমী পোশাক পরিধান করতে পারবেন না। অনুরূপভাবে এই অজুহাতের সমাজে একেবারে অপ্রচলিত পোশাক প্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিধান করবেন না বা কোনো অমুসলিম সম্প্রদায়ের পোশাক পরিধান করবেন না। মুমিন ইসলামের নির্দেশনার মধ্যে থেকে নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন পোশাক পরিধান করবেন।

---

[৭৮] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩২।

[৭৯] বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৬৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩২; ইবনু হাজার, আল-মাতালিবুল আলিয়্যাহ ৩/১০-১১; আলবানী, সহীহুল জামি' ১/৩৫১।

এ সকল ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই মুমিনের উচিৎ। মুমিন হৃদয়কে অহঙ্কার মুক্ত রাখতে সদা সচেষ্ট থাকবেন। বিনয়, পারিপাট্য, সৌন্দর্য বা সচ্ছলতার প্রকাশ কোনেটিই সীমা লঙ্ঘন করবে না এবং নোংরামী, ব্যক্তিত্বহীনতা বা অহমিকায় পর্যবসিত হবে না।[৮০]

১. ৪. পোশাক বিষয়ক কিছু ইসলামী আদব

১. ৪. ১. ডান দিক থেকে পরিধান ও বাম দিক থেকে খোলা

সকল ভাল ও কল্যাণময় বিষয়ের মত পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও ডান দিক থেকে শুরু করা পোশাক বিষয়ক ইসলামী আদব বা শিষ্টাচারের অন্যতম। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, পোশাক পরিচ্ছদ ডান দিক থেকে পরিধান শুরু করা এবং বাম দিক থেকে খোলা শুরু করা উত্তম। বুখারী ও মুসলিম সংকলিত হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

"নবীজী (ﷺ) জুতা ব্যবহার করতে, চুল-দাড়ি আঁচড়াতে, পবিত্রতা অর্জনে ও তাঁর সকল বিষয়ে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।"[৮১]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ

"রাসূলুলাহ ﷺ যখন কোনো কামীস বা জামা পরিধান করতেন তখন ডানদিক থেকে শুরু করতেন।" হাদীসটি সহীহ।[৮২]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ

---

[৮০] মুনাবী, ফাইদুল কাদীর ২/২০২।

[৮১] বুখারী, আস-সহীহ ১/৭৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২২৬।

[৮২] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৩৮; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১২/২৪১; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/৪৮২; আলবানী, সহীহুল জামি' ২/৮৬৮।

"তোমরা যখন পোশাক পরিধান করবে এবং যখন ওযু করবে তখন ডানদিক থেকে শুরু করবে।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৮৩]

বুখারী সংকলিত হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ

"তোমরা যখন জুতা পরিধান করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে এবং যখন খুলবে তখন বাম দিক থেকে শুরু করবে; যেন ডান পা প্রথমে আবৃত ও শেষে অনাবৃত হয়।"[৮৪]

১. ৪. ২. নতুন পোশাক পরিধানের সময়

রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন পোশাক পরিধানের জন্য কোনো সময় বিশেষভাবে পছন্দ করতেন বলে কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। একটি অত্যন্ত যয়ীফ বা মাউযূ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি শুক্রবারে নতুন পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করতেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আনসারী নামক দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধের একজন বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে আমবাসাহ ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু আমবাসাহ কুরাশী বলেছেন, তাকে আব্দুল্লাহ ইবনু আবীল আসওয়াদ বলেছেন, তাকে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেছেন

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا لَبِسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন শুক্রবারে তা পরিধান করতেন।"

এই হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ও তার উস্তাদ আনবাসাহ দুজনই দ্বিতীয় হিজরী শতকের মানুষ। এই দু ব্যক্তিই মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বিভিন্ন বানোয়াট সনদে বর্ণনা করতেন বলে মুহাদ্দিসগণ প্রমাণ করেছেন। তারা ছাড়া অন্য কেউ আনাস (রা) থেকে বা আব্দুল্লাহ ইবনু আবিল আসওয়াদ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। এজন্য অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটিকে অত্যন্ত যয়ীফ বলেছেন এবং অন্য অনেকে হাদীসটিকে মাউযূ বলে গণ্য করেছেন।[৮৫]

---

[৮৩] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৭০; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৪/৪৪৭।

[৮৪] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২০০।

[৮৫] খাতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ৪/১৩৬; ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ ২৪/৩৬; ইবনু হিব্বান, কিতাবুল

এভাবে আমরা দেখছি যে, সুন্নাতের আলোকে নতুন পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে কোনো দিনের কোনো বৈশিষ্ট নেই। এ ক্ষেত্রে সকল দিনই সমান।

১. ৪. ৩. পোশাক পরিধানের ও পরিহিতের দোয়া

ইসলামী জীবন-পদ্ধতির অন্যতম দিক সকল কর্মে হৃদয়কে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত রাখা ও তাঁর কাছে কল্যাণ, দয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করা। পোশাক পরিধানের সময়েও প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

আবূ সাঈদ (রা) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো নতুন পোশাক পরিধান করলে তার নাম উল্লেখ করতেন। পাগড়ি, কামীস, চাদর যাই হোক তা উল্লেখ করে বলতেন: "হে আল্লাহ, আপনারই সকল প্রশংসা, আপনিই আমাকে এই পোশাকটি পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও মঙ্গল প্রর্থনা করছি এবং এর উৎপাদনের মধ্যে যত কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে তা প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এর অমঙ্গল থেকে এবং এর উৎপাদনের মধ্যে যা কিছু অমঙ্গলকর রয়েছে তা থেকে।" হাদীসটি সহীহ।[৮৬]

মুআয ইবনু আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ .

মাজরুহীন ২/২৬৭-২৬৮; ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৯/২২৮; তাকরীবুত তাহযীব, পৃ ৪৮৮; ইবনুল জাউযী, আল-ইলালুল মুতানাহিয়া ২/৬৮২; আলবানী, যায়ীফুল জামি', পৃ: ৬২৯, সিলসিলাতুল যায়ীফাহ ৪/১১০-১১১।

[৮৬] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৩৯; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৪১; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১২/২৩৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১৩; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৪/৪৩৩-৪৩৪।

"যদি কেউ কাপড় পরিধান করে বলে, 'প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত, যিনি আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন এবং আমাকে তা প্রদান করেছেন, আমার পক্ষ থেকে কোনোরূপ অবলম্বন ও ক্ষমতা ব্যতিরেকেই' তবে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে।" হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে বুখারীর শর্তানুসারে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৭]

একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসে উমারের (রা) সূত্রে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরিধান করে বলবে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

"সকল প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত, যিনি আমাকে পোশাক পরিয়েছেন, যদ্বারা আমি আমার দেহের গোপন অংশ আবৃত করছি এবং আমার জীবনে আমি সাজগোজ করতে পারছি", এরপর তার পুরাতন কাপড়টি দান করে দেবে, সেই ব্যক্তি জীবনে ও মরণে আল্লাহর হেফাযত ও আশ্রয়ে থাকবে।"[৮৮]

অন্য একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসে আলীর (রা) সূত্রে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পোশাক পরিধানের সময় বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي

"প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত, যিনি আমাকে পোশাক প্রদান করেছেন, যদ্বারা আমি মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারি এবং আমার দেহের গোপন অংশ আবৃত করি।"[৮৯]

কাউকে নতুন পোশাক পরিহিত দেখলে দোয়া করা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের রীতি বা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার (রা)-কে একটি সাদা জামা (বড় পিরহান) পরিহিত অবস্থায় দেখেন। তিনি প্রশ্ন করেন: তোমার কাপড়টি কি নতুন না ধোয়া? তিনি উত্তরে বলেন: নতুন নয়,

---

[৮৭] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৮৭, ৪/২১৩; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৪২।

[৮৮] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৫৮; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৭৮; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৮৯: হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১৪; আলবানী, যায়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ, পৃ: ২৯২। হাদীসটি দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য।

[৮৯] আহমদ, আল-মুসনাদ ১/১৫৮; আবূ ইয়া'লা আল-মাউসিলী, আল-মুসনাদ ১/২৫৩-২৫৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১১৮-১১৯। হাদীসটির সনদ যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য।

ধোয়া কাপড়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْـبَـسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيـدًا وَمُـتْ شَهِيدًا وَيَـرْزُقُـكَ اللَّهُ قُـرَّةَ عَـيْـنٍ فِي الدُّنْـيَا وَالآخِـرَةِ

"নতুন পোশাক পর, প্রশংসিতভাবে জীবন যাপন কর, শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ কর এবং আল্লাহ তোমাকে পৃথিবীতে এবং আখিরাতে পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দ প্রদান করুন।" হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[৯০]

আবূ নুদরাহ মুনযির ইবনু মালিক নামক তাবিয়ী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে রীতি ছিল যে, তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ নতুন পোশাক পরিধান করলে তার শুভকামনা করে বলা হতো:

تُـبْـلِي وَيُـخْـلِـفُ اللهُ تعالى

"এই পোশাক তোমার দেহেই পুরাতন ও জীর্ণ হয়ে যাক এবং মহান আল্লাহ এর পরিবর্তে অন্য পোশাক তোমাকে দান করুন। (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন, যে জীবনে এই পোশাক ও অনুরূপ আরো অনেক পোশাক জীর্ণ করার সুযোগ তুমি পাও।)" হাদীসটি সহীহ।[৯১]

দোয়া মুমিনের জীবনের অন্যতম সম্পদ। দোয়াই ইবাদত। মহান আল্লাহর দরবারে দোয়ার চেয়ে সম্মানিত আর কিছুই নেই।[৯২] মুমিনের উচিত জীবনের সকল ক্ষেত্রের ন্যায় পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও মাসনূন দোয়াগুলি মুখস্থ রাখা এবং ব্যবহার করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

১. ৫. পোশাক ও সালাত

ইসলামের অন্যতম রুকন সালাত বা নামায, আর পোশাক পরিধান সালাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সালাতের জন্য ন্যূনতম বৈধ পোশাক, উত্তম পোশাক ও এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের রীতি ও আদর্শ জানার জন্য মুমিনের মনে স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে। এজন্য আমরা এখানে বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করব। মহান আলাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

---

[৯০] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৭৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/৭৩-৭৪; মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৯৫।
[৯১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৪১; আযীমাবাদী, আউনুল মা'বুদ ১১/৪৪।
[৯২] সহীহ হাদীসের আলোকে দোয়ার গুরুত্ব, আদব, সময় ও বিভিন্ন বিষয়ের মাসনূন দোয়ার বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহর (ﷺ) যিকির-ওযীফা, পৃ ৮৩-১৪৮, ২৪৫-৩৭০।

মুসলিম উম্মাহ্ একমত যে, সালাত আদায়ের জন্য পোশাক পরিধান করতে হবে। অক্ষমতা বা অপারগতা ছাড়া নগ্ন বা উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায় করা যাবে না। সাধারণভাবে সবাই একমত যে, পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত পোশাক পরিধান করে সালাত আদায় করা ফরয। আর মহিলাদের জন্য সালাতের জন্য মাথা, মাথার চুল, কান ও গলাসহ্ সমস্ত শরীর আবৃত করে রাখা ফরয। শুধু মুখমণ্ডল ও দু হাতের পাতা ও কব্জি অনাবৃত রাখার অনুমতি রয়েছে। কেউ দেখুক বা না দেখুক, বাইরে বা গৃহাভ্যন্তরে সর্বাবস্থায় সালাত আদায়ের জন্য শরীরের এসকল অংশ আবৃত করতে হবে।

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে, "তোমরা প্রত্যেক মসজিদের নিকট তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ কর।"

এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সালাত আদায়ের জন্য বা মসজিদে গমনের জন্য মানব সন্তানের উচিত যথাসম্ভব সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা। আল্লামা ইবনু কাসীর বলেন: "এই আয়াত ও এই অর্থে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের আলোকে সালাতের জন্য এবং বিশেষত জুমু'আর দিনে এবং ঈদের দিনে সাজগোজ করা, সুন্দর পোশাক পরা, সুগন্ধি মাখা ও মেসওয়াক করা মুসতাহাব বলে প্রমাণিত। কারণ এগুলি সবই "সৌন্দর্যের" অন্তর্ভুক্ত।"[৯৩]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সালাতের জন্য যথাসম্ভব পরিপূর্ণ ও সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন। সুন্নাতের আলোকে পোশাকের আলোচনায় আমরা দেখব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন ও ঈদের দিনে সাধারণ পোশাকের উপর জুব্বা বা কোর্তা পরিধান করতেন। আমরা আরো দেখব যে, তিনি পাগড়ি পরিধান করে খুতবা দিতেন। এ সকল বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সালাতের জন্য শরীরের নিম্নাংশ, ঊর্ধ্বাংশ ও মাথা আবৃত করার জন্য তিন প্রস্থ কাপড় পরিধান করা উত্তম। উপরন্তু এগুলির উপরে জুব্বা, গাউন, কুর্তা, পাগড়ি ইত্যাদি পরিধান করাও ভাল, বিশেষত ঈদ ও জুমু'আর সালাতের জন্য।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এ সকল পোশাকের মধ্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পোশাক কী? যে পোশাকে সালাত আদায় করলে মুমিন অপরাধী বা পাপী বলে গণ্য হবে না? দ্বিতীয় প্রশ্ন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ সাধারণত কিরূপ পোশাক পরে সালাত আদায় করতেন?

এ বিষয়ক হাদীসগুলি পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, পুরুষের সালাতের পোশাকের চারিটি পর্যায় রয়েছে।

---

[৯৩] ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/২১১।

প্রথমত, ন্যূনতম পর্যায়: একটিমাত্র লুঙ্গি বা পাজামা পরিধান করে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রেখে সালাত আদায় করা। এক্ষেত্রে মাথা ও দেহের উপরিভাগ অনাবৃত থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সাহাবীগণ কাপড়ের স্বল্পতার কারণে কখনো কখনো এভাবে সালাত আদায় করতেন বলে আমরা দেখতে পাব। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কখনো এভাবে সালাত আদায় করেছেন বলে কোনো হাদীস আমরা দেখতে পাই নি। এছাড়া এভাবে সালাত আদায় করতে আপত্তি জানানো হয়েছে কোনো কোনো হাদীসে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ পর্যায়: একটিমাত্র বড় খোলা লুঙ্গি কাঁধের উপর দিয়ে পরিধান করে দু কাঁধসহ পুরো শরীর আবৃত করা। অর্থাৎ বড় চাদরকে পিরহান বা কামীসের মত করে পরিধান করা। এতে একটি কাপড়েই কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত আবৃত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এভাবে সালাত আদায় করতেন বলে আমরা দেখতে পাব। এছাড়া সাহাবীগণ এভাবেই অধিকাংশ সময় সালাত আদায় করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, উত্তম পর্যায়: দুটি পৃথক কাপড়ে কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করা। নিম্নাংশের জন্য ইযার (লুঙ্গি) বা পাজামা এবং ঊর্ধ্বাংশের জন্য চাদর বা জামা। রাসূলুলাহ ﷺ অধিকাংশ সময় দুটি কাপড়ে সালাত আদায় করতেন বলেই হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়। প্রাচুর্যের আগমনের পরে অনেক সাহাবী সালাতে অন্তত দুটি কাপড় ব্যবহার করতে উৎসাহ প্রদান করতেন।

চতুর্থত, সর্বোত্তম পর্যায়: তিন প্রস্থ কাপড়ে সালাত আদায় করা। উপরের দু প্রস্থ কাপড়ের সাথে মাথা আবৃত করার জন্য টুপি, পাগড়ি, রুমাল ইত্যাদি ব্যবহার করা। পুরুষদের সালাতের পোশাক বিষয়ক কোনো হাদীসে মাথা আবৃত করার কথা বলা হয়নি বা সালাতের জন্য বিশেষভাবে টুপি, পাগড়ি বা রুমাল পরিধনের কোনো নির্দেশনা বা উৎসাহ কোনো সহীহ হাদীস আমরা দেখতে পাই নি। তবে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ সাধারণ পোশাকের অংশ হিসাবে মাথা আবৃত করে রাখতেন এবং এভাবে মাথা আবৃত রেখেই সালাত আদায় করতেন। মাথা আবৃত করার মাধ্যমেই মাসনূন زِينَة বা সৌন্দর্য পূর্ণতা লাভ করে। মহিলাদের সালাতের পোশাক বিষয়ক হাদীসে তাদেরকে সালাতের মধ্যে মাথা আবৃত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১. ৫. ১. একটিমাত্র কাপড়ে সালাত

একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করতে হলে প্রথম শর্ত যে, কাপড়টি অন্ত ত 'আওরাত' বা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত করবে। এজন্য একটিমাত্র কাপড়

পরিধান করে সালাত আদায় চার প্রকারে হতে পারে:

১. একটিমাত্র ইযার অর্থাৎ লুঙ্গি বা চাদর পরে কোমর থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে সালাত আদায় করা।

২. একটিমাত্র ইযার বা চাদর পরে কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে সালাত আদায় করা। এভাবে পরতে হলে কাপড়টি বড় হতে হবে। অন্তত হাত চারেক প্রস্থ ও ৫/৬ হাত দৈর্ঘ হলে চাদরটি ঘাড়ের উপরে রেখে দু প্রান্ত দু দিক দিয়ে কাঁধের উপর জাড়িয়ে পরা যায়। ফলে একটি কাপড়েই পিরহানের মত কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর আবৃত হয়।

৩. একটিমাত্র পিরহান বা কামীস পরিধান করে কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে সালাত আদায় করা

৪. একটিমাত্র পাজামা পরিধান করে কোমর থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে সালাত আদায় করা।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ও চতুর্থ পদ্ধতি হাদীসে অপছন্দ করা হয়েছে।

১. ৫. ১. ১. একটিমাত্র চাদরে সালাত

উবাই ইবনু কা'ব (রা) বলেন :

الصَّلاَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلا يُعَابُ عَلَيْنَا . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللَّهُ فَالصَّلاَةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى . وفي رواية : قال ابن مسعود : لاَ تُصَلُّوا إِلاَّ فِي ثَوْبَيْنِ فَقَالَ أُبَيٌّ لَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ قَدْ كُنَّا نُصَلِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ وَلَنَا ثَوْبَانِ .

"শুধু একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করা সুন্নাত, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর সাথে এভাবে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতাম, এজন্য আমাদেরকে কোনো দোষ দেওয়া হতো না।" তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন: "সে সময়ে কাপড়ের কমতির কারণে এভাবে সালাত আদায় করা হতো। এখন যেহেতু আল্লাহ প্রাচুর্য প্রদান করেছেন সেহেতু দুটি কাপড়ে সালাত আদায় করা উত্তম।"

দ্বিতীয় বর্ণনায়: ইবনু মাসঊদ বলেন: "তোমরা এখন দুটি কাপড় ছাড়া সালাত আদায় করবে না।" তখন উবাই ইবনু কা'ব বলেন: "এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় দুটি কাপড় থাকা সত্ত্বেও একটি কাপড় পরে সালাত আদায় করতাম।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৯৪]

উবাই (রা) প্রথমে বলেছেন, শুধু একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করা সুন্নাত। একথা থেকে মনে হয়, একটিমাত্র ইযার বা লুঙ্গি পরিধান করে সালাত আদায় করাই সুন্নাত বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ও উত্তম পদ্ধতি। বাহ্যত মনে হয় তিনি এভাবেই সাধারণত সালাত আদায় করতেন। কিন্তু কাব (রা)-এর পরবর্তী কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি সুন্নাত বলতে বুঝিয়েছেন: সুন্নাত সম্মত। অর্থাৎ একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করলে কোনো অন্যায় হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের (রা) কথা থেকেও আমরা তা বুঝতে পারি। তিনি কা'ব (রা)-এর মূল কথার সাথে একমত হয়েছেন যে, একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় সুন্নাত সম্মত, তবে সাধ্য থাকলে দুটি বা ততোধিক কাপড়ে সালাত আদায় উত্তম।

শুধু একটি কাপড় বলতে একপ্রস্থ খোলা সেলাইহীন "থান" কাপড় বুঝানো হয়, যাকে খোলা লুঙ্গি বা চাদর হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এইরূপ একটি কাপড়ে সালাত আদায় দুভাবে হতে পারে :

প্রথমত: কাপড়টিকে লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করে শুধু নাভি থেকে শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করে সালাত আদায় করা।

দ্বিতীয়ত: কাপড়টিকে কোমরে না জাড়িয়ে, কাঁধের উপর দিয়ে জড়িয়ে পরিধান করা। এভাবে পরিধান করলে একটি কাপড় দ্বারা কাঁধ, পিঠ ও পেট সহ শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করা যায়।

হাদীস শরীফে প্রথম পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কাপড় ছোট হলেই শুধু এভাবে সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। যথাসাধ্য দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাঁধ অনাবৃত রেখে সালাত আদায়ে আপত্তি করা হয়েছে। আব্দুলাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حِقْوِهِ وَلاَ يَشْتَمِلْ بِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ.

[৯৪] আহমদ, আল-মুসনাদ, ৫/১৪১; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ১/৩৭৪।

"তোমাদের কেউ যদি একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করে তবে সে যেন তা কোমরে পেচিয়ে পরিধান করে, ইহুদিদের মত গায়ে জড়াবে না।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৯৫]

এই হাদীসে প্রথম পদ্ধতিতে কাপড় পরে সালাত আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য হাদীসের আলোকে আমার জানতে পারি যে, শুধু লুঙ্গি বা চাদর ছোট হলেই এভাবে তা পরিধান করতে হবে। লুঙ্গি বা চাদরটি বড় হলে তা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পরিধান করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে তাবিয়ী সাঈদ ইবনুল হারিস বলেন: আমরা জাবির ইবনু আব্দুল্লাহর (রা) নিকট গমন করে দেখি তিনি একটি মাত্র কাপড় গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। তিনি কাঁধের উপর থেকে কাপড়টি গায়ে জড়িয়ে দু প্রান্ত দু দিক থেকে কাঁধের উপর ফেলে পুরো শরীর আবৃত করেছেন। অথচ তাঁর চাদরটি তাঁর হাতের নাগালের মধ্যে রয়েছে। তিনি সালাত শেষ করলে আমরা একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায়ের বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন: তোমাদের মত আহমকদের দেখানোর জন্যই তো এভাবে এক কাপড়ে সালাত আদায় করলাম, যেন বিষয়টি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ জায়েয করেছেন তা তোমরা আমার মাধ্যমে জানতে পার। এরপর তিনি বলেন: এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। রাত্রে আমি তাঁর কাছে এসে দেখি তিনি (তাহাজ্জুদের) সালাতে রত রয়েছেন। আমার গায়ে তখন একটি মাত্র কাপড় ছিল যা আমি শরীরে পেঁচিয়ে রেখেছিলাম। আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। সালামের পরে তিনি কথা বললেন। তিনি বললেন: এভাবে কাপড় জড়িয়ে রেখেছ কেন? আমি বললাম : কাপড়টি ছোট তাই এভাবে পেঁচিয়ে রেখেছি। তিনি বলেন :

إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ]

"তুমি যখন একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করবে তখন যদি কাপড়টি বড় বা প্রশস্ত হয় তবে তুমি তা চাদরের মত করে গায়ে জড়িয়ে নেবে। আর যদি কাপড়টি ছোট হয় তবে ইযার বা লুঙ্গি বানিয়ে কোমরে পেঁচিয়ে পরিধান করবে।"[৯৬]

---

[৯৫] ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ১/৩৭৮।
[৯৬] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪২; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২৩০৫-২৩০৬; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ১/৩৭৭।

অন্য হাদীসে কাঁধ খোলা রেখে সালাত আদায় করতে আপত্তি করা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

"দু কাঁধের উপরে কাপড়ের কিছু অংশ না রেখে শুধু একটিমাত্র কাপড়ে তোমাদের কেউ সালাত আদায় করবে না।"[৯৭]

এ সকল হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যদি খোলা লুঙ্গি বা চাদরটি ছোট হয় তবে শুধু লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করে শরীরের উর্ধ্বাংশ সম্পূর্ণ অনাবৃত রেখে সালাত আদায় করতে হবে। আর যদি কাপড়টি একটু বড় হয় বা অন্তত ৩/৪ হাত চওড়া ও ৪/৫ হাত লম্বা হয় তাহলে কাপড়টি দিয়ে যথাসম্ভব কাঁধ থেকে শরীরের উর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশ আবৃত করতে হবে।

উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, জাবির (রা) তাঁর চাদর হাতের নাগালে থাকা সত্ত্বেও শুধু একটি খোলা বড় লুঙ্গি গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। বিভিন্ন হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, তিনি সর্বদা বা অধিকাংশ সময়ে তাঁর চাদর ও অন্যান্য পোশাক পাশে রেখে শুধু একটিমাত্র বড় সেলাইবিহীন লুঙ্গি কাঁধের উপর দিয়ে পরিধান করে সালাত আদায় করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সেই সমাজের মানুষেরা যেন এভাবে সালাত আদায়ের বৈধতা বুঝতে পারে।

তাবিয়ী উবাদাহ ইবনু ওয়ালীদ ইবনু উবাদাহ ইবনুস সামিত বলেন:

خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ ... ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلا بِهِ فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَتُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُكَ إِلَى جَنْبِكَ قَالَ فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي هَكَذَ وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ الأَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ

আমি ও আমার আব্বা ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হই। আমরা

[৯৭] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৬৮।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহর (রা) মসজিদে আগমন করি। তিনি তখন মসজিদে একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি কাপড়টি কাঁধের উপর দিয়ে জড়িয়ে পরেছিলেন। তখন আমি উপস্থিত মানুষদের ডিঙ্গিয়ে তাঁর সামনে তাঁর ও কিবলার মাঝে যেয়ে বসলাম এবং বললাম: আল্লাহ্ আপনাকে রহমত করুন! আপনি একটিমাত্র কাপড় (সেলাইবিহীন বড় লুঙ্গি) পরিধান করে সালাত আদায় করছেন, অথচ আপনার গায়ের চাদরটি আপনার পাশেই রয়েছে!? তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমরা বুকের দিকে ইশারা করে বলেন: আমার উদ্দেশ্য যে, তোমার মত আহমকরা যেন আমার কাছে এসে দেখতে পায় যে আমি কিভাবে সালাত আদায় করছি তাহলে তারাও আমার মত এভাবে সালাত আদায় করবে।"[৯৮]

বুখারী-সংকলিত অন্য হাদীসে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির বলেন:

صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ.

জাবির (রা) একটিমাত্র ইযার (সেলাইবিহীন লুঙ্গি) পরিধান করে সালাত আদায় করেন। তিনি লুঙ্গিটিকে তার কাঁধের উপর দিয়ে গিরে দিয়ে রাখেন। তার অন্যান্য পোশাক পরিচ্ছদ তখন পাশেই তাকের উপর রাখা ছিল। তখন একব্যক্তি বলে: আপনি একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করলেন? উত্তরে জাবির (রা) বলেন: "আমিতো এজন্যই এভাবে সালাত আদায় করলাম যেন, তোমার মত আহমকরা আমাকে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখে। রাসূলুলাহ ﷺ-এর যুগে আমাদের কার দুটি কাপড় ছিল?"[৯৯]

বুখারী ও মুসলিম সংকলিত হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন :

لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ

---

[৯৮] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২৩০১-২৩০৩।
[৯৯] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৩৯।

فَـيَــجْــمَــعُهُ بِيَدِهِ كَــرَاهِيَةَ أَنْ تُــرَى عَــوْرَتُــهُ

আমি সুফফার অধিবাসী ৭০ জন সাহাবীকে দেখেছি, যাঁদের কারো কোনো চাদর ছিল না। কারো শুধু একটি ইযার বা খোলা লুঙ্গি ছিল। কারো একটিমাত্র বড় কাপড় ছিল যা তাঁরা গলার সাথে বেঁধে নিতেন। তাঁদের কারো কাপড় গলা থেকে পায়ের নলার মধ্যস্থান পর্যন্ত পৌঁছাত আর কারো কাপড় পায়ের গিরা (টাখনু) পর্যন্ত নামত। লজ্জাস্থান বেরিয়ে পড়ার ভয়ে তাঁরা কাপড়টি হাত দিয়ে ধরে রাখতেন।[১০০]

রাসূলুলাহ ﷺ নিজে অনেক সময় এভাবে একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করতেন। সেক্ষেত্রে তিনি কাপড়টিকে কাঁধের উপর দিয়ে জড়িয়ে নিতেন। বুখারী-মুসলিমে সংকলিত হাদীসে উমার ইবনু আবী সালামাহ (রা) বলেন:

رَأَيْــتُ رَسُولَ اللَّهِ يُــصَــلِّي فِي ثَــوْبٍ وَاحِدٍ مُــشْــتَمِلا بِهِ [متوشد] فِي بَــيْــتِ أُمِّ سَلَــمَةَ وَاضِعًا طَــرَفَــيْهِ عَــلَى عَاتِــقَــيْــهِ [قــد خــالــف بــيــن طــرفــيــ]

"আমি রাসূলুলাহ ﷺ-কে আমার আম্মা উম্মু সালামার (রা) ঘরে একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করতে দেখি। তিনি কাপড়টির দু প্রান্ত তাঁর দু কাঁধের উপর দিয়ে দু দিকে রেখে জড়িয়ে নিয়েছিলেন।"[১০১]

বুখারী-মুসলিমে সংকলিত হাদীসে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন:

رَأَيْــتُ النَّبِيَّ ﷺ يُــصَــلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُــتَــوَشِّــحًا بِهِ

"আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটিমাত্র কাপড় কাঁধ থেকে জড়িয়ে পরিধান করে সালাত আদায় করতে দেখেছি।"[১০২]

মুসলিম-সংকলিত হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন:

إِنَّهُ دَخَــلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَرَأَيْــتُــهُ يُــصَــلِّي فِي ثَــوْبٍ وَاحِدٍ مُــتَــوَشِّــحًا بِهِ وَاضِعًا طَــرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَــيْ]

"তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করেন। তিনি বলেন: আমি দেখলাম তিনি একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায়

[১০০] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৭০।
[১০১] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৬৮।
[১০২] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৬৯।

করছেন। তিনি কাপড়টি কাঁধের উপর দিয়ে পরেছিলেন এবং কাপড়ের দু প্রান্ত কাঁধের দু দিকে রেখে দিয়েছিলেন।"[১০৩]

বুখারী-মুসলিম সংকলিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো বোন উম্মু হানী (রা) বলেন: মক্কা বিজয়ের দিনে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গমন করি। দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন এবং তার মেয়ে ফাতিমা (রা) তাকে একটি কাপড় দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন। তখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বলেন: কে? আমি বললাম: উম্মু হানী। ....

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

যখন তিনি তার গোসল শেষ করেন তখন একটিমাত্র কাপড় (বড় সেলাইবিহীন লুঙ্গি) চাদরের মত জড়িয়ে পরে ৮ রাক'আত (সালাতুদ দোহা বা চাশতের সালাত) আদায় করেন।"[১০৪]

এভাবে রাসূলুলাহ ﷺ সালাত আদায়ের সময় কাঁধ থেকে শরীরের উর্ধ্বাংশ আবৃত রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কামীস পরিধান করে সালাত আদায় করলেও এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এজন্য তিনি একটিমাত্র কামীস বা লম্বা জামা পরিধান করে সালাত আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন।

পরবর্তীকালে খেলাফতে রাশেদার যুগেও অধিকাংশ সাহাবী শুধু একটিমাত্র বড় চাদর কাঁধের উপর থেকে জড়িয়ে পরিধান করে সালাত আদায় করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي أَنْظُرُ فِي الْمَسْجِدِ مَا أَكَادُ أَنْ أَرَى رَجُلاً يُصَلِّي فِي ثَوْبَيْنِ وَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تُصَلُّونَ فِي اثْنَيْنِ وَثَلاثٍ .

"যাঁর হাতে আবূ হুরাইরার প্রাণ তার শপথ, আমি মসজিদের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতাম। তখন একজন মানুষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে যেত, যে দুটি কাপড়ে সালাত আদায় করছে। আর আজকাল তোমরা দুটি বা তিনটি কাপড়ে সালাত আদায় কর।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১০৫]

---

[১০৩] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৬৯।
[১০৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৯৮।
[১০৫] ইবনু খুযাইমাহ, আস-সহীহ ১/৩৭৩।

আবূ আমির আনসারী বলেন

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي خِلاَفَتِهِ , سَبْعَةَ أَشْهُرٍ , فَرَأَى أَكْثَرَ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ مِنْ الرِّجَالِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُدْعَى بُرْدًا , لَيْسَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُ

"তিনি আবূ বকর (রা)-এর খেলাফতকালে ৭ মাস তাঁর পিছে সালাত আদায় করেন। তিনি দেখেন যে, তাঁর সাথে (মসজিদে নববীতে) যে সকল পুরুষ সালাত আদায় করতেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ পুরুষই একটি চাদরমাত্র দ্বারা শরীর আবৃত করে সালাত আদায় করতেন। এই একটিমাত্র চাদর ছাড়া অন্য কোনো কাপড় তাঁদের দেহে থাকত না।" বর্ণনাটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[১০৬]

১. ৫. ১. ২. একটিমাত্র কামীসে সালাত

আব্দুর রাহমান ইবনু আবূ বকর (রা) বলেন,

أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ

"জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) একটিমাত্র কামীস (পিরহান) পরিধান করে আমাদের ইমামতি করেন। তাঁর গায়ে কোনো চাদর ছিল না। সালাত শেষে তিনি বলেন: আমি দেখেছি যে, রাসূলুলাহ ﷺ একটিমাত্র জামা (পিরহান) পরধিান করে সালাত আদায় করতেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[১০৭]

তাবিয়ী আতা ইবনু আবী রাবাহ বলেন:

إِنَّ جَابِرًا أَمَّهُمْ فِي قَمِيْصٍ وَاحِدٍ

"জাবির (রা) একটিমাত্র কামীস (পিরহান) পরিহিত অবস্থায় তাদের ইমামতী করেন" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[১০৮]

অন্য বর্ণনায় তাবিয়ী আতা ইবনু আবী রাবাহ বলেছেন:

أنه رَأَى جَابِرًا يُصَلِّي فِيْ قَمِيْصٍ وَاحِدٍ خَفِيْفٍ لَيْسَ

---

১০৬ তাহাবী, শারহু মা'আনীল আসার ১/৩৮৩।
১০৭ আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭১।
১০৮ ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/৩৮।

عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلاَ رِدَاءٌ وَلاَ أَظُنُّهُ صَلَّى فِيْهِ إِلاَّ لِيُرِيَنَا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ

"তিনি দেখেন যে, জাবির (রা) একটিমাত্র হাল্কা কামীস গায়ে সালাত আদায় করছেন। তার গায়ে কোনো চাদর ছিল না এবং কোনো ইযারও ছিল না।" তিনি বলেন: "আমার মনে হয় এভাবে একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করা যে বৈধ ও এতে কোনো অসুবিধা নেই তা দেখানোর জন্যই তিনি এভাবে সালাত আদায় করেন।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।[১০৯]

তাবিয়ী মুজাহিদ আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বলেন:

أنه صَلَّى فِي قَمِيْصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرَهُ

"তিনি একটিমাত্র কামীস (পিরহান) গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করেন। তাঁর গায়ে সেই কামীসটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।"[১১০]

তাবিয়ী মুজাহিদ বলেন, আমি ইবনু উমার (রা) -কে প্রশ্ন করলাম:

أَيُّ ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْهِ قَالَ الْقَمِيْصُ

শুধু একটিমাত্র কাপড়ে যদি আমাকে সালাত আদায় করতে হয় তাহলে কোনো কাপড় আপনি বেশি পছন্দ করেন? তিনি বলেন: কামীস।[১১১]

অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবূ উমামাহ, মুআবিয়া (রা) ও অন্যান্য অনেক সাহাবী-তাবিয়ী একটিমাত্র কামীস বা পিরহান পরিধান করে সালাত আদায় করেছেন এবং করতে অনুমতি প্রদান করেছেন।[১১২]

সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) বলেন, আমি বললাম:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلا قَمِيصٌ أَفَأُصَلِّي فِيهِ قَالَ وَزُرَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ

"হে আল্লাহর রাসূল, আমি শিকারে থাকি এবং আমার গায়ে একটিমাত্র জামা (কামীস) ছাড়া কিছুই থাকে না, আমি কি তা পরিধান করেই সালাত

---

[১০৯] আবূ নুআইম ইসপাহানী, মুসনাদ আবী হানীফাহ, পৃ: ১৩৫।
[১১০] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/৩৮।
[১১১] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/২৩৯।
[১১২] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/৩৮।

আদায় করব? তিনি বললেন: তোমার জামাটির বোতাম আঁটবে, একটি কাটা দিয়ে হলেও।" হাদীসটি সহীহ।[১১৩]

এই হাদীস থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সম্ভব হলে জামার নিচে লুঙ্গি বা পাজামা পরিধান করতেন এবং সেজন্য জামার বোতাম খোলা রাখতেন।

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা শুধু একটিমাত্র জামা বা পিরহান পরে সালাত আদায় করার বৈধতা জানতে পারি। আমরা আরো জানতে পারি যে, এভাবে সালাত আদায় করলে জামার বোতাম আটকানো উচিত। এই ঔচিত্যের পর্যায় নির্ধারণে ইমামগণ মতভেদ করেছেন। কেউ উত্তম বলেছেন আর কেউ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

ইমাম শাফিয়ী ও আহমদ বলেছেন, যদি কেউ একটিমাত্র জামা পরিধান করে সালাত আদায় করে এবং জামার বোতাম বন্ধ না করে, ফলে জামার গলা দিয়ে তার নিজের গুপ্তাঙ্গ তার নজরে পড়ে তবে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক বলেন যে, শুধু একটিমাত্র জামা পরে সালাত আদায় করলে বোতাম বন্ধ করা উত্তম, তবে বোতাম বন্ধ না করলে কোনো দোষ হবে না। এ অবস্থায়ও বোতাম খোলা রেখে সালাত আদায় করা তাঁরা জায়েয বলেছেন। অন্যান্য হাদীস ও বিভিন্ন সাহাবী-তাবিয়ীর মতামতের উপর তাঁর নির্ভর করেছেন।[১১৪]

১. ৫. ১. ৩. একটিমাত্র পাজামায় সালাত

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা জানতে পারিছ যে, সালাত আদায়ের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত করা ফরয হলেও কাঁধ, পিঠ, পেট ইত্যাদি শরীরের উর্ধ্বাংশ আবৃত করাও প্রয়োজনীয়। এজন্য একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করলেও সম্ভব হলে তা কাঁধের উপর দিয়ে পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থেই একটি হাদীসে শুধু পাজামা পরে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। বুরাইদা (রা) বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي لِحَافٍ لا يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالآخَرُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ.

---

[১১৩] নাসাঈ, আহমদ ইবনু শু'আইব (৩০৩ হি) আস-সুনানুল কুবরা ১/২৭৫; নাসাঈ, আস-সুনান ২/৭০; আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭০, হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৭৯।

[১১৪] ইবনু আব্দিল বার, আত-তামহীদ ৬/৩৭৫।

"রাসূলুলাহ ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি একটিমাত্র চাদর পরে সালাত আদায় করবে অথচ কাঁধে পিঠে কিছু জড়াবে না। তিনি আরো নিষেধ করেছেন, গায়ে চাদর না রেখে কেবলমাত্র পাজামা পরিধান করে সালাত আদায় করতে।[১১৫]

অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদীসটির সনদ মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ একে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এই হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী দ্বিতীয় শতকের রাবী উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুলাহ আবুল মুনীব আল-ইতকী। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতা বুরাইদাহ থেকে হাদীসটি তাকে বলেছেন। ইমাম বুখারী, নাসাঈ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, তার বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি পাওয়া যায়। তবে আবূ হাতিম, ইবনু মাঈন প্রমুখ তাকে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[১১৬]

এজন্য কোনো কোনো ফকীহ হাদীসটি দুর্বল হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ৫ম হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও মালিকী মাযহাবের ফকীহ আল্লামা ইউসূফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল বার্‌র (৪৬৩ হি) বলেন: এই হাদীসটির সনদ দুর্বল। কাজেই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া হাদীসটি অন্যান্য সহীহ হাদীসের বিপরীত। কারণ অন্যান্য সহীহ হাদীসে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সালাত আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই শুধু পাজামা পরে বাকী শরীর অনাবৃত রেখে সালাত আদায়ে অসুবিধা নেই।[১১৭]

অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস ও ফকীহ হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন।[১১৮] তবে হাদীসের এই নিষেধাজ্ঞার পর্যায় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন। কোনোকোনো ফকীহ মতপ্রকাশ করেছেন যে, যদি কারো দুটি কাপড় থাকে তাহলে তার জন্য শুধু একটি কাপড় পরিধান করে, অর্থাৎ শুধু পাজামা বা লুঙ্গি পরে শরীর ও মাথা খালি রেখে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ বা মাকরূহ। অন্তত কাঁধ পর্যন্ত আবৃত করা প্রয়োজনীয় বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন। এই হাদীস দ্বারা তাঁরা তাঁদের মত সমর্থন করেন।

অন্যদিকে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (১৫০ হি), তাঁর অনুসারীগণ ও ইমাম

---

[১১৫] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৭৯, ৪/৩০৩।
[১১৬] যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৫/১৪-১৫; ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৭/২৫; আলবানী, আস-সামারুল মুসতাতাব ১/২৮৫-২৮৬।
[১১৭] ইবনু আব্দুল বারর, আত-তামহীদ ৬/৩৭৪।
[১১৮] ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ৫/৪৫৮; আলবানী, আস-সামারুল মুসতাতাব ১/২৮৫-২৮৬।

মালিকের (১৭৯ হি) অধিকাংশ অনুসারী বলেন যে, এই হাদীসের অর্থ দুটি কাপড় পড়ে সালাত আদায়ে উৎসাহ প্রদান। এর বিপরীত করলে কোনো অন্যায় হবে না। কারো যদি একাধিক কাপড় থাকে এবং তা সত্ত্বেও তিনি শুধু লুঙ্গি বা পাজামা পরে মাথা, ঘাড়, পিঠ ইত্যাদি দেহের বাকি অংশ অনাবৃত রেখে সালাত আদায় করেন তাহলে কোনো দোষ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর ছাত্র ও সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী (১৮৯ হি) ইমাম আবূ হানীফার মতামত বর্ণনা করে বলেন:

قلت أرأيت رجلا صلى في إزار أو سراويل أو قميص قصير أو ثوب متوشح به وهو إمام أو غير إمام قال إن كان صفيقا فصلاته تام .

আমি বললাম: যদি কোনো পুরুষ একটিমাত্র ইযার বা খোলা লুঙ্গি পরিধান করে, অথবা একটিমাত্র পাজামা পরিধান করে, অথবা একটিমাত্র ছোট (কাঁধ থেকে হাঁটুর নিম্ন পর্যন্ত) জামা পরিধান করে অথবা একটিমাত্র বড় চাদর দ্বারা কাঁধ থেকে সারা দেহ আবৃত করে সালাত আদায় করে তাহলে তার বিধান কি হবে? সে যদি এই প্রকারের পোশাকে ইমামতি করে বা মুক্তাদি হয় বা একাকী সালাত আদায় করে তাহলে তার বিধান কি হবে? তিনি বলেন: যদি তার এই একটিমাত্র পোশাক মোটা হয় (পাতলা শরীর প্রকাশক না হয়) তাহলে তার সালাত পরিপূর্ণ হবে।[১১৯]

৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তাহাবী (৩২১হি) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শাহরু মা'আনীল আসার'- এ শুধু একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায়ের বৈধতা'-র উপর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি একটি পৃথক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস উল্লেখ করে হাদীসের মর্ম ও নির্দেশনা আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন: তোমাদের সকলের কি দুটি কাপড় আছে? অর্থাৎ, একটি কাপড়ে সালাত আদায় নিষিদ্ধ হলে সকলের জন্যই তা নিষিদ্ধ হবে এবং সেক্ষেত্রে তোমাদের কষ্ট হবে। এজন্য দুটি কাপড় থাক বা না থাক সকলের জন্যই শুধু ইযার বা পাজামা পরে সালাত আদায় করা বৈধ। এছাড়া বিভিন্ন সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরা, জাবির (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা ঘরের আলনায় জামা, চাদর ইত্যাদি ঝুলিয়ে রেখে শুধু একটিমাত্র ইযার বা খোলা লুঙ্গি

---

[১১৯] মুহাম্মাদ ইবনু হাসান (১৮৯ হি), আল-মাবসূত ১/২০১। আরো দেখুন ১/১২।

পরে শরীরের উর্ধ্বাংশ অনাবৃত রেখে সালাত আদায় করেছেন।

এসকল হাদীস আলোচনা করে তিনি বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, অতিরিক্ত পোশাক থাক অথবা না থাক, একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় বৈধ। বড় চাদর বা লুঙ্গি হলে কাঁধ থেকে জড়িয়ে পরিধান করে সালাত আদায় করা উত্তম। আর ছোট চাদর বা লুঙ্গি হলে শুধু কোমরে পেঁচিয়ে পরতে হবে। এভাবে প্রমাণিত হলো যে, শুধু লুঙ্গি বা পাজামা পরিধান করে বাকি শরীর অনাবৃত রেখে সালাত আদায় করা জায়েয এবং এই ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবূ ইউসূফের মত।[১২০]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী উপরের হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: "আমাদের কোনোকোনো সঙ্গী এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, শুধু পাজামা পরিধান করে শরীরের উর্ধ্বাংশ অনাবৃত রেখে সালাত আদায় করলে তা মাকরূহ হবে। সঠিক মত এই যে, যদি পাজামা দ্বারা সতর (নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত) আবৃত হয় তাহলে এভাবে শুধু পাজামা পরিধান করে সালাত আদায় করলে মাকরূহ হবে না।[১২১]

১. ৫. ২. একাধিক কাপড়ে সালাত

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা বুঝতে পরি যে, একটিমাত্র লুঙ্গি, পাজামা বা একটিমাত্র লম্বা জামা পরে সালাত আদায় করা বৈধ এবং রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের কর্ম দ্বারা প্রমাণিত। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এভাবে সালাত আদায় উত্তম। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, সালাতের জন্য যথাসম্ভব সৌন্দর্য ও সাজগোছ উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের (রা) কথা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, সম্ভব হলে দুটি কাপড় পরে এবং শরীরের উর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশ আবৃত করে সালাত আদায় উত্তম। অন্যান্য হাদীসেও এইরূপ বলা হয়েছে।

ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ يُزَيَّنَ لَهُ)

"তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে, তখন যেন যে ইযার (লুঙ্গি)

---

[১২০] তাহাবী, আবূ জাফর আহমদ (৩২১ হি), শারহু মা'আনীল আসার ১/৩৭৭-৩৮৩।

[১২১] বদরুদ্দীন আইনী, মাহমূদ ইবনু আহমদ (৮৫৫হি), উমদাতুল কারী ৪/৭৪। আরো দেখুন: ইবনু আব্দিল বার, আত-তামহীদ ৬/৩৭১-৩৭৬।

পরিধান করে এবং চাদর পরিধান করে। অন্য বর্ণনায়: সে যেন তার কাপড় দুটি পরিধান করে; কারণ আল্লাহরই অধিকার সবচেয়ে বেশি যে, তাঁর জন্য সাজগোছ করা হবে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১২২]

বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলিত হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন:

قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ حتى إذا كان في زمن عمر .] فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ ورداءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ

একব্যক্তি নবীজী (ﷺ)-কে প্রশ্ন করে শুধু একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কে। তিনি বলেন: তোমাদের সকলের কি দুটি কাপড় আছে? (কাজেই একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় ছাড়া গত্যন্তর নেই) এরপর উমারের (রা) শাসনামলে একব্যক্তি তাঁকে এই প্রশ্ন করে। তিনি উত্তরে বলেন: আল্লাহ যখন প্রশস্ত তা দান করেছেন, তখন তোমরাও প্রশস্ততা অবলম্বন কর। ব্যক্তির উচিত তার কাপড় একত্রে পরিধান করে সালাত আদায় করা: ইযারের (লুঙ্গির) সাথে চাদর, ইযারের সাথে কামীস (জামা) বা ইযারের সাথে কাবা (বুক বা পিঠ খোলা কোর্তা) পরিধান করে সালাত আদায় করা। অথবা পাজামার সাথে চাদর, পাজামার সাথে জামা (কামীস) বা পাজামার সাথে কাবা (কোর্তা) পরিধান করে সালাত আদায় করা। অথবা তুব্বান বা হাফ প্যান্টের[১২৩] সাথে কাবা (কোর্তা) বা তুব্বানের (হাফ প্যান্টের) সাথে কামীস (জামা) পরিধান করে সালাত আদায় করা উচিত। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন: উমার (রা) সম্ভবত আরো বলেন: অথবা হাফ প্যান্টের সাথে চাদর পরিধান করে সালাত আদায় করা উচিত।[১২৪]

---

[১২২] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/২৩৫; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৫১; আলবানী, আস-সামারুল মুসতাতাব ১/২৮৬-২৮৮।

[১২৩] এক বিঘত লম্বা হাফ প্যান্ট, বা জাঙ্গিয়াকে আরবিতে 'তুব্বান' বলা হয়, যা শুধুমাত্র লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গ আবৃত করে। বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী ৪/৭২।

[১২৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪৩, আব্দুর রাযযাক সান'আনী (২১১হি), আল-মুসান্নাফ ১/৩৫৬।

এখানে শরীরের ঊর্ধ্বাংশের জন্য তিন প্রকারের পোশাক: চাদর, জামা ও কোর্তা এবং নিম্নাংশের জন্য তিন প্রকারের পোশাক: খোলা লুঙ্গি, পাজামা ও হাফ প্যান্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভব হলে সালাতের মধ্যে কামীস বা জামার সাথে লুঙ্গি, পাজামা বা হাফ-প্যান্ট পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অধিকাংশ সময় একাধিক কাপড়ে সালাত আদায় করতেন। বিশেষত মসজিদে আগমন করলে তিনি ইযার ও রিদা অথবা কামীস, জুব্বা, টুপি, পাগড়ি ইত্যাদি পরিধান করতেন এবং এ সকল পোশাকে সালাত আদায় করতেন বলে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের হাদীসগুলি থেকে জানতে পারব।

এজন্য যদিও ইমাম আবূ হানীফা (রা) শুধু একটিমাত্র পাজামা পরিধান করে সালাত আদায় করলে "অসুবিধা নেই" বলে মত প্রকাশ করেছেন, তবুও হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ইমামগণ শুধু একটি পাজামা বা লুঙ্গি পরে শরীরের উর্ধ্বাংশ খোলা রেখে সালাত আদায়কে "মাকরূহ" বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, দুটি কাপড়ে বা অন্তত একটি কাপড়ে কাঁধ থেকে শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করা সালাতের জন্য প্রয়োজনীয়।

৫ম হিজরী শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম হানাফী ফকীহ আল্লামা আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ সারাখসী (৪৯০হি) তাঁর আল-মাবসূত গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা থেকে আরো দুটি মত উল্লেখ করেছেন। একমতে শুধু লুঙ্গি পরে নাভি থেকে নিম্নাংশ আবৃত করে বাকী দেহ ও মাথা অনাবৃত করে সালাত আদায় করা তিনি মাকরূহ বলে গণ্য করেছেন। অন্য বর্ণনায় তিনি এইরূপ সালাত আদায় করা অসভ্য ও অশিক্ষিত মানুষদের কাজ বলে মনে করেছেন। সারাখসীর এই বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবূ হানীফার মতে একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করলে কাপড়টিকে কাঁধের উপর দিয়ে জড়িয়ে কাঁধ, পেট, পিঠ সহ নিম্নাংগ আবৃত করা উত্তম। এভাবে সালাত আদায় করলে তা উত্তম বলে গণ্য হবে। আর সর্বোত্তম পর্যায় পৃথক দুটি কাপড় দিয়ে শরীর আবৃত করা। একটি ইযার বা লুঙ্গি দ্বারা নাভি থেকে নিম্নাংশ ও আরেকটি চাদর দ্বারা কাঁধ থেকে নিম্নাংশ আবৃত করা সালাতের জন্য আদর্শ পোশাক বলে তিনি মনে করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম সারাখসী বলেন : "একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে তা কাঁধের উপর দিয়ে জড়িয়ে কাঁধ থেকে হাঁটুর নিম্ন পর্যন্ত আবৃত করে সালাত আদায়

করলে কোনো প্রকার দুষণীয় বা মাকরূহ হবে না।... একটিমাত্র ইযার বা লুঙ্গি পরিধান করে সালাত আদায় করলে তা মাকরূহ হবে।... ইমাম হাসান ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : একটিমাত্র ইযার বা লুঙ্গি পরিধান করে (শরীরে ঊর্ধ্বাংশ ও মাথা অনাবৃত রেখে) সালাত আদায় করা অসভ্য ও মুর্খ মানুষদের কাজ। একটি বড় কাপড়ে কাঁধ থেকে পুরো শরীর আবৃত করে সালাত আদায় করা অসভ্যতা থেকে দুরে। আর একটি ইযার ও একটি চাদর পরে সালাত আদায় করা সম্মানিত মানুষদের আখলাক।"[১২৫]

আমরা দেখছি যে, ইমাম আবূ হানীফার এই মতটি মুলত উপরে বর্ণিত সকল হাদীসের মর্মার্থের উপরে নির্ভরশীল।

হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আল্লামা আবূ বকর ইবনু মাসঊদ কাসানী (৫৮৭হি.) তাঁর 'বাদায়েউস সানায়ে' গ্রন্থে এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের মতামত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, সালাতের পোশাকের তিনটি পর্যায়:

১. সালাতের জন্য মুস্তাহাব পোশাক। মুস্তাহাব পোশাকের বিষয়ে তিনি হানাফী মাযহাবের দুটি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথম মতে সালাতের জন্য তিনটি কাপড় মুস্তাহাব। ইযার বা অনরূপএকটি কাপড়ে শরীরের নিম্নাংশ, চাদর বা অনুরূপ কাপড়ে শরীরের উর্ধ্বাংশ এবং টুপি-পাগড়ি বা অনুরূপ কাপড়ে মাথা আবৃত করা সালাতের জন্য মুস্তাহাব। দ্বিতীয় মতে পুরুষের জন্য দুটি কাপড়ে সালাত আদায় মুস্তাহাবঃ ইযার বা অনরূপ একটি কাপড়ে শরীরের নিম্নাংশ এবং চাদর বা অনুরূপ কাপড়ে শরীরের উর্ধ্বাংশ আবৃত করা সালাতের মধ্যে মুস্তাহাব।

২. মাকরূহ-মুক্ত পূর্ণ জায়েয পোশাক। অর্থাৎ যে পোশাকে সালাত আদায় করলে কোনোরূপ মাকরূহ বা দোষ হবে না বা গোনাহ হবে না, তবে মুস্তাহাবের সাওয়াব নষ্ট হবে। শুধু একটিমাত্র বড় চাদর বা সেলাইবিহীন খোলা লুঙ্গি কাঁধের উপর থেকে জড়িয়ে কাঁধসহ পুরো শরীর আবৃত করে সালাত আদায় করা বা একটিমাত্র লম্বা জামা পরে কাঁধসহ শরীরের উর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশ আবৃত করে সালাত আদায় করা এই পর্যায়ের। অর্থাৎ এভাবে সালাত আদায় করলে তা জায়েয হবে এবং কোনোরূপ অন্যায় হবে না।

[১২৫] সারাখসী, আবূ বাকর, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৪৯০ হি.), আল-মাবসূত ১/৩৩-৩৪।

৩. মাকরূহ-যুক্ত জায়েয। অর্থাৎ যে পোশাকে সালাত আদায় করলে সালাত জায়েয হবে, তবে মাকরূহ হবে। তা হলো শুধু একটিমাত্র পাজামা বা একটিমাত্র লুঙ্গি পরে নাভি থেকে শরীরের নিম্নাংশ আবৃত রেখে বাকী দেহ ও মাথা অনাবৃত রেখে সালাত আদায় করা।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা কাসানী বলেন: "একটিমাত্র কাপড় কাঁধ থেকে জড়িয়ে পরে সালাত আদায় করায় কোনো অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে শুধু একটিমাত্র কামীস বা জামায় সালাত আদায় করাতেও কোনো সমস্যা নেই। এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, সালাতের জন্য পোশাক তিন প্রকার : ১. মুসতাহাব পোশাক, ২. জায়েয পোশাক ও ৩. মাকরূহ পোশাক।

ফকীহ আবূ জা'ফর হিনদাওয়ানী অপ্রচলিত মতামতের সংকলনে উল্লেখ করেছেন যে, মুস্তাহাব পোশাক তিনটি কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করা ১. জামা, ২. ইযার (লুঙ্গি) ও চাদর ও ৩. পাগড়ি।

আর ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন যে, পুরুষের জন্য মুস্তাহাব ইযার ও চাদর এই দুটি কাপড়ে সালাত আদায় করা। কারণ এই দুটি পোশাকেই সতর আবৃত করা এবং সৌন্দর্য গ্রহণ করা পূর্ণতা লাভ করে।

জায়েয পোশাক: একটিমাত্র চাদর কাঁধের উপর দিয়ে জাড়িয়ে অথবা একটিমাত্র জামা পরিধান করে সালাত আদায় করা। এতে সতর আবৃত করা এবং মূল সৌন্দর্য গ্রহণ করা হয়, তবে সৌন্দর্য গ্রহণ পূর্ণতা পায় না।...

মাকরূহ পোশাক, শুধু একটি ইযার বা লুঙ্গি পরিধান করে সালাত আদায় করা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কেউ একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করলে কাপড়টির কিছু অংশ কাঁধের উপর না রেখে সালাত আদায় করবে না। আর এভাবে সালাত আদায় করলে সতর আবৃত করা হয় বটে, কিন্তু সৌন্দর্য গ্রহণ করা হয় না, অথচ আলাহ বলেছেন: হে আদম সন্তানগণ, তোমরা প্রত্যেক মসজিদের নিকট (সালাতের জন্য) তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ কর।"[১২৬]

১. ৫. ৩. সালাতের মধ্যে অপছন্দনীয় পোশাক

বুখারী ও মুসলিমে সংকলিত হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي

[১২৬] কাসানী, আলাউদ্দীন(৫৮৭হি) বাদাইউস সানাইয় ১/২১৯।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বুটিদার নকশী কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করেন। সালাতের মধ্যে কাপড়ের বুটি ও নকশার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। সালাত শেষ করে তিনি বলেন: তোমরা আমার এই কাপড়টি নিয়ে আবূ জাহমকে প্রদান কর এবং তার নিকট থেকে তার সাদামাটা মোটা কাপড়টি নিয়ে এস; কারণ এই কাপড়টি এখনি সালাতের মধ্যে আমাকে অমনোযোগী করে ফেলেছিল।..."[১২৭]

এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সালাতের মধ্যে মনোযোগ ও হৃদয়ের অনুধাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ বা মহিলা কারো কোনো বৈধ পোশাক যদি সালাতের মনোযোগ বিনষ্ট করে তাহলে তা পরিহার করা উচিত।

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন এবং নিষেধ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি তার মুখ ঢেকে রাখবে।" হাদীসটি হাসান।[১২৮]

'সাদ্ল' বা ঝুলিয়ে রাখার অর্থ, যে পোশাক যেভাবে পরতে হবে সেভাবে না পরে কাঁধের উপরে বা মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখা। যেমন জামা হাতা গলিয়ে না পরে গায়ের উপর জড়িয়ে রাখা, মাফলার, চাদর বা রুমাল গলায় বা দেহে না জাড়িয়ে ঝুলিয়ে রাখা ইত্যাদি। সালাতের মধ্যে এভাবে দেহের উপর কাপড় ঝুলিয়ে রাখা নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয়। কারণ তা সালতের জন্য সৌন্দর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে অবহেলা ও আলসেমি প্রমাণ করে। এছাড়া সালাতের মধ্যে ঝুলে থাকা কাপড় গোছাতে মনোযোগ নষ্ট হয়।[১২৯]

এছাড়া যে কোনো পোশাক ভূলুণ্ঠিত করে পরিধান করাকেও 'সাদ্ল' বলা হয়। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, টাখনু আবৃত কারীর সালাত কবুল হবে না বলে একাধিক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১২৭] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪৬, ২৬২, ৫/২১৯০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯১-৩৯২।

[১২৮] তিরমিযী, আস-সুনান ২/২১৭; আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭৪; যাইলায়ী, নাসবুর রাইয়াহ ২/৯৫; আলবানী, সহীহুল জামি ২/১১৬০।

[১২৯] শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/৬৬-৬৮; আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ২/২৪৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ
পোশাক ও অনুকরণ

পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে প্রশস্ততার পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহকে পোশাক ও অন্যান্য জাগতিক বিষয়েও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। অপরদিকে পোশাকসহ অন্যান্য জাগতিক বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণ ও অনুসরণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন সাহাবায়ে কেরাম ও প্রথম প্রজন্মগুলির মুসলিমগণ।

২. ১. অমুসলিম বা পাপীদের অনুকরণ বর্জন

সাধারণভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, আরবীয় সমাজের মানুষ হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর মহান সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) পানাহার, পোশাক, আবাসন ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ে তৎকালীন আরবদের মধ্যে প্রচলিত বিষয়াদির অনুসরণ করেছেন। এজন্য এ সকল বিষয়ে মুসলিম ও কাফিরদের মিল ছিল বলেই বুঝা যায়। এজন্য অনেকে 'ইসলামী পোশাক' বলে কিছু নেই বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর মহান সাহাবীগণ যা পরতেন আবূ জাহল ও অন্যান্য কাফিরও তাই পরত। কাজেই 'ইসলামী পোশাক' বা 'সুন্নাতি পোশাক' বলে কিছু নেই।

কথাটি বাহ্যত যৌক্তিক বলে মনে হলেও, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাস্তব শিক্ষা এবং সাহাবীগণের কর্মের আলোকে তা ভুল ও বিভ্রান্তিকর বলে প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন হাদীসের নির্দেশনা থেকে আমরা দেখি যে, জাগতিক বিষয়াদিতে সমাজের প্রচলনের অনুসরণের পাশাপাশি মুসলিমদের সাথে কাফিরদের পার্থক্য রক্ষার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ যেমন প্রচলিত পোশাকাদি পরিধান করেছেন, তেমনি কাফির, মুশরিক, ইহুদী বা খৃষ্টানদের সাথে বাহ্যিক সামাঞ্জস্য জ্ঞাপক পোষাক পরতে নিষেধ করেছেন। যে পোষাক পরলে আবূ জাহলের মত মনে হতো সে পোষাক পরতে তিনি সাহাবীগণকে নিষেধ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসে "অমুসলিম" সম্প্রদায় বা 'মুশরিক', 'কাফির', 'ইহুদি', 'খৃষ্টান', 'অগ্নি-উপাসক' ইত্যাদি সম্প্রদায়ের অনুকরণ করতে, তাদের সাথে মিল রেখে পোশাক পরিধান করতে বা আসবাব-পত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। জাগতিক বিষয়েও তাদের সাথে মিল রাখতে তাঁরা নিষেধ করতেন।

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে মুমিনগণকে সাধারণভবে অমুসলিমদের মত না হতে এবং অমুসলিমদের পথ অনুসরণ না করতে নি.র্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১] হাদীসে বারবার নিষেধ করা হয়েছে অমুসলিম সম্প্রদায়ের অনুকরণ করতে। একটি অতি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ সহীহ্ হাদীসের কথা আমরা অনেকেই জানি। আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ـــنْ تَـــشَـــبَّـــهَ بِقَـــوْمٍ فَـــهُـــوَ مِنْـــهُـــمْ

"যদি কেউ কোনো সম্প্রদায়ের অনুকরণ (imitate) করে, তবে সে উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।" হাদীসটি সহীহ।[২]

এ সকল আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যায় আমরা অনেকে মনে করি যে, কেবলমাত্র ধর্মীয় বিষয়েই তাদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বিষয়টি ঠিক নয়। নিঃসন্দেহে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বা ধর্মীয় বিষয়ে অনুকরণ বেশি অপরাধ। তবে সাংস্কৃতিক ও জাগতিক অনুকরণও নিষিদ্ধ বা আপত্তিকর। বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখি যে, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাগতিক সকল বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য বারবার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

পোশাক, চালচলন, খানাপিনা, আবাসন ইত্যাদি বিষয়েও অমুসলিমদের অনুসরণ-অনুকরণ মুসলিমের জন্য ক্ষতিকর। কখনোই অনুকরণকৃত ব্যক্তি বা জাতির প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি ছাড়া কেউ কাউকে অনুকরণ করে না। এ সকল 'ছোটখাট' অনুকরণ অনুকরণকারী মুসলিমের হৃদয়পটে ক্রমান্বয়ে অনুসরণকৃত মানুষগুলির প্রতি ভালবাসা বাড়াতে থাকে। তাদেরকে "অনুকরণীয় আদর্শ" হিসাবে মনে হতে থাকে। তাদের অন্যান্য ঘৃণিত বিষয়গুলিও ক্রমান্বয়ে হৃদয়ের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হতে থাকে। এ জন্য আমরা হাদীস শরীফে অনেক নির্দেশনা দেখতে পাই, যেখনে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ছোটখাট' এবং অতিক্ষুদ্র জাগতিক বিষয়েও অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামও অনুরূপভাবে জাগতিক বিষয়াদি, পোশাক, অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদি বিষয়ে অমুসলিম সম্প্রদায়ের অনুকরণের বিরোধিতা করতেন।

এ বিষয়ক কয়েকটি হাদীস এখানে আলোচনা করব। আমরা সাধারণভাবে পোশাক পরিচ্ছদসহ জাগতিক বিষয়ে অমুসলিমদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার গুরুত্ব

---

[১] দেখুন: সূরা আল-ইমরান: ১০৫ আয়াত, সূরা নিসা: ১১৫ আয়াত, সূরা আল-আ'রাফ: ১৪২ আয়াত, সূরা ইউনূস: ৮৯ আয়াত।

[২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৪৪; আলবানী, সহীহুল জামি' ২/১০৫৯, নং ৬১৪৯।

বুঝার জন্যই এ সকল হাদীস উল্লেখ করব। প্রত্যেক হাদীসের ফিক্‌হী দিক বিস্তারিত আলোচনার আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কাজের নির্দেশ দিলে তা সাধারণত 'ওয়াজিব' বা 'সুন্নাত মুআক্কাদাহ' বলে গণ্য হয়। অন্যান্য হাদীসে যদি তিনি তাঁর আদিষ্ট কাজকে আরো গুরুত্ব প্রদান করেন বা আদেশের পাশাপাশি আপত্তি বা নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করেন তাহলে তা নিশ্চিতরূপে 'ওয়াজিব' বলে বুঝা যায়। অপরদিকে যদি অন্যান্য হাদীস থেকে দেখা যায় যে, তিনি সেই কাজ বর্জন করলে আপত্তি করেন নি বা নিজে বর্জন করেছেন তাহলে তা 'মুস্তাহাব' বা 'মুবাহ' বলে গণ্য হতে পারে। এখানে আলোচিত হাদীসগুলিতে পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ে অমুসলিমদের 'অনুকরণ' করতে আপত্তি করা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অনুকরণ আপত্তিকর। তবে কোন্ বিষয়ে কতটুকু আপত্তিকর তা অন্যান্য হাদীসের আলোকে বুঝতে হবে।

যেমন, কোনো হাদীসে অমুসলিমদের অনুকরণ পরিত্যাগের জন্য চুল-দাড়িতে খেযাব ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশনা অন্যান্য হাদীসের আলোকে মুস্তাহাব পর্যায়ের। কোনো হাদীসে তাদের অনুকরণ বর্জনের জন্য 'সেন্ডেল' পায়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য হাদীসের আলোকে এ নির্দেশ 'মুবাহ' পর্যায়ের। কোনো কোনো হাদীসে কাফিরদের অনুকরণ বর্জন করতে দাড়ি ছাঁটতে নিষেধ করেছেন এবং দাড়ি বড় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যান্য হাদীসের আলোকে এ নির্দেশ ওয়াজিব পর্যায়ের।

এভাবে প্রত্যেক হাদীসের নির্দেশনা অন্যান্য হাদীসের আলোকে গ্রহণ করতে হবে। এ বইয়ে আমরা এ সকল হাদীসের ফিকহী দিক আলোচনা করতে পারব না। তবে সকল হাদীসই জাগতিক বিষয়ে অনুকরণ বর্জনের গুরুত্ব শিক্ষা দেয়।

২. ১. ১. পোশাকের রঙে অনুকরণ বর্জন

সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন,

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পরনে দুটি আসফার[৩] (লাল রঙ) দ্বারা রঙ করা

---

[৩] এক প্রকারের লাল ফুল, যা থেকে লাল রঙ বের করা হয়। ইংরেজিতে: Safflower (Carthamus Tinctorius; Bot) The Red Dyestuff Prepared From Its Flower Heads. ড. ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ২/৬০৫, Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, p 617.

পোশাক দেখতে পান। তিনি বলেন: এগুলি কাফিরগণের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। তুমি এগুলি পরবে না।"[৪]

পোশাকের রঙ বা কাটিং অতি সাধারণ জাগতিক বিষয়। ইবাদত বন্দেগীর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এ বিষয়েও পার্থক্য রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। যে পোশাক, যে রং বা যে কাটিং কাফিরদের মধ্যে প্রচলিত বা বেশি প্রচলিত, অথবা যা ব্যবহার করলে প্রথম দৃষ্টিতেই কাফিরদের পোশাকের মত মনে হয় তা পরিহার করতে হবে।

২. ১. ২. জুতা খুলায় অনুকরণ বর্জন

তুরের পাদদেশে মূসা (আ)-কে জুতা খুলতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

"তুমি তোমার পাদুকা খোল; তুমি পবিত্র 'তুয়া' প্রান্তরে রয়েছ।"[৫]

এজন্য ইহুদি-খৃষ্টানদের রীতি পবিত্র স্থানে জুতা বা সেন্ডেল খুলে খালি পায়ে গমন করা। জুতা পায়ে পবিত্র স্থানে বা ইবাদতের স্থানে প্রবেশ করাকে তারা সেই স্থানের পবিত্রতা নষ্ট করা বলে গণ্য করেন। এ রীতিটি যদিও মুসা (আ) এর কর্ম থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন হাদীসে জুতায় নাপাকী না থাকলে জুতা পরে সালাত আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন। এ বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

"যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসবে তখন সে দেখবে, যদি সে পাদুকায় (সেন্ডেলে) কোনো ময়লা বা নাপাকী দেখতে পায় তাহলে তা মুছে ফেলবে এবং পাদুকা পরেই সালাত আদায় করবে।" হাদীসটি সহীহ।[৬]

---

[৪] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৪৭।
[৫] সূরা (২০) তাহা: আয়াত ১২।
[৬] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭৫; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ ১/৩৮৪; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৫/৫৫৮-৫৬০; আলবানী, সহীহুল জামি' ১/১৪২, নং ৪৬১।

অন্য হাদীসে শাদ্দাদ ইবনু আউস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

خَالِفُوا الْيَهُودَ [والنصارى] فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلا خِفَافِهِمْ

"তোমরা ইহুদী-নাসারাদের বিরোধিতা করবে; কারণ তারা পাদুকা (সেন্ডেল) পায়ে এবং জুতা জাতীয় চামড়ার মোজা পায়ে দিয়ে সালাত আদায় করে না।" হাদীসটি সহীহ।[৭]

পাঠক হয়ত প্রশ্ন করবেন, আমরা তো জুতা বা সেন্ডেল খুলেই সালাত আদায় করি! এতে কি ইহুদি-নাসারাদের অনুকরণ হচ্ছে? বস্তুত আমাদের জুতা খোলা ও তাদের জুতা খোলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা জুতা খুলি পরিচ্ছন্নতার জন্য আর তারা জুতা খোলে পবিত্রতার জন্য। পাদুকা পরিচ্ছন্ন থাকলে মুসলিম তা পরে সালাত আদায় করতে পারেন ও মসজিদে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু ইহুদি-নাসারারা পাদুকা খোলাকে ইবাদতের অংশ ও ইবাদতগাহের সম্মানের ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করে।[৮]

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পাদুকা পায়ে মসজিদে প্রবেশ করলে মসজিদের 'ধর্মীয় পবিত্রতা' (holiness, sanctity, sacredness) নষ্ট হয় না, তবে পরিচ্ছন্নতা (cleanliness) নষ্ট হতে পারে। আর ইহুদি খৃষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গিতে জুতা-সেন্ডেল যতই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হোক তা পায়ে ইবাদতগাহ, চার্চ বা কোনো "ধর্মীয়ভাবে পবিত্র" স্থানে প্রবেশ করলে সেই স্থানের "ধর্মীয় পবিত্রতা' (holiness, sanctity, sacredness) নষ্ট হবে।

অবশ্য আজকাল আমাদের সমাজের অনেকে অজ্ঞতা ও ইহুদি-নাসারাদের রীতির প্রভাবে তাদের মত অনুভূতি পোষণ করতে পারেন বলে মনে হয়। সম্ভবত ইহুদি-খৃষ্টানদের ধর্মীয় রীতির অনুকরণেই আমাদের দেশের "ধর্মনিরপেক্ষ" বা "ধর্মবিরোধী" মানুষেরা শহীদ মিনার, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি "ধর্মীয়ভাবে পবিত্র স্থানে" জুতাখুলে প্রবেশের রীতি প্রচলন করেছেন।

সর্বাবস্থায়, এখানে শিক্ষণীয় যে, জুতা-সেন্ডেল পায়ে দেওয়ার মত সাধারণ বিষয়েও ইহুদি-খৃষ্টানদের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।

---

[৭] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৫/৫৬১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৯১; আলবানী, সহীহুল জামি' ১/৬১১, নং ৩২১০।

[৮] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৪৯৪; শাওকানী, নাইলুল আউতার ২/১৩১।

২. ১. ৩. চাদর পরিধানে অনুকরণ বর্জন

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন:

إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا [فليتزر وليرتد] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ

"যদি তোমাদের কারো দুটি কাপড় থাকে তাহলে একটিকে ইযার (সেলাইহীন লুঙ্গি) হিসাবে পরিধান করবে এবং একটিকে চাদর হিসাবে গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করবে। আর যদি তার শুধু একটি কাপড় থাকে তাহলে তাকে ইযার বা লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করে সালাত আদায় করবে। ইহুদিদের মত শরীরে পেঁচাবে না।" হাদীসটি সহীহ।[৯]

এখানেও আমরা পোশাক পরিধান পদ্ধতির মত খুটিনাটি বিষয়েও অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতার নির্দেশনা পাই। সালাতের পোশাকের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ প্রায়শ একটি বড় ইযার বা খোলা লুঙ্গি কাঁধের উপর দিয়ে পরিধান করে সালাত আদায় করতেন। এভাবে কাপড় পরিধান করলেও তা শরীরে জড়াতে হয়। কিন্তু তিনি ইহুদীদের মত জড়াতে নিষেধ করেছেন। যতটুকু জানা যায় ইহুদীরা কাপড় ধুতির মত করে শরীরে জড়াতেন অথবা দু প্রান্ত ঝুলিয়ে চাদর পরতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে না জাড়িয়ে লুঙ্গি বা চাদরটি কাঁধের উপর রেখে দু প্রান্ত দু দিক থেকে কাঁধে ফেলতে শিক্ষা দিয়েছেন।

২. ১. ৪. দাড়ি রঙ করায় অনুকরণ বর্জন

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

"ইহুদি নাসারগণ (দাড়ি-চুলে) রঙ ব্যবহার করে না। তোমরা তাদের বিরোধিতা করবে (রঙ ব্যবহার করবে)।[১০]

২. ১. ৫. দাড়ি, গোঁফ, পাজামা, লুঙ্গি ও জুতায় অনুকরণ বর্জন

আবূ উমামা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে এসে কতিপয় আনসারী

---

[৯] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭২; তাহাবী, শারহু মা'আনীল আসার ১/৩৭৭-৩৭৮; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ১/৩৭৬। পূর্বের ১৬৭ নং হাদীস দেখুন।

[১০] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৭৫; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৬৩।

সাহাবীকে দেখতে পান যাদের দাড়ি সব সাদা হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বলেন :

يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْنا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلُونَ وَلا يَأْتَزِرُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْنا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلا يَنْتَعِلُونَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ قَالَ فَقَالَ ﷺ قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ (في رواية: خالفوا أولياء الشيطان ما استطعتم)

"হে আনসারগণ, তোমরা চুল-দাড়িতে লাল বা হলুদ রঙ (খেযাব) ব্যবহার কর এবং ইহুদি-নাসারাদের বিরোধিতা কর। আবূ উমামা বলেন: তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, ইহুদি-নাসারাগণ সেলোয়ার (পাজামা-পাৎলুন) পরিধান করে এবং ইজার বা লুঙ্গি পরিধান করে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা পাজামা ও লুঙ্গি উভয়ই ব্যবহার কর এবং তাদের বিরোধিতা কর। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, ইহুদি নাসারগণ দাড়ি ছোট করে রাখে এবং গোঁফ বড় করে। তিনি বলেন: তোমরা গোঁফ ছোট করে রাখবে এবং দাড়ি বড় করে রাখবে এবং ইহুদি নাসারাদের বিরোধিতা করবে। (অন্য বর্ণনায়: যতটুকু পারবে শয়তানের বন্ধুদের বিরোধিতা করবে)।" হাদীসটির সনদ হাসান।[১১]

এখানে আমরা দেখছি যে, কোনো ধর্মীয় বিষয়ে নয়, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ে অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি। অনুরূপভাবে বিরোধিতার পদ্ধতিও তিনি বলে দিচ্ছেন। তারা দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করে না। এর বিরোধিতা করে তিনি খেযাব ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা শুধু পাজামা ব্যবহার করে। এর বিরোধিতা করে তিনি শুধু লুঙ্গি ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন নি। লুঙ্গি ও পাজামা উভয় ব্যবহার করে তাদের

---

[১১] আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/২৬৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩১; আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা, পৃ: ১৮৪-১৮৬।

বিরোধিতার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা গোঁফ বড় করে ও দাড়ি ছেটে রাখে। এর বিরোধিতায় তিনি উভয়কে ছাটতে বা উভয়কে বড় করতে বলেন নি। তিনি দাড়ি বড় রাখতে ও গোঁফ ছোট করে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, শুধু ইচ্ছাকৃত অনুকরণই আপত্তিকর নয়, অনিচ্ছাকৃত অনুকরণও বর্জনীয়। যে ব্যক্তির দাড়ি সাদা হয়েছে তিনি ইচ্ছাপূর্বক ইহুদি-নাসারাদের অনুকরণ করেন নি। তিনি যদি কিছু না করে তাঁর দাড়িকে সাদাই রেখে দেন তাহলে বলা যাবে না যে, তিনি ইচ্ছাপূর্বক বা কোনো কর্মের মাধ্যমে তাদের অনুকরণ করেছেন। তিনি মূলত কিছুই করেন নি। এরূপ কিছু না করাটাও তার জন্য আপত্তিকর। তাঁর দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবে তার সাথে ইহুদি-নাসারাদের যে মিল তৈরি হয়েছে তা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া।

২. ১. ৬. সাপ্তাহিক ছুটি বা দিবস পালনে অনুকরণ বর্জন

অনিচ্ছাকৃত অনুকরণও যে উচিত নয় এ বিষয়ে একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। উম্মু সালামা (রা) বলেন :

كَانَ أَكْثَرَ صَوْمِهِ ﷺ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ، وَيَقُولُ: هُمَا يَوْمَا عِيْدِ الْمُشْرِكِيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ শনিবার ও রবিবারে রোযা রাখতেন এবং তিনি বলতেন: এ দুটি দিন মুশরিকদের (ইহুদি-খৃষ্টনদের) ঈদের বা উৎসবের দিন। এজন্য আমি তাদের বিরোধিতা করতে ভালবাসি।" হাদীসটি হাসান[১২]

আমরা জানি যে, শনিবারে ইহুদিরা এবং রবিবারে খৃষ্টানরা সাপ্তাহিক ছুটি ও আনন্দ উৎসব করে। একজন মুসলিম এ দিনে বিশেষ কিছু না করলেই চলে। এতেই তাদের অনুকরণ থেকে মুক্ত থাকা যাবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু অনুকরণ থেকে মুক্ত থেকেই সন্তুষ্ট নন। তিনি অকর্মক (Inactive) "অনুকরণ মুক্তির" চেয়ে সকর্মক (Active) "বিরোধিতা" ভালবাসতেন।

২. ১. ৭. হাত নেড়ে সালাম প্রদানে অনুকরণ বর্জন

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

---

[১২] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২৩/২৮৩; আলবানী, সহীহুল জামি' ২/৮৭১।

لاَ تُسَلِّمُوا تَسْلِيْمَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالأَكُفِّ وَالرُّؤُوسِ وَالإِشَارَةِ

"তোমরা ইহুদি-নাসারাদের পদ্ধতিতে সালাম দেবে না; কারণ তারা হাতের তালু, মাথা ও ইশারার মাধ্যমে সালাম দেয়।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৩]

এ অর্থে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ

"যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের (অমুসলিম সম্প্রদায়ের) অনুকরণ করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদি ও নাসারাদের অনুকরণ করবে না। ইহুদিরা সালাম দেয় আঙ্গুলের ইশারায় এবং খৃষ্টানগণ সালাম দেয় হাতের ইশারায়।" হাদীসটি হাসান।[১৪]

এখানে লক্ষণীয় যে, সালামের সময় হাত নাড়ানো, ইশারা ইত্যাদি একান্তই জাগতিক বিষয়। তবুও এসকল বিষয়ে অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

২. ১. ৮. বসার পদ্ধতিতে অনুকরণ বর্জন

শারীদ ইবনু সুওয়াইদ (রা) বলেন,

مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট দিয়ে গমন করেন। আমি তখন এভাবে আমার বাম হাত পিঠের পিছনে রেখে (ডান) হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলের উপর হেলান দিয়ে বসে

---

[১৩] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/৯২,; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১১/১৪; আলবানী, জিলবাবুল মারআহ, পৃ: ১৯৩-১৯৪।

[১৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৬; তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৭/২৩৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৩৮-৩৯; আলবানী, জিলবাবুল মারআহ, পৃ: ১৯৩-১৯৪; সহীহুল জামি' ২/৯৫৬।

ছিলাম। তখন তিনি বলেন: যাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ তুমি তাদের (ইহূদিদের) অনুকরণে বসেছ?" হাদীসটি সহীহ।[১৫]

এভাবে দেখুন! সামান্য বসার ভঙ্গির মধ্যেও তাদের অনুকরণকে তিনি অপছন্দ করেছেন।

২. ১. ৯. বাড়িঘর ও আঙিনা পরিষ্কার করে অনুকরণ বর্জন

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

نَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، تَجْمَعُ الأَكْبَاءَ فِيْ دُوْرِهَا. وَفِيْ رِوايةٍ: طَهِّرُوا أَفْنِيَتَكُمْ فَإِنَّ اليَهُودَ لاَ تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا.

"তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙ্গিনা-সর্বদিক পরিচ্ছন্ন রাখবে, ইহুদিদের অনুকরণ করবে না, ইহুদিরা তাদের বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার করে না। তারা বাড়িতে আবর্জনা জমা করে রাখে।" হাদীসটির সনদ সহীহ[১৬]

২. ১. ১০. নববর্ষ, উৎসব ও পার্বনে অনুকরণ বর্জন

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন :

مَنْ بَنَى بِبِلاَدِ الْمُشْرِكِينَ , وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهِمْ , وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوت (وَهُوَ كَذَلِكَ) حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ

"যদি কোনো ব্যক্তি মুশরিকদের দেশে বাড়িঘর বানায় (স্থায়ী বসবাস করতে থাকে), তাদের নববর্ষ ও উৎসবাদি পালন করতে থাকে, তাদের অনুকরণ করতে থাকে এবং এভাবেই তাদের অনুকরণের মধ্যে তার মৃত্যু হয় তবে তাদের সাথেই কিয়ামদের দিন তাকে পুনরুত্থিত ও একত্রিত করা হবে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৭]

---

[১৫] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৬৩; আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/৩৮৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৯৯; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১২/৪৮৮।

[১৬] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১১১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৮৬; ইবনু হাজার, আল-মাতালিবুল আলিয়াহ, ৩/৫; আলবানী, জিলবাবুল মারাআহ, পৃ: ১৯৭-১৯৮।

[১৭] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৯/১৩৪; ইবনু তাইমিয়্যাহ, আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম (৭২৮ হি) ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম ১/৪৫৭-৪৫৮।

২. ১. ১১. আসবাব-পত্রে অনুকরণ বর্জন

ইবনু সিরীন বলেন, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) এক বাড়িতে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি পারস্য দেশীয় কিছু আসবাব দেখতে পান, যেগুলির মধ্যে ছিল পিতল বা শিশার কেতলী ও অনুরূপ কিছু দ্রব্য। তা দেখে তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসেন এবং বলেন: যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে সে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।[১৮]

২. ১. ১২. চুলের ছাঁটে অনুকরণ বর্জন

হাজ্জাজ ইবনু হাস্সান নামক একজন তাবিয়ী বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা একবার আনাস ইবনু মালিকের (রা) বাড়িতে গমন করি। আমার বোন বলেন, তুমি তখন ছোট ছিলে এবং তোমার মাথায় দুটি চুলের বেনি বা টিকি বা ঝুটি ছিল। আনাস (রা) তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে বরকতের দোয়া করেন এবং বলেন: এ দুটিকে মুণ্ডন করবে অথবা ছেঁটে দেবে, কারণ এইভাবে চুল রাখা ইহুদিদের রীতি।[১৯]

২. ১. ১৩. পোশাক-ফ্যাশনে অনুকরণ বর্জন

আবূ উসমান নাহদী বলেন :

أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: أَمَّا بَعْدُ فَاتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا , وَقَابِلُوا النِّعَالَ , وَارْمُوا بِالْخِفَافِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ , وَعَلَيْكُمْ بِلُبْسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ , وَإِيَّاكُمْ وَزِيَّ الْعَجَمِ

আমরা আজারবাইজানে থাকতে উৎবাহ ইবনু ফারকাদের সাথে আমাদের কাছে উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) চিঠি আসল। তিনি লিখেছেন: লক্ষ্য করুন! আপনারা ইযার (খোলা লুঙ্গি) পরবেন এবং রিদা (চাদর) পরবেন, স্যান্ডেল জাতীয় পাদুকা পরবেন। চামড়ার মোজা পরিত্যাগ করবেন, পাজামা পরিধান ছেড়ে দিবেন। আপনারা অবশ্যই আপনাদের পিতা ইসমাঈলের (আ) পোষাক ব্যবহার করবেন। খবরদার! অনারবদের (পারসিক অগ্নি-উপাসকদের) পোষাক বা ফ্যাশন ব্যবহার করা ও বিলাসিতা থেকে দূরে থাকবেন।"[২০]

---

[১৮] ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইকতিদাউস সিরাত ১/৩১৮।
[১৯] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৮৪।
[২০] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৪২; আবূ আওয়ানা, ইয়াকূব ইবনু ইসহাক (৩১৬), আল-মুসনাদ, ১ম অংশ, ৫/২৩১; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১০/১৪; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৫৯; ইবনুল জা'দ, আলী ইবনুল জা'দ আল-জাওহারী (২৩০ হি), আল-মুসনাদ, পৃ ১৫৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ, ১২/২৬৮-২৬৯; ইবনু আব্দুল বার, আত-তামহীদ ১৪/২৫১-২৫২। সহীহ বুখারীতে মূল হাদীসটি সংক্ষেপে রয়েছে, ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/২৮৪-২৮৬, যাইলায়ী, নাসবুর রাইয়াহ ৪/২২৬, ইবনু হাজার, আদ দিরাইয়াহ ২/২২০। পুরো বর্ণনাটির

অন্য বর্ণনায় তিনি কুফার গভর্নর আবূ মুসা আশ'আরীকে চিঠি লিখেন:

أَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ وَأْتَزِرُوا...وَعَلَيْكُمْ بِاللِّبْسَةِ الْمَعْدِيَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَهَدْيَ الْعَجَمِ فَإِنَّ شَرَّ الْهَدْيِ هَدْيُ الْعَجَمِ

"সেলোয়ার বা পাজাম পরিত্যাগ করুন, খোলা লুঙ্গি বা ইজার পরিধান করুন। আপনারা প্রাচীন আরবীয় পোষাক ব্যবহার করুন। খবরদার (পোষাক পরিচ্ছদ, ও চালচলনের ক্ষেত্রে) অনারব বা পারসীয় অগ্নিউপাসকদের রীতিনীতি গ্রহণ করবেন না। সবচেয়ে নিকৃষ্ট রীতি পদ্ধতি অনারবদের রীতি পদ্ধতি।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২১]

অন্য বর্ণনায় উমার (রা) বলেন:

وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ

"তোমরা বিলাসিতা ও অমুসলিম অগ্নিউপাসকদের রীতি, পোশাক-পদ্ধতি বা ফ্যাশন পরিত্যাগ করবে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২২]

উমারের (রা) শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ঘটে। নতুন বিজিত দেশের অগণিত অমুসলিম নাগরিক তাদের পূর্বের ধর্মসহ ইসলামী রাষ্টের আনুগত্যের অঙ্গিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে অগণিত অমুসলিম নাগরিক বসবাস করতে থাকেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রশাসন তাদের নাগরিক অধিকার ও জীবন, সম্পদ, ধর্ম ও পরিজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সাথে সাথে পোশাক- পরিচ্ছদ ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে যেন তাদের জীবনযাত্রা মুসলিম নাগরিকদের জীবনে প্রভাব ফেলতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এজন্য মুসলমানদেরকে তাদের পোশাক ও তাদেরকে মুসলমানদের পোশাক পরতে নিষেধ করা হতো। দেখলেই যেন মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্য বুঝা যায় সেজন্য বিশেষ তাকিদ দেওয়া হতো। সাহাবীগণ ইজমা বা ঐকমত্যের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তী সকল যুগেই এ পদ্ধতি অনুসরণের বিষয়ে তাকিদ দেওয়া হতো।

এখানে উল্লেখ্য যে, অমুসলিমগণও সাধারণত দাড়ি রাখতেন। এজন্য টুপি,

---

সনদ সহীহ।

[২১] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৭১; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১০/২৫।

[২২] আহমদ, আল-মুসনাদ ১/৪৩; আহমদ শাকির, মুসনাদ আহমদ ১/২৮৫, নং ৩০১।

পাগড়ি, পোশাক ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হতো। অমুসলিম নাগরিকগণের নির্দেশ ছিল মুসলমানদের পোশাক বর্জন করে এমন পোশাক পরিধান করা যাতে তাদেরকে চেনা যায়। আর যদি এতে তারা রাজি না হতেন তাহলে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হতো, অমুসলিমদের পোশাকের বিপরীত এমন পোশাক পরিধান করতে, যেন দেখলেই মুসলিম বলে চেনা যায়। এ বিষয়ে বিভিন্ন ফিকহের গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অমুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যবোধক পোশাক কোনো মুসলিম পরিধান করলে তাকে কুফরী বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য করা হয়েছে।[২৩]

২. ১. ১৪. অনুকরণ বর্জনের পর্যায় ও প্রকার

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পোশাক পরিচ্ছদে মুসলিম উম্মাহর স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহাবী, তাবিয়ী ও মুসলিম উম্মাহর সকল ফকীহ ও ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, পোশাক-পরিচ্ছদে অমুসলিম সম্প্রদায়ের অনুকরণ আপত্তিকর। এ 'আপত্তি'র পর্যায় নির্ধারিত হবে ইসলামের সামগ্রিক বিধানাবলীর আলোকে। অনুকরণীয় বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে অনুকরণ কখনো কুফুরী, কখনো হারাম এবং কখনো মাকরূহ বলে গণ্য হবে। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

১. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আরব দেশের মুসলিম ও অমুসলিম সকল মানুষ আরব দেশের প্রচলন অনুযায়ী প্রায় একই প্রকারের পোশাক পারিধান করতেন। তারা সেলাই-বিহীন লুঙ্গি, চাদর, পাজামা, টুপি, পাগড়ি, মাথার রুমাল, জুব্বা, আবা (গাউন) ইত্যাদি পোশাক পরিধান করতেন। কাজেই মূল পোশাকের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য স্থাপন সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ পোশাক পরিধানের পদ্ধতিতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে মুসলিমগণকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং অমুসলিমগণের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। যে রঙ, যে পদ্ধতি বা যে পোশাক তাদের মধ্যে অতি প্রচলিত বা প্রসিদ্ধ তা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

২. অহঙ্কার, অপচয় ইত্যাদি নিষেধাজ্ঞার ন্যায় "অমুসলিমদের অনুকরণের" নিষেধাজ্ঞারও দুটি পর্যায় রয়েছে। হাদীস শরীফে সে সকল "অনুকরণ"

---

[২৩] ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইকতিদাউস সিরাত ১/৩২০-৩২৩; কাসানী, বাদাইউস সানাইয় ৭/১১৩; রাযী, ফাখরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু উমার (৬০৬ হি), আল-মাহসূল ফী ইলমি উসূলিল ফিকহ ৩/৭৮২; শাওকানী, আলী ইবনু মুহাম্মাদ, ইরশাদুল ফুহূল ১/২৬৮; আল-বুহূতী, মানসূর ইবনু ইউনূস (১০৫১ হি), কাশফুল কিনা' আন মাতনিল ইকনা' ৩/১২৮-১২৯; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৯/২৮৮।

নির্ধারিতভাবে নিষেধ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে অনুকরণ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। আর সাধারণভাবে "অনুকরণ" যুগের পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হতে পারে।

আমরা দেখব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মাথায় রুমাল বা চাদর ব্যবহার ইহুদীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এজন্য অনেক সাহাবী-তাবিয়ী ও প্রথম যুগের ফকীহ মাথায় শাল বা রুমাল ব্যবহার অপছন্দ করতেন ও তাকে ইহুদিদের অনুকরণ বলে মনে করতেন। পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে মাথায় রুমাল ব্যবহার প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ সকল যুগের মুসলিম ফকীহগণ এ পোশাক জায়েয বলে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি) বলেন, যে যুগে মাথায় রুমাল বা চাদর ব্যবহার করা কেবলমাত্র ইহুদিদেরই রীতি ছিল সেই যুগে একে অপছন্দ করার সুযোগ ছিল। এখন আর সেই অবস্থা নেই। কাজেই মাথার রুমাল বা চাদর ব্যবহার সাধারণ মুবাহ বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। উপরন্তু যদি সমাজে এ পোশাক 'ব্যক্তিত্বের' প্রকাশক হয় এবং এ পোশাক পরিধান না করলে জনসমক্ষে হেয় হতে হয় তাহলে তা বর্জন করা মাকরুহ বা অনুচিত হতে পারে।[২৪]

৩. ইসলাম সকল যুগের সকল জাতির সকল মানুষের জন্য মনোনিত ধর্ম। কোনো দেশের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি স্বভাবতই সেই দেশের ও জাতির মধ্যে প্রচলিত ইসলামী মূল্যবোধ ও অনুশাসনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পোশাক পরিধান করবেন। তবে সেই সমাজে যে পোশাক কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী বা পাপী গোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট বা যে পোশাক পরিধান করলে তাকে উক্ত ধর্মীয় বা পাপী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয় তা পরিহার করবেন।

২. ১. ১৫. পোশাক পরিচ্ছদে মুসলিম উম্মাহর স্বাতন্ত্র্যের ধারা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হাদীস শরীফে পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য জাগতিক বা সামাজিক বিষয়ে অমুসলিমদের অনুকরণ বা তাদের সাথে 'মিল' বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাহাবী ও তাবিয়ীগণ এবিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তা অবলম্বন করেছেন। পরবর্তী যুগেও স্বাতন্ত্র্যের এ ধারা অব্যহত থাকে। সকল যুগের সকল দেশের মুসলিমগণ অমুসলিম অনুকরণকে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে পরিত্যাগ করেছেন। বর্তমান যুগের সাংস্কৃতিকভাবে পরাজিত

---

[২৪] ইবনু হাজার, <u>ফাতহুল বারী</u> ৭/২৩৫, ১০/২৭৪-২৭৫; মুহাম্মাদ শামী, <u>সীরাহ শামিয়্যাহ</u> ৭/২৯১; মুনাবী, <u>ফাইযুল কাদীর</u> ৫/৩৮৫।

মুসলিম মানসিকতার উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত সকল মুসলিম জাতির মধ্যেই আমরা স্বাতন্ত্র্যের এ ধারা দেখতে পাই।

আমরা উপরে দেখেছি যে বিভিন্ন হাদীসে "অমুসলিমদের" অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে "আ'জামী" বা "অনারব" পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। আভিধানিকভাবে "আ'জামী" অর্থ "অনাবর" হলেও "আ'জামী" বলতে তৎকালীন যুগে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগে পারসিক অগ্নিউপাসকদেরকে বুঝানো হতো।

"অনারব" অর্থ "অনৈসালামিক" নয় বা ইসলাম অর্থ আরবীয় সংস্কৃতি নয়। ইসলাম কোনো দেশ বা জাতির জন্য নির্ধারিত নয় বা ইসলামে কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির প্রাধান্য স্বীকার করা হয় নি। তবে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ আরবে আগমন করেছেন সেহেতু স্বভাবতই আরব দেশের প্রচলিত পোশাক, পরিচ্ছদ, পানাহার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা জাগতিক বিষয়াদি তিনি ব্যবহার বা অনুমোদন করেছেন। আবার এগুলির মধ্যে যা ইসলামী মূল্যবোধের বিরোধী তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন বা নিষেধ করেছেন। এ সকল বিষয়ে যা তিনি ব্যবহার করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তা তাঁর ব্যবহার বা অনুমোদনের কারণে ইসলামী শরীয়তে ও মুমিনের হৃদয়ে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

বস্তুত ইসলামের আগমনের পরে 'ইসলাম-পূর্ব' আরবীয় সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, কৃষ্টি, ভাষাশৈলী ইত্যাদি সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং নতুন ইসলামী রীতি জন্মলাভ করে। এজন্য ইসলাম-পূর্ব আরবীয় সংস্কৃতি ও ইসলাম-পরবর্তী আরবীয় সংস্কৃতি এক ছিল না।

অপরদিকে যখনই কোনো অনারব জাতির মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখনই তাঁরা তাঁদের দেশজ সংস্কৃতির মধ্যেই ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে স্বতন্ত্র পোশাক-পরিচ্ছদ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এমনকি ভাষাশৈলীর জন্ম দিয়েছেন। এ অর্থে ইসলামপূর্ব অনারব পোশাক-পরিচ্ছদ, কৃষ্টি, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি বা সংস্কৃতির হুবহু অনুকরণ তারা নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন শব্দ ও ভাষাশৈলী তাঁরা বর্জন করেছেন। কারণ ইসলাম-পূর্ব এসকল "অনারব" পোশাক, কৃষ্টি, অনুষ্ঠান বা সংস্কৃতি ছিল কুফর, শিরক ও অশ্লীলতা কেন্দ্রিক, যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক বা অসমঞ্জস।

এভাবে সাহাবীগণের যুগ থেকে সকল যুগের সকল দেশের মুসলিম সমাজের

মধ্যে আমরা দুটি প্রবল মানসিকতা দেখতে পাই:

প্রথমত, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির ক্ষেত্রে অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করা। এমনকি এসকল ক্ষেত্রে নিজের দেশের একই ভাষা ও সংস্কৃতির অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা।

দ্বিতীয়ত, নিজস্ব দেশীয় ভাবধারার মধ্যে থেকেই এসকল বিষয়ে যথাসম্ভব রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগের রীতিনীতি অনুকরণ করার চেষ্টা করা।

২. ২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুকরণ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, পোশাক- পরিচ্ছদ, আবাসন, আসবাবপত্র, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, উৎসবসহ সকল বিষয়ে অমুসলিদের রীতি, পদ্ধতি, ফ্যাশন ও আচার পরিত্যাগ করা ও তাদের বিরোধিতা করা ইসলামের নির্দেশ। হাদীসের ভাষা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ, আদেশ, নিষেধ ও প্রতিবাদের ভাষা ও পদ্ধতির আলোকে এ "বিরোধিতা" কখনো ফরয বা আবশ্যকীয় ও কখনো উত্তম বা ভালো বলে গণ্য হবে। তবে সর্বাবস্থায় মুসলিমের উচিত যথাসম্ভব সকল প্রকার চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও রীতিনীতিতে "শয়তানের বন্ধুদের" বিরোধিতা করা।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইসলামে পোশাকের ক্ষেত্রে প্রশস্ততার সাথে সাথে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের প্রশস্ত নীতিমালার মধ্যে অমুসলিম বা পাপী সম্প্রদায়ের অনুকরণ মুক্ত যে কোনো পোশাক পরিবেশ, সমাজ, দেশ ও নিজের রুচির সাথে সঙ্গতি রেখে পরিধান করতে পারেন একজন মুসলিম। এখানে প্রশ্ন যে, পোশাক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অমুসলিম বা পাপীদের অনুকরণ বর্জন করা যেমন প্রয়োজনীয়, অনুরূপভাবে পুণ্যবান মানুষদের ও বিশেষত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব আছে কি না?

২. ২. ১. অনুকরণের সাধারণ নির্দেশনা

পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য প্রথমে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য :

প্রথমত: উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"যদি কেউ কোনো সম্প্রদায়ের অনুকরণ (imitate) করে, তাহলে সে উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।" এ হাদীসের আলোকে অমুসলিম বা পাপীদের অনুকরণ বর্জনের গুরুত্ব যেমন বুঝা যায়, তেমনি মুসলিম ও পুণ্যবান মানুষদের অনুকরণের গুরুত্বও বুঝা যায়। আমরা দেখেছি যে, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ে অমুসলিম বা পাপীদের অনুকরণ নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। তাহলে এ সকল বিষয়ে মুসলিম ও পুণ্যবানগণের নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের অনুকরণ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও করণীয়।

"পোশাকী অনুকরণকারী" ঈমান ও ইসলামের অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়াদি পালন করেছেন কি না তা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তিনি যদি ঈমান ও ইসলামের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণ করেন তাহলে তার অনুকরণ পূর্ণতা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। আর যদি তিনি পোশাকে অনুকরণ করেন এবং ঈমানে, চরিত্রে, সততায়, দীন পালনে অনুকরণ না করেন তাহলে তা বাতুল, হাস্যস্পদ ও অগ্রহণযোগ্য অনুকরণ বলে গণ্য হবে। তবে তা "পোশাকী অনুকরণের" অপ্রয়োজনীয়তার কারণে নয়, অনুকরণের অপূর্ণতার কারণে।

দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অগণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে তাঁর অনুকরণ করতে ও তাঁর "সুন্নাত" বা জীবন পদ্ধতি, আদর্শ ও রীতিকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ অনুসরণ ও অনুকরণ সার্বিক। পোশাককে এ থেকে বাদ দেওয়ার কোনো কারণ নেই। তিনি যে কাজ বা যে পোশাককে যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে তার অনুকরণ করা এ সকল নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত বলেই বুঝা যায়।

২. ২. ২. পোশাকী ও জাগতিক অনুকরণের বিশেষ নির্দেশনা

উপরের সাধারণ দুটি বিষয়ের পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর মহান সাহাবীগণ থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বা পুণ্যবান মানুষদের অনুকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জানতে পারছি। এখানে এ বিষয়ক কিছু হাদীস উল্লেখ করছি। এখানেও আমাদের উদ্দেশ্য এসকল হাদীস থেকে পোশাকী অনুকরণের বা জাগতিক অনুকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করা। প্রত্যেক হাদীসের ফিকহী নির্দেশনা আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

ইতোপূর্বে অনেক হাদীসে আমরা পোশাকী অনুকরণের গুরুত্ব দেখতে পেয়েছি। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, আবূ উবাইদ খালিদ (রা) বলেছেন, আমি যুবক বয়সে মদীনার পথে চলছিলাম, এমতাবস্থায় একজন বললেন: তোমার কাপড় উঠাও; কাপড় উচু করে পরিধান করাই হবে বেশি পবিত্র এবং বেশি স্থায়ী। তাকিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ ﷺ। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, এটি তো একটি সাদা কালো ডোরাকাটা চাদর মাত্র। (এটি নিচু করে গায়ে দিলে আর কি অহংকার হবে?) তখন তিনি বলেন: "আমার মধ্যে কি তোমার জন্য আদর্শ নেই?" তখন আমি দেখলাম যে, তাঁর ইযার হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝামাঝি (নিসফু সাক) পর্যন্ত।"

এখানে আমরা দেখছি যে, পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সাহাবীকে তার আদর্শ অনুকরণের জন্য উৎসাহ প্রদান করছেন।

পূর্বের আলোচনায় আমরা আরো দেখেছি যে, উমার (রা) মুসলিম উম্মাহকে অমুসলিমদের অনুকরণ বর্জনের পাশাপাশি ইসমাঈল (আ)-এর পোশাক পরিচ্ছদের অনুকরণ করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

অন্য একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন,

لَبِسَ عُمَرُ، قَمِيصًا جَدِيدًا ثُمَّ قَالَ مُدَّ كُمِّي يَا بُنَيَّ وَالْزَقْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِي وَاقْطَعْ مَا فَضَلَ عَنْهُمَا، قَالَ: فَقَطَعْتُ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَصَارَ فَمُّ الْكُمَّيْنِ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ فَقُلْتُ: لَوْ سَوَّيْتَهُ بِالْمِقَصِّ. قَالَ دَعْهُ يَا بُنَيَّ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ﷺ يَفْعَلُ

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি নতুন কামীস (জামা) পরিধান করেন। তিনি বলেন, বেটা, আমার হাতা লম্বা করে ধরে আমার হাতের আঙ্গুলগুলির বরাবর চেপে ধর এবং এর অতিরিক্ত যা আছে কেটে ফেল। তখন আমি জামার হাতা দুটির প্রান্ত থেকে কিছুটা করে কেটে ফেলি। এতে আস্তিনদুটি ছোটবড় হয়ে যায়। আমি বললাম: কাঁচি দিয়ে হাতা দুটি সমান করুন। তিনি বললেন: এভাবেই রেখে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে করতে দেখেছি...।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[২৫]

এভাবে উমার (রা) নিজের জামার হাতাও অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ রাখতেন। সামান্য ব্যতিক্রম করতেও রাজি হতেন না।

---

[২৫] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১৭।

অন্যান্য সাহাবী থেকেও আমরা অনুরূপ নির্দেশনা লাভ করি। সাহবায়ে কেরামের জীবন ছিল 'সুন্নাত' কেন্দ্রিক। আমরা 'সুন্নাত' বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামগ্রিক জীবন-পদ্ধতি ও কর্মরীতি বুঝাচ্ছি। সাহাবায়ে কেরামের যুগে এ অর্থই প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁদের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতই ছিল একমাত্র আদর্শ ও সফলতার একমাত্র পথ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি ও তাঁর অনুসরণে তাঁরা ছিলেন আপোষহীন ও অতুলনীয়। ইবাদত বন্দেগীর ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ, খানাপিনা ইত্যাদি জাগতিক বিষয়েও তাঁরা তাঁকে অনুকরণ করতেন।

তাবিয়ী যাইদ বিন আসলাম বলেন :

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي مَحْلُولٌ أَزْرَارُهُ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ﷺ يَفْعَلُهُ.

আমি ইবনু উমার (রা)-কে দেখলাম জামার বোতামগুলি খুলে সালাত আদায় করছেন। আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: "আমি নবীজী ﷺ -কে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[২৬]

পোশাকের বোতাম লাগানো বা খুলে রাখা একান্তই জাগতিক বিষয় এবং পোশাক- পরিচ্ছদ ব্যবহারের একটি ক্ষুদ্র দিক। সে বিষয়েও সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হুবহু অনুকরণ করতে পছন্দ করতেন।

তাবিয়ী উরওয়া ইবনু আব্দুল্লাহ তাবিয়ী মু'য়াবিয়া ইবনু কুররা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর আব্বা সাহাবী কুররা ইবনু ইয়াস (রা) বলেছেন:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الأَزْرَارِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلا ابْنَهُ قَطُّ إِلا مُطْلِقَيْ أَزْرَارِهِمَا (مطلقة أزرارهما) فِي شِتَاءٍ وَلا حَرٌّ وَلا يُزَرِّرَانِ أَزْرَارَهُمَا أَبَدًا

---

[২৬] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৮০; ইবনু খুযাইমা, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩১১ হি), আস-সহীহ্ ১/৩৮২; আবূ ইয়ালা আল-মাউসিলী, আহমদ ইবনু আলী (৩০৭ হি), আল-মুসনাদ ১০/১৪; মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবনু আবুদল কাবী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৬০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৭৫।

"আমি মুযাইনাহ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলাম এবং তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। এসময়ে তাঁর কামীসের (জামার বা পিরহানের) বোতামগুলি খোলা ছিল। আমি প্রথমে বাইয়াত গ্রহণ করলাম এবং এরপর জামার গলার ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে (তাঁর পিঠে) মোহরে নবুয়ত স্পর্শ করলাম।" উরওয়া বলেন: "আমি শীত হোক বা গ্রীষ্ম হোক কখনই কুররা (রা) বা তাঁর পুত্র মুয়াবিয়াকে জামার বোতামগুলি লাগান অবস্থায় দেখিনি। সর্বদাই তাঁরা তাঁদের জামার বোতামগুলি খুলে রাখতেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৭]

সুবহানাল্লাহ! অতি সাধারণ জাগতিক বিষয়! রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কারণে বা ইচ্ছেকরে বোতাম খুলে রেখেছিলেন না অজান্তে বোতম খোলা ছিল কি-না তাও বুঝা যায় না। কিন্তু ভালবাসা ও ভক্তি সাহাবীগণকে কিভাবে সর্বাত্মক অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করত তা আমরা এ সব ঘটনায় দেখতে পাচ্ছি। তিনি বোতাম লাগান বর্জন করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা সাহাবীর প্রশ্ন নয়। তা বর্জন করা জায়েয না মুসতাহাব তাও বিবেচ্য নয়। কোনো যুক্তি দিয়ে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা নয়। শুধু তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করার আগ্রহ।

সালাতের পোশাক বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, জাবির (রা) সর্বদা বা অধিকাংশ সময় একটি বড় চাদর বা খোলা লুঙ্গি কাঁধের উপর দিয়ে পরিধান করে সালাত আদায় করতেন। তাঁর চাদর, জামা ইত্যাদি হাতের নাগালের মধ্যে থাকলেও তিনি এভাবে সালাত আদায় করতেন। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছিলেন।

জাবির (রা) যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে পোশাক পরিধান করতে দেখেছেন সেহেতু কোনোরূপ যুক্তি বিচার ছাড়াই হুবহু তাঁর অনুকরণ করেছেন। পোশাকের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণের ইচ্ছা এবং অন্যান্য মানুষদেরকে তা শিক্ষা দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।

তাবিয়ী ইকরিমাহ বলেন :

إِنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ قُلْتُ لِمَ تَأْتَزِرُ هَذِهِ الإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْتَزِرُهَا

ইবনু আব্বাস (রা) ইযার বা সেলাই-বিহীন লুঙ্গি এমনভাবে পরিধান

[২৭] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৫৫; আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/৪৩৪, ৫/৩৫; আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহুত তারগীব ১/৯৪।

করতেন যে, তার সামনের দিক থেকে ইযারের প্রান্ত নামিয়ে দিতেন, যাতে ইযারের (খোলা লুঙ্গির) প্রান্ত পায়ের উপর পড়ে যেত আর পিছন থেকে তা উঠিয়ে উচু করে পরতেন। আমি বললাম, আপনি কেন এভাবে লুঙ্গি পরিধান করেন? তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে লুঙ্গি পরিধান করতে দেখেছি। হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৮]

সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) বলেন:

أَنَّ عُثْمَانَ ائْتَزَرَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَقَالَ هَكَذَا إِزْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ﷺ.

উসমান ইবনু আফফান (রা) গোড়ালী ও হাঁটুর মাঝামাঝি (নিসফু সাক) পর্যন্ত ঝুলিয়ে ইযার (সেলাইহীন লুঙ্গি) পরিধান করতেন এবং বলতেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে ইযার পরিধান করতেন। হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে।[২৯]

তাহলে দেখুন, পোশাক পরিধানের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের আগ্রহ! আরবের সকল মানুষই খোলা লুঙ্গি পরিধান করতেন। এর মধ্যেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিধান পদ্ধতির যে বৈশিষ্ট্যটুকু তিনি দেখতে পেয়েছিলেন হুবহু তার অনুকরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো বলেন নি যে, এভাবে লুঙ্গি পরিধান করলে কোনো সাওয়াব হবে বা এর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ভক্তি ও ভালবাসা তো এসকল কোনো যুক্তি ও বিচার বুঝতে চায় না।

উবাইদুল্লাহ ইবনু জুরাইজ আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-কে বলেন,

يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلا الْيَمَانِيَّيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ

---

[২৮] আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫হি), আস-সুনান ৪/৬০; বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮হি.), আস-সুনানুল কুবরা ৫/৪৮৪; ইবনুল আসীর, মুবারাক ইবনু মুহাম্মাদ (৬০৬হি.), জামেউল উসূল ১০/৬৩৬।

[২৯] বাযযার, আবূ বকর আহমদ ইবনু আমর (২৯২ হি) আল-মুসনাদ ২/১৫; হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭হি.) মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২২।

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلا الْيَمَانِيَّيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الإِهْلالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

আমি আপনাকে ৪টি কাজ করতে দেখেছি যা আপনার অন্যান্য সঙ্গী করেছেন বলে আমি দেখিনি। তিনি বলেন: সেগুলি কী? আমি বললাম: (১) আমি দেখি আপনি তাওয়াফের সময় শুধু কাবাঘরের দক্ষিণদিকের দু কোণ – হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করেন, অন্য কোনো স্থান স্পর্শ করেন না, (২) আপনি পশমহীন চামড়ার সেন্ডেল পরেন, (৩) আপনি হলুদ খেযাব বা রঙ ব্যবহার করেন এবং (৪) আপনি যখন মক্কায় থাকেন মক্কার মানুষেরা জিলহাজ্ব মাসের চাঁদ দেখলেই হজ্বের এহরাম করে, অথচ আপনি ৮ তারিখের আগে এহরাম করেন না। ইবনু উমার (রা) বলেন: কাবাঘরের তাওয়াফের সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দক্ষিণ দিকের দু রুকন (কোণ) ছাড়া অন্য কোনো স্থান স্পর্শ করতে দেখিনি এজন্য আমিও শুধু এ দু কোণই স্পর্শ করি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পশমহীন চামড়ার পাদুকা (সেন্ডেল) পরতে এবং এরূপ পাদুকা পায়ে ওযু করতে দেখেছি, এজন্য আমিও এ ধরনের পাদুকা পরিধান করতে পছন্দ করি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হলুদ রঙ ব্যবহার করতে দেখেছি, এজন্য আমিও তা ব্যবহার করতে ভালবাসি। হজ্বের এহরামের বিষয় হচ্ছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি ৮ ই জিলহজ্জ উটের পিঠে আরোহণ করে মিনা অভিমুখে যাত্রা শুরুর আগে হজ্বের এহরাম করেননি, এজন্য আমিও এর আগে এহরাম করি না।"[৩০]

এখানে লক্ষ্য করুন, ইবাদত পালন ও পোশাক-পারিচ্ছদ সকল দিকেই তিনি কর্মে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুকরণ করেছেন। সেগুলের বিষয়টি লক্ষ্য করুন। সাধারণভাবে সে যুগের মানুষেরা পশমসহ চামড়ার সেন্ডেল পরিধান করতেন। এতে কোনো দোষ বা আপত্তি নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুবহু অনুকরণের আগ্রহ সাহাবীকে এভাবে পশমবিহীন চামড়ার সেন্ডেল পরিধানে প্রেরণা দিয়েছে।

---

[৩০] বুখারী, আস-সহীহ ১/৭৩; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮৪৪।

বুখারী-মুসলিম সংকলিত হাদীসে আনাস বিন মালিক (রা) বলেন:

إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، ... فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

একদিন একজন দর্জি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে খানা প্রস্তুত করে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়। আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে গেলাম। দাওয়াতকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে রুটি এবং লাউ ও শুকানো নোনা গোশত দিয়ে রান্না করা ঝোল তরকারি পেশ করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখলাম খাঞ্চার ভিতর থেকে লাউয়ের টুকরোগুলি বেছে বেছে নিচ্ছেন। আনাস বলেন: ঐদিন থেকে আমি নিজে সর্বদা লাউ পছন্দ করতে থাকি।"[৩১]

এখানে লক্ষণীয় যে, পানাহারের রুচি সাধারণত একান্তই ব্যক্তিগত হয়। একজন অপরজনকে ভালবাসলেও পানাহারের রুচিতে ভিন্নতা থেকে যায়। অন্যের রুচি অনুসারে পানাহার করলেও মনের অভিরুচি নিজেরই থাকে। আনাস ইবনু মালিক (রা) এর কথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি তাঁর ভালবাসা ও ভক্তির প্রচণ্ডতা এতই বেশি ছিল যে, তাঁর ব্যক্তিগত আহারের রুচিও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি একথা বলছেন না যে, সেইদিন থেকে তিনি বেশি করে লাউ খেতেন, বরং তিনি বলছেন যে, সেই দিন থেকে তিনি লাউ খাওয়াকে বেশি পছন্দ করতে ও ভালবাসতে শুরু করলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَيَقِيلُ تَحْتَهَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

"তিনি (হজ্জ-উমরার সফরের সময়) মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে একটি গাছের কাছে যেতেন এবং তার নিচে দুপুরের বিশ্রাম (কাইলুলা) করতেন। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ এরূপ করতেন।" হাদীসটি সহীহ।[৩২]

তাবিয়ী মুজাহিদ বলেন:

---

[৩১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৭৩৭, ৫/২০৫৭; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬১৫।
[৩২] আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯৫।

كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ.

আমরা এক সফরে ইবনু উমারের (রা) সঙ্গী ছিলাম। তিনি এক স্থানে পথ থেকে একটু সরে ঘুরে গেলেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি এমন করলেন কেন? তিনি বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি তাই আমি এরূপ করলাম।" হাদীসটি সহীহ।[৩৩]

সুবহানাল্লাহ! দেখুন অনুকরণের নমুনা! নিতান্ত জাগতিক কাজ, পথ চলতে হয়তো কোনো কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটু ঘুরে গিয়েছিলেন। কোনোরূপ ইবাদত বা সফরের আহকাম হিসাবে নয়, কোনো সাওয়াবের কারণ হিসাবেও নয়। একান্তই ব্যক্তিগত জাগতিক বিষয়। তা সত্ত্বেও প্রেমিক ভক্তের অনুকরণের ঐকান্তিকতা দেখুন।

অন্য ঘটনায় তাবিয়ী আনাস ইবনু সিরীন বলেন :

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا كَانَ حِينَ رَاحَ رُحْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَى الإِمَامَ فَصَلَّى مَعَهُ الأُولَى وَالْعَصْرَ ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ وَأَنَا وَأَصْحَابٌ لِي حَتَّى أَفَاضَ الإِمَامُ فَأَفَضْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَضِيقِ دُونَ الْمَأْزِمَيْنِ فَأَنَاخَ وَأَنَخْنَا وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ غُلامُهُ الَّذِي يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الصَّلاةَ وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

আমি একবার হজ্বের সময় আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) সাথে ছিলাম। দুপুরে তিনি আমাদেরকে নিয়ে আরাফাতের ময়দানে গমন করেন এবং ইমামের সাথে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি ইমামের সাথে আরাফাতে অবস্থান করেন। আমি ও আমার কিছু সঙ্গীও সাথে ছিলাম। সন্ধ্যায় ইমাম আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা দিলে তিনিও আমাদেরকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। আমরা যখন মুযদালিফার দু পাহাড়ের মধ্যবর্তী

---

[৩৩] আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯৫।

সংকীর্ণ স্থানে পৌছালাম তখন তিনি উট থামিয়ে অবতরণ করলেন। তাঁকে দেখে আমরাও আমাদের উট থামিয়ে নেমে পড়লাম। আমরা ভাবলাম তিনি এখানে (মাগরিব ও ইশার) সালাত আদায় করবেন। তখন তাঁর উটের চালক খাদেম আমাদেরকে বলল : তিনি এখানে সালাত আদায় করবেন না। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ স্থানে পৌছান, তখন প্রাকৃতিক হাজত পূরণ করেন, তাই তিনিও এখানে হাজত সারতে বা ইস্তিঞ্জা করতে পছন্দ করেন।" হাদীসটি সহীহ।[৩৪]

যারা জাগতিক বা পোশাক পরিচ্ছদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণ অপ্রয়োজনীয় মনে করেন তাঁদের উচিত সাহাবীগণের এ মানসিকতা একটু চিন্তা করা। কত ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ করতে আগ্রহী ছিলেন! কম প্রয়োজন, বেশি প্রয়োজন, কতটুকু সাওয়াব, জাগতিক না ধর্মীয় ইত্যাদি কোনো প্রশ্নই তাঁদের মনে আসেনি।

এ ধরনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাগতিক বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুকরণের বিষয়ে সাহাবীদের জীবনের ঘটনাবলী লিখতে গেলে বড় বই হয়ে যাবে। আল্লামা আব্দুল আযীম মুনযিরী (৬৫৬ হি) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "সাহাবীদের থেকে সুন্নাতের এরূপ অনুসরণের ঘটনায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই বেশি।"[৩৫]

২. ২. ৩. পোশাকী অনুকরণের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি

২. ২. ৩. ১. ইবনু সীরীন ও সূফীর পোশাক

অনুকরণের বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করার জন্য তাবিয়ীগণের যুগের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ও পরবর্তী যুগগুলিতে "সূফ" বা পশমের তৈরি পোশাক খুব সাধারণ ও নিম্মানের বলে গণ্য ছিল। সুতি ছিল মাঝারি ও সাধারণ কাপড়। কাতান সর্বোত্তম কাপড় বলে গণ্য হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে সাধারণত সুতি কাপড়ের তৈরি পোশাক পরিধান করতেন। এছাড়া সুযোগ ও প্রয়োজন মত পশমি বা কাতান কাপড়ের পোশাকও পরিধান করতেন। সাহাবীগণও অনুরূপভাবে যখন সুযোগ ও সুবিধামত সুতি, পশমি বা কাতান কাপড়ের পোশাক পরিধনা করতেন।

দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতক থেকে অনেক আবেগপ্রবণ দরবেশ বিনয় প্রকাশের জন্য ও নিজেদের প্রবৃত্তিকে শাসন করার জন্য সর্বদা পশমি পোশাক পরিধান করতেন। পশমি পোশাক ব্যবহার ক্রমান্বয়ে দরবেশগণের প্রতীক ও

---

[৩৪] আহমদ, আল-মুসনাদ ২/১৩১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৯৫।
[৩৫] মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৪৩।

পরিচিতিরূপে গণ্য হয়ে যায়। দরবেশদের পশমি পোশাক ব্যবহার এমন ব্যাপক হয়ে যায় যে, সেই সময় থেকে সংসারত্যাগী দরবেশগণকে "সূফী" বা 'পশমি পোশাক ব্যবহারকারী' বলে অভিহিত করা হতো এবং দরবেশিকে 'তাসাওউফ' বা 'পশমি পোশাক ব্যবহার' বলা হতো। এভাবেই 'যাহিদ' বা 'সালিহ্' অর্থে সূফী ও 'যুহ্দ', 'সালাহ' বা 'তাযকিয়া' অর্থে 'তাসাওউফ' শব্দের উদ্ভব ঘটে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ পশমি বা 'সূফী' পোশাক পরিধান করতেন বলে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সে সকল হাদীসের পাশাপাশি সে যুগের দরবেশগণ পূর্ববর্তী ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্মের নবী ও দরবেশগণের কাহিনী তাদের কর্মের প্রমাণ হিসাবে পেশ করতেন। বিশেষত দরবেশি ও সংসারত্যাগের ক্ষেত্রে ঈসা (আ) তাঁদের বিশেষ আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাঁর দরবেশি ও বৈরাগ্য বিষয়ক অনেক কাহিনী ছিল তাঁদের মধ্যে অতি পরিচিত ও প্রচলিত। পরবর্তী কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত লেখা তাসাউফের বইয়ের অন্যতম বিষয় ঈসা (আ)-এর বিভিন্ন সংসারত্যাগ বিষয়ক কথা ও কর্ম। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালীর (মৃ ৫০৫হি) লেখা বইগুলি পড়লেই পাঠক বিষয়টি কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন। ঈসা (আ) সর্বদা 'সূফী' বা পশমি পোশাক ব্যবহার করতেন বলে প্রসিদ্ধ ছিল। এসকল দরবেশগণ তাঁর এ কর্মকে তাঁদের কর্মের প্রেরণা হিসাবে উল্লেখ করতেন।

প্রখ্যাত তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আবিদ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (মৃ ১৮১ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন :

دَخَلَ الصَّلْتُ بْنُ رَاشِدٍ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ وَإِزَارُ صُوفٍ وَعِمَامَةُ صُوفٍ فَاشْمَأَزَّ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَقَالَ أَظُنُّ أَنَّ أَقْوَامًا يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَقُولُونَ قَدْ لَبِسَهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقَدْ حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَبِسَ الْكَتَّانَ وَالصُّوفَ وَالْقُطْنَ وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ

"সাল্ত ইবনু রাশিদ নামক একজন্য তাবি-তাবিয়ী দরবেশ পশমী জুব্বা, পশমী ইযার ও পশমী পাগড়ি পরিধান করে প্রখ্যাত তাবিয়ী আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনের (মৃ ১১০ হি) নিকট প্রবেশ করেন। ইবনু সিরীন তাঁর পোশাক দেখে বিরক্ত হন। তিনি বিরক্তির সাথে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন: কিছু মানুষ (সর্বদা) পশমি পোশাক পরিধান করেন। তাঁরা বলেন যে, ঈসা (আ) পশমি পোশাক

পরিধান করতেন। অথচ যাদের বর্ণনা আমি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করি সে সব মানুষেরা (সাহাবীগণ) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাতান, পশমি ও সুতি কাপড় পরিধান করেছেন। আর আমাদের নবীর সুন্নাত অনুকরণ করাই আমাদের জন্য বেশি প্রয়োজনীয় ও বেশি উচিত।" বর্ণণাটির সনদ সহীহ।[৩৬]

পাঠক, এখানে লক্ষ্য করুন! ইমাম ইবনু সিরীন দরবেশগণের 'সূফী' বা 'পশমি' পোশাক পরিধানের বিষয়ে আপত্তি করে বলছেন যে, ঈসা নবীর সুন্নাতের চেয়ে আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত। আবার তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশমি পোশাক পরিধান করতেন। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে যে, এসকল দরবেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতই অনুসরণ করছেন। তাহলে তাঁর আপত্তিটা কি?

সম্মানিত পাঠক, এখানে আমাদের 'সুন্নাতে নববী'-র অর্থ এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণ সুন্নাতের অনুকরণ ও অনুসরণ বলতে কি বুঝতেন তা জানতে হবে। তাহলে আমরা ইমাম ইবনু সিরীনের আপত্তি বুঝতে পারব এবং তিনি "আমাদের নবীর সুন্নাত" বলতে কি বুঝাচ্ছেন তা জানতে পারব।

"সুন্নাতে নববী"র ব্যাখ্যা ও পরিচিতি আমি আমার "এহইয়াউস সুনান" গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামাগ্রিক কর্ম ও বর্জনের সমষ্টিই তাঁর সুন্নাত। তিনি যে কাজ যতটুকু ও যে গুরুত্ব দিয়ে করেছেন এবং যতটুকু ও যে গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করেছেন সেই কাজ ততটুকুই করা ও বর্জন করাই সুন্নাত। কর্মে, বর্জনে বা গুরুত্বে তাঁর কাজের বিপরীত করার অর্থ তাঁর সুন্নাত বর্জন করা ও সুন্নাতের বিরোধিতা করা। ইবনু সিরীন এ কথাই বলেছেন।

তাঁর কথার অর্থ, কিছু মানুষ সর্বদা পশমী পোশাক পরিধান করেন। তাঁরা মনে করেন যে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুতি পোশাক পরিধান বর্জন করে পশমি পরিধান উত্তম। এজন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় সুতি পরিধান থেকে বিরত থাকেন এবং এ বর্জনকে তাকওয়া, দরবেশি বা বুজুর্গির পথ বলে মনে করেন। অথচ আমাদের নবীর সুন্নাত ছিল সুবিধা ও সুযোগমত সুতি বা পশমি পোশাক ব্যবহার করা। সুযোগ থাকলেও সুতি পোশাক বর্জন করে পশমি ব্যবহারের অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত বর্জন করা এবং তাঁর সুন্নাতকে দরবেশির জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করা।

---

[৩৬] ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদ, পৃ ৬৪; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/১৩৭; শাওকানী, নাইলুল আউতার ২/১১০।

এজন্যই ইবনু সিরীন বলছেন যে, আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ করা উত্তম ও উচিত। আর তাঁর সুন্নাত সর্বদা পশমি পোশাক না পরা।

"সুন্নাতী পোশাক" পরিধান ও পালনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে।

যে পোশাক রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝে মধ্যে পরেছেন বলে প্রমাণিত, আমরা যদি তা সর্বদা ব্যবহার করাকে উত্তম মনে করি বা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অন্য পোশাক ব্যবহার বর্জন করি তবে আমরা সুন্নাতের নামে মূলত সুন্নাতের বিরোধিতা ও সুন্নাত বর্জনে লিপ্ত হয়ে পড়ব। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পোশাক বা যে পদ্ধতিকে যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি বা কম গুরুত্ব প্রদানের অর্থ তাঁর সুন্নাতকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা।

"পে শাকী অনুকরণ" বা "সুন্নতী পোশাক" ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ জাতীয় কিছু বিভ্রান্তি আমাদের মধ্যে বিরাজমান। বস্তুত পোশাক-পরিচ্ছদ, উঠাবসা, পানাহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণ করার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত নিম্নের কয়েক প্রকারের বিভ্রান্তিতে নিপতিত হই :

২. ২. ৩. ২. ইবাদাত বনাম মু'আমালাত

পোশাকী অনুকরণ বা সুন্নাতী পোশাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম বিভ্রান্তি ইবাদত ও মু'আমালাতের পার্থক্য উল্টা করে দেখা। **ঈমান, ইবাদত, হালাল উপার্জন, স্ত্রী ও সন্তান প্রতিপালন, সৃষ্টির অধিকার বা হক্কুল ইবাদ, হারাম ও কবীরা গোনাহ বর্জন, অমায়িক ব্যবহার, হিংসা ও অহংকার বর্জন, সৃষ্টির সেবা, সৎকাজে আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়াদিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণ করার চেয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ, খানাপিনা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অনুকরণকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা।**

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, মানুষের জীবনের কর্ম দু প্রকার:

প্রথম প্রকারের কর্ম যা জাগতিক প্রয়োজনে সকল মানুষই করেন। ধার্মিক, অধার্মিক, আস্তিক, নাস্তিক, মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকেই তা করতে হয়। সকল ধর্মের ও বিশ্বাসের মানুষই এগুলি করেন। সাধারণত ধর্মের পার্থক্যের কারণে এ সকল কর্মের মধ্যে পার্থক্য কম হয়। বরং ভৌগলিক ও পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে এসকল কর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। এক যুগের একই ভৌগলিক পরিবেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সাধারণত একইরূপে এ সকল কাজ করেন। ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে কিছু খুটিনাটি পার্থক্য দেখা যায়। এসকল কর্মকে 'মু'আমালাত' বা জাগতিক কর্ম বলা হয়।

পানাহার, পোশাক, বাড়িঘর, চাষাবাদ, চিকিৎসা ইত্যাদি এ জাতীয় কর্ম। পানাহার সকল ধর্মের মানুষই করেন। ধর্মহীন মানুষেও করেন। বাংলাদেশের মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই ভাত, মাছ, ডাল ইত্যাদি বিশেষ পদ্ধতিতে রান্না করে খান। আবার আরবের মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই অন্য পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি ও গ্রহণ করেন। তবে ধর্মীয় বিধিবিধানের আলোকে কিছু পার্থক্য থাকে। পোশাক, চাষাবাদ ইত্যাদিরও একই অবস্থা।

এসকল কর্ম একজন মানুষ একান্ত জাগতিক প্রয়োজনে কোনোরূপ সাওয়াব বা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়াই করতে পারে। সেক্ষেত্রে তা একান্ত জাগতিক কর্ম বলে বিবেচিত হবে। আবার মুমিন এগুলি পালনের ক্ষেত্রে 'আল্লাহর সন্তুষ্টির' নিয়েত করলে এবং এতদসংশ্লিষ্ট ইসলামী নির্দেশাবলি বা শিষ্টাচার পালন করলে তাতে সাওয়াব হবে এবং এ বিষয়ক ইসলামী রীতিনীতি পালন 'ইবাদত' বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম যা মানুষ শুধু 'পারলৌকিক' বা 'ধর্মীয়' উদ্দেশ্যে করে। এগুলিকে ইবাদত বলে। এ সকল কর্ম শুধু 'ধার্মিক' মানুষেরাই করেন, 'অবিশ্বাসী মানুষেরা' এ সকল কর্ম করেন না। এছাড়া এসকল কর্ম 'ধর্মীয়' নির্দেশনা নির্ভর। যুগ, পরিবেশ বা দেশের কারণে এগুলির মধ্যে পরিবর্তন হয় না। বরং ধর্মের কারণে এতে পার্থক্য দেখা দেয়। দেশ, যুগ ও পরিবেশ নির্বিশেষে সকল মুসলিম একই পদ্ধতিতে সালাত, সিয়াম, জানাযা, যিকির ইত্যাদি ইবাদত পালন করেন। অন্যান্য ধর্মেরও একই অবস্থা। এ সকল কর্ম একজন মানুষ একমাত্র 'সাওয়াব' বা আল্লাহর নৈকট্যের জন্যই করেন। জাগতিক প্রয়োজনে তা করেন না। করলে তা পাপে পরিণত হয়।

উপরের দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য দুটি বিষয় অনুধাবন করা:

প্রথম বিষয়টি এ অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বযুগের সকল মানুষের ধর্ম হিসাবে ইসলামে 'ইবাদত' জাতীয় কর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণের উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। 'মু'আমালাত' ও জাগতিক বিষয়ে যুগ, দেশ ও পরিবেশের কারণে বৈপরীত্য বা পার্থক্যের অবকাশ রাখা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সকল যুগের, সকল দেশের ও সকল সমাজের মুসলিম ঈমান, ইবাদত, হারাম ও কবীরা গোনাহ বর্জন, অমায়িক ব্যবহার, হিংসা ও অহংকার বর্জন, ইত্যাদি সকল 'ইবাদতের' ক্ষেত্রে হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণ করবেন। এ অনুকরণই তাঁদের নাজাতের অন্যতম মাধ্যম। পোশাক-পরিচ্ছদ, খানাপিনা, বাড়ি-ঘর, চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে অনুকরণ সর্বদা সম্ভব নাও হতে পারে। বিষয়টিকে উল্টা করে নেওয়ার প্রবনতা খুবই আপত্তিকর।

দ্বিতীয়ত, আমরা উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি যে, 'মু'আমালাতের' ক্ষেত্রে অনুকরণের বিচ্যুতি ক্ষমার্হ হলেও ইবাদতের ক্ষেত্রে 'অনুকরণহীনতা' বা 'অনুকরণের বিচ্যুতি' ক্ষমার্হ নয়। এ বিষয়টি আমাদেরকে দ্বিতীয় বিভ্রান্তি বুঝতে সাহায্য করবে।

২. ২. ৩. ৩. হুবহু অনুকরণ বনাম আংশিক অনুকরণ

পোশাকের ক্ষেত্রে হুবহু অনুকরণ করাকে গুরুত্ব দেওয়া অথচ ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে হুবহু অনুকরণকে গুরুত্বহীন বলে মনে করা।

আমাদের দেশে অনেক ধার্মিক মানুষ পোশাকের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ করেন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে। কিন্তু ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে এভাবে হুবহু অনুকরণ করা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। তাঁরা তাঁদের টুপি, পাগড়ি, জামা, পাজামা ইত্যাদি অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত বানান। কিন্তু সালাত, সিয়াম, যিকির, দরুদ, সালাম, দোয়া, মুনাজাত, তরীকত, দাওয়াত, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁরা আংশিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণ করেন এবং কিছু নতুন পদ্ধতি সংযোজন করেন। এ সকল বিষয়ে অনেক কাজ তারা করেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি বলে তাঁরা বুঝতে পারেন বা স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন: 'তিনি করেন নি, কিন্তু করতে নিষেধ তো করেন নি', 'অনেক কিছুই তো তিনি করেন নি কিন্তু আমরা করি..', অথবা বলেন, 'কুরূণে সালাসা বা ইসলামের প্রথম তিন যুগে না থাকলেই তা নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় হয় না'। কিন্তু পোশাক পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তাঁরা একথা বলেন না।

উপরের আলোচনা থেকে এ মানসিকতার বিভ্রান্তি আমরা বুঝতে পারছি। আমরা দেখেছি যে, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার ইত্যাদি জাগতিক বিষয় অনেক সময় মুমিন জাগতিক প্রয়োজনে করেন। সাওয়াবের কোনো উদ্দেশ্য অনেক সময় সেখানে থাকে না। আর ইবাদত জাতীয় কর্মের ক্ষেত্রে কর্মকারীর একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াব অর্জন করা।

আমরা আরো জানি যে, মুমিনের জীবনের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ আদর্শ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করাই ইসলাম। তাঁর অনুসরণ-অনুকরণের বাইরে কোনোভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি, সাওয়াব, জান্নাত বা নাজাত পাওয়ার কোনোরূপ সম্ভাবনা নেই। মুমিন সকল বিষয়েই তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণের চেষ্টা করেন। এ অনুকরণের একমাত্র উদ্দেশ্য সাওয়াব বা আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইবাদতের একমাত্র উদ্দেশ্য যেহেতু 'আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াব' সেহেতু এক্ষেত্রে অনুকরণের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। মুআমালাতের ক্ষেত্রেও যতটুকু

সাওয়াব তা শুধু তাঁর অনুকরণের মধ্যে। অনুকরণের বাইরে কোনো সাওয়াব নেই। তবে মু'আমালাত যেহেতু সাওয়াবের উদ্দেশ্য ছাড়াও করা হয়, সেহেতু যা তিনি করেন নি এবং করতে নিষেধও করেন নি তা মুমিন মুআমালাতের ক্ষেত্রে জাগতিক প্রয়োজনে করতে পারেন, কিন্তু 'সাওয়াবের' উদ্দেশ্যে করতে তা পারেন না। তাঁর সুন্নাতের বাইরে কোনো সাওয়াব আছে এ কথা চিন্তা করার অর্থ তাঁর সুন্নাতকে অপূর্ণ মনে করা।

মুমিন তাঁর অনুকরণের বাইরে যে কাজ করেন তা প্রথমত দু প্রকার হতে পারে। প্রথম প্রকার কর্ম যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি এবং করতে নিষেধ বা নিরুৎসাহিত করেছেন। এগুলি মুমিন কোনো অবস্থাতেই করেন না বা করতে চান না। করলেও অনুতাপ অনুভব করেন। দ্বিতীয় প্রকার কর্ম যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি এবং করতে নিষেধ বা নিরুৎসাহিত করেন নি। এ ধরনে কর্ম মুমিন দু পর্যায়ে করতে পারেন:

১. মুমিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণের বাইরে কোনো কর্ম জাগতিক প্রয়োজনে করেন। এ কর্ম দ্বারা তিনি কোনো সাওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য আশা করেন না। যেমন পানাহার, বসবাস, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি। একজন বাঙালী ভাত, মাছ ইত্যাদি আহার করেন। তিনি কখনোই মনে করেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবিকল অনুসরণ করে খেজুর, যবের রুটি ইত্যাদি খাওয়ার চেয়ে ভাত, মাছ ইত্যাদি খাওয়া আল্লাহর নিকট বেশি সাওয়াবের বা উত্তম। বরং তিনি সম্ভব হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ করে খেজুর, যবের রুটি ইত্যাদি খেতে ভালবাসেন। কিন্তু অভ্যাস ও পরিবেশগত কারণে বা বাধ্য হয়ে একান্ত জাগতিক কর্ম হিসাবে তিনি সাধারণত ভাত, মাছ ইত্যাদি আহার করেন। এ প্রকারের 'খিলাফে সুন্নাত' বা 'অনুকরণের বিচ্যুতি' সাধারণভাবে অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

২. মুমিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণের বাইরে কোনো কর্ম আল্লাহর নৈকট্য, সন্তুষ্টি বা সাওয়াব অর্জনের জন্য করেন। তিনি মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাজটি এভাবে না করলেও, তিনি তা করতে নিষেধ করেন নি, বরং অন্যান্য 'দলিল' দ্বারা কাজটির গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। কাজেই অবিকল তাঁর অনুকরণে পালিত কর্মের চেয়ে এ কর্মে সাওয়াব বেশি, অথবা অনুকরণের বাইরে এ কর্মটি না করলে দীনদারী একটু কম থেকে যায়।

যেমন, সালাতের মধ্যে প্রতি রাক'আতে ২ টি রুকু বা ৩/৪ টি সাজদা করা, চক্ষু বন্ধ করে সালাত আদায় করা, কাফনের কাপড় পরে সালাত আদায় করা, সর্বদা হজ্জের ইহরামের অনুরূপ কাপড় পরে সালাত আদায় করা, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয

সালাতের পরে নিয়মিতভাবে শুকরানা সাজদা করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরের যিক্‌র, দু'আ বা তাসবীহ-তাহলীল সমবেতভাবে পালন করা, সালাতের তাকবীরে তাহরীমার আগে ও সালামের পরেই দরুদ পাঠের রীতি তৈরি করা, আউযূ বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বা দরুদ শরীফ পাঠ করে আযান শুরু করা, নিয়মিত জামাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা, বেশি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সিয়ামের ইফতার দেরি করে করা, দলবেধে দাঁড়িয়ে, নাচানাচি করে বা সুরকরে যিকির করা বা দরুদ-সালাম পাঠ করা। এভাবে ঈমান, সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, যিকির, তিলাওয়াত, দরুদ, সালাম, দাওয়াত বা অন্য কোনো ইবাদতে সাওয়াব বৃদ্ধি বা ইবাদত হিসাবে এমন কোনো কর্ম করা যা তিনি বা তাঁর সাহাবীগণ করেন নি এবং করতে নিষেধও করেন নি।

উপরন্তু বিভিন্ন 'দলিলের' আলোকে তা করা 'ভাল' বলে প্রমাণ করা যায়। যেমন, 'সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার গুরুত্ব' কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ 'আল্লাহু আকবার' বলে আযান শুরু করতেন, কখনোই তাঁরা 'বিসমিল্লাহ...' বলে আযান শুরু করেন নি। তবে তাঁরা নিষেধ করেন নি এবং অন্য দলিলে তার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। কাজেই আমরা আমাদের আযান 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে শুরু করব। 'বিসমিল্লাহ' বিহীন আযানের চেয়ে 'বিসমিল্লাহ'-সহ আযানই উত্তম, অথবা 'বিসমিল্লাহ' বললে আরেকুট ভাল হয়। সশব্দে কুরআন পাঠ করলে যেমন সশব্দে বিসমিল্লাহ বলা ভাল, তেমনি আযানের শুরুতেও উচ্চস্বরে 'বিসমিল্লাহ...' বলাই ভাল। এ ছাড়া জোরে বললে বেশি মানুষ শুনবে এবং বেশি সাওয়াব হবে। ... এভাবে উপর্যুক্ত সকল কর্মের পক্ষেই অগণিত 'অকাট্য' দলিল পেশ করা যায়।

এ ধরনের দলিলের ভিত্তিতে যদি কেউ যদি মনে করেন যে, যে কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ করেন নি সেই কর্ম করলে আল্লাহ বেশি সন্তুষ্ট হন, বেশি সাওয়াব হয়, বেশি আদব হয়, বেশি বেলায়াত হয়, অথবা এ কর্ম না করলে দীনদারী, আদব বা বেলায়াত একটু কম থেকে যায় তাহলে নিঃসন্দেহে তার ঈমান ভীতিজনক অবস্থায় রয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করছেন, অপছন্দ করছেন এবং তাঁর সুন্নাতকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও সাওয়াব অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন।

আমরা মুমিনের 'খেলাফে সুন্নাত' কর্ম ৪ পর্যায়ে ভাগ করতে পারি:

১. একব্যক্তি এমন ধরনের পোশাক পরছেন, খাদ্য খাচ্ছেন, বাড়িঘরে বাস করছেন, চাষাবাদ করছেন বা কোনো জাগতিক কাজ করছেন যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেন নি এবং করতে নিষেধ করেন নি। তিনি এ কর্মের মধ্যে কোনো বিশেষ সাওয়াব কল্পনা করছেন না। একান্ত জাগতিক প্রয়োজনেই তা করছেন। এ পর্যায় সম্ভব ও তা অপরাধ নয়।

২. একব্যক্তি এমন ধরনের পোশাক পরছেন, খাদ্য খাচ্ছেন, বাড়িঘরে বাস করছেন, চাষাবাদ করছেন বা কোনো জাগতিক কাজ করছেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি এবং করতে নিষেধ করেন নি। তিনি এ কর্মের মধ্যে বিশেষ সাওয়াব কল্পনা করছেন। তিনি মনে করছেন হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণ করার চেয়ে এইরূপ অনুকরণহীনভাবে বা আংশিক অনুকরণ করে কাজটি সম্পাদন করাই উত্তম বা বেশি সাওয়াবের। যেমন, তিনি ভাত খান অথবা তিনি খেজুর বা যবের রুটিই খান, তবে অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতিতে না খেয়ে 'আধুনিক' ও 'উন্নত' পদ্ধতিকে খান এবং মনে করেন যে, অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণে খেজুর বা যবের রুটি খাওয়ার চেয়ে ভাত খাওয়ায় অথবা অবিকল তাঁর পদ্ধতিতে খাওয়ার চেয়ে 'উন্নত' বা 'আধুনিক' পদ্ধতিতে খাওয়ায় সাওয়াব বেশি। অথবা এভাবে না খেলে দীনদারী বা আদব কম হয়। এ পর্যায় সাধারণত পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যায় তাহলে তা নিঃসন্দেহে ঘৃণার্হ এবং এ ব্যক্তি সুন্নাত অপছন্দ করার পাপে লিপ্ত।

৩. একব্যক্তি ঈমান, আকীদা, সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, যিকির, তিলাওয়াত, দোয়া, মুনাজাত ইত্যাদি ইবাদত বিষয়ক কর্মের মধ্যে এমন কাজ করছেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি এবং করতে নিষেধ করেন নি। তিনি এ কর্মের মধ্যে কোনো বিশেষ সাওয়াব কল্পনা করছেন না। একান্ত জাগতিক প্রয়োজনেই তা করছেন। যেমন, বিশেষ কারণে বাধ্য হয়ে বিসমিল্লাহ বলে আযান শুরু করছেন, তবে তিনি জানেন যে, আযানের আগে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাতের খিলাফ এবং বিসমিল্লাহ-সহ আযানের চেয়ে বিসমিল্লাহ-বিহীন আযানই উত্তম ও বেশি সাওয়াবের। অথবা তিনি বিশেষ কারণে বা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে বা নেচেনেচে যিক্‌র করছেন বা দরুদ-সালাম পাঠ করছেন। তিনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কখনো এভাবে যিক্‌র বা দরুদ-সালাম পাঠ করতেন না। তিনি তাঁদের পদ্ধতিই উত্তম বলে জানেন এবং একান্তই প্রয়োজনে সুন্নাতের খিলফ করেছেন। এ পর্যায় সাধারণত পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে তা ১ম পর্যায়ের মত ক্ষমার্হ।

৩. একব্যক্তি ঈমান, আকীদা, সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, যিকির, তিলাওয়াত, দোয়া, মুনাজাত ইত্যাদি ইবাদত বিষয়ক কর্মের মধ্যে এমন কাজ করছেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি এবং করতে নিষেধ করেন নি। তিনি এ কর্মের মধ্যে বিশেষ সাওয়াব কল্পনা করছেন। তিনি মনে করছেন হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

অনুকরণ করার চেয়ে এইরূপ অনুকরণহীনভাবে বা আংশিক অনুকরণসহ কাজটি সম্পাদন করাই উত্তম বা বেশি সাওয়াবের। এ পর্যায় পাওয়া যায়। জেনে অথবা না জেনে অনেক ধার্মিক মুসলিম এ পর্যায়ের অগণিত কর্মে লিপ্ত হন। এ পর্যায় নিঃসন্দেহে ঘৃণার্হ এবং এ ব্যক্তি সুন্নাত অপছন্দ করার পাপে লিপ্ত।

আমরা বুঝতে পারছি যে, পোশাক, পানাহার, বাড়িঘর ইত্যাদি বিষয়ে অনুকরণহীনতা, আংশিক অনুকরণ বা 'খিলাফে সুন্নাত' কর্ম মূলত ১ম পর্যায়ের এবং তা অপরাধ নয়। আর ইবাদত-বন্দেগী ও নেক-আমলের ক্ষেত্রে অনুকরণহীনতা, আংশিক অনুকরণ বা 'খিলাফে সুন্নাত' কর্ম মুলত ৪র্থ পর্যায়ের এবং অত্যন্ত অন্যায়। কাজেই, পোশাকের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণের প্রাণপন চেষ্টা করা আর ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমলের ক্ষেত্রে তাঁর হুবহু অনুকরণ বাদ দিয়ে 'অগণিত অকাট্য দলীল' দিয়ে নতুন নতুন পদ্ধতি বানানো নিঃসন্দেহে অসুস্থ ঈমান, রুগ্ন মানসিকতা ও বিভ্রান্তির পরিচায়ক।

আমাদের সমাজের দীনদার বা ধার্মিক মানুষদের 'ধর্মকর্ম' বা ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে অগণিত 'খেলাফে-সুন্নাত' কর্ম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে 'আংশিক অনুকরণের প্রবণতা' বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠককে আমার লেখা 'এহইয়াউস সুনান' নামক গ্রন্থটি পড়তে অনুরোধ করছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতে নববীর হুবহু ও পরিপূর্ণ অনুসরণের তাওফীক দিন।

২. ২. ৩. ৪. সুন্নাতের নামে সুন্নাতের বিরোধিতা

পোশাকী অনুকরণের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিভ্রান্তি সুন্নাতের নামে সুন্নাত বিরোধিতা বা সুন্নাত সম্মত পোশাক সুন্নাত বিরোধী পদ্ধতিতে ব্যবহার করা।

সকল বিষয়ের ন্যায় পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও অনুকরণের পর্যায় ও গুরুত্ব সুন্নাতের আলোকে বুঝতে হবে। তিনি যে বিষয়কে কম গুরুত্ব দিয়েছেন তাকে বেশি গুরুত্ব দিলে বা তিনি যা কখনো কখনো করেছেন তা সর্বদা করলে তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা করা হয়। পদ্ধতিগত বা গুরুত্বগত ব্যতিক্রম বা বিরোধিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন এবং একে 'তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে আমি এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৩৭]

পোশাকের ক্ষেত্রে সাধাসিধে হওয়া, চাকচিক্যময় না হওয়া, পরিচ্ছন্ন হওয়া, দুর্গন্ধমুক্ত হওয়া, সকল প্রকার পোশাক পায়ের টাখনুর ঊর্ধ্বে থাকা, অহংকার

---

[৩৭] খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ: ২৫-৮১।

প্রকাশক না হওয়া, প্রসিদ্ধি প্রকাশক না হওয়া, বিলাসী না হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আজীবন সকল প্রকার পোশাকের ক্ষেত্রে এগুলি অনুসরণ করেছেন, অগণিত হাদীসে এগুলির উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং এর ব্যতিক্রম করতে নিষেধ করেছেন। অপরদিকে খোলা লুঙ্গি, চাদর, জোব্বা, টুপি, পাগড়ি, মাথার রুমাল, চাদর ইত্যাদি তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরিধান করেছেন। একেক সময় একেক প্রকার পোশাক ব্যবহার করেছেন। এগুলির জন্য কোনো তাকিদ প্রদান করেন নি বা ব্যতিক্রমের জন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা জানান নি। উপরের সবগুলি বিষয়ই তাঁর সুন্নাত। কিন্তু প্রথম বিষয়ের চেয়ে দ্বিতীয় বিষয়কে বেশি গুরুত্ব প্রদান করলে সুন্নাতের নামে সুন্নাতের বিরোধিতা করা হবে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, শরীরের নিম্নাংশ ও ঊর্ধ্বাংশ আবৃত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ খোলা লুঙ্গি, চাদর, পিরহান, পাজামা ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন বা অনুমোদন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত যখন যা পাওয়া যায় তা ব্যবহার করা। জামা, পাজামা ইত্যাদি থাকলেও ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা লুঙ্গি ও চাদর পরা বা সর্বদা এরূপ লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করা সুন্নাতের খেলাফ। আর যদি কেউ এভাবে সুন্নাতের খেলাফ চলাকে সুন্নাত মত 'যখন যা পাওয়া যায় তা পরিধান করার' চেয়ে উত্তম মনে করেন তবে তিনি 'সুন্নাত অপছন্দ করার' পাপে লিপ্ত।

অনুরূপভাবে আমরা কামীস ও পাজামা ব্যবহারের উৎসাহ প্রদান মূলক বা ফযীলত মূলক হাদীস দেখতে পাই। কিন্তু লুঙ্গি ও চাদর পরিধানের ফযীলত জ্ঞাপক কোনো হাদীস আমরা পাই না। এখন কেউ যদি পাজামা, পিরহান ইত্যাদির চেয়ে খোলা লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করাকে বেশি ফযীলত মনে করেন তাহলে তিনি সুন্নাত বিরোধিতায় ও সুন্নাত অপছন্দ করায় লিপ্ত।

আমরা দেখব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা আবৃত করার জন্য টুপি, পাগড়ি, রুমাল ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। কখনো শুধু টুপি, কখনো শুধু পাগড়ি, কখনো টুপি ও পাগড়ি এবং কখনো কখনো রুমাল ব্যবহার করতেন। এক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্ট সুন্নাত যখন যা সহজলভ্য তা ব্যবহার করা। কাজেই এ তিন প্রকার পোশাককে একত্রে সর্বদা ব্যবহার করতে হবে বলে মনে করা বা গুরুত্ব দেওয়া খেলাফে সুন্নাত।

আমরা দেখব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে অধিকাংশ সময় কামীস পরিধান করলে তার নিচে লুঙ্গি বা পাজামা পরিধান করা হতো না। এর কারণ ছিল কাপড়ের স্বল্পতা। এখন কেউ যদি কাপড় পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও একটি কাপড় পরিধান করা সুন্নাত মনে করেন তবে তা সুন্নাতের বিরোধিতা হবে; কারণ সাহাবীগণ সম্ভব হলে একাধিক

কাপড় পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল পোশাক মাঝেমাঝে পরেছেন সেগুলিকে সর্বদা পরা ইবাদত, তাকওয়া বা আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম মনে করা বা উত্তম মনে করার অর্থ সুন্নাত অপছন্দ করা। যেমন, তিনি কখনো খোলা লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করতেন, কখনো পিরহান বা জোব্বা ব্যবহার করতেন। হজ্জ ছাড়া কখনোই তিনি সর্বদা খোলা লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করেন নি। এছাড়া তিনি এগুলির জন্য বিশেষ কোনো রঙ নির্দিষ্ট করে নেন নি। এখন যদি কেউ সর্বদা খোলা লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করাকে উত্তম মনে করে বা সর্বাবস্থায় বা সর্বদা সালাত আদায়ের জন্য সাদা রঙের বা গেরুয়া রঙের বা সবুজ রঙের বা কোনো নির্দিষ্ট রঙের একটি খোলা লুঙি ও চাদর পরিধান করাকে নিজের রীতিতে পরিণত করেন তাহলে তাতে সুন্নাত অপছন্দ করা হবে এবং তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

ঐ ব্যক্তি হয়ত নিজেকে সুন্নাতের খাঁটি অনুসারী বলে দাবি করবেন। তিনি হয়ত বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণ করবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত পোশাক পরিধান করেছেন। এছাড়া তিনি হয়ত আরো দাবি করবেন যে, হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পোশাক নির্ধারিত করে দিয়েছেন, এতে এ পোশাকের গুরুত্ব ও ফযীলত বুঝা যায়। এজন্য সর্বদা এ পোশাক পরিধান করা উত্তম। এতে সুন্নাত পালন ছাড়াও মৃত্যুর কথা মনে হয়, কাফনের কথা মনে হয়, আরাফাতের কথা মনে হয়... ইত্যাদি অনেক যুক্তি তিনি প্রদান করতে পারবেন। তবে তাঁর সকল যুক্তির সারমর্ম এই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হেয় প্রতিপন্ন করছেন, নাঊযু বিল্লাহ! তিনি দাবি করছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পোশাক পরিধান করার চেয়ে সর্বদা এ নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করা বেশি সাওয়াবের। এর অর্থ, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন তার চেয়ে এ লোকটি নিজের কাজকে উত্তম ও বেশি সাওয়াবের বলে দাবি করছেন। তিনি বলছেন যে, তিনি এমন একটি সাওয়াবের কর্ম আবিষ্কার করেছেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন না ও পালন করতে পারেন নি।

কেউ যদি নিজের রুচি, সুবিধা বা সমস্যার কারণে সর্বদা সুন্নাত সম্মত বা জায়েয কোনো এক প্রকারের বা এক রঙের পোশাক পরিধান করেন তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তিনি যদি এ পদ্ধতিকে সাওয়াব, তাকওয়ার অংশ বলে মনে করেন তাহলেই তাতে সুন্নাতে নববী অপছন্দ করা হবে।

যে বিষয়কে রাসূলুল্লাহ ﷺ যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে পালন বা বর্জন করেছেন

তাকে ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে পালন বা বর্জন করাই সুন্নাত। ফরয সালাতকে নফল মনে করে আদায় করা ও নফল সালাতকে ফরয বিশ্বাস করে আদায় করা যেমন সুন্নাতের বিরোধিতা ও বিদ'আত, আমাদের উপরের বিষয়গুলিও অনুরূপ বিদ'আত। পালনের ক্ষেত্রে যেমন সুন্নাত অনুসারে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, পালনে উৎসাহ প্রদান ও পরিত্যাগ করলে প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও এভাবে সুন্নাতের স্তর ঠিক রাখতে হবে।

সুন্নাতের নামে সুন্নাত বিরোধিতার একটি নগ্ন প্রকাশ নফল-মুসতাহাব পোশাকী অনুকরণকে তাকওয়ার মূল বিষয় বলে মনে করা। পোশাকী অনুকরণ বা 'সুন্নাতী পোশাক' ব্যবহার করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসতাহাব পর্যায়ের। এগুলি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও সাওয়াবের বিষয়। কিন্তু এগুলি কখনই তাকওয়ার মাপকাঠি নয়। তাকওয়ার মাপকাঠি গোনাহ বর্জন করা। মুসতাহাব কাজে প্রতিযোগিতা চলে, কিন্তু মুসতাহাব পরিত্যাগের জন্য ঝগড়া, ঘৃণা বা অবজ্ঞা নিঃসন্দেহে সুন্নাত বিরোধী।

এ মূলনীতি অনেকেই স্বীকার করলেও উপরের কয়েকটি বিভ্রান্তি আমাদের মনে এমনভাবে আসন গেড়ে বসেছে যে, প্রকৃত মুসলিমের ব্যক্তিত্ব, বেলায়েত ও বুজুর্গি সম্পর্কে আমাদের ধারণা একেবারেই উল্টো হয়ে গিয়েছে। আমরা পাগড়ি, টুপি, পিরহান, রুমাল ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু ঈমান, বান্দার হক, হালাল উপার্জন, মানব সেবা সম্পর্কে উদাসীন। কেউ হয়ত গীবত, অহঙ্কার, বান্দার হক নষ্ট, হারাম উপার্জন ইত্যাদিতে লিপ্ত, কিন্তু টুপি, পাগড়ি, রুমাল, দস্তরখান, পিরহান ইত্যাদি পোশাকী সুন্নাত পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। আমরা এ ব্যক্তিকে মুত্তাকী পরহেযগার বা ধার্মিক মুসলিম বলে মনে করি। এমনকি আল্লাহর ওলী বা পীর-মাশায়েখ বলেও বিশ্বাস করি। অপর দিকে যদি কেউ ফরয-ওয়াজিব পালন, হারাম বর্জন, হালাল উপার্জন, বান্দার হক্ক আদায়, মানব সেবা, সমাজ-কল্যাণ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকেন কিন্তু মুসতাহাব পর্যায়ের পোশাকী অনুকরণে ত্রুটি করেন তবে তাকে আমরা আল্লাহর ওলী বলা তো দূরের কথা ধার্মিক বলেই মানতে রাজি হব না।

অনেক ধার্মিক মানুষ রুমাল, টুপি বা পাগড়ি নিয়ে অতি ব্যস্ত হলেও হালাল মালের পোশাক কি-না তা বিবেচনা করছেন না। লোকটির টুপি, পাগড়ি বা জামা কোন্ কাটিংএর তা খুব যত্ন সহকারে বিবেচনা করলেও তিনি বান্দার হক নষ্ট করছেন কিনা, ফরযসমূহ পালন করছেন কিনা, মানুষের ক্ষতি বা অকল্যাণ থেকে বিরত আছেন কিনা, কবীরা গোনাহগুলি থেকে বিরত আছেন কিনা ইত্যাদি বিষয় আমরা বিবেচনায় আনছি না।

সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় এই যে, আমরা একান্ত নফল-মুস্তাহাব পোশাকী অনুকরণকে অনেক সময় দলাদলি ও ভ্রাতৃত্বের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছি। মূলত সকল মুমিন একে অপরকে ভালবাসবেন। বিশেষত যাঁরা ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাত মুআক্কাদাহ পালন করছেন এবং হারাম ও মাকরূহ তাহরীমী বর্জন করছেন তাদেরকে আল্লাহর ওলী বা প্রিয় বান্দা হিসাবে ভালবাসা আমাদের ঈমানের দাবী। নফল মুস্তাহাব বিষয় কম-বেশি যে যেভাবে পারেন করবেন। এ সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে, কিন্তু দলাদলি হবে না।

কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা টুপি, জামা, পাগড়ি, দস্ত রখান ইত্যাদির আকৃতি, প্রকৃতি, রঙ, যিকির, দোয়া, দরুদ সালাম ইত্যাদির পদ্ধতি ও প্রকরণ ইত্যাদিকেই দলাদলির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করি। ফলে যিনি হারামে লিপ্ত, গীবত করছেন, মানুষের হক নষ্ট করছেন, ফরয ওয়াজিব নষ্ট করছেন কিন্তু পোশাকের কাটিং-এ বা যিকর-দরুদের 'পদ্ধতিতে' আমাদের সাথে মিল রাখেন তাকে আমরা আপন মনে করে দ্বীনি ভাই বা মহব্বতের ভাই বলে মনে করি। আর যার মধ্যে ফরয-ওয়াজিব বিরাজমান, অথচ নফল-মুস্তাহাব পর্যায়ে আমার সাথে ভিন্নতা রয়েছে তাকে আমরা কাফির মুশরিকের মতো ঘৃণা করি বা বর্জন করি। এভাবে আমরা ইসলামের মূল মানদণ্ড উল্টে ফেলেছি। আমরা ইসলামের জামা উল্টে পরেছি।

২. ২. ৩. ৫. পোশাকী অনুকরণ গুরুত্বহীন ভাবা

উপরের বিভ্রান্তিগুলির বিপরীতে আরেকটি বিভ্রান্তি: পোশাকী অনুকরণকে গুরুত্বহীন ভাবা বা পোশাক- পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণ অপ্রয়োজনী বলে মনে করা। এ সকল বিষয়ে কোনো 'সুন্নাত' নেই বলে দাবি করা। কাফির মুশরিকরা যে পোশাক পরত তিনিও সেই পোশাক পরতেন বলে দাবি করা।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, এ দাবি কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের শিক্ষার বিরোধী। এখানে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচ্য:

(১) মক্কার কাফিরগণ যেভাবে হজ্জ করতো, কুরবানী করতো, আকীকা করতো বা বিবাহের অনুষ্ঠানাদি করতো, প্রয়োজনীয় কিছু সংস্কার করে বাকি বিষয় ঠিক রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসকল ইবাদত বা অনুষ্ঠান পালন করেছেন, কিন্তু সেজন্য আমরা এসকল ইবাদত বা অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ ত্যাগ করতে পরি না।

(২) কুরআন ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে ইবাদত, মু'আমালাত, পোশাক ইত্যাদির মধ্যে কোনো

বিভাজন বা পার্থক্য করা হয় নি। কাজেই এ বিভাজন আমাদের মনগড়া এবং কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশের বিরোধী। মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সকল কর্ম, আদর্শ ও রীতিই অনুকরণীয়। অনুকরণের গুরুত্বের কমবেশি হবে সে বিষয়ে তাঁর নির্দেশনা, শিক্ষা ও গুরুত্ব অনুসারে। ইবাদত বিষয়ক, সামাজিক, প্রাকৃতিক বা জাগতিক যে কোনো বিষয়ে তাঁর কর্মের সাথে যদি মৌখিক নির্দেশনা যুক্ত হয় তাহলে নির্দেশনা অনুসারে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মনগড়াভাবে তাঁর কোনো কর্ম বা রীতিকে কম গুরুত্বপূর্ণ বা অনুকরণ-অযোগ্য বলে মনে করার মূল কারণ নিজের প্রবৃত্তির অনুকরণের প্রবণতা। এ সকল বিভাজনের মাধ্যমে এরা বলতে চান যে, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পোশাক, খাদ্য, পারিবারিক জীবন, অর্থনৈতিক নীতি, রাষ্ট্রীয় নীতি বা অন্য কোনো দিক ভাল লাগছে না, এ বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের রীতিই আমার বেশি পছন্দ। এজন্য আমি সেগুলিকে জাগতিক, আরবীয় বা তৎকালীন বলে উড়িয়ে দিচ্ছি।

(৩) অনুকরণ যুক্তি নির্ভর নয়, আবেগ ও ভালবাসা নির্ভর। যাকে মানুষ ভালবাসে, ভক্তি করে বা আদর্শ মনে করে তার অযৌক্তিক কর্মকেও অনুকরণ করে। রাজনীতি, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন "তারকার" চুল, পোশাক ইত্যাদির অনুকরণের ক্ষেত্রে "ফান" বা ভক্তদের অবস্থা দেখেই আমরা তা বুঝতে পারি। একজন মুমিন হৃদয়ের সকল আবেগ ও ভক্তি দিয়ে ভালবাসেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। কাজেই তিনি সকল যুক্তির ঊর্ধ্বে তাঁর অনুকরণ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন যুক্তি ও অজুহাত তুলে তাঁর অনুকরণ পরিত্যাগ করার প্রবণতা আমাদের দুর্বল ঈমান ও অপূর্ণ ভালবাসার প্রমাণ।

(৪) রাসূলুল্লাহ ﷺ আরবীয় আবহাওয়ার জন্য বিভিন্ন পোশাক পরতেন বলে পোশাকের ক্ষেত্রে তার অনুকরণ অপ্রয়োজনীয় বলে আমরা দাবি করি। এরপর আমরা নিজেদের দেশীয় বা বাঙালী পোশাক বাদ দিয়ে 'ইউরোপীয় পোশাক' পরিধান করি, যদিও ইউরোপীয়দের পোশাকও তাদের দেশীয় আবহাওয়ার ভিত্তিতেই তৈরি। বিষয়টি ইউরোপীয় পোশাকের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও 'আরবীয়' পোশাকের প্রতি আমাদের 'ঘৃণা' প্রমাণ করে।

(৫) মুমিনের সর্বদা চিন্তা করবেন কিসে আমরা 'সাওয়াব' বেশি হবে। কিসে গোনাহ হবে না সেই চিন্তা ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ করে। জাগতিক বিষয়ে সামান্য লাভ, অল্প টাকা বা অল্প নাম্বারের জন্য আমরা যেমন ব্যকুলতা প্রকাশ করি ও পরিশ্রম করি, আল্লাহর রহমত, সাওয়াব ও আখিরাতের সম্পদের বিষয়ে মুমিন তার

চেয়েও বেশি ব্যকুল ও পরিশ্রমী হবেন। 'যেহেতু কাজটি মুসতাহাব, না করলে গোনাহ নেই সেহেতু কাজটি করব না' এ চিন্তা মুমিনকে ক্রমান্বয়ে বৃহৎ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত করে। কাজেই 'মুসতাহাব' অনুকরণও যতটুকু সম্ভব পালন করতে সচেষ্ট হতে হবে।

(৬) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পোশাকী অনুকরণ বা 'সুন্নাতী পোশাক' ব্যবহার নফল-মুস্তাহাব পর্যায়ের কর্ম। যে সকল পোশাক-পরিচ্ছদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিধান করেছেন এবং করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন কিন্তু পরিধান না করলে বা ব্যতিক্রম করলে গোনাহ হবে বলে জানান নি সেগুলি পরিধান করলে সাওয়াব হবে, না করলে গোনাহ হবে না। অনুরূপভাবে যে সকল পোশাক রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিধান করেছেন কিন্তু পরিধান করতে কোনোরূপ উৎসাহ প্রদান করেন নি সেগুলিও কোনো মুসলিম অনুকরণের উদ্দেশ্যে পরিধান করলে তাতে সাওয়াব হবে। তবে তা পরিধান না করলে কোনো গোনাহ হবে না। অধিকাংশ মাসনূন অর্থাৎ সুন্নাত সম্মত বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদই এ পর্যায়ের। এ সকল পোশাক হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণে পারিধান করতে আগ্রহী ছিলেন সাহাবীগণ এবং তৎপরবর্তী সকল যুগের সকল ধার্মিক মুসলিম।

(৭) পোশাকী অনুকরণ অধিকাংশ সময় 'মুসতাহাব' হলেও যেহেতু তা সর্বদা আমাদের দেহকে ঘিরে রাখে এজন্য সজাগ মুমিনের হৃদয়ে এর প্রভাব অনেক বেশি। অনুকরণ অনুকরণকারীর মনে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি ভালবাসা, আকর্ষণ ও সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। ক্ষুদ্রতম জাগতিক বিষয়েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণ আমাদের হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করবে, যা আমাদের ঈমান ও মুক্তির জন্য অতি প্রয়োজনীয়। সর্বদা আমাদেরকে তাঁর সাথে সম্পর্কিত ভাবতে সাহায্য করবে। আমাদের হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ ও বরকত বয়ে আনবে।

(৮) "পোশাকী অনুকরণ" নফল বিষয়, বা নফল-মুসতাহাব বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা চাপাচাপি করতে নেই, এ নীতির ভিত্তিতে অনেক ইসলামী ব্যক্তিত্ব পোশাকী অনুকরণে চাপাচাপি বর্জন করতে যেয়ে উল্টো পোশাকী অনুকরণকে নিরুৎসাহিত করেন। নফল-মুসতাহাব চাপাচাপির বিষয় নয়, তবে উৎসাহ প্রদানযোগ্য বিষয়। বিশেষত যারা আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে চান তাদের জন্য তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফরয-ওয়াজিবের পাশাপাশি নফল-মুসতাহাব কর্মের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর প্রিয় হতে পারে বলে কুরআন ও হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের রীতিও তাই।

(৯) সর্বোপরি আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের হাদীসের আলোকে জানতে পেরেছি যে, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার ইত্যাদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাগতিক বিষয়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণ ও অনুসরণ প্রশংসনীয় এবং সাহাবীগণ এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতেন।

(১০) সকল মুসলিমের পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ বা সকল সুন্নাত পালন সম্ভব হয় না তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। উপরন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ জাতীয় অধিকাংশ "সুন্নাত" পালন না করলে কোনো গোনাহ হবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো কর্ম, রীতি বা মতামতকে সামান্যতম ঘৃণা, অবজ্ঞা বা অবহেলা করা বা অচল মনে করা নিঃসন্দেহে ঈমান বিরোধী। দুঃখজনকভাবে অনেক ইসলাম-প্রেমিক মানুষও এরূপ ঈমান বিরোধী ধারণায় আক্রান্ত হয়েছেন।

(১১) যাদের বিরোধিতা করতে বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সকল অমুসলিম সম্প্রদায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি, আচার ইত্যাদি দ্বারা আমরা এমনভাবে পরাজিত, মোহিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি যে, একমাত্র তাদের চোখেই আমরা দেখি। তাঁদের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি। তারা যাকে স্মার্টনেস বলে মনে করে আমরাও তাকে স্মার্টনেস বলে মনে করি। পোশাকের 'উপযোগিতা' বা 'গ্রহণযোগ্যতা' বিচার করার সময় আমরা চিন্তা করি, কুফুরী সংস্কৃতির ধারকেরা অথবা তাদের সামনে সাংস্কৃতিকভাবে পরাজিতরা আমাদের ভালো বলবে, স্মার্ট বলবে বা প্রশংসা করবে কি-না। আমরা একথা ভাবতে ভুলে যায়, আমাদের পোশাক বা আচার-আচরণ দেখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কতটুকু খুশি হবেন।

স্মার্টনেস, ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদি বিষয় অনেকাংশেই আপেক্ষিক। জর্জ ওয়াকার বুশ, লালকৃষ্ণ আদভানী বা তাঁদের অনুসারী ও অনুগতদের নিকট যে পুরুষ বা মহিলার পোশাক, স্টাইল বা চালচলন তৃপ্তিদায়ক, সুন্দর ও স্মার্ট বলে বিবেচিত হবে উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনু আবী তালিব, বিলাল ইবনু আবি রাবাহ (রা) ও তাঁদের অনুসারী ও অনুগতদের নিকট সেগুলি অত্যন্ত বাজে, নোংরা, অসুন্দর ও আপত্তিকর মনে হতে পারে। আবার এর উল্টোটিও বাস্তব।

(১২) অনেক 'ইসলামপ্রিয়' মানূষ সুন্নাত-সম্মত পোশাকের প্রতি তাঁদের অপছন্দ বা বিরক্তি গোপন করার জন্য 'ইসলামী যুক্তি' ব্যবহার করেন। তাঁরা দাবি করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত পোশাক পরিধান করলে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হবে। মানুষ 'সেকেলে' ইসলাম গ্রহণ করবে না। কথাটি একদিকে যেমন বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত, তেমনি তা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে

সাংঘর্ষিক। শুধু প্রচারকের 'ইসলামী পোশাকের' কারণে কখনোই ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয় নি, বরং তার 'ইউরোপীয় পোশাকের' কারণেই অধিকাংশ সময় প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়।

সবচেয়ে বড় কথা, অন্যের 'ইসলাম গ্রহণের আশা' বা কল্পনার কারণে কি আমরা আমাদের কোনো নফল-মুসতাহাব ইবাদত বা আদব পরিত্যাগ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কি কখনো কাফিরদের সামনে ইসলামকে সহজ করা জন্য বা তাদের ইসলাম গ্রহণের আশায় নিজেদের ক্ষুদ্রতম কোনো নফল-মুসতাহাব কর্ম বা আদব-রীতি পরিত্যাগ করেছেন?

আমরা কখনোই মনে করি না যে, সবাইকে নফল, মুস্তাহাব বা হুবহু অনুকরণ করতে হবে। পোশাকের বিষয়টি অনেক প্রশস্ত। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ বা নফল-মুসতাহাব অনুকরণ অপ্রয়োজনীয়, অচল, নিন্দনীয় বা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করার প্রবণতা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও বিভ্রান্তিকর।

এ কথা ঠিক যে, অনেক পোশাকই সমাজে বিদ্যমান যেগুলি পরলে গোনাহ্ হবে না। তবে মুমিন জীবনের সকল কর্মেই 'গোনাহ হবে কিনা' তা চিন্তা করার চেয়ে বেশি চিন্তা করার দরকার 'সাওয়াব হবে কি না' বা 'কত বেশি সাওয়াব হবে।' যে পোশাক রাসূলুল্লাহ ﷺপরেছেন তা পরিধান করলে তাঁর হুবহু অনুকরণের সাওয়াব ও তাঁর মহব্বত আমরা অর্জন করব। আর যে পোশাক পরতে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন বা ভালবেসেছেন তা পরিধান করলে আরো বেশি সাওয়াব আমরা লাভ করব। আর এ সাওয়াব অর্জন করতে আমাদেরকে অযূ, গোসল, তাসবীহ্, যিক্‌র, সময়ব্যয়, অর্থব্যয় ইত্যাদি কোনো অতিরিক্ত কষ্ট করতে হচ্ছে না। কোনো না কোনো পোশাক তো আমাকে পরতেই হবে। কাজেই আমি কেন এ সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব? কিসের মোহে? কি লাভ হবে আমার দুনিয়া বা আখিরাতে?

মুমিন চেষ্টা করবেন সকল যুক্তির উর্ধ্বে তার প্রিয়তমের হুবহু অনুকরণ করার। কোনো কারণে তা করতে না পারলে তার হৃদয়ে আফসোস থাকবে এবং যারা তা করতে পারবেন তাঁদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা তিনি অনুভব করবেন। তাঁদেরকে এ দিক থেকে তার নিজের চেয়ে অগ্রসর ও উত্তম বলে অনুভব করবেন। মহান আল্লাহ আমাদের হৃদয়গুলিকে তাঁর প্রিয়তম রাসূলের (ﷺ) ভালবাসায় পূর্ণ করে দিন। আমীন!

তৃতীয় অধ্যায়
সুন্নাতের আলোকে পোশাক

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুকরণের গুরুত্ব ও পর্যায় আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পোশাক পরিচ্ছদ আলোচনা করে অনুকরণের বা সুন্নাতী পোশাকের ব্যবহারিক দিক পর্যালোচনা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

৩. ১. ইযার বা লুঙ্গি

আরব দেশের সর্বাধিক প্রচলিত পোশাক ছিল "ইযার ও রিদা"। একটি চাদর শরীরের নিম্নাংশে জড়ানো ও একটি চাদর শরীরের উপরাংশে কাঁধের উপর দিয়ে জড়ানো। বর্তমান যুগে এ প্রাচীন আরবীয় পোশাক প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে। শুধু হজ্জের সময় আমরা এ পোশাক দেখতে পাই। হজ্জের সময় পুরুষ হাজীগণ শরীরের নিম্নাংশে যে চাদর বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরিধান করেন তাকে ইযার বলা হয়। সাধারণভাবে আমরা ইযার বলতে সেলাইবিহীন লুঙ্গি বা খোলা লুঙ্গি বলতে পারি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন প্রকারের পোশাক পরিধান করতেন। তিনি জামা (কামীস) পছন্দ করতেন। তবে অগণিত হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, ব্যবহারের আধিক্যের দিক থেকে ইযার ও রিদা বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও চাদরই তিনি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতেন।

৩. ১. ১. ইযারের আয়তন

যেহেতু অগণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইযার পরিধানের কথা বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু আমরা এ সকল হাদীস আলোচনা না করে তাঁর ইযার সম্পর্কিত কিছু তথ্য আলোচনা করব। তাঁর ব্যবহৃত ইযারের আয়তন সম্পর্কে অনেকগুলি বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণনাগুলির সনদ দুর্বল। তবে সকল বর্ণনা একত্রে আমাদেরকে কিছু ধারণা প্রদান করে।

ওয়াকিদী যয়ীফ সনদে বর্ণনা করেছেন,

طُـولُ إِزَارِهِ ﷺ أَرْبَـعَـةُ أَذْرُعٍ وَشِـبْـرٌ فِي ذِرَاعٍ وَشِـبْـرٍ، كَانَ يَـلْـبَسُهَا فِي الجُـمُـعَةِ وَالـعِـيدَيْنِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইযার ছিল চার হাত এক বিঘত লম্বা ও একহাত এক বিঘত চওড়া। তিনি জুমআ' ও দুই ঈদের সালাতের জন্য তা পরিধান করতেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[১]

কনুই থেকে মধ্যমার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত স্থানকে আরবীতে (ذراع) বা হাত বলা হয়। বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, হাদীসে (ذراع) বা হাত বলতে দুই বিঘত বুঝানো হয়েছে।[২] এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, হাদীসে হাত বলতে সাধারণ হাতই বুঝানো হয়েছে, যার পরিমাণ ১৮ ইঞ্চি বা তার কাছাকাছি এবং এক বিঘত সাধারণত ৯ ইঞ্চি বা কাছাকাছি।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ সম্ভবত সাড়ে চার হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া লুঙ্গি পরিধান করতেন। আমাদের দেশে সেলাই করা লুঙ্গি সাধারণত পাঁচ/সোয়া পাঁচ হাত লম্বা ও প্রায় তিন হাত চওড়া হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের ব্যবহৃত লুঙ্গি আমাদের লুঙ্গির মতই বা তার চেয়ে একটু কম লম্বা ছিল এবং আমাদের লুঙ্গির চেয়ে অনেক কম চওড়া ছিল। 'নিস্ফ সাক' ঝুল দিয়ে পরিধানের জন্য চওড়া একটু কম হলেও চলে। ইনশা আল্লাহ, এ সম্পর্কীয় আরো কিছু বর্ণনা আমরা চাদর বিষয়ক আলোচনার সময় দেখতে পাব।

৩. ১. ২. ইযার পরিধান পদ্ধতি

স্বভাবতই আমরা বুঝতে পারি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইযারের উপরের প্রান্ত কোমরে বাঁধতেন।[৩] একটি দুর্বল সনদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি নাভির নিচে ইযার পরতেন, ফলে নাভি ইযারের উপরে থাকত এবং দেখা যেত। মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ যয়ীফ সনদে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْتَزِرُ تَحْتَ سُرَّتِهِ وَتَبْدُو سُرَّتُهُ وَرَأَيْتُ عُمَرَ يَأْتَزِرُ فَوْقَ سُرَّتِهِ

"আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভির নিচে ইযার বেঁধেছেন এবং তাঁর নাভি বেরিয়ে রয়েছে। আর আমি উমারকে (রা) দেখেছি তিনি নাভির উপরে ইযার বেঁধেছেন।"[৪]

---

[১] ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ২/৪৯৮; শামী, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফ, সীরাহ শামীয়াহ: সুবুলুল হুদা ৭/৩০৭; শাওকানী, নাইলুল আওতার ৪/৩৮।
[২] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/২৫৯: আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ১১/১১৯
[৩] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/৩০৩।
[৪] ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ (২৩০ হি) আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৪৫৯

আলী (রা) নাভির উপরে ইযার বাঁধতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো সাহাবী ও তাবিয়ী নাভির নিচে ইযার বাঁধতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[৫]

ইযারের প্রস্থ থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, ইযারের নিম্নপ্রান্ত হাঁটুর সামান্য নিচে থাকত। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইযারের নিম্নপ্রান্ত 'নিসফ সাক' বা পায়ের নলার মাঝামাঝি থাকতো।

সাহাবীগণ তাঁর অনুকরণে লুঙ্গি পরিধান করতেন। ইতোপূর্বে এ বিষয়ক দুটি হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি যে, উসমান (রা) গেড়ালী ও হাঁটুর মাঝামাঝি (নিসফু সাক) পর্যন্ত ঝুলিয়ে ইযার পরিধান করতেন এবং বলতেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে ইযার পরিধান করতেন। আর ইবনু আব্বাস (রা) তার সামনের দিক থেকে ইযারের প্রান্ত নামিয়ে দিতেন, যাতে ইযারের প্রান্ত পায়ের উপর পড়ে যেত আর পিছন থেকে তা উঠিয়ে উচু করে পরতেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এভাবে লুঙ্গি পরিধান করতে দেখেছি।

এখানে লক্ষণীয় যে, সাধারণভাবে ইযারের সাথে চাদর পরাই ছিল আরবদের সাধারণ পোশাক। এজন্য ইযারের দায়িত্ব ছিল শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করা। তবে পোশাকের স্বল্পতার কারণে কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং অনেক সময় সাহাবীগণ একটিমাত্র ইযার পরিধান করেই চলাফেরা করতেন। এক্ষেত্রে তাঁরা ইযার দিয়েই শরীরের উপরিভাগের কিছু অংশ আবৃত করার চেষ্টা করতেন। এক্ষেত্রে 'ইযার' এর পরিধান পদ্ধতি ও তার উপরিভাগ ও নিম্ন প্রান্তের অবস্থানে কিছু হেরফের হতো। ইযার ছোট হলে তাঁরা উপরে বর্ণিত নিয়মে কোমরে ইযার বাঁধতেন এবং শরীরের উপরিভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত রেখে চলাফেরা করতেন। আর ইযারের প্রস্থ বা আকার একটু বড় হলে তা তাঁরা কাঁধের উপর দিয়ে জড়িয়ে পরতেন। তাতে একটি ইযারেই তাঁদের কাঁধ থেকে হাঁটুর নিম্ন পর্যন্ত আবৃত করতেন। সালাতের পোশাক বিষয়ক আলোচনায় আমরা বিষয়টি উল্লেখ করেছি।

৩. ১. ৩. ইযার বা লুঙ্গির রঙ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন রঙের ইযার পরিধান করেছেন। লাল, কাল, সাদা, সবুজ, হলুদ ও ডোরাকাটা বা মিশ্রিত রঙের ইযার তিনি পরিধান করেছেন। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে জানতে পারব, ইনশা আল্লাহ।

---

[৫] ইবনু আবী শাইবা, আবূ বাকর আব্দুল্লাহ (২৩৫ হি); আল-মুসান্নাফ ৫/১৬৯।

৩. ২. রিদা বা চাদর

রিদা অর্থ চাদর জাতীয় কাপড়, যা শরীরের ঊর্ধ্বাংশে জড়ানো হয়। সাধারণভাবে লুঙ্গির সাথে রিদা বা চাদর পরিধান করাই ছিল আরব দেশের সর্বাধিক প্রচলিত পোশাক। সাধারণভাবে ইযার ও রিদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একই প্রকারের দুটি 'থান' কাপড়। যেটি নিম্নাঙ্গে পরিধান করা হয় তাকে ইযার বলা হয়। আর যেটি ঊর্ধ্বাংঙ্গে পরিধান করা হয় তাকে রিদা বলা হয়।

এ অর্থে আরো অনেকগুলি শব্দ হাদীস শরীফে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন (ملحفة، كساء، بردة، خميصة، شملة، نمرة) এ সকল শব্দের অর্থের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তবে সবগুলিই খোলা চাদর জাতীয় পোশাক বুঝায়। সাধারণত এগুলি দ্বারা সরাসরি শরীর আবৃত করা হতো। কখনো এগুলিকে অন্য কোনো পোশাকের উপরেও পরিধান করা হতো। এ সকল চাদরের আকৃতি, রঙ, তৈরির উপাদান ইত্যাদির কারণে এ সকল নামের পার্থক্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলি সবই ব্যবহার করেছেন।

৩. ২. ১. রিদার আয়তন

উপরে উল্লেখিত ওয়াকিদির বর্ণনায় তিনি বলেন :

إِنَّ طُولَ رِدَاءِ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ سِتَّةَ أَذْرُعٍ فِي عَرْضِ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিদা বা চাদরের দৈর্ঘ ছিল ছয় হাত এবং প্রস্থ ছিল তিন হাত।" বর্ণনাটির সনদ দুর্বল।[৬]

উরওয়া ইবনু যুবাইরের (মৃ ৯৪ হি) সূত্রে বর্ণিত:

إِنَّ طُولَ رِدَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ وَشِبْرٌ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদরের দৈর্ঘ চার হাত ও প্রস্থ দুই হাত এক বিঘত ছিল।" বর্ণনাটির সনদ দুর্বল।[৭]

অন্য বর্ণনায় উরওয়া বলেন:

أن ثَوْبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِيْ كَانَ يَخْرُجُ فِيْهِ إِلَى الوَفْدِ وَرِدَاؤُهُ حَضْرَمِيٌّ طُولُهُ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ وَشِبْرٌ فَهُوَ عِنْدَ الخُلَفَاءِ قَدْ خَلِقَ وَطَوَوْهُ بِثَوبٍ يَلْبَسُونَهُ يَوْمَ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ

[৬] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ২/৪৯৮, মুহাম্মাদ শামী, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/৩০৭।
[৭] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৪৫৮।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চাদর পরিধান করে বিশেষ মেহমান ও আগন্তুকদের সামনে আসতেন তার দৈর্ঘ ছিল চার হাত এবং প্রস্থ ছিল দুই হাত ও এক বিঘত। এ চাদরটি এখনো (উমাইয়া যুগে, হিজরী প্রথম শতকের শেষদিকে) খলীফাদের নিকট রয়েছে। তা পুরাতন হয়ে গিয়েছে। এজন্য তারা অন্য কাপড়দিয়ে তা জড়িয়ে নিয়েছেন। তারা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে তা পরেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৮]

দুর্বল সনদে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত:

كَانَ طُوْلُ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ وَشِبْرًا فِيْ ذِرَاعٍ وَشِبْرٍ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড়ের দৈর্ঘ ছিল চার হাত ও এক বিঘত এবং প্রস্থ ছিল এক হাত ও এক বিঘত।"[৯]

দুর্বল সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের সূত্রে বর্ণিত:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ رِدَاءً مُرَبَّعاً

রাসূলুল্লাহ ﷺ চতুর্ভুজ সমান দৈর্ঘ ও প্রস্থের চাদর পরিধান করতেন।[১০]

উপরের সবগুলি বর্ণনা সনদের দিক থেকে কমবেশি দুর্বল। তবে বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৪ থেকে ৬ হাত দৈর্ঘ ও দেড় থেকে তিন হাত প্রস্থ চাদর পরিধান করতেন।

৩. ২. ২. রিদা বা চাদর পরিধান পদ্ধতি

চাদর পরিধানের বিষয়ে আমরা স্বভাবতই বুঝতে পারি যে, কাঁধের উপর রেখে দুই প্রান্ত দুই দিকে বা একদিকে রেখে চাদর পরা হয়। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে শরীরে পেঁচিয়ে চাদর পরিধান করতেন। কখনো বা বাম কাঁধের উপরে চাদর রেখে ডান কাঁধ খোলা রেখে বগলের নিচে দিয়ে পেঁচিয়ে চাদর পরিধান করতেন।

সাধারণভাবে চাদর মাথা আবৃত করার জন্য ব্যবহার করা হয় না। তবে কখনো কখনো তিনি চাদর বা চাদরের প্রান্ত দিয়ে মাথা আবৃত করতেন বা চাদরকে মাথার উপরে রুমাল হিসাবে ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ শামী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসতিসকা বা বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতে নিজের শরীরের চাদর

---

[৮] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৪৫৮।
[৯] মুহাম্মাদ শামী, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/৩০৬।
[১০] ইবনু আদী, আব্দুল্লাহ আল-কামিল ৪/২১৯; শামী, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/৩০৭।

ঘুরিয়ে নেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি চাদর পরতেন মাথার উপর দিয়ে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি মাথা ও দুই কাঁধের উপর চাদর ফেলে রাখতেন, তা জড়িয়ে নিতেন না।[১১] আমরা মস্তকাবরণ বিষয়ক আলোচনায় এ সম্পর্কে আরো কিছু জানতে পারব, ইনশা আল্লাহ।

৩. ২. ৩. লুঙ্গি ও চাদর বিষয়ক হাদীসগুলির প্রতিপাদ্য

সেলাইবিহীন লুঙ্গি (ইযার) ও চাদর বিষয়ক হাদীসগুলি থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি বুঝতে পারি:

ক. সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও চাদর আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পোশাক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে সর্বাধিক এ পোশাকই ব্যবহার করতেন।

খ. এ পোশাকই ছিল সবচেয়ে সাধারণ ও স্বাভাবিক পোশাক। এজন্য হজ্জের সময় স্বাভাবিকতা ও সাজগোজহীনতা প্রকাশের জন্য এ পোশাক পরিধান করা হতো।

গ. এ পোশাকের ফযীলতে বা এ পোশাক পরিধানে উৎসাহ দান করে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। প্রাপ্যতা ও প্রচলনের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ তা ব্যবহার করতেন। বিশেষ কোনো ফযীলত বা সাওয়াবের জন্য তাঁরা এ পোশাক পরিধান করেছেন বা করতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে জানা যায় না।

ঘ. রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রঙের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করেছেন। কাল, সবুজ, সাদা, লাল, হলুদ ও মিশ্রিত ডোরাকাটা রঙের চাদর ও লুঙ্গি তিনি পরিধান করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। এগুলির মধ্যে সবুজ রঙ তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন এবং সাদা রঙের পোশাক পরতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। ডোরাকাটা বা মিশ্রিত রঙের পোশাক তিনি পছন্দ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ উৎসাহ প্রদান বা পছন্দের কারণে তিনি সর্বদা এগুলি ব্যবহার করেন নি। এগুলি ছাড়াও অন্যান্য রঙ তিনি সর্বদা ব্যবহার করেছেন। এমনকি সবুজ, সাদা বা মিশ্রিত রঙ তিনি বেশি ব্যবহার করেছেন বলেও জানা যায় না। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট রীতি যখন যা পাওয়া যায় তা ব্যবহার করা এবং কোনো একটি রঙ সর্বদা ব্যবহার না করা।

লাল ও হলুদ রঙের ক্ষেত্রে আমরা বিপরীতমুখি বর্ণনা দেখতে পাব।

ঙ. আয়তনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ কোনো আয়তনকে সর্বদা ব্যবহার করেন নি। সুযোগ ও প্রাপ্যতা অনুসারে সব আয়তনের পোশাকই ব্যবহার করেছেন।

---

[১১] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/২৯২।

চ. রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত কম দামের ৫/৭ দিরহামের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করেছেন। আরার অত্যন্ত দামী ৩০০০ দিরহামের লুঙ্গি ও চাদরও পরিধান করেছেন। এক্ষেত্রের তাঁর সাধারণ রীতি ছিল সাধারণভাবে সহজলভ্য ও বিলাসিতা মুক্ত পোশাক পরিধান করা। কেউ দামী পোশাক প্রদান করলে তা ফিরিয়ে না দিয়ে তা প্রয়োজন মত ব্যবহার করা।

ছ. রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাভাবিকভাবেই সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করতেন। লুঙ্গি কোমরে নাভির উপরে বা নিচে বাঁধতেন। নিম্নপ্রান্ত হাঁটুর কিছু নিচে বা পায়ের গোড়ালি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানে থাকত। তবে সামনের অংশ বা দুই প্রান্ত সাধারণভাবে নিচে ঝুলে যেত। চাদর স্বাভাবিকভাবে কাঁধের উপর দিয়ে গায়ে জড়াতেন। মাথার উপর দিয়েও পরিধান করতেন বলে কেউ কেউ দাবি করেছেন। তবে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো হাদীস নেই।

৩. ৩. কামীস বা জামা

হাতা, গলা ইত্যাদি সহ শরীরের মাপে কেটে ও সেলাই করে শরীরের উর্ধ্বাংশের জন্য প্রস্তুত সকল পোশাককেই আরবিতে "কামীস" বলা চলে। ব্যপক অর্থে পাঞ্জাবি, শার্ট, পিরহান, দেশীয় বা ভারতীয় 'কামিজ' ইত্যাদি সবকিছুই আরবিতে "কামীস" বলে গণ্য।[১২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লুঙ্গি-চাদরের পাশাপশি "কামীস" বা জামা পরিধান করতেন। তাঁর জামা বা কামীস ছিল বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত পিরহান বা আরবীয় জামার মত। যদিও তাঁর সময়ে তাঁর সমাজে ইযার ও রিদার বা লুঙ্গি ও চাদরের প্রচলনই ছিল সবচেয়ে বেশি, তবে 'কামীস' বা জামাও ব্যাপকভাবে পরিচিত ও ব্যবহৃত ছিল।

৩. ৩. ১. প্রিয় পোশাক ও ব্যাপক ব্যবহার

পোশাক হিসাবে কামীসকেই তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে উম্মু সালামা (রা) বলেন,

كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمِيْصَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সবচেয়ে প্রিয় কাপড় ছিল কামীস বা জামা।[১৩]

আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি যে, চাদর ও লুঙ্গিই তৎকালীন

---

[১২] মুবারকপুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৭২।

[১৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৩৭-২৩৮; হাকিম নাইসাপূরী, আল-মুসতাদরাক ৪/২১৩; আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহুল জামিয়িস সাগীর ২/৮৪৮।

আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত পোশাক ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাধিক ব্যবহার করতেন চাদর ও লুঙ্গি। এখানে প্রশ্ন এই যে, অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত পোশাক 'কামীস' বা জামা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সবচেয়ে বেশি প্রিয় পোশাক ছিল কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে আলিমগণ বলেছেন যে, লুঙ্গি, চাদর ইত্যাদি পোশাকের চেয়ে 'কামীস' বা জামা দেহ আবৃত করার জন্য বেশি সহায়ক ও ব্যবহারের জন্য বেশি সহজ। খোলা লুঙ্গি ও চাদর পরিধান অবস্থায় অসাবধান হলে 'সতর' অনাবৃত হয়ে যেতে পারে। এজন্য পরিধানকারীকে সদা সতর্ক থাকতে হয়। এছাড়া এ ধরনের খোলা পোশাক পরিধান অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক কর্ম করতে অসুবিধা হয়। পক্ষান্তরে একটি কামীস 'আওরাত'-সহ শরীরের উর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আবৃত করে রাখে। সহজে সতর অনাবৃত হওয়ার ভয় থাকে না। এছাড়া কামীস বা জামা পরিহিত অবস্থায় চলাফেরা ও কর্ম করা সহজ হয়। বাহ্যত এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ কামীস বা জামা পরিধান করা বেশি পছন্দ করতেন।[১৪]

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কামীস পরিহিত অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি শয়নের সময়, ঘরের মধ্যে বা পরিবারের মধ্যে অবস্থান কালেও কামীস পরিধান করতেন। বুরাইদা (রা) বলেন,

لَمَّا أَخَذُوا فِي غَسْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُمْ بِمُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ لَا تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ﷺ قَمِيصَهُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের পরে সাহাবীগণ যখন তাঁর গোসলের ব্যবস্থা করছিলেন, তখন ভিতর থেকে একজন বলেন: " রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শরীর থেকে তাঁর কামীস খুলবে না।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৫]

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের পরে তাঁর গোসলের বিষয়ে সাহাবীগণ দ্বিধায় নিপতিত হন। কেউ বলেন, যেভাবে অন্যান্য মৃতব্যক্তির দেহ থেকে ওফাতের সময়ের পোশাক খুলে আমরা গোসল করাই, সেভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ কে গোসল করাতে হবে। তখন আল্লাহ সমবেত সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন। এমতাবস্থায় ঘরের প্রান্ত থেকে কেউ বলেন:

---

[১৪] আযীমআবাদী, আউনুল মা'বুদ ১১/৪৭; মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৭২; মুনাবী, ফাইযুল কাদীর শারহু জামিয়িস সাগীর ৫/৮২-৮৩।

[১৫] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৫০৫, ৫১৫।

أَمَا تَدْرُونَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ يُغسَّلُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَغسَّلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَيُدَلِّكُونَهُ مِنْ فَوْقِهِ

"তোমরা কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর পোশাক পরিহিত অবস্থায় গোসল করাতে হবে?" "তখন সকলে তাঁকে তাঁর পরিধানের কামীস পরিহিত অবস্থায় গোসল করান। কামীসের উপরেই পানি ঢেলে ঘষে ধৌত করেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত :

إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ، فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ، الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তিনটি কাপড়ে দাফন করা হয়: যে কামীস (জামা) পরিহিত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন সেই জামা ও নাজরানী একজোড়া কাপড়: ইযার ও চাদর।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[১৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পরিহিত কামীস বরকতের জন্য অন্যদেরকে প্রদান করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু উমার (রা) বলেন:

لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ الله بْنُ أُبَيٍّ (ابن سلول) جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ

(মুনাফিক নেতা) আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূলের মৃত্যুর পর তার পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ এর) কামীসটি তাকে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন, যেন তিনি উক্ত কামীস তাঁর পিতার কাফন হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আবেদন রক্ষা করে তাকে তাঁর জামাটি প্রদান করেন।[১৮]

---

[১৬] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৬১, ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১৪/৫৯৫; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/৩৬, হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৬০-৬১।

[১৭] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ ১/২২২; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/৪৬২; তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১১/৪০৪; ইবনু আব্দিল বার, আত-তামহীদ ২২/১৪২; যাইলায়ী, নাসবুর রাইয়াহ ২/২৬১; ইবনু হাজার, আদ-দিরাইয়া ১/২৩০।

[১৮] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৭১৫; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২১৪১।

বুখারী-মুসলিম সংকলিত অন্য হাদীসে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন:

أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ وَوُضِعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ.

(মুনাফিক নেতা) আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই এর মৃত্যুর পরে তাকে কবরে রাখার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট আগমন করেন। তিনি মৃতদেহ কবর থেকে বের করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে মৃতদেহ কবর থেকে বের করা হয় এবং তাঁর মুবারক দুই হাঁটুর উপর রাখা হয়। তিনি মৃতদেহের উপর ফুঁক প্রদান করেন এবং তাকে তাঁর কামীসটি পরিয়ে দেন।[১৯]

৩. ৩. ২. জামার বিবরণ, দৈর্ঘ ও আস্তিনের দৈর্ঘ

অত্যন্ত দুর্বল সনদে আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلاَّ قَمِيْصٌ وَاحِدٌ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি মাত্রই কামীস ছিল।"[২০]

হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনু মাইসারাহ মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলতেন বলে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন।[২১] কাজেই হাদীসটি বানোয়াট পর্যায়ের বা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

অন্যান্য সহীহ ও যয়ীফ হাদীসের আলোকে মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন প্রকারের কামীস পরিধান করতেন। কোনোটির ঝুল ছিল টাখনু পর্যন্ত। কোনোটি কিছুটা খাট হাঁটুর নিম্ন পর্যন্ত ছিল। কোনোটির হাতা ছিল হাতের আঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত। কোনোটির হাতা কিছুটা ছোট এবং কব্জি পর্যন্ত ছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন,

إِنَّ النبيَّ ﷺ لَبِسَ قَمِيْصًا وكَانَ فَوْقَ الكَعْبَيْنِ وكَانَ كُمُّهُ مَعَ الأَصَابِعِ

"নবীজী ﷺ একটি কামীস পরিধান করেন যার ঝুল ছিল তাঁর টাখনুদ্বয়ের উপর পর্যন্ত এবং তার হাতা হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত ছিল।"

---

[১৯] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৮৪, মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২১৪০।
[২০] তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৬/৩১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২১।
[২১] যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৩/২৩৩।

হাদীসটির সনদ সামগ্রিক বিচারে গ্রহণযোগ্য।[২২]

এ অর্থে ইতোপূর্বে একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, উমার (রা) নতুন জামা পরিধান করে জামার আস্তিনদ্বয় আঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত রেখে অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলেন এবং বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছেন।

আসামা বিনতু ইয়াযিদ (রা) বলেন,

كَانَ كُمُّ يَدِ [قَمِيْصِ] رَسُوْلِ الله ﷺ إِلَى الرَّسْغِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত ছিল।" হাদীসটি হাসান।[২৩]

এ অর্থে আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকেও একটি হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।[২৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন,

كَانَ عَلَى رَسُوْلِ الله ﷺ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ قَمِيْصٌ مِنْ قُطْنٍ وَجُبَّةٌ مَحْشُوَّةٌ وَرِدَاءٌ وَسَيْفٌ

"হুদাইবিয়ার দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গায়ে একটি সুতি কামীস, একটি মোটা জুব্বা, একটি চাদর ও একটি তরবারী ছিল।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[২৫]

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন :

إِنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ كَانَ لَهُ قَمِيْصٌ مِنْ قُطْنٍ [قَصِيْرُ الطُّولِ] قَصِيْرُ الكُمَّيْنِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি খাট ঝুল ও খাট হাতা সুতি কামীস ছিল।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[২৬]

---

[২২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১৭; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৫৫; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৮৪; আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, যায়ীফুল জামিয়িস সাগীর পৃ ৬৬৫; আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ পৃ: ২৯৩। হাদীসটির সনদ দুর্বল, তবে অন্যান্য সনদে একই অর্থে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ফলে এই অর্থের সবগুলি হাদীস একত্রে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। বুসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ ৪/৮৬।

[২৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৩৮। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[২৪] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২১।

[২৫] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৬/১৪৬।

[২৬] বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৫৪, আবদ ইবনু হুমাইদ, আল-মুসনাদ ১/৩৬৯; ইবনু হাজার আসকালানী, আল-মাতালিবুল আলিয়্যাহ ৩/১১; আলবানী, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর, পৃ: ৬৬৫; আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যায়ীফাহ ৫/৪৭২-৪৭৮।

উপরের কয়েকটি হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জামার ঝুল ছিল টাখনু পর্যন্ত এবং জামার হাতা ছিল হাতের আঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত। তাহলে এ হাদীসে 'খাট ঝুল ও খাট হাতা' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। আমরা জানি যে, এ প্রকারের হাদীসের উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। তার পরেও এর অর্থ আলোচনা করেছেন মুহাদ্দিসগণ। মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, এখানে খাট হাতা বলতে কব্জি পর্যন্ত হাতা বুঝানো হয়েছে। জামার হাতার দৈর্ঘের বিষয়ে দুই প্রকার বর্ণনা আছেঃ আঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত ও কব্জি পর্যন্ত। এ হাদীসটিকে তাঁরা দ্বিতীয় বর্ণনার সমার্থক বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ লম্বা হাতা বলতে আঙ্গুল ঢাকা হাতা ও খাট হাতা বলতে কব্জি পর্যন্ত হাতা বুঝানো হয়েছে।[২৭]

দ্বিতীয় প্রশ্ন, এ হাদীসে 'খাট ঝুল' বলতে কি বুঝানো হচ্ছে? পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, অনেক সময় তৎকালীন আরবগণ কামীসের নিচে কোনো পাজামা বা লুঙ্গি না পরে শুধু একটি কামীস পরিধান করেই চলাফেরা ও সালাত আদায় করতেন। এতে স্বভাবতই বুঝা যায় যে জামা বা কামীসের ঝুল খাট হলে তা সর্বাবস্থায় হাঁটুর কিছুটা নিচে থাকত। এতে মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জামার ঝুল কখনো 'টাখনু'-র উপর পর্যন্ত থাকত এবং কখনো কিছুটা উপরে হাঁটুর কিছু নিচে পর্যন্ত তার ঝুল থাকত। আল্লাহই ভাল জানেন।

সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগের বিবরণ থেকেও বুঝা যায় যে, জামার ঝুল সাধারণত টাখনু বা গোড়ালির গাট পর্যন্ত থাকত। কারো কারো কামীস বা জামার ঝুল 'নিসফ সাক' পর্যন্ত থাকত। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (৭৩ হি), তাবিয়ী ইবরাহীম নাখয়ী (৯৭ হি), উমার ইবনু আব্দুল আযীয (১০১ হি), কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাকর (১০৬ হি) প্রমুখের কামীসের ঝুল টাখনু পর্যন্ত থাকত বলে বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে সাহাবী আনাস ইবনু মালিক (৯২ হি) ও অন্যান্যের জামার ঝুল নিসফ সাক পর্যন্ত ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে।[২৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বা সাহাবী-তাবিয়ীদের যুগে এর চেয়ে ছোট ঝুলের কামীস বা জামা ব্যবহার করা হতো বলে কোনো স্পষ্ট বর্ণনা আমার চোখে পড়েনি। তবে বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যে কোনো প্রকারের জামা, তা বুক পর্যন্ত হলেও তাকে কামীস বলা হতো।

---

[২৭] সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান, <u>শারহু সুনান ইবনি মাজাহ</u>, পৃঃ ২৫৬।
[২৮] হান্নাদ ইবনু আস-সুররী (২৪৩হি), <u>আয-যুহদ</u> ২/৩৭১; ইবনু আবী শাইবা, <u>আল-মুসান্নাফ</u> ৫/১৬৮-১৬৯।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ (فِيْ رِوَايَةِ الْحَكِيْمِ التِرْمِذِيِ: فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيْصُهُ إِلَىْ سُرَّتِهِ وَمِنْهُم مَنْ كَانَ قَمِيْصُهُ إِلَىْ رُكْبَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيْصُهُ إِلَىْ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ) وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا مَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الدِّيْنَ.

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় স্বপ্নে আমাকে মানুষদের কামীস বা জামা পরিহিত দেখানো হলো। তাদের কারো কামীস স্তন বা বুক পর্যন্ত, কারো কামীস আরো নিচে ঝুলে রয়েছে। (হাকীম তিরমিযীর বর্ণনায়: কারো কামীস নাভি পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত ও কানো নিসফ সাক পর্যন্ত।) এরপর উমার আসলেন। তার কামীস মাটি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন কিভাবে? তিনি বলেন: আমি এর দ্বারা 'দীন' বুঝলাম। (কামীস বা জামা দীনের প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে। যে দীন পালনে যত সুদৃঢ় ও যার দীনদারী যত পূর্ণ তার কামীস তত বড় দেখানো হয়েছে।)[২৯]

এ হাদীসে আমরা দেখছি যে, 'কামীস' বুক পর্যন্ত বা নাভি পর্যন্তও হতে পারে। তবে এ প্রকারের কামীস ব্যবহারের প্রচলন তাঁদের মধ্যে ছিল বলে কোনো বর্ণনা আমরা দেখতে পাই নি।

৩. ৩. ৩. জামার বোতাম

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জামার বোতাম ছিল, তবে তিনি সাধারণত বোতাম লাগাতেন না। এ বিষয়ে দুটি হাদীস আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। এক হাদীসে তাবিয়ী যাইদ বিন আসলাম বলেন: আমি ইবনু উমার (রা)কে দেখলাম জামার বোতামগুলি খুলে সালাত আদায় করছেন। আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: "আমি নবীজী ﷺ কে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি।"

---

[২৯] বুখারী, আস-সাহীহ ১/১৭; মুসলিম, আস-সাহীহ ৪/১৮৫৯; ইবনু হিব্বান, আস-সাহীহ ৬/৪৬৫; মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/৪৬৫।

অন্য হাদীসে কুররা ইবনে ইয়াস বলেছেন: "আমি মুযাইনাহ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আগমন করলাম এবং তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। এসময়ে তাঁর কামীসের বোতামগুলি খোলা ছিল।..."

এ সকল হাদীসে বলা হয়েছে যে, **'তাঁর জামার বোতামগুলি'** খোলা ছিল। এ থেকে মনে হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কামীস বা জামার তিন বা ততোধিক বোতাম ছিল। তিনি এ সকল বোতামের কোনো বোতামই লাগাতেন না। ফলে জামার গলার পিঠের দিক থেকে জামার ভিতরে হাত প্রবেশ করিয়ে পিঠের মোহরে নবুয়ত স্পর্শ করা সহজ ছিল।

এ অর্থে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামার বোতাম খোলা অবস্থায় ব্যবহার করতেন এবং এভাবেই সালাত আদায় করতেন। পরবর্তী কালে অনেক সাহাবী ও তাবিয়ী এভাবে জামার বোতাম সর্বদা খুলে রাখতেন এবং এভাবেই বোতাম খোলা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন।[৩০]

এ সকল হাদীসে (محللة أزراره، أزراره محلولة، محلل الأزرار), অর্থাৎ "বোতামগুলি খোলা" বা অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এথেকে বুঝা যায় যে তাঁদের জামার একাধিক বোতাম ছিল, কিন্তু তাঁরা তা লাগাতেন না।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ শামী উল্লেখ করেছেন যে, একটি বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জামার বোতাম ছিল না।[৩১] আমার নিকট হাদীস ও সীরাত বিষয়ক যত গ্রন্থ রয়েছে সেগুলিতে অনেক খুঁজেও আমি এ বর্ণনাটি দেখতে পাই নি। তবে উপরের হাদীসগুলির ব্যাখ্যায় কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, 'বোতামগুলি খোলা ছিল' অর্থ 'তার জামা 'বোতাম-মুক্ত' বা 'বোতাম-বিহীন' ছিল।[৩২]

অপরদিকে ইমাম গাযালী (৫০৫ হি) লিখেছেন:

وَكَانَ قَمِيْصُهُ مَشْدُوْدَ الأَزْرَارِ، وَرُبَّمَا حَلَّ الأَزْرَارَ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا

"তাঁর কামীস বা জামার বোতামগুলি লাগানো থাকত। কখনো কখনো তিনি সালাতে ও সালাতের বাইরে বোতামগুলি খুলে রাখতেন।"[৩৩]

---

[৩০] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৬৪-১৬৫।
[৩১] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, আস-সীরাহ ৭/২৯৫।
[৩২] মোল্লা আলী কারী, মিরকাত ৮/১৪৩।
[৩৩] গাযালী, আবূ হামিদ (৫০৫হি) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৪০৫।

তাঁর বোতামগুলি খুলে রাখার বিষয়ে আমরা একাধিক হাদীস ইতোপূর্বে দেখেছি। কিন্তু বোতাম লাগিয়ে রাখার বিষয়ে কোনো সনদসহ বর্ণনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

৩. ৩. ৪. জামার সাথে লুঙ্গি, পাজামা বা চাদর ব্যবহার

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বা তাঁর সাহাবীগণ কামীস বা জামার সাথে অন্য কিছু পরিধান করতেন কিনা? আমরা জানি যে, তাঁরা ইযার বা লুঙ্গির সাথে রিদা বা চাদর পরিধান করতেন। দুই প্রস্ত কাপড়ে শরীরের নিম্নাংশ ও ঊর্ধ্বাংশ আবৃত হয়। জামা বা কামীস লম্বা হলে একটি কামীসেই ইযার ও চাদরের উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। তাহলে এক্ষেত্রে কামীস বা জামার সাথে তাঁরা লুঙ্গি বা পাজামা পরিধান করতেন কিনা?

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কখনো পাজামা পরিধান করেছেন বলে কোনো হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে তিনি জামা বা কামীসের নিচে লুঙ্গি বা পাজামা পরিধান করতেন বলে মনে হয়।

উপরের কয়েকটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামার বোতাম খুলে রাখতেন এবং সেই অবস্থায় সালাত আদায় করতেন। এ থেকে মনে হয় যে, তিনি তাঁর জামার নিচে লুঙ্গি বা পাজামা পরিধান করতেন। কারণ অন্য একটি সহীহ হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, জামার নিচে অন্য কোনো পোশাক না থাকলে জামার বোতাম লাগাতে হবে। এ থেকে আমরা আমরা অনুমান করতে পারি যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সম্ভব হলে জামার নিচে লুঙ্গি বা পাজামা পরিধান করতেন এবং সেজন্য জামার বোতাম খোলা রাখতেন।

ইতোপূর্বে আলোচিত একটি হাদীসে আমরা এ বিষয়ে উমারের (রা) মতামত জানতে পেরেছি। আমরা দেখেছি, উক্ত হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন: "একব্যক্তি নবীজী ﷺ কে প্রশ্ন করে শুধু একটি কাপড়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কে। তিনি বলেন: তোমাদের সকলের কি দুটি কাপড় আছে? এরপর উমারের (রা) শাসনামলে একব্যক্তি তাঁকে এ প্রশ্ন করে। তিনি উত্তরে বলেন: আল্লাহ যখন প্রশস্ততা দান করেছেন, তখন তোমরাও প্রশস্ততা অবলম্বন কর। ব্যক্তির উচিত তার কাপড় একত্রে পরিধান করে সালাত আদায় করা: ইযারের সাথে চাদর, ইযারের সাথে কামীস বা ইযারের সাথে কাবা পরিধান করে সালাত আদায় করা। অথবা পাজামার সাথে চাদর, পাজামার সাথে কামীস বা পাজামার সাথে কাবা পরিধান করে সালাত আদায় করা।

অথবা তুব্বান বা হাফ প্যান্টের সাথে কাবা বা হাফ প্যান্টের সাথে কামীস পরিধান করে সালাত আদায় করা উচিত। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন: উমার (রা) সম্ভবত আরো বলেন: অথবা হাফ প্যন্টের সাথে চাদর পরিধান করে সালাত আদায় করা উচিত।"

এ হাদীসে শরীরের উর্ধ্বাংশের জন্য তিন প্রকারের পোশাক: চাদর, জামা ও কোর্তা এবং নিম্নাংশের জন্য তিন প্রকারের পোশাক: খোলা লুঙ্গি, পাজামা ও হাফ প্যান্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভব হলে সালাতের মধ্যে কামীস বা জামার সাথে লুঙ্গি, পাজামা বা হাফ-প্যান্ট পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে, কামীস বা জামার সাথে লুঙ্গি, বড় পাজামা, হাফ পাজামা পরার প্রচলন তাঁদের মধ্যে ছিল।

একটি দুর্বল সনদের হাদীসে কামীসের সাথে লুঙ্গি পরার নির্দেশনা পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে:

لَا تَمْشُوا فِي الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَعَلَيْكُمُ الْقُمُصُ إِلَّا وتَحْتَها الْأُزُرُ

"নিচে ইযার (লুঙ্গি) না পরে শুধু কামীস (জামা) পরে বাজারে বা মসজিদে চলাফেরা করবে না।" হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কামীসের সাথে চাদর পরিধান করতেন বলে জানা যায়। যাইদ ইবনু সা'নাহ (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনার দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে বলেন:

فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জামা ও চাদর একত্রে ধরে টান দিলাম।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৩৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ লুঙ্গি, জামা ও চাদর তিন প্রকার কাপড় একত্রে পরিধান করেছেন বলে একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়। ইমাম সুলাইমান ইবনু আহমদ আত-তাবারানী (মৃ ৩৬০ হি) তার 'মুসনাদুশ শামিয়্যীন' গ্রন্থে অত্যন্ত দুর্বল সনদে হাদীসটি সংকলিত করেছেন। মাসলামাহ ইবনু আলী (১৯০ হি) নামক একজন অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, (প্রসিদ্ধ তাবিয়ী) হারীয ইবনু উসমান (১৬৩ হি) আমাকে বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর আল-মাযিনীর (৯৬হি) নিকট যেয়ে তাকে

---

[৩৪] তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৭/২৩৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৩৯।
[৩৫] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৭০০, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/২৩৯।

প্রশ্ন করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পোশাক কেমন ছিল? তিনি বলেন:

كَانَ إِزَارُهُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وقَمِيصُهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَرِدَاؤُهُ فَوْقَ الْقَمِيصِ

"তাঁর ইযার থাকত গোড়ালির গাটের (টাখনুর) উপরে, আর কামীস (জামা) থাকত তার উপরে এবং চাদর কামীসের উপরে।"[৩৬]

হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) থেকে এবং তাবিয়ী হারীয ইবনু উসমান থেকে অনেক মুহাদ্দিস অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসটি উপরোক্ত মাসলামাহ নামক ব্যক্তি ছাড়া কেউ বর্ণনা করেন নি। মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন যে, মাসলামাহর বর্ণিত সকল হাদীসই ভুল ও বিক্ষিপ্ততায় ভরা। এজন্য এ হাদীসটিও তার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল ও বিকৃত বর্ণনা বলেই মনে হয়।[৩৭]

সাহাবীগণও এভাবে কামীস বা জামার সাথে লুঙ্গি ও চাদর উভয়ই পরিধান করতেন বলে জানা যায়। আবুল মুতাওয়াক্কিল বলেন :

إِنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقِهِ وقَمِيصُهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَرِدَاؤُهُ فَوْقَ القَمِيْصِ

"তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে (রা) দেখেন, তাঁর ইযার বা লুঙ্গি ছিল পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত, তাঁর জামা আরেকটু উপরে এবং তাঁর চাদর জামার উপরে ছিল। হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩৮]

সাহাবী ও তাবিয়ীগণের মধ্যে এভাবে তিনপ্রস্থ কাপড় একত্রে পরিধন করার প্রচলন ছিল বলে আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে। তাঁরা লুঙ্গি পরতেন পায়ের মাঝামাঝি বা টাখনুর উপর পর্যন্ত ঝুলিয়ে। জামার ঝুল থাকত লুঙ্গির সামান্য উপরে। আর এর উপর তাঁরা চাদর পরিধান করতেন।[৩৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এর যুগে মহিলাগণও কামীস বা জামার সাথে ইযার বা খোলা লুঙ্গি পরিধান করতেন বলে হাদীস থেকে জানা যায়। ইনশা আল্লাহ, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

---

[৩৬] তাবারানী, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ২/১৩০।
[৩৭] ইবনু আদী, আল-কামিল ৬/৩১৩-৩১৭।
[৩৮] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১২/২৬৮; ইবনু হাজার, আল-মাতালিবি আলিয়াহ ৩/২০; বূসীরী, মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাহ ৩/৪০২।
[৩৯] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৬/১০১।

সাহাবীগণ জামার সাথে পাজামা পরতেন বলে জানা যায়। নু'আইম ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন,

رَقِيتُ يَوْمًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ مِنْ تَحْتِ قَمِيصِهِ

"আমি একদিন আবূ হুরাইরার (রা) সাথে মসজিদের ছাদের উপর উঠলাম, তখন তাঁর পরণে ছিল জামা ও জামার নিচে পাজামা।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৪০]

আবূ রুহম আস-সাময়ী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ مِنْ لِبْسَةِ الأَنْبِيَاءَ الْقَمِيْصَ قَبْلَ السَّرَاوِيْل

"পাজামার পূর্বে জামা পরিধান করা নবীগণের পোশাক ব্যবহার পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।"

হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে, তবে আল্লামা হাইসামী হাদীসটিকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৪১] হাদীসটি থেকে আমরা জামা বা কামীসের 'ফযীলত' বুঝতে পারি। সাথে সাথে জামার সাথে পাজামা পরিধানের প্রচলনের বিষয় জানা যায়।

৩. ৩. ৫. কামীস বিষয়ক হাদীসগুলির প্রতিপাদ্য

ক. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে আরবদের মধ্যে কামীস অর্থাৎ জামা বা পিরহানের প্রচলন লুঙ্গি-চাদরের চেয়ে কম ছিল। তবে প্রচলনে অপেক্ষাকৃত কম হলেও পছন্দের দিক থেকে কামীসের ব্যবহার রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশি ভালবাসতেন। এভাবে হাদীস দ্বারা কামীস পরিধানের ফযীলত প্রমাণিত হয়, লুঙ্গি-চাদরের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো ফযীলত বর্ণিত হয়নি।

---

[৪০] আহমদ, আল-মুসনাদ ২/৪০০; আহমদ শাকির, মুসনাদ আহমদ ১৮/১৬, নং ৯১৮৪; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/৫৭, শু'আবুল ঈমান ৩/১৬।

[৪১] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২২/৩৩৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/১৮১, আলবানী, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর পৃ: ২৮৮, নং ১৯৮৬।

খ. শরীরের জন্য কেটে ও সেলাই করে বানানো যে কোনো জামা আরবীতে 'কামীস' বলে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের ব্যবহৃত জামা আমাদের দেশে প্রচলিত পিরহান জাতীয় ছিল। জামার ঝুল নিসফ সাক বা টাখনুর উপর পর্যন্ত ছিল। জামার হাতা ছিল কবজি বা আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত।

গ. জামার সামনের দিক সম্পূর্ণ খোলা হলে তাকে সাধারণত আরবীতে কামীস বলা হয় না। তাকে কাবা (কোর্তা), জুব্বা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। কামীসের গলার কাছে কিছুটা স্থান কেটে খোলা রাখা হয় পরিধানের জন্য। এ স্থানে সাধারণত বোতাম ব্যবহার করা হতো। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাঁদের জামায় একাধিক বোতাম থাকত। তবে তাঁরা অনেক সময় বোতাম লাগাতেন না বলে আমরা দেখেছি। বোতামবিহীন জামা তাঁরা ব্যবহার করেছেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

ঘ. তৎকালীন যুগে কামীস বা জামা পরিধান করলে তার সাথে পাজামা, লুঙ্গি বা হাফপ্যান্ট পরিধানের প্রচলন ছিল, তবে তা সর্বজনীন ছিল না। অনেকেই শুধু একটি জামা পরিধান করেই চলাফেরা ও সালাত আদায় করতেন। জামার উপরে বা নিচে কোনো কিছুই তারা পরতেন না। আবার অনেকে জামার সাথে লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করতেন। কেউ কেউ জামার সাথে পাজামা পরিধান করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে জামার নিচে লুঙ্গি বা পাজামা পরেছেন কিনা তা কোনো সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত হয়নি। দুএকটি দুর্বল হাদীসে জামার সাথে অন্য পোশাক ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৩. ৪. পাজামা

আরবিতে ব্যবহৃত (سراويل) "সারাবীল" বা "সিরওয়াল" শব্দটি মূলত ফারসী ভাষা থেকে গৃহীত। শাব্দিকভাবে "সিরওয়াল" বা "সারাবীল" বলতে সেলোয়ার, পাজামা, প্যান্ট ইত্যাদি পোশাক বোঝানো হয়, যেগুলি শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয় এবং দুই পা পৃথকভাবে আবৃত করা হয়। ইংরেজিতে (trousers, pants, panties)[৪২]

৩. ৪. ১. লুঙ্গির চেয়ে পাজামার ব্যবহার কম ছিল

জাহিলিয়্যাতের যুগ থেকেই পাজামা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত ছিল। নাম থেকে অনুমান করা হয় যে, "সারাবীল" বা পাজামার ব্যবহার পারস্য ও অন্যান্য জাতি থেকে আরবদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। এজন্য কোনো কোনো সাহাবী পাজামার

[৪২] বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী ৪/৭২; ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/৪২৮; Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, p 408.

পরিবর্তে আরবীয় "ইযার" বা খোলা লুঙ্গি পরিধান করাকে উত্তম মনে করতেন এবং উৎসাহ প্রদান করতেন। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে উমার (রা) এর মতামত সম্বলিত হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি, যেখানে তিনি পাজামার পরিবর্তে ইযার বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরিধানে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

এ থেকে মনে হয়, পাজামার ব্যবহার আরবদের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও তাঁদের কেউ কেউ পাজামার চেয়ে ইযার বা লুঙ্গির ব্যবহার বেশি পছন্দ করতেন। এমনকি কোনো কোনো সাহাবী জীবনে কখনো পাজামা পরেননি বলে জানা যায়। খলীফা উসমান ইবনু আফফানের (রা) খাদেম আবূ সাঈদ মুসলিম তাঁর শাহাদতের দিনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন:

أَعْتَقَ عِشْرِينَ عَبْدًا مَمْلُوكًا، وَدَعَا بِسَرَاوِيلَ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْبَسْهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالُوا لِي اصْبِرْ فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ ثُمَّ دَعَا بِمُصْحَفٍ فَنَشَرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُتِلَ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ

"তিনি ২০ জন ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করেন। একটি পাজামা চেয়ে নেন এবং মজবুত করে তা পরিধান করেন। তিনি তাঁর জীবনে, ইসলাম গ্রহণের আগে বা পরে কখনো সেলোয়ার বা পাজামা পরেন নি। (নিহত হলে মৃতদেহের সতর অনাবৃত হতে পারে ভয়ে তিনি পাজামা পরিধান করেন।) তিনি বলেন: গত রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বকর (রা) ও উমারকে (রা) স্বপ্নে দেখেছি, তাঁরা বলেছেন: তুমি ধৈর্য ধারণ কর; আগামীকাল তুমি আমাদের সাথে সকালের খাদ্য গ্রহণ করবে। এরপর তিনি কুরআন কারীম চেয়ে নিয়ে খুলে পড়তে শুরু করেন। কুরআনের সামনেই তাকে শহীদ করা হয়।" বর্ণনাটির সনদ সহীহ।[৪৩]

অপরদিকে সাহাবী-তাবিয়ীগণের কেউ কেউ পাজামাকে বেশি পছন্দ করতেন, কারণ তা সতর আবৃত করার জন্য বেশি উপযোগী। তাবিয়ীদের যুগের কেউ কেউ বলতেন যে, আরব ও ইহুদী জাতির পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম পাজামা পরিধান করেন।[৪৪]

---

[৪৩] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/৯৬-৯৭।
[৪৪] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৭১; ইবনু আব্দুল বারর, আত-তামহীদ ১২/১৭১-১৭২।

৩. ৪. ২. পাজামা ব্যবহারের ব্যাপকতা

কোনো কোনো সাহাবী কর্তৃক পাজামা পরিধানের চেয়ে ইযার পরিধান বেশি পছন্দ করার অর্থ এ নয় যে, পাজামার ব্যবহার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে ছিল না বা অপছন্দনীয় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগে পাজামার প্রচলন ছিল। তবে তা ইযারের চেয়ে কম ব্যবহৃত হতো। শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য ইযারই ছিল প্রধান পোশাক। তবে তার পাশাপাশি পাজামা বা সেলোয়ারের ব্যবহার সুপরিচিত ছিল। হাদীস শরীফে অগণিত স্থানে "সারাবীল" বা পাজামার উল্লেখ থেকেই এ কথা বুঝা যায়। হজ্জের সময় হজ্জ পালনকারী পুরুষ ও নারী কি পোশাক পরিধান করবেন ও কি পোশাক পরিধান করবেন না সে বিষয়ক অনেক সহীহ হাদীস হাদীসগ্রন্থগুলিতে সংকলিত হয়েছে। এ সকল হাদীসে বলা হয়েছে, হজ্জ বা উমরার ইহরামকারী পুরুষ 'সারাবীল' বা পাজামা পরিধান করবে না। তবে যদি সে ইযার বা খোলা লুঙ্গি না পায় তাহলে পাজামা পরতে পারে। আর মহিলারা ইহরাম অবস্থায় পাজামা পরিধান করতে পারবেন। এ সকল হাদীস সে যুগে পাজামার ব্যাপক প্রচলন প্রমাণ করে।[৪৫]

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, একটি হাদীসে পাজামার উপরে চাদর না পরে, শুধু পাজামা পরে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকেও বুঝা যায় যে, পাজামার প্রচলন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সমসাময়িক আরবদের মধ্যে ব্যাপক ছিল। এমনকি শুধু পাজামা পরিধান করে চলাফেরার অভ্যাস তাদের ছিল। এজন্য তিনি শুধু পাজামা পরে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

৩. ৪. ৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক পাজামা ক্রয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাজামা ক্রয় করেছেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুওয়াইদ ইবনু কাইস (রা) বলেন,

جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ [وَنَحْنُ بِمِنًى] فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: يَا وَزَّانُ، زِنْ وَأَرْجِحْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ.

---

[৪৫] বুখারী, আস-সহীহ ১/৬২, ১৪৩, ৬৫৪, ৫/২১৮৪-২১৮৬, ২১৯৯; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮৩৪-৮৩৮।

আমি ও মাখরাকা আবদী দুজনে কিছু কাপড় নিয়ে বিক্রয়ের জন্য মক্কায় এসেছিলাম। (হজ্জ মৌসুমে আমরা যখন মিনায় রয়েছি তখন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করেন এবং একটি পাজামা দামদর করে ক্রয় করেন। আমাদের কাছে একজন ওজনদার মূল্য হিসাবে প্রদত্ত দ্রব্য ওজন করে বুঝে নিচ্ছিল। তিনি তাকে বলেন: সঠিকভাবে ওজন কর এবং বাড়িয়ে দাও। (তিনি পাজামাটির মূল্য হিসাবে প্রদত্ত দ্রব্য নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে একটি বেশি প্রদান করেন।) অন্য বর্ণনায় সুওয়াইদ বলেন: হিজরতের পূর্বেই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট একটি পাজামা বিক্রয় করেছিলাম।"[৪৬]

৩. ৪. ৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক পাজামা পরিধান

উপরের হাদীস থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে পাজামা পরিধান করতেন এবং নিজের ব্যবহারের জন্যই তিনি তা ক্রয় করেছিলেন।[৪৭] তবে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। তিনি পাজামা পরেছেন বলে একটি অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। হাদীসটিতে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পাজামা ক্রয় করতে দেখে তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি পাজামা পরিধান করেন কিনা। তিনি উত্তরে বলেন:

أَجَلْ، فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَبِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنِّي أُمِرْتُ بِالسَّتْرِ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَسْتَرَ مِنْهُ

"হ্যাঁ, বাড়িতে অবস্থানের সময় ও সফরের সময়, রাতে এবং দিনে (সর্বদা); কারণ আমাকে সতর আবৃত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পাজামার চেয়ে ভাল আবরণ আমি আর পাই নি।"[৪৮]

দ্বিতীয় হিজরী শতকের এক রাবী ইউসূফ ইবনু যিয়াদ আবূ আব্দুল্লাহ বাসরী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি দাবি করেন যে, তার উস্তাদ আব্দুর রাহমান ইবুন যিয়াদ আফরীকী তাকে এ হাদীসটি শুনিয়েছেন। ইমাম বুখারী, দারাকুতনী, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ ব্যক্তিকে মিথ্যা ও উল্টাপাল্টা হাদীস বর্ণনাকারী বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর উস্তাদ আফরীকী

---

[৪৬] তিরমিযী, আস সুনান ৩/৫৯৮; নাসাঈ, আস-সুনান ৭/২৮৪; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/২৪৫; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/৭৪৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৩৫, ৩৬, ৪/২১৩; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৪/৪৩৭-৪৩৮। হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৪৭] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/২৭২-২৭৩।

[৪৮] আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ ১১/২৩-২৫; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২২।

মিথ্যা হাসীস বানাতেন ও প্রচার করতেন বলে প্রসিদ্ধ। এজন্য এ হাদীসটিকে মুহাদ্দিসগণ অনির্ভরযোগ্য বরং মাউযূ বা বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন।[৪৯]

এ হাদীসটি অনির্ভরযোগ্য হলেও উপরের সহীহ হাদীস থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, তিনি পাজামা পরিধান করতেন।

মহিলাদেরকে পাজামা পরিধানে উৎসাহ দিয়ে দু-একটি দুর্বল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

৩. ৪. ৫. বড় পাজামা ও ছোট পাজামা

উপরে বর্ণিত একটি হাদীসে আমরা দুই প্রকার সেলোয়ার বা পাজামার কথা জানতে পেরেছি: (سراويل) বা পাজামা এবং (تبان) অর্থাৎ হাফ প্যান্ট বা ছোট্ট পাজামা। আল্লামা আইনী, ইবনুল আসীর প্রমুখ ভাষাবিদ ও ব্যাখ্যাকার লিখেছেন যে, এক বিঘত লম্বা জাঙ্গিয়া বা ছোট্ট পাজামাকে আরবিতে "তুব্বান" বলা হয়, যা শুধু (عورة مغلظة) বা লজ্জাস্থান আবৃত করে। জাহাজের নাবিক বা শ্রমিকদের মধ্যে এর প্রচলন খুব বেশি ছিল। তবে বিভিন্ন মুসলিম সমাজে এগুলিকে একটু লম্বা করে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে নেওয়ার প্রচলন ছিল ও আছে।[৫০]

উম্মু দারদা (রা) বলেন,

زَارَنَا سَلْمَانُ مِنَ الْمَدَائِنِ إِلَى الشَّامِ مَاشِيًا وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ واندرورد قال يَعْنِي سَرَاوِيلَ مُشَمَّرًا

"সালমান ফারসী (রা) মাদাইন (ইরান) থেকে সিরিয়া এসে আমাদের সাথে দেখা করেন, সে সময়ে তাঁর পরণে ছিল বড় চাদর ও গোটানো (হাঁটু ঢাকা) পাজামা।" হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[৫১]

(সিরওয়াল) স্বাভাবিক বড় পাজামার দৈর্ঘ, প্রস্থ ও ব্যবহার সম্পর্কে কোনো বিশদ বিবরণ হাদীসে পাওয়া যায় না। যে কোনো প্রকারের পাজামা, প্যান্ট বা সেলোয়ার জাতীয় পোশাকই ভাষাগতভাবে "সিরওয়াল" বলে গণ্য হবে এবং এ সকল হাদীসের নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত হবে, যতক্ষণ না তা অন্য কোনো দিক থেকে ইসলামী বিধানের বাইরে যায়।

---

[৪৯] যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৭/২৯৭; ইবনু হাজার, লিসানুল মিযান ৬/৩২১; ইবনুল জাওযী, আল-মাউযূআত ২/২৪৩-২৪৪; সুয়ূতী, আল-লাআলী আল-মাসনূআহ ২/২৬২-২৬৩; আন-নুকাতুল বাদী'আত, পৃ: ১৭১-১৭২; ইবনু ইরাক, তানযীহুশ শারীয়াহ আল-মারফূ'আহ ২/২৭২-২৭৩।

[৫০] ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়া ফী গারীবিল হাদীস ১/১৮১; ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/৮২।

[৫১] বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ ১২৭; আলবানী, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ, পৃ: ১৩৯।

সুতি হোক, পশমি হোক বা অন্য কোনো কাপড়ের তৈরি, কোমর বেশি প্রশস্ত হোক বা কম প্রশস্ত হোক, পায়ের কাছে বেশি প্রশস্ত হোক বা কম প্রশস্ত হোক, কোমরে ফিতা লাগানো হোক, রবার লাগানো হোক বা বেল্ট লাগানো হোক, সাদা, কালো বা অন্য কোনো রঙের হোক সবই পরিভাষাগত ভাবে "সিরওয়াল" বা পাজামা বলে গণ্য হবে এবং উপরের হাদীসগুলির নির্দেশিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

অপরদিকে যদি কোনো প্রকার "সিরওয়াল" ফ্যাশন বা পদ্ধতির দিক থেকে কোনো অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে নির্দিষ্ট হয়, বেশি পাতলা বা আটসাঁট হয়, সতর প্রকাশক হয় বা টাখনুর নিচে পরিহিত হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে।[৫২]

৩. ৪. ৬. বসে বা দাঁড়িয়ে পাজামা পরিধান

ইসলামী আদব বিষয়ক কোনো কোনো গ্রন্থে 'বসে পাজামা পরিধান করা ও দাঁড়িয়ে পাগড়ি পরিধান করা' সুন্নাত বা আদব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস আমার নজরে পড়ে নি। আমি অনেক চেষ্টা করেও এ বিষয়ে কোনো হাদীস খুজে পাইনি। বিষয়টি পরবর্তী যুগের আলিমদের মতামত বলেই মনে হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।[৫৩]

৩. ৪. ৭. পাজামা বিষয়ক হাদীসগুলির প্রতিপাদ্য

ক. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে নারী-পুরুষ সকলেই ইযার বা খোলা লুঙ্গির পাশাপাশি শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য পাজামা পরিধান করতেন। তবে পাজামার ব্যবহার লুঙ্গির চেয়ে কম ছিল।

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সাধারণত ইযার বা লুঙ্গি পরিধান করতেন। তিনি পাজামা পরিধান করেছেন বলে স্পষ্টরূপে কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত না হলেও তিনি পাজামা ক্রয় করেছেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত। আর পরিধানের জন্যই ক্রয় করা হয়।

গ. পাজামার সাথে শরীরের উপরিভাগের জন্য পিরহান জাতীয় জামা, বুক খোলা কোর্তা জাতীয় ছোট জামা বা চাদর পরিধানের প্রচলন ছিল।

ঘ. পাজামা পরিধানের ফযীলতে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। পাজামা পরিধানে উৎসাহ প্রদান করে, বিশেষত মহিলাদের পাজামা পরিধানে উৎসাহ প্রদান করে ২/১ টি অত্যন্ত দুর্বল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলির উপর নির্ভর করা যায় না। তবে সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগে অনেকে পাজামা পছন্দ করতেন কারণ তা সতর আবৃত করার বেশি উপযোগী।

---

[৫২] ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ১/৩৪১।
[৫৩] মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৪/৩৬২।

ঙ. পাজামা পরিধান পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীসে কোনোরূপ নির্দেশ পাওয়া যায় না। কাজেই দাঁড়িয়ে বা বসে যে কোনো ভাবে পাজামা পরিধান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কোনো একটি অবস্থাকে সুন্নাত বা আদব মনে করা ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়।

চ. হাঁটু পর্যন্ত ছোট পাজামা ও টাখনু পর্যন্ত বড় পাজামা প্রচলিত ছিল। কাপড়, রঙ, আকৃতি, সেলাই পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম হাদীসে প্রদান করা হয়নি। কাজেই এ সকল বিষয় মুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত। শরীয়তের অন্যান্য বিধিবিধানের মধ্যে থেকে প্রয়োজন ও প্রচলন অনুসারে ব্যবহৃত পাজামা, সেলোয়ার, পাতলুন ইত্যাদি সবই হাদীসে বর্ণিত 'সারাবীল' বা পাজামার বিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. ৫. জুব্বা ও কোর্তা

উপরের ৪ প্রকার পোশাক শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশ আবৃত করার মূল পোশাক, যা সাধারণত শরীরের সাথেই ব্যবহার করা হয়। নিম্নাংশের জন্য ইযার ও পাজামা এবং ঊর্ধ্বাংশের জন্য চাদর ও জামা।

এছাড়া অনেক পোশাক আছে যা মূল পোশাকের উপরে পরিধান করা হয় এবং ইচ্ছা করলে বা প্রয়োজন হলে সরাসরি গায়ের উপর চাপানো যায়। এগুলির অন্যতম জুব্বা ও কাবা বা কোর্তা। বুক খোলা হাতাওয়ালা প্রশস্ত বহিরাবণকে (গাউন) আরবীতে জুব্বা বলা হয়, যা সাধারণত মূল পোশাক অর্থাৎ জামা বা চাদরের উপরে পরিধান করা হয়।[৫৪] কাবাও এক প্রকার জুব্বা বা কোর্তা যা সাধারণত মূল পোশাকের উপরে পরা হয় এবং সামনে অথবা পিছনে সম্পূর্ণ খোলা থাকে। কাবাকে আরবিতে (قرطق) বা কোর্তাও বলা হয়।[৫৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময়ে জুব্বা বা কুর্তা পরিধান করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত জুম'আর দিনে বা সম্মানিত মেহমানদের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য তিনি জুব্বা বা কাবা পরিধান করতেন। কখনো কখনো তিনি শুধু জুব্বা পরিধান করেছেন বলেও বর্ণিত হয়েছে।

---

[৫৪] ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/১০৪; Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic p 110.

[৫৫] ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়া ৪/৪২; ইবনু মানযূর, লিসানুর আরব ১০/৩২৩; ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ২/৭১৩।

মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) বলেন :

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّيْ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ [مِنْ صُوفٍ] شَأْمِيَّةٌ [رُوْمِيَةٌ] [ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ] فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ.

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন: মুগীরা, পানির প্রাত্র লও। আমি পানির পাত্র হাতে নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগিয়ে আড়ালে চলে গেলেন এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরণ করলেন। তাঁর গায়ে সিরিয়া বা রোম থেকে আমদানী করা একটি পশমি জুব্বা ছিল। জুব্বাটির হাতাদুটি সঙ্কীর্ণ ছিল। তিনি ওযুর করার জন্য জুব্বাটির হাতা গুটিয়ে (কনুইয়ের উপরে তুলে) হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণতার কারণে তা হলো না। এজন্য তিনি জুব্বার নিচে দিয়ে হাত বের করলেন। তখন আমি ওযুর পানি ঢেলে দিলাম ও তিনি সালাতের জন্য ওযু করলেন।"[৫৬]

আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন,

قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىْ يُسْتَشْفَى بِهَا.

"আসমা বিনতু আবী বাক্‌র (রা) বলেন: এই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জুব্বা, এ কথা বলে তিনি একটি পারস্য দেশীয় শাল জাতীয় জুব্বা বের করে দেখান। জুব্বাটির কাঁধ-গলার কাছে রেশমের কাজ করা এবং তার সামনের খোলা দুই প্রান্তে রেশমের ফিতা লাগানো। তিনি বলেন: এ জুব্বাটি আয়েশার (রা) নিকট ছিল। তার মৃত্যুর পরে আমি নিয়েছি। নবীজী ﷺ এটি পরিধান

[৫৬] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪২; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২২৯-২৩০।

করতেন। তিনি জুম'আর দিন ও বাইরের প্রতিনিধিগণের সাথে দেখা করার জন্য এটি ব্যবহার করতেন। আমরা এ জুব্বা ধুয়ে সেই পানি রোগীদের সুস্থতার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি।[৫৭]

উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) বলেন :

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ مِنْ صُوفٍ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَصَلَّىْ بِنَا فِيهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهَا

"একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন, তখন তাঁর গায়ে রোম (সিরিয়া) থেকে আনা সঙ্কীর্ণ হাতা একটি পশমী জুব্বা ছিল। তিনি তখন আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর দেহে ঐ জুব্বাটি ছাড়া কিছুই ছিল না।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৫৮]

উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন,

أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একটি রেশমের তৈরি পিছন খোলা কাবা (কোর্তা) হাদিয়া দেওয়া হয়। তিনি তা পরে সালাত আদায় করেন। এরপর বিরক্তির সাথে খুব জোরে তা খুলে ফেলে দেন। অতঃপর বলেন: মুত্তাকীদের উচিত নয় এ (রেশমের) পোশাক পরিধান করা।"[৫৯]

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা জানতে পারছি যে, মূল পোশাকের উপরে বুক খোলা বড় জুব্বা, গাউন, কোট, ছোট কোট, কোর্তা, ছাদরিয়া ইত্যাদি ব্যবহারের প্রচলন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ছিল। তিনি নিজে শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য, সম্মানিত মেহমানদের সামনে গমনের জন্য বা ঈদ, জুম'আ ইত্যাদির জন্য তা পরিধান করতেন। এ সকল পোশাকের জন্য বিশেষ ফযীলত-জ্ঞাপক কোনো হাদীস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

---

[৫৭] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৪১; বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ, পৃ: ১২৭; আলবানী, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ, পৃ: ১৪০।

[৫৮] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৮০; বুসীরী, যাওয়াইদ ইবনি মাজাহ, পৃ: ৪৬৫; আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ, পৃ: ২৯২।

[৫৯] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪৭, ৫/২১৮৬। আরো দেখুন: বুখারী, আস-সহীহ ২/৯১৮; ৯৪০, ৫/২১৮৬, মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৩১-৭৩২, ৩/১৬৪৪।

৩. ৬. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পোশাকের রঙ

উপরে উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন রঙের পোশাক পরিধান করতেন। তিনি বিভিন্ন রঙের লুঙ্গি, বিভিন্ন রঙের চাদর ও অন্যান্য পোশাক পরিধান করতেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উপরে আলোচিত পাঁচ প্রকারের পোশাকের মধ্যে চাদর ও লুঙ্গির রঙ বিষয়ক হাদীস বেশি বর্ণিত হয়েছে। কারণ তিনি এ পোশাক বেশি পরিধান করতেন। এছাড়া কামীসের রঙ বিষয়কও কিছু হাদীস আমরা দেখতে পাব।

চাদর ও লুঙ্গি উভয় একই প্রকারের ও একই রঙের হলে তাকে (حلة) বা জোড়া পোশাক (suit) বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক সময় একই রঙের বিভিন্ন জোড়া পোশাক পরিধান করতেন। এক্ষেত্রে কোনোকোনো বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল রঙ সাধারণ মিশ্রিত ছিল। বিশেষত ইয়ামানী বুরদা, চাদর ও ইযারগুলি সম্পূর্ণ একরঙা হতো না। কাল সুতোর সাথে লাল, সবুজ বা অন্য রঙের মিশ্রণ থাকতো। যে রঙের প্রাধান্য থাকতো সেই রঙের কাপড় হিসাবে গণ্য হতো।

৩. ৬. ১. কাল রঙ

সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন,

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُـــرَحَّـــلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ

"এক সকালে নবীজী ঘর থেকে বের হলেন, তখন তাঁর পরণে ছিল কাল পশমের তৈরি একটি ডোরাকাটা কাপড়।"[৬০]

আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ (রা) বলেন,

اِسْتَسْقَىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَّبَهَا عَلَى عَاتِقَيْهِ (عَاتِقِهِ)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেন (ইসতিসকার সালাত আদায় করেন)। তখন তাঁর গায়ে ছিল

---

[৬০] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৪৯, ৪/১৮৮৩; নববী, শারহু সহীহ মুসলিম ১৪/৫৭-৫৮। এই কাপড় তাঁর স্ত্রীগণের ছিল, যা তাঁরা ইযার হিসাবে পরিধান করতেন। হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০৮-২০৯।

একটি কাল (বুটিদার) চাদর। তিনি চাদরটি উল্টিয়ে নিচের দিক উপরে দিতে চাইলেন। কিন্তু তা ভারি হওয়ায় তিনি কাঁধের উপরেই (ডান দিক বামে ও বাম প্রান্ত ডানে দিয়ে) তা ঘুরিয়ে নেন।" হাদীসটি সহীহ।[৬১]

ইতোপূর্বে উল্লিখিত এ বিষয়ক একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, আয়েশা (রা) বলেন, "নবীজী ﷺ একটি কাল 'বুরদা' বা চাদর পরিধান করেন। তখন তিনি বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, কি সুন্দরই না লাগছে এ কাল চাদরটি আপনার গায়ে। আপনার শুভ্র সৌন্দর্য এর কালর সাথে মিলছে আর এর কাল রঙ আপনার শরীরের শুভ্রতা বৃদ্ধি করছে। ..."

৩. ৬. ২. সবুজ রঙ

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেনঃ

كَانَ أَحَـــبُّ الأَلْـــوَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخُـــضْـــرَةَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় রঙ ছিল সবুজ রঙ।" হাদীসটি সহীহ।[৬২]

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবুজ রঙ পছন্দ করতেন। অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি সবুজ রঙের পোশাক নিজে পরিধান করতেন। আবূ রামসাহ (রা) বলেন,

رَأَيْـــتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَـــلَيْهِ بُـــرْدَانِ [ثَـــوْبَانِ] أَخْـــضَـــرَانِ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একজোড়া সবুজ চাদর (লুঙ্গি ও চাদর) পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলাম।" হাদীসটি সহীহ।[৬৩]

এছাড়া আরো একাধিক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি কখনো কখনো সবুজ লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করতেন।[৬৪]

---

[৬১] ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ২/৩৩৫; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৭/১১৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪৭৫।
[৬২] তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৬/৪০, ৮/৮১; হাইসামী, মাজামাউয যাওয়াইদ ৫/১২৯, আলবানী, সহীহুল জামি' ২/৮৪৮।
[৬৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১১৯; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৮৬; নাসাঈ, আস-সুনান ৩/১৮৫, ৮/২০৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৬৬৪; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৫/৭৮-৭৯।
[৬৪] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/৩১২।

৩. ৬. ৩. সাদা রঙ

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

"তোমরা সাদা রঙের পোশাক পরিধান করবে; কারণ সাদা পোশাক সর্বোত্তম পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ের কাফন পরিধান করাবে।" হাদীসটি সহীহ।[৬৫]

সাদা পোশাক পরিধানের নির্দেশনা জ্ঞাপক আরো কিছু হাদীস আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, সামুরা ইবনু জুনদুব ও অন্যান্য সাহাবী (রা) থেকে বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৬৬] এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি সাদা পোশাক পছন্দ করেছেন এবং তা ব্যবহার করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি নিজে কখনো কখনো সাদা পোশাক পরিধান করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তারিক ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মুহারিবী (রা) বলেন :

فَلَمَّا ظَهَرَ الإِسْلامُ خَرَجْنَا فِي ذَلِكَ حَتَّى نَزَلْنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ ....
فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ إِذْ أَتَانَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ فَسَلَّمَ....

"মদীনায় ইসলামের বিজয়ের পরে আমরা সেখানে গমন করি। আমরা মদীনার নিকটবর্তী একস্থানে অবতরণ করি। আমরা বসে ছিলাম এমতাবস্থায় দুটি সাদা কাপড় পরিহিত একব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে সালাম প্রদান করলেন...।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৬৭]

একটি দুর্বল সনদের হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুয়ত প্রাপ্তির পরে সর্বপ্রথম তিনি তাঁকে যখন দেখেন তখন তিনি দুটি সাদা কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) পরিধান করে ছিলেন।"[৬৮]

অন্য একটি সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, ইবরাহীম (আ) যখন ইসমাঈলকে (আ) কুরবানী করতে উদ্যত হন তখন ইসমাঈলের পরনে একটি সাদা কামীস ছিল।[৬৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ও পরবর্তী কালে সাহাবীগণের মধ্যেও সাদা লুঙ্গি, চাদর, জামা (কামীস) ইত্যাদি পোশাক ব্যবহারের প্রচলন ছিল।[৭০]

---

[৬৫] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৩১৯; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৮, ৫১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০৫; আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ ৪/৩০০।
[৬৬] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১১৭; নাসাঈ, আস-সুনান ৮/২০৫; মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/১২৯।
[৬৭] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১৪/৫১৮; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ২৯৩-২৯৫।
[৬৮] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১০/১৮৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/২২২।
[৬৯] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/২৫৯, ৮/২০১।
[৭০] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/২৪৯, ৭/১৩৯, ৯/৭৪; বূসীরী, মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাহ ৩/৩৯৩-৩৯৪।

৩. ৬. ৪. লাল রঙ

লাল রঙের পোশাক পরিধান করার বিষয়ে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে বাহ্যত বৈপরীত্য রয়েছে। কিছু হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল রঙের লুঙ্গি, চাদর ইত্যাদি পরিধান করতেন। অপরদিকে অন্য কিছু হাদীসে লাল রঙের পোশাক পরিধান করতে পুরুষদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

৩. ৬. ৪. ১. লাল রঙের বৈধতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল রঙের লুঙ্গি ও চাদর বা জোড়া কাপড় পরিধান করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

বুখারী-মুসলিম সংকলিত হাদীসে আবূ জুহাইফা (রা) বলেন,

[أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ] رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذَاكَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّىْ إِلَىْ الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ (الظُّهْرَ) رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَةِ

"আমি (বিদায় হজ্জের শেষে) মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আগমন করি। তখন তিনি (মিনা থেকে ফিরে) আবতাহ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। একটি লাল চামড়ার তাবুর মধ্যে তাঁকে দেখলাম। দেখলাম যে, বেলাল (রা) তাঁর ওযুর পরের অবশিষ্ট পানি নিয়ে আসলেন এবং উপস্থিত মানুষেরা সেই ওযুর পানি (বরকতের জন্য) গ্রহণ করতে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন। যাঁর হাতে পানির ছিটেফোটা পড়ল তিনি তা দিয়ে নিজের শরীর মুছলেন। আর যিনি কিছুই পেলেন না তিনি অন্যের হাতের আর্দ্রতা গ্রহণ করলেন। এরপর দেখলাম বেলাল একটি বল্লম নিয়ে পুঁতে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ লাল রঙের একজোড়া কাপড় পরিধান করে বেরিয়ে আসেন। তাঁর লুঙ্গির

নিম্নপ্রান্ত উপরে উঠানো ছিল (পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত লুঙ্গি পরে ছিলেন)। তিনি ঐ বল্লমটি সামনে (সুতরা) রেখে সমবেত মানুষদের নিয়ে যোহরের সালাত দুই রাক'আত আদায় করলেন। আমি দেখলাম, বল্লমটির বাইরে দিয়ে মানুষ এবং জীবজানোয়ার চলাফেরা করছিল।"[৭১]

মুত্তাফাক আলাইহি সহীহ হাদীসে বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَـرْبُوْعًا بَعِيدَ مَا بَـيْنَ الْمَـنْكِبَـيْنِ لَهُ شَـعَرٌ يَـبْـلُغُ شَـحْمَةَ أُذُنِهِ (وفي رواية: إِلَى مَـنْكِبَـيْهِ) رَأَيْـتُهُ فِي حُـلَّـةٍ حَـمْـرَاءَ لَمْ أَرَ شَـيْئًا قَـطُّ أَحْـسَنَ مِنْهُ

নবীজী (ﷺ) মাঝারি লম্বা ছিলেন। দুই কাঁধ ছিল চওড়া। তাঁর মাথার চুল তাঁর কানের লতি বা কাঁধ পর্যন্ত ছিল। লাল রঙের একজোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) পরিহিত অবস্থায় তাঁকে এত সুন্দর দেখাত যে তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কিছুই আমি কখনো দেখিনি।[৭২]

জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) বলেন

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ فَلَهُوَ أَحْسَنُ فِي عَيْنِي مِنَ الْقَمَرِ

"আমি এক চন্দ্রালোকিত রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একজোড়া লাল কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) পরিহিত অবস্থায় দেখলাম। তখন আমি একবার চাঁদের দিকে ও একবার তাঁর দিকে তাকাতে লাগলাম। সন্দেহাতীতভাবে আমার চোখে তিনি চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর বলে প্রতিভাত হলেন।" হাদীসটি সহীহ।[৭৩]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন :

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الأَحْمَرَ فِي العِيْدِ وَالجُمُعَةِ

---

[৭১] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৬০।
[৭২] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩০৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮১৮।
[৭৩] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০৭।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর লাল চাদরটি ঈদে ও জুমায় পারিধান করতেন।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[৭৪]

আমির ইবনু আমর (রা) বলেন :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِنًى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ

"আমি নবীজী ﷺ কে (বিদায় হজ্জে) মিনায় খুতবা (ভাষণ) দানরত অবস্থায় দেখলাম। তিনি একটি খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে ছিলেন এবং তাঁর গায়ে ছিল একটি লাল চাদর।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৭৫]

বুরাইদা আসলামী (রা) বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللهُ (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে খুতবা দানে রত ছিলেন। এমতাবস্থায় হাসান ও হুসাইন দুজনে দুটি লাল কামীস (জামা) পরিধান করে হোচট খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে (হাঁটি হাঁটি পা পা করে) মসজিদে প্রবেশ করেন। তাঁদেরকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার থেকে নেমে এসে তাদেরকে কোলে করে নিয়ে নিজের সামনে বসান। এরপর তিনি বলেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান পরীক্ষা স্বরূপ। আমি এ দুই শিশুকে হোচট খেয়ে হাঁটতে দেখে ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে আমার কথা থামিয়ে এদেরকে তুলে নিলাম।" হাদীসটি সহীহ।[৭৬]

---

[৭৪] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৪৮১; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৪৭, ২৮০; ইবনু হাজার, মাতালিবুল আলিয়া ১/২৯১। হাদীসটির বর্ণনাকারী হাজ্জাজ ইবনু আরতাআর কিছু দুর্বলতা থাকলেও ইমাম মুসলিম তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন।

[৭৫] বুসীরী, মুখতাসারু ইতহাফ ৩/৩৯৫-৩৯৬; মুহাম্মাদ শামী, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/৩১২।

[৭৬] আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৩৫৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১০।

৩. ৬. ৪. ২. লাল রঙ ব্যবহারে আপত্তি

উপরের হাদীসগুলি ও অনুরূপ অন্যান্য হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লাল রঙের লুঙ্গি, চাদর বা জামা পরিধান করেছেন বা করার অনুমতি দিয়েছেন। অপরদিকে কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি লাল রঙ অপছন্দ করতেন। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বর্ণিত হাদীসে দেখেছি যে, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পরনে আসফার দ্বারা (লাল) রঙ করা পোশাক দেখতে পান। তিনি বলেনঃ এগুলি কাফিরদের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। তুমি এগুলি পরবে না।"

ইমরান ইবনু হুসাইয়িন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا أَرْكَبُ الأُرْجُوَانَ وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ...أَلا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لا لَوْنَ لَهُ أَلا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لا رِيحَ لَهُ (إِذَا خَرَجَتْ)

"আমি উটের পিঠে টকটকে লাল রঙের গদি ব্যবহার করি না, আমি আসফার দ্বারা (লাল-হলদে) রঙ করা কাপড় পরিধান করি না, আমি রেশমের কারুকাজ করা জামা পরিধান করি না।... জেনে রাখ, পুরুষের আতরে সুগন্ধি থাকবে কিন্তু রঙ থাকবে না। আর (বহির্গমনের সময়) মহিলাদের আতরের রঙ থাকবে কিন্তু সুগন্ধ থাকবে না।" হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য।[৭৭]

সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেনঃ

رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ أَحْرِقْهُمَا

"নবীজী ﷺ আমার গায়ে দুটি আসফার দ্বারা (লাল) রঙ করা কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) দেখতে পান। তিনি বলেনঃ তোমার আম্মা কি তোমাকে এ কাপড় পরতে নির্দেশ দিয়েছেন? আমি বললাম : আমি কি কাপড় দুটি ধুয়ে নেব? তিনি বললেন : না, বরং কাপড় দুটি পুড়িয়ে ফেল।"[৭৮]

---

[৭৭] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৪৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১১।
[৭৮] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৪৭।

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন,

مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ

আসফার (লাল/লালচে হলুদ) রঙে রঞ্জিত দুটি কাপড় পরিধান করে এক ব্যক্তি পথ চলছিল। চলার পথে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সালাম দেয় কিন্তু তিনি তার সালামের জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।" হাদীসটি সহীহ।[৭৯]

রাফি ইবনু খাদীজ (রা) বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى إِبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে এক সফরে বের হই। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেন যে, আমাদের উটের উপরে ও সাওয়ারীর উপরের আবরণী বা চাদরের মধ্যে লাল সুতোর কাজ করা। তখন তিনি বলেন : দেখ! আমি কি তোমাদের উপরে লাল রঙের প্রাধান্য দেখছি না? তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথার কারণে এমনভাবে তাড়াহুড়ো করে দাঁড়িয়ে পড়লাম যে, আমাদের কিছু উট ভয় পেয়ে ছিটকে পড়ে। আমরা ঐসব (লাল রঙযুক্ত) চাদর বা কাপড়গুলি খুলে নিলাম।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৮০]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গায়ে একটি লাল রঙে রঞ্জিত চাদর দেখতে পান। তিনি বলেন : এটি কি? আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি কি অপছন্দ করছেন। আমি বাড়ি এসে দেখলাম বাড়িতে চুলো জ্বালানো হচ্ছে। আমি চাদরটিকে জ্বলন্ত চুল্লির মধ্যে ফেলে দিলাম। পরদিন আমি তাঁর দরবারে গমন করলে তিনি বললেন: আব্দুল্লাহ, চাদরটির কি হলো? আমি তাঁকে ঘটনা জানালাম। তিনি বললেন:

أَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ

---

[৭৯] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১১৬; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৫৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১১।
[৮০] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৫৩; আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/৪৬৩, ৪/১৪১।

"তুমি তো চাদরটিকে তোমার পরিবারের কোনো মহিলাকে দিতে পারতে। মহিলাদের জন্য এতে (লাল রঙের পোশাকে) কোনো অসুবিধা নেই।" হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[৮১]

এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের জন্য লাল রঙের পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।

একটি যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

إِيَّـــاكُمْ وَالْحُـــمْــرَةَ فَإِنَّـــهَا أَحَـــبُّ الـــزِّيْـــنَـــةِ إِلَى الشَّـــيْطَانِ

"খবরদার! তোমরা লাল রঙ পরিহার করবে; কারণ তা শয়তানের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সাজ।"[৮২]

৩. ৬. ৪. ৩. লাল রঙ বিষয়ক হাদীসগুলির সমন্বয়

উপরের হাদীসগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুসলিম ফকীহগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে আল্লামা নববী বলেন: 'আসফার' দ্বারা রঞ্জিত বা লালকৃত পোশাকের বিষয়ে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলিম এইরূপ পোশাক জায়েয ও মুবাহ বলেছেন। ইমাম শাফিয়ী, আবূ হানীফা ও মালিকের (রাহিমাহুমুল্লাহ) এ মত। তবে ইমাম মালিক বলেছেন: অন্য রঙের পোশাক উত্তম। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন: বাড়িতে বা প্রাঙ্গনে এ পোশাক পরা জায়েয, কিন্তু সমাবেশ বা অনুষ্ঠানে এইরূপ পোশাক ব্যবহার মাকরূহ। কোনোকোনো আলিম বলেছেন: এগুলি ব্যবহার করা মাকরূহ তানযীহী বা অনুচিত। নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক হাদীসগুলিকে তাঁরা এ অর্থে গ্রহণ করেছেন। কারো মতে কাপড় বোনার পরে রঙ করলে তা নিষিদ্ধ হবে। কারো মতে শুধু হজ্জ ও উমরার সময়ে তা নিষিদ্ধ।[৮৩]

৩. ৬. ৫. হলুদ রঙ

লাল রঙের ন্যায় হলুদ রঙের বিষয়েও দুই প্রকারের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিছু হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হলুদ রঙের লুঙ্গি, চাদর বা অন্যান্য পোশাক পরিধান করেছেন। অন্য হাদীসে আমরা দেখি যে, তিনি পুরষের জন্য হলুদ রঙ অপছন্দ করেছেন।

---

[৮১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৯১; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৫২; আহমদ, আল-মুসনাদ ২/১৯৬; আলবানী, সহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ ৩/১৯৮।

[৮২] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১৮/১৪৮; আলবানী, যায়ীফুল জামি', পৃ: ৩২৪, ৪১১।

[৮৩] নববী, শারহু সহীহ মুসলিম ১৪/৫৪; মোল্লা আলী কারী, মিরকাত ৮/১৩৬; দেখুন: ইবনুল কাইয়িম, হাশিয়া সুনানি আবী দাউদ ১১/৭৯-৮০।

৩. ৬. ৫. ১. হলুদ রঙের বৈধতা

আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর (রা) বলেন,

رَأَيْتُ عَلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَوْبَيْنِ أَصْفَرَيْنِ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দুটি হলুদ কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।"

এ হাদীসটির অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِالزَّعْفَرَانِ رِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যাফরান দ্বারা রঙকৃত দুটি কাপড়: চাদর ও পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৮৪]

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে একটি হাদীসে দেখেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হলুদ রঙ ব্যবহার করতেন, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এ রঙ পছন্দ করতেন। এ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় হলুদ রঙ ব্যবহারের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ সকল বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন :

إِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَفِّرُ بِهَا [بِالْخَلُوْقِ أَوِ الزَّعْفَرَانِ أَوْ صُفْرَةِ الزَّعْفَرَانِ] لِحْيَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ

"আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আতর (যাফরান মিশ্রিত হলদে আতর) দ্বারা তাঁর মুবারক দাড়ি হলুদ করতেন। এর চেয়ে আর কোনো রঙই তাঁর কাছে বেশি প্রিয় ছিল না। তিনি তাঁর সকল পোশাক: তাঁর চাদর, তাঁর কামীস (পিরহান) ও তাঁর পাগড়ি (সবই) যাফরান দিয়ে রঙ করে নিতেন।" বর্ণনাগুলির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[৮৫]

অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُرْسِلُ ثِيَابَهُ قَمِيْصَهُ وَرِدَاءَهُ وَإِزَارَهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ الَّذِيْ يُشْبِعُهَا بِزَعْفَرَانٍ.

---

[৮৪] আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ ১২/২০০; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১০, তাবারানী, আল-মু'জামুস সাগীর ১/৩৮৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২৯।

[৮৫] নাসাঈ, আস-সুনান ৮/১৪০, ১৫০; আস-সুনানুল কুবরা ৫/৪১৭, ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৪৫২; ইবনু আব্দিল বার, আত-তামহীদ ২/১৮০।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পোশাকাদি: জামা, চাদর ও লুঙ্গি তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করতেন (পরিস্কার করে রঙ করার জন্য)। তাঁদের মধ্যে যিনি সেগুলিকে যাফরান মিশিয়ে দিতেন তাঁকেই তিনি সবচেয়ে পছন্দ করতেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয়।[৮৬]

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ،(وعليه وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، عَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ، وَضَرٌ مِنْ خَلُوق) فَقَالَ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেন যে, আব্দুর রাহমান ইবনু আওফ (রা) এর দেহে হলুদের ছাপ রয়েছে। অন্য বর্ণনায়, তাঁর দেহে রয়েছে যাফরার মিশ্রিত 'খালুক' আতরের হলুদের প্রভাব। তিনি প্রশ্ন করেন, এ কি? তিনি বলেন, আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছি... ।"[৮৭]

হলুদ রঙ আব্দুর রাহমান ইবনু আওফের (রা) দেহে না পোশাকে ছিল তা এ সকল হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে আল্লামা ইবনু আব্দিল বার্‌র উল্লেখ করেছেন যে, হলুদ রঙ বা যাফরান তার দেহে নয়, বরং পোশাকেই ছিল। বিবাহ উপলক্ষে তিনি তাঁর পোশাকে হলুদ রঙের আতর ব্যবহার করেছিলেন বা যাফরান দ্বারা রঞ্জিত পোশাক পরিধান করেছিলেন।[৮৮]

এ বিষয়ে সহীহ-যয়ীফ আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ এর ইন্তেকালের পরেও সাহাবীগণ এবং পরবর্তীকালে তাবিয়ীগণ হলুদ পোশাক ব্যবহার করতেন বলে অনেক বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। আমর ইবনু মাইমুন বলেন, উমার (রা) যেদিন আহত হন সেদিন তাঁর পরনে হলুদ কাপড় ছিল। ইমরান ইবনু মুসলিম বলেন, আমি আনাস (রা) কে হলুদ ইযার পরিহিত দেখেছি। আহনাফ ইবনু কাইস বলেন, উসমান (রা) একটি হলুদ চাদর পরিধান করে তা দিয়ে নিজের মাথা আবৃত করে আমাদের নিকট

---

[৮৬] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/৪৭৯।

[৮৭] বুখারী, আস-সহীহ ২/৭২২, ৩/১৩৭৮, ১৪২৩, ১৪৩২; মুসলিম, আস-সহীহ ২/১০৪২; আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/২৩৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৯/২৩৩।

[৮৮] ইবনু আব্দিল বার্‌র, আত-তামহীদ ২/১৭৯।

আগমন করেন। আবূ যুবিয়ান বলেন আমি আলীকে (রা) একটি হলুদ ইযার ও কামীস পরিহিত দেখেছি। ইমরান ইবনু বিশর বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু বুসরকে (রা) একটি হলুদ পাগড়ি ও হলুদ চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। মালিক ইবনু মিগওয়াল বলেন, আমি শীতে-গ্রীষ্মে সর্বদা (তাবিয়ী) ইব্রাহীম নাখয়ীকে হলুদ চাদর ও হলুদ লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় দেখতাম।[৮৯]

৩. ৬. ৫. ২. হলুদ রঙ ব্যবহারে আপত্তি

উপরের হাদীসগুলির বিপরীতে কিছু হাদীসে পুরষদের জন্য হলুদ রঙ বা হলুদ রঙের আতর ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা দেখা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন:

كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ الصُّفْرَةَ يعني الخَلُوقَ

"নবীউল্লাহ ﷺ দশটি বিষয় অপছন্দ করতেন, তার প্রথম হলুদ, অর্থাৎ যাফরান মিশ্রিত হলুত আতর।" হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা থাকলেও হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৯০]

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

أُتِيَ النَّبِيَّ ﷺ قَوْمٌ يُبَايِعُونَهُ وَفِيهِمْ رَجُلٌ فِي يَدِهِ أَثَرُ خَلُوقٍ فَلَمْ يَزَلْ يُبَايِعُهُمْ وَيُؤَخِّرُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ

"কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে আগমন করে। তাদের মধ্যে একব্যক্তির হাতে "খালুক" আতর বা যাফরান মিশ্রিত লালচে-হলুদ আতরের রঙ লেগে ছিল। তিনি অন্য সকলের বাইয়াত গ্রহণ করতে থাকেন কিন্তু তাকে সরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বলেন: পুরুষদের আতরের সুগন্ধ প্রকাশ পাবে কিন্তু রঙ প্রকাশ পাবে না। আর মহিলাদের আতরের রঙ প্রকাশ পাবে কিন্তু সুগন্ধ ছড়াবে না।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৯১]

---

[৮৯] বিস্তারিত দেখুন: ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৬০-১৬১; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৬/৩৩৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২৯-১৩০; বুসীরী, মুখতাসারু ইতহাফ ৩/৩৯৪; মুহাম্মাদ শামী, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/৩১৪-৩১৫।

[৯০] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৮৯; নাসাঈ, আস-সুনান ৮/১৪১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১৬; আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ ৯/৮, ৮৫।

[৯১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৫৬।

এভাবে আমরা একাধিক হাদীসে দেখতে পাই যে, কোনো পুরুষের হাতে বা শরীরে লাল বা হলুদ আতরের চিহ্ন থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তা ভালভাবে ধুয়ে দাগ তুলে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। ধুয়ে দাগ না তোলা পর্যন্ত তিনি তার সাথে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেন নি।[৯২]

৩. ৬. ৫. ৩. হলুদ রঙ বিষয়ক হাদীসগুলির সমন্বয়

এ সকল হাদীস থেকে আমরা আমরা নিম্নের বিষয়গুলি দেখতে পাই:

(১) দাড়ি ও চুলের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ মেহেদি, যাফরান, 'কাতাম' (الكتم)[৯৩] ইত্যাদি দিয়ে হলুদ, লালচে হলুদ, নীলচে হলুদ বা কালচে হলুদ খেযাব (কলপ) দিতে উৎসাহ দিয়েছেন। নিজেও এরূপ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

(২) পোশাকের ক্ষেত্রে তিনি নিজে এরূপ যাফরান ও হলদে সুগন্ধি দিয়ে পোশাক রঞ্জিত করেছেন এবং এ রঙ তিনি সবচেয়ে পছন্দ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তবে পোশাকের জন্য এ রঙ ব্যবহারে উৎসাহ দিয়েছেন বলে জানা যায় না।

(৩) দেহের ক্ষেত্রে হাতে বা দেহের অন্যত্র তিনি যাফরান, মেহেদি বা 'খালুক' আতর ব্যবহার করেছেন বলে জানা যাচ্ছে না। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এগুলি ব্যবহারের বিষয়ে তিনি আপত্তি করেছেন।

যে সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হলদে, লালচে হলদে, যাফরানী রঙ ব্যবহার করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সবই চুল-দাড়ি বা পোশাকের বিষয়ে। দেহে বা হাতে তা ব্যবহারের উল্লেখ নেই। আবার যেগুলিতে তাঁর আপত্তির কথা উল্লেখ সেগুলি বাহ্যত দেহে ব্যবহারের বিষয়ে। এ থেকে সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, পোশাক ও চুল-দাড়ির ক্ষেত্রে হলুদ, লালচে হলুদ বা কালচে হলুদ রঙ, খেযাব বা সুগন্ধি ব্যবহার বৈধ। পক্ষান্তরে পুরুষের জন্য হাতে বা দেহে এরূপ রঙ বা খেযাব ব্যবহার আপত্তিকর।

হলুদ পোশাকের বিষয়ে আলিমগণের মতামত লাল পোশাকের মতই। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আত-তামারতাশী (১০০৪ হি) তার তানবীরুল আবসার গ্রন্থে,

---

[৯২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৮১; ২৫০, আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/১৩৩; আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ ৭/২৬৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৫৫-১৫৭।

[৯৩] মেহেদি বা মেন্দির ন্যায় এক প্রকারের উদ্ভিদ, যা থেকে কালচে রস বের হয়। হাদীসে মেন্দির সাথে কাতাম মিশ্রিত করে কালচে-হলুদ খেযাব দাড়ি ও চুলে ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আলী আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি) তাঁর আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থে ও আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবনু আবেদীন (১২৫৬ হি) তাঁর হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার গ্রন্থে এ বিষয়ে হানাফী ইমাম ও ফকীহগণের মতামত আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনার সার সংক্ষেপ এ যে, পুরুষদের জন্য 'আসফার' ও যাফরান মিশ্রিত লাল বা হলুদ রঙের পোশাক পরিধান বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকগুলি মতের মধ্যে রয়েছেঃ (১) মুসতাহাব, (২) জায়েয, (৩), জায়েয তবে অনুত্তম বা মাকরূহ তানযীহী পর্যায়ের, (৪) কারো মতে মাকরূহ তাহরীমী পর্যায়ের। এগুলির মধ্য থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৯৪]

অধিকাংশ ইমাম ও আলিম দ্বিতীয় মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের মতে হজ্জ ছাড়া অন্য সময়ে যাফরান মিশ্রিত বা হলুদ পোশাক পরিধান জায়েয। ইবনু হাজার আসকালানী ও অন্যান্য আলিম এ মতকেই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৯৫]

৩. ৬. ৬. মিশ্রিত রঙ

মুত্তাফাক আলাইহি সহীহ হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ أَوْ أَعْجَبُ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الحِبَرَةَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাপড় ছিল ইয়ামানের তৈরি ডোরাকাটা "হিবারা' চাদর।[৯৬]

ইয়ামানের তৈরি একাধিক রঙের ডোরা ও কারুকার্য সম্বলিত সুতী বা কাতান জাতীয় চাদরকে "হিবারা" বলা হয়। কেউ কেউ এর মূল রঙ সবুজ বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৭]

অন্যান্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর 'সবচেয়ে প্রিয়' পোশাক হিসাবে 'কামীস', 'সবুজ রঙের পোশাক' 'হলুদ রঙের পোশাক' ইত্যাদি বিভিন্ন পোশাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এসকল

---

[৯৪] ইবনু আবেদীন, মুহাম্মাদ আমীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ৬/৩৫৮।

[৯৫] ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ ২/১৭৯; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৩/৪০১-৪০৪, ১০/৩০৫; শাওকানী, নাইলুল আউতার ২/৮৭-৯৩।

[৯৬] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৮৯; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৪৮।

[৯৭] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৩/১৩৫, ১০/২৭৭; ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/১৫১-১৫২।

হাদীসের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। এ সকল হাদীসের অর্থ, এ পোশাকগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পোশাক ছিল।

তাবিয়ী হাসান বসরী বলেন,

إِنَّ عُمَرَ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حَالِ الحِبَرَةِ لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ [بِنُ كَعْبٍ] لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَلَبِسْنَاهُنَّ فِيْ عَهْدِهِ

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) (তাঁর খিলাফতকালে) "হিবারা' চাদর ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে চান; কারণ পেশাব দ্বারা এ প্রকারের কাপড় রঙ করা হয়। তখন উবাই ইবনু কা'ব (রা) বলেন, আপনি তা করতে পারেন না; কারণ এ প্রকারের কাপড় নবীজী (ﷺ) নিজে ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর যুগে আমরাও পরিধান করেছি।" হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে।[৯৮]

৩. ৬. ৭. পোশাকের রঙ বিষয়ক হাদীসগুলির প্রতিপাদ্য

উপরের হাদীসগুলির আলোকে আমরা জানতে পারছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যুগে প্রচলিত বিভিন্ন রঙের পোশাক পরিধান করেছেন। বিশেষত, কাল, সবুজ, সাদা, লাল, হলুদ ও মিশ্রিত রঙের পোশাক তিনি পরিধান করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল রঙের মধ্যে সবুজ, সাদা ও মিশ্রিত রঙ তিনি পছন্দ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। সাদা রঙ ব্যবহারের জন্য তিনি উৎসাহ প্রদান করেছেন। অপরদিকে লাল ও হলুদ রঙ ব্যবহারে তিনি আপত্তি করেছেন বলেও বর্ণিত হয়েছে।

৩. ৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পোশাকের মূল্যমান

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পোশাক হিসাবে অধিকাংশ সময় সেলাই-বিহীন লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করতেন। কোনো কোনো হাদীস থেকে তাঁর ব্যবহৃত লুঙ্গি ও চাদরের মূল্য বিষয়ে কিছ জানা যায়। অন্যান্য পোশাক, যেমনঃ জামা, পাজামা, পাগড়ি, টুপি, রুমাল ইত্যাদির মূল্যও আমরা এ সকল হাদীসের আলোকে অনুমান করতে পারি।

---

[৯৮] আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/১৪২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২৮।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত অতি সাধারণ কম দামের লুঙ্গি, চাদর বা অন্যান্য পোশাক ব্যবহার করতেন। আবার কখনো কখনো মূল্যবান পোশাকও ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ন্যূনতম ৫/৭ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ও এক দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) থেকে উর্ধ্বে ৩০০০ রৌপ্যমুদ্রা বা ৩০০ স্বর্ণমুদ্রার জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) পরিধান করেছেন। তাবিয়ী হাসান বসরী বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مُرُوطِ نِسَائِهِ وَكَانَتْ أَكْسِيَةً مِنْ صُوفٍ مِمَّا يُشْتَرَى بِالسِّتَّةِ وَالسَّبْعَةِ وكُنَّ نِسَاؤُهُ يَتَّزِرْنَ بِهَا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করতেন। সেগুলি ছিল ৬ বা ৭ দিরহাম মূল্যের পশমি কাপড় যেগুলিকে তাঁর স্ত্রীগণ ইযার বা সেলাইহীন খোলা লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করতেন।" হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে।[৯৯]

আনাস (রা) বলেন,

إِنَّ مَلِكَ ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةً أَخَذَهَا (اشْتَرِيَتْ) بِثَلاثَةٍ وَثَلاثِينَ بَعِيرًا (أَو نَاقَةً) فَقَبِلَهَا (فَلَبِسَهَا النبيُّ ﷺ مَرَّةً)

"(ইয়ামানের) যী ইয়াযানের বাদশাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একজোড়া কাপড় উপহার দেন, যা তিনি ৩৩টি উটের বিনিময়ে কিনেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা কবুল করেন এবং একবার মাত্র পরিধান করেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১০০]

অন্য বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ১ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) মুল্যের চাদর ব্যবহার করতেন। অন্য বর্ণনায়, তিনি একবার ২৯ উকিয়্যাহ রৌপ্যের বিনিময়ে একজোড়া কাপড়: চাদর ও লুঙ্গি ক্রয় করেন। ২৯ উকিয়াতে বর্তমান হিসাবে প্রায় সাড়ে ৩ কিলোগ্রাম রৌপ্য বা তৎকালীণ রৌপ্যমুদ্রায় প্রায় ১১০০ দিরহাম বা প্রায় ১০০ দীনার হয়। অন্য বর্ণনায় হাকীম ইবনু হিযাম ৩০০ দীনার বা স্বর্ণমূদ্রা দিয়ে একজোড়া কাপড়: লুঙ্গি ও চাদর ক্রয় করে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হাদিয়া প্রদান করেন। তৎকালীন মুদ্রাব্যবস্থায় রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রার এক দশমাংশ বলে গণ্য করা হতো। এতে ৩০০ স্বর্ণমুদ্রায় প্রায় ৩০০০ রৌপ্যমুদ্রা হয়। অন্য বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জন্য ১০০০ বা ১২০০ দিরহাম মুল্যের জোড়া কাপড় বুনন করার ব্যবস্থা ছিল।[১০১]

---

[৯৯] বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৫২; মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/৭৯।
[১০০] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৪৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০৮।
[১০১] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাত ১/৪৬১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০৭; শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/৩০০।

উপরের বিভিন্ন বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তৎকালীন যুগে প্রচলিত বিভিন্ন মূল্যমানের পোশাক রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবহার করেছেন। সাধারণভাবে তিনি স্বল্পমূল্যের পোশাক ব্যবহার করতেন। সম্মানিত মেহমান ও বিদেশী প্রতিনিধিগণের সাথে সাক্ষাতের জন্য মূল্যবান পোশাক ব্যবহার করতেন। কেউ মূল্যবান পোশাক উপহার দিলে তা তিনি গ্রহণ করতেন।

সাহাবীগণও সাধারণত অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন বলে জানা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ বলেন:

رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيٌّ غَلِيظٌ ثَمَنُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةٌ وَرِيطَةٍ كُوفِيَّةٌ مُمَشَّقَةٌ

"আমি উসমান ইবনু আফফানকে (রা) শুক্রবারে মসজিদের মিম্বারে দেখলাম, তাঁর দেহে ছিল ৪ বা ৫ দিরহাম দামের একটি ইয়ামানী ইযার আর একটি লাল রঙে রঞ্জিত কুফী চাদর।" হাদীসটির সনদ হাসান।[১০২]

এ বিষয়ে উমার (রা) এর মতামত ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। একব্যক্তি উমার (রা) কে প্রশ্ন করে: কী ধরনের পোশাক পরিধান করব? তিনি বলেন: "যে পোশাকে পরলে মুর্খরা তোমাকে অবহেলা করবে না এবং জ্ঞানীগণ তোমাকে নিন্দা করবে না... ৫ দিরহাম থেকে ২০ দিরহাম মূল্যের।"

৩. ৮. টুপি

সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই মাথা আবৃত করার রীতি একটি প্রাচীন রীতি। শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় মাথা আবৃত করা সকল জাতির নিকটেই একটি মর্যাদাময় রীতি ও সৌন্দর্যের পূর্ণতা। আরবদের মধ্যে মাথা আবৃত করার জন্য প্রাচীন কাল থেকে টুপি-পাগড়ির প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মস্তকাবরণ হিসাবে তিন প্রকার পোশাক ব্যবহার করেছেন: টুপি, পাগড়ি ও মাথার চাদর বা রুমাল।

টুপির জন্য হাদীসে মূলত দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে: ১. কালানসুওয়াহ ও ২. কুম্মাহ। প্রথম শব্দ (قلنسوة) সম্পর্কে ইবনু মানযূর তার লিসানুল আরব অভিধান গ্রন্থে লিখেছেন: (من ملابس الرؤوس، معروف) 'এক প্রকারের মাথার পোশাক,

[১০২] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/৮০।

সুপরিচিত'।[১০৩] (قلنسوة) শব্দটির অর্থ অতি পরিচিত হওয়ার কারণেই আমরা দেখি যে, অন্যান্য প্রাচীন অভিধানগ্রন্থেও এর অর্থ ব্যাখা করা হয়নি। প্রসিদ্ধ আধুনিক আরবী অভিধান আল-মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে: (القلنسوة: لباس الرأس مختلف الأنواع والأشكال): কালানসুওয়া: মাথার পোশাক, বিভিন্ন প্রকারের ও আকৃতির।[১০৪] আরবী-ইংরেজি অভিধানে (قلنسوة) এর অর্থ নিম্নরূপ বলা হয়েছে: tall headgear, tiara, cidaris; hood, cowl, capuche, cap.[১০৫]

ইবনু হাজর আসকালানী, আব্দুর রাউফ মুনাবী প্রমুখ লিখেছেন, মাথার যে কোনো ঢাকনি, মাথার উপর পরিধান করা, মাথার উপরে রাখা, পাগড়ির উপরে পরিধান করা, পাগড়িকে আবৃত করার জন্য বা রোদবৃষ্টি থেকে মাথাকে আড়াল করার জন্য যা ব্যবহার করা হয় তাকে 'কালানসুয়াহ' বলা হয়।[১০৬]

দ্বিতীয় শব্দ (الكُمَّة)। এর মূল অর্থ খোসা, ঢাকনি বা আবরণ। এর ব্যবহারিক অর্থ সম্পর্কে তিন প্রকার ভাষ্য রয়েছে: কেউ বলেছেন এর অর্থ টুপি। কেউ বলেছেন: ছোট টুপি। কেউ বলেছেন: গোল টুপি।

হিজরী চতুর্থ শতকের ভাষাবিদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হি) বলেন: (منه الكمة، وهي القلنسوة) কুম্মাহ অর্থ কালানসুওয়াহ বা টুপি।[১০৭]

৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী (২৭৯ হি) বলেন: (الكمة القلنسوة الصغيرة): "কুম্মাহ হচ্ছে ছোট টুপি।"[১০৮] পরবর্তী অনেক মুহাদ্দিস এভাবে কুম্মাহ অর্থ ছোট টুপি বলে উল্লেখ করেছেন।[১০৯]

অন্য অনেক অভিধানবিদ এর অর্থ গোল টুপি বলে উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ শতকের অন্যতম ভাষাবিদ ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী (৩৯৩ হি) তাঁর প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ 'আস-সিহাহ'-এ লিখেছেন:

(الكمة، القلنسوة المدورة، لأنها تغطي الرأس)

"কুম্মাহ অর্থ গোল টুপি; কারণ তা মাথা আবৃত করে।"[১১০] প্রখ্যাত

---

[১০৩] ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব ৬/১৮১।
[১০৪] ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ২/৭৫৪।
[১০৫] Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic p788.
[১০৬] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৪৯৩; মুনাবী, ফায়যুল কাদীর ১/৩৬৬।
[১০৭] ইবনু ফারিস, আহমদ (৩৯৫হি.), মু'জাম মাকায়ীসুল লুগাহ ৫/১২২।
[১০৮] তিরমিযী, আস-সুনান, ৪/২২৪; ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর পৃ: ২৮৫।
[১০৯] আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/৭৯।
[১১০] আল-জাওহারী, ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ, আস সিহাহ ৫/২০২৪।

অভিধানবিদ মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকুব ফাইরোযআবাদী (৮১৭ হি) প্রণীত 'আল-কামূস আল-মুহীত' গ্রন্থে এবং আধুনিক অভিধান গ্রন্থ 'আল-মু'জামুল ওয়াসীত এর কুম্মাহ অর্থ 'গোল টুপি' লেখা হয়েছে।[১১১]

এসকল মতের আলোকে দ্বাদশ শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী আয-যারকানী (১১২২ হি) বলেন:

(كُمَّة... قلنسوة صغيرة أو مدورة)

"কুম্মাহ অর্থ ছোট টুপি বা গোল টুপি।"[১১২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে 'বুরনূস' নামে জামার সাথে সংযুক্ত আরেক প্রকার টুপি ব্যবহার করা হতো যা আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

টুপি বিষয়ক হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। আর এগুলির মধ্যে সহীহ হাদীস খুবই কম। আমাদের পরিচিত 'সিহাহ সিত্তাহ' বা প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীস-গ্রন্থে টুপি সম্পর্কীয় হাদীস খুবই কম। এ ছয়টি গ্রন্থের প্রায় ৩০ হাজার হাদীসের মধ্যে আমরা পঞ্চাশের অধিক পাগড়ি বিষয়ক হাদীস দেখতে পাই, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের টুপি পরিধান বিষয়ক হাদীস আমার জানা মত ৭/৮ টির বেশি নয়। এগুলির মধ্যে সহীহ, হাসান ও অত্যন্ত যয়ীফ বা বানোয়াট পর্যায়ের হাদীস রয়েছে। এ সকল হাদীস ও টুপি বিষয়ক অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণ সাধারণত টুপি পরিধান করতেন। আবার সাহাবীগণ কখনো কখনো টুপি বা পাগড়ি ছাড়া, খালি মাথায় ও খালি গায়ে মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বসতেন এবং তাঁর সাথে বিভিন্ন স্থানে গমন করতেন। তাঁরা টুপির সাথে পাগড়ি পরিধান করতেন এবং শুধু টুপি বা শুধু পাগড়িও পরিধান করতেন।

৩. ৮. ১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর টুপি

ইমাম তিরমিযী বর্ণিত হাদীসে ফুযালাহ ইবনু উবাইদ (রা) বলেন, উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ.

---

[১১১] ফাইরোযআবাদী, আল-কামূসুল মুহীত, পৃ: ১৪৯২; আল-মু'জামুল ওয়াসীত ২/৭৯৯।
[১১২] যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২ হি) শারহুল মুআত্তা ৪/৩৪৯।

"শহীদ চার প্রকার। প্রথম প্রকার শহীদ একজন শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী মুমিন, যিনি শত্রুর মুকাবিলা করতে যেয়ে আল্লাহকে প্রদত্ত ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়েছেন। এ শহীদের দিকে কিয়ামতের দিন মানুষ এভাবে চোখ তুলে তাকাবে। এ কথা বলে তিনি এমন ভাবে মাথা উচু করলেন যে, তাঁর টুপিটি পড়ে গেল।"

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন: "তিনি কি উমারের (রা) টুপি পড়ার কথা বললেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের টুপি পড়ে যাওয়ার কথা বললেন তা বুঝতে পারলাম না।" ইমাম তিরমিযী আলোচনা করেছেন যে, হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[১১৩]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ অনেক সময় পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরিধান করতেন, ফলে মাথা উচু করলে টুপি খুলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

'সিহাহ সিত্তা'র গ্রন্থগুলিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর টুপি পরিধান বিষয়ক স্পষ্ট আর কোনো হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে আমি জানতে পারি নি। অন্যান্য গ্রন্থে এ বিষয়ক আরো কিছু হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি সাদা টুপি পরিধান করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ক অধিকাংশ হাদীস পৃথকভাবে কিছুটা দুর্বল হলেও একাধিক হাদীসের আলোকে আমরা তাঁর সাদা টুপি ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারি। কোনো কোনো হাদীসে সাদা টুপি মাথার সাথে সংলগ্ন ও নীচু ছিল বলে বলা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর টুপির বিভিন্ন দিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা টুপি পরিধান করতেন।"

হাদীসটি তাবারাণী ও বাইহাকী সংকলন করেছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী 'আব্দুল্লাহ ইবনু খিরাশ' হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বল। এ জন্য হাদীসটি কিছুটা দুর্বল পর্যায়ের। আল্লামা সয়ূতী হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন। পক্ষান্তরে বাইহাকী ও আলবানী যয়ীফ বলেছেন।[১১৪]

---

[১১৩] তিরমিযী, আস-সুনান, ৪/১৭৭; আহমদ, আল-মুসনাদ ১/২২, ১/২৩; আবূ ইয়ালা আল-মাউসিলী, আল-মুসনাদ, ১৩/১৩৮।

[১১৪] বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৭৫; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২১; সয়ূতী, আল-জামিয়ুস সগীর ২/৩৯৩; আলবানী, যয়ীফুল জামি', পৃ: ৬৬৫, নং ৪৬২১।

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءَ شَامِيَّةٌ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সিরিয়ান সাদা টুপি ছিল।" হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বর্ণনা করেছেন।[১১৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ كُمَّةً بَيْضَاءَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা 'কুম্মাহ' অর্থাৎ টুপি (গোল টুপি বা ছোট টুপি) পরিধান করতেন।"

হাদীসটি তাবারনী সংকলন করেছেন। এ হাদীসটি তিন তার উস্তাদ মুহাম্মাদ ইবনু হানীফাহ্ আল-ওয়াসিতী থেকে শুনেছেন। তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন।[১১৬]

আয়েশা (রা) বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ لاَطِئَةً

"রাসূলুল্লাহ ﷺ নীচু বা মাথা সংলগ্ন সাদা টুপি পরিধান করতেন।"

ইবনু আসাকির হাদীসটি সংকলন করেছেন। সয়ূতী তা উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি যয়ীফ।[১১৭]

আবূ সালীত (রা) বলেন:

رَأَيْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَلَنْسُوَةَ أَسْمَاطٍ لَهَا أُذُنَانِ قَدْ ثُقِبَ لَهُمَا جُحْرَانِ فِي أُذُنَيْهِمَا

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় একটি পশমি (বা চামড়ার) কান ওয়ালা টুপি দেখেছি, যার কানের স্থানে দুটি ছিদ্র করা হয়েছে।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[১১৮]

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে

كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ كُمَّةٌ بَيْضَاءُ بَطْحَاءُ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদা মাথার সাথে সংলগ্ন কুম্মাহ বা টুপি (ছোট টুপি বা গোল টুপি) ছিল।"

---

[১১৫] মুল্লা আলী কারী, শারহু মুসনাদি আবী হানীফা, পৃ: ১৪২।
[১১৬] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২১।
[১১৭] সুয়ূতী, আল-জামিয়ুস সাগীর ২/৩৯৪; আলবানী, যায়ীফুল জামি', পৃ ৬৬৫, নং ৪৬২২।
[১১৮] শাইবানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী ৩/৩০৩, ৫/২৭৬; ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়া ২/৪০১; ড: ইব্রাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/৪৪৯।

হাদীসটি দিমইয়াতী সংকলন করেছেন বলে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ সালেহী শামী (৯৪২ হি) তার সীরাহ শামিয়্যাহ বা সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর সনদ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারি নি।[১১৯]

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَلَنْسُوَةُ أَسْمَاطٍ وكَانَ فِيْهَا ثُقْبَةٌ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি চামড়ার টুপি ছিল যাতে ছিদ্র ছিল।"

হাদীসটি বালাযুরী সংকলন করেছেন বলে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ শামী উল্লেখ করেছেন। এর সনদ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারি নি।[১২০]

ইমাম যাইনুল আবেদীন থেকে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّهُ إِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ الْبِيضَ وَالْمُزَرْوَرَاتِ، وَذَوَاتِ الْآذَانِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা টুপি, বোতাম ওয়ালা টুপি ও কান ওয়ালা টুপি পরিধান করতেন।"

হাদীসটি ইবনু আসাকির সংকলন করেছেন বলে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ শামী উল্লেখ করেছেন। এর সনদ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারি নি।[১২১]

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَلَنْسُوَةً خُمَاسِيَّةً طَوِيلَةً

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাথায় একটি লম্বা (উচু) পাঁচভাগে বিভক্ত টুপি দেখেছি।"

হাদীসটি আল্লামা আবূ নুআইম ইসপাহানী তাঁর সংকলিত 'মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফা' গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। তিনি বলেছেন: আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর ও আবূ আহমদ জুরজানী বলেছেন, আমাদেরকে আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ বলেছেন, আমাদেরকে আবূ উসামাহ বলেছেন, আমাদেরকে দাহহাক ইবনু হুজর বলেছেন, আমাদেরকে আবূ কাতাদাহ হাররানী বলেছেন যে, আমাদেরকে আবূ হানীফা বলেছেন, তাঁকে আতা' আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ হাদীস বলেছেন।[১২২]

---

[১১৯] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/২৮৫।
[১২০] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/২৮৫।
[১২১] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/২৮৫।
[১২২] আবূ নু'আইম ইসপাহানী, মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফা, পৃ: ১৩৭।

এ হাদীসটি জাল বা মাউযূ হাদীস বলে গণ্য। তুলানামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে বিষযটি জানা যায়। ইমাম আবূ হানীফা থেকে শুধু আবূ কাতাদাহ হাররানী (মৃ ২০৭হি) তা বর্ণনা করেছেন। হাররানী ছাড়া অন্য কেউ এ শব্দ বলেন নি। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) এর অনেক ছাত্র ছিলেন, যারা তাঁর নিকট থেকে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা করেছেন। তাঁরা কেউ এ হাদীসটি এ শব্দে বলেন নি। বরং তাঁরা এর বিপরীত শব্দ বলছেন। অন্যান্য ছাত্রদের বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, তাঁকে আতা' আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাদা শামি টুপি ছিল।[১২৩]

তাহলে আমরা দেখছি যে, অন্যান্যদের বর্ণনা মতে হাদীসটি (قلنسوة شامية) বা 'শামী টুপি' এবং আবূ কাতাদাহ হাররানীর বর্ণনায় (قلنسوة خماسية) বা 'খুমাসী টুপি'। এথেকে আমরা বুঝতে পরি যে, আবূ হানীফা বলেছিলেন শামী টুপি, যা তাঁর সকল ছাত্র বলেছেন, আবূ কাতাদাহ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ভুল বলেছেন অথবা (شامية) শব্দটিকে বিকৃতভাবে (خماسية) রূপে পড়েছেন।

এভাবে আমার এ হাদীসটির বিকৃতি বুঝতে পারছি। তবে মুহাদ্দিসগণ এতটুকুতেই থেমে যান নি। তাঁরা আবূ কাতাদাহ হাররানী বর্ণিত সকল হাদীস ও তার ব্যক্তি চরিত্র পর্যালোচনা করে নিশ্চিত হন যে, তিনি অনির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি জীবনে যতগুলি হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই ভুলে ভরা। এজন্য ইমাম বুখারী বলেছেন, আবূ কাতাদাহ হাররানী 'মুনকারুল হাদীস'। ইমাম বুখারী কাউকে "মুনকারুল হাদীস" বা "আপত্তিকর বর্ণনা কারী" বলার অর্থ এই যে, সেই লোকটি মিথ্যা হাদীস বলে বলে তিনি জেনেছেন। তবে তিনি কাউকে সরাসরি মিথ্যাবাদী না বলে তার ক্ষেত্রে "মুনকারুল হাদীস" বা অনুরূপ শব্দাবলি ব্যবহার করতেন। ইমাম বুখারী বলেছেন: এই হাররানীর কোনো হাদীসই গ্রহণ করা যাবে না। এভাবে অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস তাকে অনির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। যে হাদীস শুধু আবূ কাতাদাহ হাররানী বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ বলেন নি তা অগ্রহণযোগ্য বা বানোয়াট হাদীস বলে বিবেচিত হবে।

বিষয়টি শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। এ হাদীসটির আবূ কাতাদাহ হাররানীর থেকে একমাত্র দাহহাক ইবনু হুজর বর্ণনা করেছেন। এই দাহহাক এর কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ মানবিজী। তিনি মিথ্যা হাদীস বানাতেন বলে ইমাম দারাকুতনী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন। যে হাদীস তিনি ছাড়া কেউ বর্ণনা করেন নি তা মুহাদ্দিসগণের নিকট জাল হাদীস বলে গণ্য।[১২৪]

---

[১২৩] মুল্লা আলী কারী, শারহু মুসনাদি আবী হানীফাহ, পৃ: ১৪২।

[১২৪] ইমাম বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৫/২১৯; ইবনু আবী হাতিম আল-জারহু ওয়াত তা'দীল ৫/১৯১; যাহাবী, মুগনী ফী আদ-দুআফা' ১/৪৯২, ৫৭৬; মীযানুল ই'তিদাল ৪/৩১৯, ইবনু হাজার আসকালানী, লিসানুল মীযান ৭/৭২।

এ জন্য আল্লামা আবূ নু'আইম হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন "এ হাদীসটি একমাত্র দাহহাক আবূ কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর কেউই আবূ হানীফা থেকে বা আবূ কাতাদাহ থেকে তা বর্ণনা করেন নি।"[১২৫]

উপরের হাদীসগুলির আলোকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদা রঙের মাথার সাথে লেগে থাকা টুপি ব্যবহার করতেন। তিনি কুম্মাহ পরিধান করেছেন বলে কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে। আর কুম্মাহর অর্থ ছোট টুপি বা গোল টুপি। এছাড়া ছিদ্র ওয়ালা কানটুপি, ছিদ্র ওয়ালা পশমি বা চামড়ার টুপিও তিনি ব্যবহার করেছেন বলে জানা যায়।

এ সকল হাদীসের আলোকে টুপির সুন্নাত সম্পর্কে প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনুল আরাবী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৫৪৩হি) বলেন: টুপি নবীগণ ও নেককার বুজুর্গগণের পোষাক। টুপি মাথাকে হেফাযত করে এবং পাগড়িকে স্থিতি দেয়। টুপি পরিধান করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। টুপির বিধান তা মাথার সাথে লেগে থাকবে, উচু হবে না।[১২৬]

৩. ৮. ২. মূসা (আ) এর টুপি

ইমাম তিরমিযী সংকলিত একটি হাদীসে মূসা (আ) এর টুপির বিবরণ রয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে আলী ইবনু হাজর, খালাফ ইবনু খালীফা থেকে, তিনি হুমাইদ আ'রাজ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে, তিনি ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوفٍ وَجُبَّةُ صُوفٍ وَكُمَّةُ صُوفٍ وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ وَكَانَتْ نَعْلاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّت

"মূসার (আ) সাথে যখন তাঁর প্রভু কথা বলেন সে দিনে তাঁর গায়ে ছিল পশমী চাদর, পশমী জামা, পশমী টুপি (কুম্মাহ) ও পশমী পাজামা। তাঁর জুতাজোড়া ছিল একটি মৃত গাধার চামড়া থেকে তৈরী।"

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখ করে এর অগ্রহণযোগ্যতা বর্ণনা করেছেন। এর সনদে দুই প্রকারের দুর্বলতা: প্রথমম, এর একমাত্র বর্ণনাকারী তাবি-তাবিয়ী অত্যন্ত দুর্বল ও মুনকার বা বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারীগণের

---

[১২৫] আবূ নু'আইম, মুসনাদুল ইমাম আবূ হানীফা, পৃ: ১৩৭।
[১২৬] আব্দুর রাউফ মুনাবী, ফয়যুল কাদীর ১/৩৬৭।

পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত, এ সনদে বর্ণিত তাবিয়ী সাহাবী থেকে কোনো হাদীস শুনেন নি। ফলে সনদে ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। তিনি বলেন, "এ হাদীসটি গরীব বা দুর্বল ও অপরিচিত। একমাত্র হুমাইদ ইবনু আলী আল-আ'রাজ ছাড়া কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করে নি। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছিঃ হুমাইদ ইবনু আলী আল-আ'রাজ অত্যন্ত দুর্বল বা মুনকার রাবী। আর আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস ইবনু মাসউদ (রা) থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন বলে জানা যায় না। ... কুম্মাহ শব্দের অর্থ ছোট্ট টুপি।"[১২৭]

পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীটিকে মাউযূ বা বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন।[১২৮]

৩. ৮. ৩. সাহাবীগণের টুপি

৩. ৮. ৩. ১. সাহাবীগণের টুপি পরিধান

ইমাম বুখারী বলেন, হাসান বসরী বলেছেন

كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ

"সে সব মানুষেরা টুপি ও পাগড়ির উপরেই সাজদা করতেন।"[১২৯]

এখানে 'আল-কওম' বা 'সে সব মানুষেরা' বলতে সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে। এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁরা টুপি ও পাগড়ি ব্যবহার করতেন এবং অনেক সময় মাথা সরাসরি মাটিতে না রেখে টুপির প্রান্ত বা পাগড়ির প্রান্তের উপরেই সাজদা করতেন।[১৩০]

হিশাম ইবনু উরওয়া বলেন,

رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ قَلَنْسُوَةً لَهَا رفٌ ، كَانَ يَسْتَظِلُّ بِهَا إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ

"আমি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা) মাথায় পার্শ বেরিয়ে থাকা টুপি দেখেছি। তিনি কাবা ঘর তাওয়াফ করার সময় উক্ত টুপি দিয়ে ছায়া নিতেন।" বর্ণনাটির সনদ নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়।[১৩১]

---

[১২৭] তিরমিযী, আস-সুনান, ৪/২২৪; ইলালুত তিরমিযী পৃঃ ২৮৫।
[১২৮] ইবনুল জাউযী, আল-মাউযূআত ১/১৩৬; সুয়ূতী, আল-লাআলী ১/১৬৩; ইবনু ইরাক, তানযীহুশ শারীয়াহ ১/২২৮।
[১২৯] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৫১।
[১৩০] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৪৯৩, ২/২৩, ২/২৯৭।
[১৩১] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৭০; ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব ১/৮২-৮৩; ডঃ ইব্রাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/৩২০-৩২১।

সাঈদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু দিরার বলেন

رَأَيْــتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَعَــلَيْهِ قَــلَنْــسُوَةٌ بَيْــضَاءُ مَــزْرُوْرَةٌ

"আমি আনাস ইবনু মালিককে (রা) দেখলাম তাঁর মাথায় সাদা বোতাম ওয়ালা টুপি ছিল।"[১৩২]

উম্মু নাহার কাইসিয়্যাহ বলেন

رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ مُعْتَمًا بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةٌ لاَطِئَةٌ

"আমি আনাস ইবনু মালিককে (রা) দেখেছি, তিনি কাল পাগড়ি পরিধান করেছেন এবং তার মাথায় একটি নীচু মাথা সংলগ্ন টুপি রয়েছে।" বর্ণনাটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[১৩৩]

সুলাইমান ইবনু আবী আব্দিল্লাহ নামক তাবিয়ী বলেন:

أَدْرَكْتُ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ يَعْتَمُّونَ بِعَمَائِمَ كَرَابِيسَ سُودٍ وَبِيضٍ وَحُمْرٍ وَخُضْرٍ وَصُفْرٍ يَضَعُ أَحَدُهُم الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَضَعُ الْقَلَنْسُوَةَ فَوقَهَا ثُمَّ يُدِيرُ الْعِمَامَةَ هَكَذَا يَعْنِي عَلَى كَوْرِهِ لاَ يُخْرِجُهَا مِنْ تَحْتِ ذَقَنِهِ.

"আমি প্রথম যুগের মুহাজির সাহাবীগণকে দেখেছি, তাঁরা সূতী কাল, সাদা, লাল, সবুজ ও হলুদ রঙের পাগড়ি পরিধান করতেন। তারা প্রথমে পাগড়ি মাথার উপর রাখতেন। এরপর পাগড়ির উপর টুপি রাখতেন। এরপর পাগড়ি পেঁচাতেন। থুতমির নীচে কিছু বের করে রাখতেন না।"[১৩৪]

৩. ৮. ৩. ২. সাহাবীগণের টুপি পরিত্যাগ

সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাহাবীগণ কখনো কখনো টুপি ছাড়া মসজিদে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বসতেন ও চলাফেরা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন-

---

[১৩২] আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ ১/১৯০। বর্ণনাটির সনদ কিছুটা দুর্বল।
[১৩৩] শাইবানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী ৪/২৩৯।
[১৩৪] মুসনাদু ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ ৩/৮৮২-৮৮৩, নং ১৫৫৬; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৮১। হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَخَا الأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ فَقَالَ صَالِحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلا خِفَافٌ وَلا قَلانِسُ وَلا قُمُصٌ نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আনসারী এসে সালাম করলেন। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: হে আনসারী ভাই, আমার ভাই সা'দ ইবনু উবাদাহ কেমন আছেন? তিনি বলেন: ভাল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমাদের মধ্যে কে তাকে দেখতে যেতে চাও? একথা বলে তিনি উঠলেন। আমরাও তাঁর সাথে উঠলাম। আমরা ১৫/২০ জন মানুষ ছিলাম। আমাদের পরনে কোনো সেন্ডেল ছিল না, মোজা ছিল না, কোনো টুপি ছিল না, কোনো জামাও ছিল না। (খালি গায়ে, খালি পায়ে ও খালি মাথায় আমরা চললাম) এ অবস্থায় আমরা নরম নোনা-বেলে মাটির মধ্য দিয়ে হেটে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলাম।"[১৩৫]

সাফওয়ান নামক একজন তাবিয়ী বলেন:

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ مَرَّةً لَهُ جُمَّةٌ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةً وَلَا عِمَامَةً فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ

"আমি আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) নামক সাহাবীকে ৫০ বারেরও অধিক দেখেছি। তাঁর মাথায় বাবরী চুল ছিল। আমি শীতে বা গ্রীষ্মে কখনো তাঁর মাথায় টুপি বা পাগড়ি কিছুই দেখিনি।" বর্ণনাটির সনদ দুর্বল।[১৩৬]

জারীর ইবনু উসমান ও সাফওয়ান ইবনু আমর নামক তাবিয়ীদ্বয় বলেন-

أَنَّهُمَا رَأَيَا عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ ﷺ يُصَفِّرُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ وَهُوَ حَاسِرٌ عَنْ رَأْسِهِ

তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু বুসরকে (রা) দেখেছেন যে, তিনি মাথায় ও দাড়িতে হলদেটে খেযাব ব্যবহার করতেন এবং খালি মাথায় ছিলেন।" বর্ণনাটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[১৩৭]

---

[১৩৫] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬৩৭।
[১৩৬] শাইবানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী ৩/৪৬।
[১৩৭] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/৪১৩; শাইবানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী ৩/৪৮।

৩. ৮. ৩. ৩. সাহাবীগণের টুপির আকৃতি

তাবিয়ী হিলাল ইবনু ইয়াসাফ বলেন, আমি ফিলিস্তিনের রাক্কায় এলে আমার কিছু বন্ধু আমাকে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবীকে দেখতে চান? আমি বললাম: তাতো একটি বড় নিয়ামত ও গনীমত হবে। তখন আমরা সাহাবী ওয়াবিসাহ (রা)কে দেখতে গেলাম। আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, প্রথমে আমরা তাঁর চালচলন ও অবস্থা দেখব (যেন তা অনুসরণ করতে পারি)। তখন আমরা দেখলাম-

فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لاطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ

"তাঁর মাথায় দুই কানওয়ালা একটি টুপি রয়েছে। টুপিটি নীচু বা মাথার সাথে লাগোয়া। তার মাথায় আরো রয়েছে পশম ও রেশমের মিশ্রনে তৈরী কাপড়ের একটি ধুসর বা মাটি রঙের 'বুরনুস' বা জামার সাথে জোড়া টুপি।"

হাদীসটি আবূ দাউদ সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ যয়ীফ। কারণ এর একমাত্র বর্ণনাকারী আব্দুস সালাম (২৪৭হি) বলেন আমার আব্বা আব্দুর রাহমান ইবনু সাখার ওয়াবিসী আমাকে এ হাদীসটি বলেছেন। আব্দুস সালামের পিতা আব্দুর রাহমানকে কেউ চিনেন না। তার ছেলে ছাড়া কেউ তার থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেন নি।[১৩৮]

উপরের যয়ীফ হাদীসটির সমার্থক আরেকটি অত্যন্ত যয়ীফ হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম তিরমিযী। তিনি বলেন, আমাকে হামীদ ইবনু মাস'আদাহ বলেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হামরান থেকে, তিনি আবূ সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর থেকে শুনেছেন, (তাবিয়ী) আবূ কাবশাহ আনমারী বলেন,

كَانَتْ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُطْحًا

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের কুম্মাহ বা টুপিগুলি ছিল নীচু, মাথার সাথে লাগোয়া।"

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন: "এ হাদীসটি মুনকার (অত্যন্ত দুর্বল)। এ হাদীসের রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল।"[১৩৯]

---

[১৩৮] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২৪৯; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/২৮৮; আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ৩/১৫৮।

[১৩৯] তিরমিযী, আস-সুনান, ৪/২৪৬।

ইমাম বুখারী সাধারণত বানোয়াট পর্যায়ের হাদীসকে 'মুনকার' বলতেন। ইমাম তিরমিযী তাঁর অনুসরণ করতেন।

এখানে 'কিমাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিমাম সাধারণত 'কুম্মাহ' শব্দের বহুবচন। আমরা দেখেছি যে, 'কুম্মাহ' অর্থ ঢাকনি, আবরণ, টুপি, গোল টুপি বা ছোট টুপি। আল্লামা ইবনুল আসীর (৬০৬ হি) বলেনঃ এ হাদীসের অর্থ, তাঁদের টুপিগুলি নীচু ও মাথা সংলগ্ন ছিল, উচু ছিল না।[১৪০]

৩. ৮. ৪. টুপির ফযীলত

টুপির ফযীলত বিষয়ে ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী একটি হাদীস সংকলন করেছেন। তাঁরা উভয়েই বলেনঃ কুতাইবা (ইবনু সাঈদ) আমাদেরকে বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু রাবীয়াহ তাকে হাদীসটি আবুল হাসান আসকালানী নামক এক ব্যক্তি থেকে, তিনি আবূ জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু রুকানাহ নামাক এক ব্যক্তি থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বলেছেন, রুকানার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুস্তি লড়েন এবং তিনি রুকানাকে পরাস্ত করেন। রুকানা আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّ فَــرْقَ مَا بَيْــنَــنَا وَبَيْــنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ

"আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য টুপির উপরে পাগড়ি।"[১৪১]

এ হাদীসটি থেকে আমরা টুপি অথবা পাগড়ির ফযীলত জানতে পারি, যদি তা সহীহ হয়। তবে মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির বিষয়ে দুটি পৃথক আলোচনা করেছেন, যা থেকে বুঝা যায় যে হাদীসটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম আলোচনা হাদীসটির সনদ সম্পর্কিত। দ্বিতীয় আলোচনা অর্থ সম্পর্কিত।

৩. ৮. ৪. ১. হাদীসটির সনদ

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখ করে এর সনদ আলোচনা করেন এবং সনদটি যে মোটেও নির্ভরযোগ্য নয় তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, হাদীসটির একমাত্র বর্ণনা কারী আবুল হাসান আসকালানী। এ ব্যক্তিটির পরিচয় কেউ জানে না। শুধু তাই নয়। তিনি দাবী করেছেন যে, তিনি রুকানার পুত্র থেকে হাদীসটি শুনেছেন। রুকানার কোনো পুত্র ছিল কিনা, তিনি কে ছিলেন, কিরূপ মানুষ ছিলেন তা কিছুই জানা যায় না। এ কারণে হাদীসটির সনদ মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[১৪০] ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়াহ ৪/২০০।
[১৪১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৪৭; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৫৫।

ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ, ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারীও তার "আত-তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে এ হাদীসটির দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হাদীসটির সনদ অজ্ঞাত পরিচিত মানুষদের সমন্বয়। এছাড়া এদের কেউ কারো থেকে কোনো হাদীস শুনেছে বলেও জানা যায় না।[১৪২]

মুহাদ্দিসগণ ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযীর সাথে একমত যে, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী, আজলূনী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[১৪৩]

৩. ৮. ৪. ২. হাদীসটির অর্থ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, হাদীসটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তা অত্যন্ত দুর্বল বরং বানোয়াট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কাজেই এর অর্থ বিবেচনা করা বিশেষ অর্থবহ নয়। তবুও আব্দুর রাউফ মুনাবী, মুল্লা আলী কারী, আব্দুর রাহমান মুবারাকপুরী, শামছুল হক আযীমাবাদী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস আলোচনা করেছেন যে, এর অর্থ বাস্তবতার বিপরীত।[১৪৪]

হাদীসটির দুটি অর্থ হতে পারে: এক- মুশরিকগণ শুধু টুপি পরিধান করে আর আমরা পাগড়ি সহ টুপি পরিধান করি। দুই- মুশরিকগণ শুধু পাগড়ি পরিধান করে আর আমরা টুপির উপরে পাগড়ি পরিধান করি। কোনো কোনো মুহাদ্দিস প্রথম অর্থটি গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে শুধু টুপি পরিধান করা মুশরিকদের রীতি। মোল্লা আলী কারী বলেন, মীরক বলেছেন, ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাগড়ির নিচে টুপি পরতেন এবং টুপি ছাড়াও পাগড়ি পরতেন, তবে একথা বর্ণিত হয়নি যে, তিনি পাগড়ি ছাড়া টুপি পরতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরিধান করা মুশরিকদের পোশাক ও ফ্যাশন।"[১৪৫]

মোল্লা আলী কারী আরো বলেছেন, "পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরিধান করা সুন্নাতের খেলাফ। এর চেয়েও বড় কথা যে, তা মুশরিকদের ফ্যাশন ও রীতি। অনুরূপভাবে কোনো কোনো দেশে তা বিদ'আতপন্থীদের রীতি। কিন্তু

---

[১৪২] বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ১/৮২।
[১৪৩] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৫১১; তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর ৫/৭১; বাইহাকী, শুআবুল ঈমান ৫/১৭৫; যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৬/১৪৫; ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর ৪/১৬২; আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৯৫।
[১৪৪] মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৯৩; আযীমাবাদী, আউনুল মা'বুদ ১১/৮৮।
[১৪৫] মোল্লা আলী কারী, মিরকাত ৮/১৪৭।

ইয়ামানের কোনো কোনো বুজুর্গ এভাবে পাগড়ি-বিহীন টুপি পরিধানের রীতি অনুসরণ করেন। আল্লাহই ভাল জানেন।"[১৪৬]

তবে অন্যান্য মুহাদ্দিস বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে উল্লেখ করেছেন যে, উভয় অর্থই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মের বিপরীত। কারণ বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা কখনো শুধু টুপি পরতেন এবং কখনো শুধু পাগড়ি পরতেন।

ইমাম তিরমিযী বর্ণিত উপরের একটি হাদীসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা উমারের (রা) মাথা তুলে তাকানোর ফলে মাথা থেকে টুপি খুলে পড়ার কথা দেখেছি। এতে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, তখন তিনি শুধু টুপি মাথায় দিয়ে ছিলেন। মাথায় পাগড়ি থাকলে উপরের দিকে তাকালে টুপি খুলে পড়ে না। স্বাভাবিক ভাবে পাগড়ির কারণে টুপি আটকে থাকবে। আর খুললে টুপি ও পাগড়ি একত্রে খুলে পড়বে।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (মৃঃ ৫০৫হি) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো পাগড়ির নিচে টুপি পরিধান করতেন। কখনো পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরতেন। কখনো কখনো তিনি মাথা থেকে টুপি খুলে নিজের সামনে টুপিটিকে সুতরা বা আড়াল হিসাবে রেখে সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। কখনো পাগড়ির বদলে মাথায় ও কপালে পট্টি বা কাপড় পেচিয়ে নিতেন।[১৪৭]

পরবর্তী যুগের প্রখ্যাত আলিম শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়িম (৭৫১হি) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি পাগড়ি ছিল যার নাম ছিল 'সাহাব'। তিনি আলী (রা)- কে তা পরান। তিনি তা পরিধান করতেন এবং তার নীচে টুপি পরতেন। তিনি পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপিও পরতেন। আবার টুপি ছাড়া শুধু পাগড়িও পরতেন।"[১৪৮]

উলামায়ে কেরাম এ সকল বর্ণনা লিখেছেন বিভিন্ন হাদীস ও সাহাবীগণের বিবরণের সার সংক্ষেপ হিসাবে, একক হাদীস হিসাবে নয়। ইমাম সূয়ূতী আল-জামি' আস-সাগীরে এ বিষয়ে একটি একক হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

---

[১৪৬] মোল্লা আলী কারী, মিরকাত ৮/১৪৭।
[১৪৭] গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৪০৬।
[১৪৮] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/১৩০।

كَانَ رَسُولِ الله ﷺ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ تَحْتَ الْعَمَائِمِ وَبِغَيْرِ الْعَمَائِمِ وَيَلْبَسُ الْعَمَائِمَ بِغَيْرِ الْقَلَانِسِ. وكَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ الْيَمَانِيَّةَ وَهُنَّ الْبِيضُ الْمُضَرَّبَةُ وَيَلْبَسُ ذَوَاتَ الْآذَانِ فِي الْحَرْبِ وكَانَ رُبَّمَا نَزَعَ قَلَنْسُوَةً فَجَعَلَهَا سُتْرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي

"রাসূলুল্লাহ ﷺ পাগড়ির নীচে টুপি পরিধান করতেন, আবার পাগড়ি ছাড়াও টুপি পরিধান করতেন, আবার টুপি ছাড়াও পাগড়ি পরিধান করতেন। তিনি সাদা রঙের ইয়েমনী মুদারী টুপি পরিধান করতেন। আর তিনি যুদ্ধের মধ্যে কানওয়ালা টুপি পরিধান করতেন। অনেক সময় সালাত আদায়ের জন্য মাথা থেকে টুপি খুলে টুপিটাকে নিজের সামনে সুতরা বা আড়াল হিসাবে ব্যবহার করতেন।" রাওবানী ও ইবনু আসাকির হাদীসটি সংকলন করেছেন। সুয়ূতী তা উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সনদ যয়ীফ।[১৪৯]

৩. ৮. ৫. বুরনূস বা জামার সাথে সংযুক্ত টুপি

টুপি বলতে আমরা জামা থেকে পৃথক টুপিই বুঝি। উপরে এ বিষয়ক হাদীসগুলি উল্লেখ করেছি। সাহাবীগণের যুগ থেকে আরব দেশে অন্য আরেক ধরনের টুপি ব্যবহার করা হতো, যাকে 'বুরনুস' বলা হতো। বুরনুস গায়ের কাপড়, চাদর, বর্ষাতি বা শেরওয়ানীর সাথে সংলগ্ন লম্বা আকৃতির টুপি, যা শীত বা বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।[১৫০]

বুরনূস সম্পর্কে ভাষাবিদ আল্লামা জাওহারী (৩৯৫ হি) বলেন: "বুরনূস লম্বা টুপি, যা প্রথম যুগের আবেদ ও সূফীগণ পরিধান করতেন।" শামসূল হক আযীম আবাদী বলেন: পরিহিত কাপড়ের সাথেই যে মস্তকাবরণ সংযুক্ত থাকে তাকে বুরনূস বলা হয়।"[১৫১]

বর্তমান যুগেও সকল শীত প্রধান দেশের মানুষেরা শরীরের ওভারকোট জাতীয় বড় 'আবা'র সাথে একত্রে বানানো এ ধরনের লম্বা টুপি ব্যবহার করেন। প্রয়োজনে মাথার উপর রাখা যায় আবার প্রয়োজনে মাথা থেকে ফেলে দিলেও কাপড়ের সাথে ঝুলে থাকে। সকল আরব দেশে এগুলি প্রচলিত। সাহাবীগন এ জাতীয় টুপি পরিধান করতেন বলে অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে ওয়াইল ইবনু হুজ্‌র (রা) বলেন:

---

[১৪৯] সুয়ূতি হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন। আলবানী 'অত্যন্ত যয়ীফ' বলেছেন। সুয়ূতী, আল-জামি'য়ুস সাগীর ২/৩৯৪; মুনাবী, ফয়যুল কাদীর ১/৩৬৭; আলবানী, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর, পৃ: ৬৬৫, নং ৪৬১৯।

[১৫০] সুয়ূতী, শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ, পৃ: ২১০।

[১৫১] আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ২/২৯৪-২৯৫।

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ.

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে দেখলাম যে, তিনি সালাত শুরু করার সময় দুই হাত তাঁর দুই কান বরাবর উঠাচ্ছেন। আমি পরবর্তী বার এসে দেখলাম তাঁরা সালাত শুরু করার সময় তাঁদের হাতগুলি বুক পর্যন্ত উঠাচ্ছেন আর তাদের উপরে (পরিধানে) রয়েছে বুরনূস টুপি ও চাদর।"

হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[১৫২] অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ الشِّتَاءِ فَوَجَدْتُهُمْ يُصَلُّوْنَ فِيْ الْبَرَانِسِ وَالأَكْسِيَةِ وَأَيْدِيْهِمْ فِيْهَا

"আমি শীতের সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করি। আমি দেখতে পাই যে, তিনি ও সাহাবীগণ বুরনুস টুপি ও চাদর পরিধান করে সালাত আদায় করছেন এবং তাঁদের হাতগুলি চাদরের মধ্যে রয়েছে।" হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য।[১৫৩]

সাহাবী ও তাবিয়ীগণের যুগে বুরনূস পরিধানের বহুল প্রচলন সম্পর্কে অনেক হাদীস মুসান্নফ ইবন আবী শাইবা ও মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত হয়েছে।

৩. ৮. ৬. তাবিয়ীগণের যুগে টুপি

সাহাবীগণের কর্ম আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত বা কর্মরীতি বুঝতে সাহায্য করে। তাঁদের কর্মই সুন্নাতে নববী সঠিকভাবে বুঝার মানদণ্ড। এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাক বিষয়ক আলোচনার মধ্যে সাহাবীগণের পোশাকের বিষয় উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। পরবর্তী যুগে তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ীগণের যুগের টুপি ব্যবহার সংক্রান্ত হাদীস লিখতে হলে পৃথক বই প্রয়োজন। এখানে শুধু সহীহ বুখারী ও সুনানু আবী দাউদে সংকলিত দুটি হাদীস উল্লেখ করছি।

---

[১৫২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৯৩।
[১৫৩] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১৮/৩৩৬, ২২/৪০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৫১।

ইমাম বুখারী সালাতের মধ্যে হাত দিয়ে কিছু করা সম্পর্কিত অধ্যায়ে প্রখ্যাত তাবিয়ী মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আবিদ আবূ ইসহাক আস-সাবী'য়ী আমর ইবনু আব্দুল্লাহ (১২৯ হি) সম্পর্কে বলেনঃ

وَوَضَـــعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَـــنْسُوَتَهُ فِي الصَّلاةِ وَرَفَـــعَـــهَا

"আবূ ইসহাক সালাতের মধ্যে তাঁর টুপি নামিয়ে রাখলেন ও উঠালেন।"[১৫৪]

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাবিয়ীগণের মধ্যে পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরিধানের প্রচলন ছিল। তাঁরা এভাবে শুধু টুপি মাথায় দিয়ে সালাত আদায় করতেন। ফলে প্রয়োজন হলে সহজেই সালাত রত অবস্থায় টুপি মাথা থেকে উঠাতে বা মাথায় রাখতে পারতেন।

সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত একটি হাদীসে প্রখ্যাত তাবি-তাবিয়ী সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ (১৯৮হি) বলেন,

رَأَيْتُ شَرِيكًا صَلَّى بِنَا فِي جِـنَـازَةٍ الْعَـصْـرَ فَـوَضَـعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَعْنِي فِي فَـرِيضَـةٍ حَضَـرَتْ

"আমি তাবিয়ী শারীক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী নামিরকে (১৪০হি) দেখলাম, তিনি একটি জানাযায় উপস্থিত হয়ে আসরের সময় হলে আমাদেরকে নিয়ে জামাতে আসরের সালাত আদায় করেন। তখন তিনি তাঁর টুপিটি তার সামনে রেখে (টুপিটিকে সুতরা বানিয়ে) সালাত আদায় করলেন।" বর্ণনাটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[১৫৫]

তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগে ব্যবহৃত টুপি সম্পর্কে অনেক হাদীস মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ও মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত আছে। এ সকল হাদীস থেকে দেখা যায় যে, তাঁরা সুতি, পশমি, চামড়ার সাদা, সবুজ, লাল ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের টুপি পরিধান করতেন। তাঁরা কখনো টুপির উপর পাগড়ি পরিধান করতেন। কখনো পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি

---

[১৫৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/৪০১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৩/৭১।
[১৫৫] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৮৪।

পরিধান করে চলতেন। কখনো টুপি ছাড়া শুধু পাগড়ি পরিধান করতেন। কখনো পাগড়ির উপরে টুপি পরিধান করতেন।[১৫৬]

৩. ৮. ৭. টুপি বিষয়ক হাদীস সমূহের প্রতিপাদ্য

টুপি বিষয়ক হাদীসগুলি থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি:

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবীগণ ও তৎপরবর্তী যুগের মুসলিম উম্মার সাধারণ অভ্যাস ছিল মাথা আবৃত করা। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর টুপি বিষয়ক হাদীসের সংখ্যা বেশি নয়। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি অধিকাংশ সময় খালি মাথায় থাকতেন। টুপি, পাগড়ি ও রুমাল বিষয়ক হাদীসগুলির সমন্বিত অর্থ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, টুপি, পাগড়ি বা রুমাল দ্বারা মাথা আবৃত করে রাখাই ছিল তাঁর ও সাহাবীগণের নিয়মিত রীতি। সম্ভবত, অধিকাংশ সময়ে টুপির উপর পাগড়ি থাকার কারণে অথবা টুপি অতি সাধারণ ও সুপরিচিত পোশাক হওয়ার কারণে টুপির বর্ণনায় হাদীসের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।

২. মাথা আবৃত করতে তাঁরা সাধারণত পাগড়ি ও টুপি অথবা যে কোনো একটি ব্যবহার করতেন।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদা ছাড়া অন্য রঙের টুপি পরিধান করেছেন বলে উল্লেখ নেই। তবে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন রঙের টুপি পরিধান করতেন বলে জানা যায়।

৪. সালাতের সামনে সুতরা হিসেবে টুপি রাখার কথা থেকে মনে হতে পারে যে, তাদের টুপিগুলি হয়ত এক-দেড় ফুট উচু ছিল, কারণ সাধারণভাবে সুতরা এরূপ উচু হয়। কিন্তু টুপি বিষয়ক সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহ এ ধারণা ভুল বলে প্রমাণ করে। এ বিষয়ক সকল বর্ণনা প্রমাণ করে যে, তাঁদের টুপি উপরিভাগ মাথার চুলের সাথে লেগে থাকত। নিচের দিকে তা কানের কাছাকাছি থাকত বা কান আবৃত করত। সম্ভবত অন্য কোনো সুতরা না পাওয়ার কারণে ৩/৪ ইঞ্চি উচু টুপিই তাঁরা সুতরা হিসেবে ব্যবহার করতেন। যেমন অন্য হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো কিছু না পেলে অন্তত একটি দাগ দিয়ে দাগের পিছনে সালাত আদায় করতে হবে।[১৫৭]

ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিত করেছেন যে, মাথার উপরে উর্ধ্বমুখী লম্বা বা উচু

---

[১৫৬] মুহাম্মাদ ইবনু নাসর, তা'যীমু কাদরিস সালাত ১/৪৬৬-৪৬৭, ২/৬৬৯; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৭৮, ১৮১, ১৮২; আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ ১/৭১; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৬৫।

[১৫৭] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৮৪-১৮৫।

টুপির প্রচলন তাঁদের যুগে ছিল না। তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফর মানসূরের সময়ে (শাসনকাল ১৩৬-১৫৮হি) ১৫৩ হিজরীতে (৭৭০খৃস্টাব্দে) লম্বা বা উচু টুপির প্রচলন শুরু হয়।[১৫৮]

৫. মনে হয় গায়ের জামা বা চাদরের সাথে সংযুক্ত বুরনূস ছাড়া অন্য টুপির আকৃতি সাধারণত গোল ছিল।

৬. সেই যুগে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের টুপি তাঁরা ব্যবহার করেছেন, যেমন, কান ওয়ালা টুপি, বড় আড়াল যুক্ত টুপি, ছিদ্র যুক্ত টুপি ইত্যাদি।

৭. হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, তাঁরা অধিকাংশ সময় টুপি বা পাগড়ি পরিধান করে থাকলেও, কখনো কখনো তাঁরা খালি মাথায় থাকতেন বা মসজিদ, দরবার বা পথেঘাটে চলাফেরা করতেন।

৮. সালাতের জন্য সুতরা বা আড়াল না পেলে তাঁরা কখনো কখনো মাথার টুপি খুলে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন বলে দেখা যায়। জামি সাগীরের ব্যাখ্যাতা আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রাউফ মুনাবী (১০৩১ হি) উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য কোনো সুতরা না পেলে অথবা টপি খুলে সুতরা বানানো জায়েয বলে শেখানোর জন্য মাঝে মধ্যে এরূপ করেছেন।[১৫৯]

৯. টুপি ছিল তাঁদের সাধারণ পোশাকের অংশ, সালাতের জন্য বিশেষ পোশাক নয়। তাঁরা সাধারণত সময় টুপি পরিধান করে থাকতেন এবং সালাতও টুপি পরিহিত অবস্থায় আদায় করতেন। সালাতের জন্য বিশেষ করে টুপি পরিধান করা ও সালাতের পরে খুলে ফেলার রেওয়াজ তাদের মধ্যে ছিল না।

১০. টুপি মাথায় দিয়ে সালাত আদায়ের জন্য বিশেষ সাওয়াব, ফযীলত বা নির্দেশ জ্ঞাপক কোনো হাদীস আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

১১. যেহেতু টুপি তাঁদের সাধারণ পোশাকের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেহেতু পানাহার, পেশাব-পায়খানা, চলাচল, শয়ন করা ইত্যাদি কর্মের জন্য তাঁরা পৃথকভাবে টুপি পরিধান করতেন বা খুলে রাখতেন বলে কোনো হাদীস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ সকল কর্মের সময় টুপি পরিধান করা বা খুলে রাখার মধ্যে কোনো বিশেষ ফযীলত, সাওয়াব বা আদব আছে বলে আমি জানতে পারি নি। ইসতিনজার সময় বিশেষভাবে মস্তক আবৃত করার বিষয়টি আমরা মাথার রুমাল বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ।

১২. তাঁদের ব্যবহৃত টুপির রঙ, আকার ও প্রকারের বৈচিত্র্য থেকে আমরা বুঝতে পরি যে, এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম তাঁরা পালন করেন নি।

[১৫৮] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ শামিয়াহ ৭/২৮৬।
[১৫৯] মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৫/২৪৭।

মূল উদ্দেশ্য মাথা আবৃত করা। যে কোনো রঙের এবং আকৃতির টুপি, পাগড়ি, রুমাল, চাদর ইত্যাদি দিয়ে মাথা আবৃত করলে মাথা ঢাকার এ সুন্নাত বা রীতি পালিত হবে বলেই মনে হয়। তবে কেউ যদি অবিকল হাদীসে বর্ণিত রঙ, আকার ও আকৃতি ব্যবহার করেন তা তাঁর জন্য অতিরিক্ত কল্যাণের বিষয় হবে।

মহান আল্লাহই ভাল জানেন। আমাদের সীমিত জ্ঞানের আলোকে এটুকুই জেনেছি ও বুঝেছি। আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করছি।

৩. ৯. পাগড়ি

টুপি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় পাগড়ির বিষয়ে বর্ণিত হাদীস অনেক বেশি। পাগড়ির অনেক দিক রয়েছে। পাগড়ির রঙ, দৈর্ঘ, পরিধান পদ্ধতি ইত্যাদি অনেক বিষয় হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. ৯. ১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পাগড়ি ব্যবহার

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত অনেক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ বিভিন্ন সমাবেশে, যুদ্ধে, ওয়ায নসীহতের সময়ে পাগড়ি পরিধান করতেন। এ বিষয়ক সকল হাদীস আলোচনা করতে গেলে কলেবর বেড়ে যাবে। তাছাড়া এ সকল হাদীসের বিষয়বস্তু একই। এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, তাঁরা পাগড়ি পরিধান করতেন। তাই এ বিষয়ে অল্প কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি। টুপির হাদীস আলোচনার সময় এ বিষয়ক কিছু হাদীস আমরা দেখতে পেয়েছি।

সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে আমর ইবনু হুরাইস (রা) বলেন:

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ [خَطَبَ] وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ

"আমার মনে হচ্ছে আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারের উপরে দাড়িয়ে বক্তৃতা (খুতবা) প্রদান করলেন, তাঁর মাথায় ছিল কাল রঙের পাগড়ি। তিনি পাগড়ির দুই প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নামিয়ে দিয়েছেন।"[১৬০]

সহীহ মুসলিমে সংকলিত অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেন:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ

[১৬০] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৯৯০।

عِمَامَـــةٌ سَــوْدَاءُ بِغَــيْــرِ إِحْــرَامٍ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিনে মক্কায় প্রবেশ করেন ইহরাম ছাড়া, তখন তাঁর মাথায় ছিল একটি কাল পাগড়ি।"[১৬১]

সহীহ মুসলিমে সংকলিত অন্য হাদীসে মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) বলেন

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَــوَضَّــأَ فَمَــسَــحَ بِنَاصِــيَــتِهِ [مقدم رأسه] وَعَلَى الْعِــمَــامَــةِ وَعَلَى الْخُــفَّــيْــنِ

"নবীয়ে আকরাম ﷺ ওযু করলেন। তখন তিনি কপালের উপরের অংশ বা মাথার সম্মুখাংশ, পাগড়ির উপরে ও মোজার উপরে মোসেহ করলেন।"[১৬২]

তাবিয়ী আবূ আব্দুস সালাম বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে (রা) প্রশ্ন করলাম: রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে পাগড়ি পরিধান করতেন? তিনি বলেন:

كَانَ يُــدَوِّرُ كَوْرَ عِمَامَتِهِ عَلَىْ رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيَرْسِلُهَا بَــيْــنَ كَــتِــفَــيْــهِ

"তিনি পাগড়ি মাথার উপরে পেচিয়ে নিতেন, পিছন থেকে গুজে দিতেন এবং এর প্রান্ত দুই কাধের মাঝে ঝুলিয়ে দিতেন।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[১৬৩]

সাওবান (রা) বলেন:

كَانَ النَبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ أَرْخَىْ عِمَامَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

"নবীয়ে আকরাম ﷺ যখন পাগড়ি পরতেন তখন পাগড়ির প্রান্ত সামনে এবং পিছনে ঝুলিয়ে দিতেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[১৬৪]

একটি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীসে ইমাম জাফর সাদিক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন:

كَانَ النَبِيُّ ﷺ يَعْتَمُّ فِيْ كُلِّ عِــيْــدٍ

"নবীয়ে আকরাম ﷺ প্রত্যেক ঈদে পাগড়ি পরিধান করতেন।"[১৬৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো পাগড়ির পরিবর্তে সাধারণ পট্টি বা কাপড় মাথায় ও কপালে পেচিয়ে নিতেন বলে ইমাম গাযালী ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন।[১৬৬]

---

[১৬১] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৯৯০।
[১৬২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২৩০-২৩১।
[১৬৩] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২০।
[১৬৪] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২০।
[১৬৫] শাফিয়ী, কিতাবুল উম্ম ১/২৩৩; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৮০।
[১৬৬] গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৪০৬; মুহাম্মাদ শামী, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/২৭২।

এ ধরনের পট্টিকে আরবীতে (عصابة) "ইসাবাহ" বলা হয়। আল্লামা ইবনুল আসীর বলেনঃ "রুমাল, কাপড়ের টুকরা বা পাগড়ি যা দিয়েই মাথা পেঁচানো হবে তাকেই "ইসাবাহ" বলা হবে।"[১৬৭]

সহীহ বুখারীতে সংকলিত হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন-

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَىْ مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ حَتَّىْ جَلَسَ عَلَىْ الْمِنْبَرِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে মসজিদে বেরিয়ে আসলেন। তাঁর দেহে একটি চাদর ছিল, যা তিনি দুই কাঁধের উপর জড়িয়ে নিয়েছিলেন এবং তার মাথায় কাল কাপড়ের একটি পট্টি বা 'ইসাবাহ' ছিল। তিনি এ অবস্থায় মিম্বরে বসে নসীহত করলেন।[১৬৮]

দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসে ফাদল ইবনু আব্বাস (রা) বলেন,

دَخَلْتُ عَلَىْ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَرْضِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ، وَعَلَىْ رَأْسِهِ عِصَابَةٌ صَفْرَاءُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের পূর্বে অসুস্থতার সময় আমি তাঁর নিকট গমন করি। তখন তাঁর মাথায় একটি হলুদ কাপড় (ইসাবাহ) জড়ানো ছিল।[১৬৯]

৩. ৯. ২. রাসূলুল্লাহর (ﷺ) পাগড়ি পরানো

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনোকোনো সাহাবীকে পাগড়ি পরিয়েছেন। বিশেষত কাউকে সেনাপতি বা কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করে প্রেরণ কালে কখনো কখনো তাকে নিজ হাতে পাগড়ি পরিয়ে দিতেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি কাউকে কাউকে পাগড়ি পরিয়েছেন বলে জানা যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রাহমান ইবনু

[১৬৭] ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়া ৩/২৪৪।
[১৬৮] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩৮৩।
[১৬৯] তিরমিযী, আল-শামাইল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, পৃঃ ১২১-১২২; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাঈল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, পৃঃ ৭৫।

আউফকে (রা) একটি সেনাদলের সেনাপতি করে প্রেরণের ঘোষণা দেন। তখন আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ কাল সূতী কাপড়ের পাগড়ি পরিধান করে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তাঁর পাগড়ি খুলেন এবং পুনরায় তাঁকে পাগড়ি পরিয়ে দেন। এবার তিনি পাগড়ির প্রান্ত পিছন দিকে ৪ আঙ্গুল মত ঝুলিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন: হে ইবনু আউফ, এভাবে পাগড়ি পরবে, তাহলে বেশি সুন্দর ও বেশি আরবীয় মর্যাদা প্রকাশক হবে।" মুসতাদরাক হাকিমের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাগড়ি খুলে একটি সাদা পাগড়ি উপরের পদ্ধতিতে পরিয়ে দেন এবং উপরোক্ত কথা বলেন। হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[১৭০]

অন্য একটি অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনো এলাকায় কোনো প্রশাসক নিয়োগ করে পাঠাতেন, তাকে পাগড়ি পরিয়ে দিতেন।[১৭১]

সুনানু আবী দাউদে সংকলিত একটি যয়ীফ সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা) বলেন :

عممني رسول الله ﷺ فسدلها بين يدي ومن خلفي

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাগড়ি পরিয়ে দেন এবং সামনে এবং পিছনে পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দেন।"[১৭২]

তাবিয়ী সা'দ ইবনু উসমান রাযী বলেন :

رَأَيْتُ رَجُلا بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَيَقُول كَسَانِيهَا رَسُول الله ﷺ.

"আমি বুখারায় একব্যক্তিকে দেখলাম যিনি একটি খচ্চরের উপর আরোহন করে আছেন এবং তাঁর মাথায় একটি কাল পাগড়ি। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাগড়িটি পরিয়ে দিয়েছেন।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।[১৭৩]

---

[১৭০] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৫৮৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২০।
[১৭১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২০-১২১।
[১৭২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৫৫।
[১৭৩] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪২৫, নং ৩৩২১; সুনানু আবী দাউদ ৪/৪৫, নং ৪০৩৮।

৩. ৯. ৩. সাহাবায়ে কেরামের পাগড়ি

সাহাবীগণের পাগড়ি পরিধান বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সামান্য কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

তাবিয়ী মিলহান ইবনু সাওবান বলেন,

كَانَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرْ عَلَيْنَا بِالْكُوفَةِ سَنَةً وكَانَ يَخْطُبُنَا كُلَّ جُمُعَةٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

"(খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) সময়ে) আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা) একবছরের জন্য কুফায় আমাদের গভর্নর ছিলেন। তিনি প্রতি শুক্রবারে জুম'আর সালাতে একটি কাল পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় আমাদেরকে খুতবা প্রদান করতেন।" বর্ণনাটির সনদ দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয়।[১৭৪]

সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার বলেন, একবার হজ্জের সফরে মক্কার পথে এক বেদুঈন আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইবনু উমার (রা) তাকে নিজের আরোহনের গাধার উপরে উঠিয়ে বসান এবং তাঁর নিজের মাথার পাগড়ি খুলে তাকে প্রদান করেন। তখন আমরা বললাম: আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন! এরা তো বেদুঈন, এরা তো সামান্যতেই খুশি হয়ে যায়, (একে এত মূল্যবান হাদীয়া দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল!?)। তিনি বলেন: এ ব্যক্তির পিতা আমার পিতা উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) বন্ধুদের একজন ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, পিতার সেবাযত্নের অন্যতম দিক পিতার প্রিয় মানুষদের যত্ন ও সেবা করা।[১৭৫]

আবূ হাদরাদ আসলামী (রা) নামক একজন সাহাবীর কাছে একজন ইহুদী ৪টি দিরহাম পেত। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে যেয়ে অভিযোগ করে বলে, হে মুহাম্মাদ (ﷺ), আমি এর কাছে ৪ দিরহাম পাব, কিন্তু সে আমাকে দিচ্ছে না। তখন তিনি বলেন: একে এর পাওনা বুঝে দাও। আবূ হাদরাদ বলেন: আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার এ পাওনা পরিশোধের কোনো ক্ষমতা নেই। তিনি আবারো বলেন: এর পাওনা বুঝে দাও। সাহাবী আবারো তার অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং বলেন: আল্লাহর কসম, আমার পরিশোধের ক্ষমতা নেই। তবে আমি একে বলেছি যে, আপনি আমদেরকে খাইবারে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন। যুদ্ধে গনীমত লাভ হলে তা থেকে তার পাওনা পরিশোধ করব। তিনি আবারো বলেন: এর পাওনা বুঝে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কথা

[১৭৪] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৪৬।
[১৭৫] মুসলিম আস-সহীহ ৪/১৯৭৯।

তিনবার বললে তা আর ফিরিয়ে নিতেন না। তখন সাহাবী ইবনু আবী হাদরাদ উক্ত ইহুদীকে নিয়ে বাজারে গমন করেন। তখন তাঁর মাথায় একটি পাগড়ি পেঁচানো ছিল এবং গায়ে একটি বড় পুরো শরীর ঢাকা চাদর ছিল। তিনি মাথার পাগড়ি খুলে তা লুঙ্গির মত পরিধান করেন এবং চাদরটি খুলে ইহুদীকে দিয়ে বলেন: এটি তুমি কিনে নাও। তখন সে ৪ দিরহামে উক্ত চাদরটি কিনে নেয়।

হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহনযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।[১৭৬]

ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে এবং বাইহাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে সাহাবীগণের পাগড়ির বিষয়ে অনেক হাদীস সংকলিত করেছেন। এগুলি থেকে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে কাল রঙের পাগড়ির প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি। সাদা রঙের পাগড়িও কেউ কেউ পরতেন। এছাড়া লাল, সবুজ, হলুদ রঙের পাগড়িরও প্রচলন ছিল। তাঁরা সাধারণত: পাগড়ির প্রান্ত পিছনদিকে ঝুলিয়ে দিতেন। কেউ কেউ সামনে ঝুলাতেন বলেও দেখা যায়। আবার কেউ কেউ সামনে এবং পিছনে উভয় দিকে পাগড়ির দুই প্রান্ত ঝুলিয়ে রাখতেন। কেউ কেউ পাগড়ির প্রান্ত গলার নীচে দিয়ে পেচিয়ে নিতেন বলে উল্লেখ আছে। আবার অনেকে এভাবে পরতে অপছন্দ করতেন। কেউ কেউ শুধু এক পেঁচ দিয়ে পাগড়ি পরতেন। ঈদের দিনে তাঁরা পাগড়ি পরতেন বলে কিছু হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে।[১৭৭]

৩. ৯. ৪. ফিরিশতাগণের পাগড়ি

ফিরিশতাগণ পাগড়ি পরিধান করেন বলে দু-একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি যয়ীফ বা দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আব্দুর রাহমান ইবনু আউফকে পাগড়ি পরান তখন বলেন: "আমি যখন (মি'রাজের রাত্রিতে) আসমানে গেলাম, তখন সেখানে অধিকাংশ ফিরিশতাকে পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখলাম।" হাদীসটি যয়ীফ।[১৭৮]

অন্য একটি যয়ীফ হাদীসে আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে আসেন কাল পাগড়ি পরিহিত অবস্থায়, পাগড়ির প্রান্ত পিছন দিকে ঝুলান ছিল। হাদীসটি যয়ীফ।[১৭৯]

ফিরিশতাগণের পাগড়ি সম্পর্কীয় আরো কিছু হাদীস আমরা পাগড়ির রঙ বিষয়ক আলোচনায় দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ।

---

[১৭৬] আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/৪২৩।
[১৭৭] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৭৮-১৮১; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৭৪-১৭৬।
[১৭৮] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২০।
[১৭৯] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২০।

৩. ৯. ৫. পাগড়ির দৈর্ঘ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পাগড়ির দৈর্ঘ কত ছিল তা কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি। আল্লামা সুয়ূতী, মুল্লা আলী কারী ও অন্যান্য গবেষক ফকীহ ও মুহাদ্দিস একবাক্যে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পাগড়ির দৈর্ঘ্যের বিষয়ে সহীহ বা যয়ীফ কোনো একটি হাদীসেও কোনো প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে কোনো কোনো আলিম আন্দায করে কিছু বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পাগড়ি সাধারণ ভাবে ১০ হাত লম্বা ছিল বলে মনে হয়। কেউ বলেছেন তাঁর পাগড়ি ৭ হাত ছিল। কেউ বলেছেন তাঁর তিন প্রকারের পাগড়ি ছিলঃ ছোট, মাঝারী ও বড়। ছোটর দৈর্ঘ্য ছিল ৭ হাত, বড়র দৈর্ঘ্য ১২ হাত। এগুলি সবই বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আলিমগণের আন্দায। হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।[১৮০]

উপরে উল্লিখিত একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, তাবিয়ী আবূ আব্দুস সালাম ইবনু উমার (রা) কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পাগড়ি পরিধান পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "তিনি পাগড়ি মাথার উপরে পেচিয়ে নিতেন, পিছন থেকে গুজে দিতেন এবং এর প্রান্ত দুই কাধের মাঝে ঝুলিয়ে দিতেন।"

এ বিবরণের আলোকে আল্লামা শাওকানী বলেন, তিন হাতের কম দীর্ঘ পাগড়িও এভাবে পরিধান করা যায়; কাজেই তাঁর পাগড়ি এর চেয়ে লম্বা ছিল বলে এ হাদীস থেকে বুঝা যায় না।[১৮১] সাহাবীগণের পাগড়ির বিবরণে আমরা দেখেছি যে, পাগড়ি খুলে লুঙ্গির মত পরিধান করা সম্ভব ছিল। এতে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ পাগড়ি মাঝারী আকৃতির হতো, বা ৪/৫ হাত লম্বা একটি লুঙ্গির মত হতো। আবার আমরা দেখেছি যে, কোনোকোনো সাহাবী-তাবিয়ী মাত্র এক পেচের পাগড়ি পরতেন। এতে বুঝা যায় যে, পাগড়ির দৈর্ঘ তাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় ছিল না। মাথা আবৃত করা ও মাথার উপরে কিছু কাপড় পেচিয়ে রেখে মাথাকে সংরক্ষিত ও সৌন্দয্যমণ্ডিত করাই পাগড়ির উদ্দেশ্য।

---

[১৮০] মোল্লা আলী কারী, মিরকাত ৮/১৪৭-১৪৮; আযীমাবাদী, আউনুল মা'বুদ ১১/৮৯; মুবারাকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৩৮।

[১৮১] শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/১০৭-১০৮।

৩. ৯. ৬. পাগড়ির ব্যবহার পদ্ধতি

৩. ৯. ৬. ১. চিবুকের নিচে দিয়ে পেঁচ দেওয়া

পাগড়ি ব্যবহারের মূল বিষয় তা মাথার উপর পেঁচ দিয়ে পরিধান করা। যে কোনো কাপড় যে কোনোভবে মাথার উপরে পেচিয়ে পরিধান করা হলে তাকে পাগড়ি বলা যায়। পেঁচ দেওয়ার বিশেষ কোনো পদ্ধতি বা নিয়ম বর্ণিত হয়েছে বলে জানতে পারি নি। তবে চিবুকের নিচে দিয়ে পাগড়ি পেঁচানোর বিষয়ে কোনো কোনো তাবিয়ী এবং পরবর্তী ফকীহ বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে বুঝা যায় যে, তাবিয়গণের যুগ থেকে পাগড়ি মাথার উপরে পেঁচানোর সাথে সাথে চিবুকের নিচে দিয়ে এক বা একাধিক পেঁচ দেওয়া হতো।[১৮২] এতে একদিকে পুরো মাথা আবৃত করা সহজ হতো। এছাড়া পাগড়ি মাথার সাথে দৃঢ়ভাবে এটে থাকত এবং কর্ম ব্যস্ততার কারণে সহজে খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত না। বর্তমান যুগে ফিলিস্তিনীদের 'কূফিয়া' পরিধান পদ্ধতি থেকে আমরা বিষয়টি কিছু অনুমান করতে পারি।

প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মা'মার ইবনু রাশিদ (১৪৫ হি) তাঁর উস্তাদ প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ফকীহ তাউস ইবনু কাইসান (১০৬ হি) থেকে বর্ণনা করেছেন,

قَالَ فِيْ الَّذِيْ يَلْوِيْ الْعِمَامَةَ عَلَيْ رَأْسِهِ وَلاَ يَجْعَلُهَا تَحْتَ ذَقْنِهِ قَالَ تِلْكَ عِمَّةُ الشَّيْطَانِ

"যে ব্যক্তি তার মাথার উপরে পাগড়ি পেঁচায় অথচ তার চিবুকের নিচে দিয়ে পাগড়ির কোনো অংশ পেঁচায় না তার পাগড়ি পরিধান পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, এ শয়তানের পাগড়ি পরিধান পদ্ধতি।"[১৮৩]

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল এবং অন্য কোনো কোনো ফকীহ এভাবে চিবুকের নিচে দিয়ে পাগড়ি জড়ানোকে ইসলামী পাগড়ি পরিধান পদ্ধতির অন্যতম দিক বলে বিবেচনা করেছেন। এভাবে গলার নিচে দিয়ে না জড়ানো অমুসলিমদের পাগড়ি পরিধান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করেছেন।[১৮৪]

---

[১৮২] যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/১৫; শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/১০৬।

[১৮৩] মা'মার ইবনু রাশিদ, আল-জামি ১১/৮০; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৭৬-১৭৭; আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-ইলাল ২/৫৬৯।

[১৮৪] ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/১৮৫; মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২৯৪।

৫ম-৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মালিকী ফকীহ ইমাম আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু ওয়ালীদ তুরতূশী (৪৫১-৫২০হি) বলেন, "গলার নিচে দিয়ে না জড়িয়ে শুধু মাথার উপর পাগড়ি পেঁচানো একটি জঘন্য বিদ'আত'।[১৮৫]

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনোরূপ বর্ণনা আমি সনদ সহ দেখতে পাই নি। ৮ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাম্বালী ফকীহ ইবনুল কাইয়িম (৭৫১ হি) লিখেছেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ পাগড়ি চিবুকের নিচে দিয়ে জড়িয়ে পরিধান করতেন।"[১৮৬]

ইবনুল কাইয়িমের সাধারণ রীতি যে, তিনি তাঁর দেওয়া তথ্যাবলির সূত্র উল্লেখ করেন এবং অনেক সময় সেগুলির সনদের গ্রহণযোগ্যতাও আলোচনা করেন। কিন্তু এখানে তিনি তাঁর সূত্র উল্লেখ করেন নি। পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম তাঁর সূত্রে এ তথ্যটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁরাও এ কথার কোনো সনদ-সহ সূত্র উল্লেখ করেন নি।[১৮৭] আমি আমার সাধ্যমত অনুসন্ধান করে কোনো হাদীস গ্রন্থে বা সীরাত-শামাইল বিষয়ক গ্রন্থে কোনো সনদ-সহ বর্ণনা এ বিষয়ে দেখতে পাই নি। সহীহাইন-সহ অন্যান্য সকল গ্রন্থের পাগড়ি বিষয়ক অগণিত বর্ণনার কোথাও গলার নিচে দিয়ে জড়ানোর কথা উল্লেখ করা হয়নি। এ সকল বর্ণনা প্রমাণ করে যে, তিনি এভাবে গলার নিচে দিয়ে পাগড়ি জড়াতেন না বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এভাবে জড়াতেন না।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নিষেধ জ্ঞাপক একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদ আবূ উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লাম হারাবী (২২৪ হি) হাদীসের মধ্যে ব্যবহৃত অপ্রচলিত শব্দাবলির অভিধান বিষয়ক গ্রন্থে সনদ বিহীনভাবে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

فِيْ حَدِيْثِهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّيْ وَنَهَىْ عَنِ الْإِقْتِعَاطِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি পাগড়ি দাড়ির নিচে দিয়ে জড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং শুধু মাথার উপর জড়াতে নিষেধ করেছেন।"[১৮৮]

এভাবে সনদ বিহীন ভাবে তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম আবূ উবাইদের সূত্রে 'হাদীস'টি উল্লেখ করেছেন কিন্তু কেউই এর কোনো সনদ উল্লেখ করেন নি অথবা কোনো গ্রন্থে সনদ-সহ তা সংকলিত হয়েছে বলেও কেউ উল্লেখ করেন নি।[১৮৯]

---

[১৮৫] শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/১০৬।
[১৮৬] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/১৩৮।
[১৮৭] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ্ শামিয়্যাহ্ ৭/২৭২।
[১৮৮] আবূ উবাইদ, গারীবুল হাদীস ৩/১২০।
[১৮৯] ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/১৮৫; শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/১০৬: মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২৯৪।

আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করে এর কোনো সনদ বা উৎস জানতে পারিনি। পাগড়ি গলার নিচে দিয়ে জড়ানোর নির্দেশে বা শুধু মাথার উপর জড়ানোর আপত্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বা কোনো সাহাবী থেকে কোনোরূপ সনদ-সহ বর্ণনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

অপরদিকে ইবনু আবী শাইবা উসামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন:

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمَّ أَنْ يَجْعَلَ تَحْتَ لِحْيَتِهِ وَحَلْقِهِ مِنَ الْعِمَامَةِ

"মাথায় পাগড়ি পরিধানের সময় দাড়ি ও গলার নিচে দিয়ে পাগড়ি জড়ানো উসামা অপছন্দ করতেন বা মাকরূহ গণ্য করতেন।"[১৯০]

আল্লামা আব্দুর রাঊফ মুনাবী (১০৩১ হি) বলেন, "কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, পাগড়ী গলার নিচে দিয়ে পরিধান করা সুন্নাত। শাফিয়ী মাযহাবের আলিমগণের মতে এভাবে পাগড়ি পরিধানের কোনো বিশেষ সাওয়াব নেই বা তা মুস্তাহাব নয়।"[১৯১]

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, গলার বা দাড়ির নিচে দিয়ে পাগড়ি জড়ানো যদিও তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং কোনো কোনো ফকীহ একে সুন্নাত বা ইসলামী পাগড়ি পরিধান পদ্ধতির অংশ বলে মনে করেছেন, তবে হাদীস বিচারে প্রমাণিত হয় যে, এভাবে পাগড়ি পরার কোনো বৈশিষ্ট্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কর্ম বা কথা দ্বারা প্রমাণিত নয়। মাথার উপরে জড়ালেই পাগড়ি পরিধানের সুন্নাত আদায় হবে। চিবুকের নিচে দিয়ে জড়ানো বা না জড়ানো কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়।

৩. ৯. ৬. ২. পাগড়ির প্রান্ত বা প্রান্তদ্বয় ঝুলানো

পাগড়ি কি শুধু মাথায় পেঁচাতে হবে না কিছু অংশ সামনে বা পিছনে ঝুলিয়ে দিতে হবে? ঝুলালে কি পরিমাণ ঝুলাতে হবে?

এ বিষয়ে কয়েক প্রকার বিবরণ আমরা দেখেছি:

(ক) পাগড়ির এক প্রান্ত পিছন দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া। এ বিষয়ে কয়েকটি সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস আমরা উপরে দেখেছি। অপরদিকে সহীহ মুসলিমে সংকলিত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে পাগড়ির প্রান্ত ঝুলানোর কথা উল্লেখ করা হয়নি। এ হাদীস থেকে প্রতিয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো প্রান্ত না ঝুলিয়ে

---

[১৯০] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৮১।
[১৯১] মুনাবী, ফাইদুল কাদীর ৫/২৪৭।

পাগড়ি পরিধান করতেন। এক্ষেত্রে পুরো পাগড়িই মাথার উপর পেচিয়ে রাখতেন। ইবনুল কাইয়িম উল্লেখ করেছেন যে, এমন হতে পারে যে, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁকে মাথায় পাগড়ির উপর হেলমেট পরিধান করতে হয়েছিল। এজন্য তিনি পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দেন নি। তিনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুসারে পোশাক পরিধান করতেন।"[১৯২]

(খ) পাগড়ির দুই প্রান্ত পিছনে ঝুলিয়ে দেওয়া। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে আমরা এর বিবরণ দেখেছি। ইমাম নববী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, সকল পাণ্ডুলিপিতেই এ হাদীসে "প্রান্তদ্বয়" ঝুলিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও সাধারণভাবে পাগড়ির এক প্রান্ত ঝুলিয়ে দেওয়াই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। কাযী ইয়ায উল্লেখ করেছেন যে, সহীহ মুসলিমের কোনো কোনো দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিতে তিনি এ শব্দটিকে একবচনে "প্রান্ত" লেখা দেখেছেন।[১৯৩]

(গ) পাগড়ির এক প্রান্ত সামনে এবং এক প্রান্ত পিছনে ঝুলিয়ে দেওয়া। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস উপরে আমরা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ পাগড়ির এক প্রান্ত সামনে ও একপ্রান্ত পিছনে ঝুলিয়েছেন অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলি সবই দুর্বল। উপরে উল্লেখ করেছি যে, কোনোকোনো সাহাবী সামনে ও পিছনে পাগড়ির প্রান্ত ঝুলাতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ পাগড়ির প্রান্ত কেবল সামনে রাখতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

সুনান আবী দাউদের ব্যাখ্যাকার শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন, পাগড়ির দুই প্রান্ত সামনে ও পিছনে ঝুলিয়ে দেওয়ার হাদীস দুর্বল। পক্ষান্তরে একাধিক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পাগড়ির প্রান্ত পিছনে দুই কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে দিতেন। ইবনু উমার (রা) ও অন্যান্য সাহাবী এভাবে শুধু পিছনে পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দিতেন। এভাবে ঝুলানোই উত্তম।[১৯৪]

অধিকাংশ হাদীসে পাগড়ির ঝুলানো প্রান্তের কোনো পরিমাপ বর্ণিত হয়নি। আব্দুর রাহমান ইবনু আউফের (রা) হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পাগড়ি পরিয়ে পিছনে ৪ আঙ্গুল পরিমাণ ঝুলিয়ে দেন। আমরা দেখেছি যে, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। কোনোকোনো

---

[১৯২] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/১৩১।
[১৯৩] নাবাবী, শারহু সাহীহ মুসলিম ৯/১৩৩; সুয়ূতী, আদ-দীবাজ ৩/৪০৪।
[১৯৪] আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ১১/৮৮-৮৯।

সাহাবী এক বিঘত বা তার কম ঝুলিয়ে রাখতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এ পরিমাণ বা এর কাছাকাছি ঝুলানোই ছিল তাদের রীতি। টুপির আলোচনার মধ্যে আমরা দেখেছি যে, সাহাবী আনাস ইবনু মালিক (রা) কখনো কখনো টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন এবং পাগড়ির প্রান্ত পিছনে ১ হাত মত নামিয়ে দিতেন। আরো দুএকজন সাহাবী থেকে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এক হাতের বেশি কোনো বর্ণনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

ইমাম নববী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ উল্লেখ করেছেন যে, পাগড়ির প্রান্ত অল্প ঝুলানোই সঠিক আদব। বেশি ঝুলানো উচিৎ নয়। অহংকার করে লম্বা করে ঝুলালে হারাম হবে। অন্যথায় লম্বা করে প্রান্ত ঝুলানো মাকরুহ হবে।[১৯৫]

৩. ৯. ৬. ৩. পাগড়ির প্রান্ত না ঝুলানো

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো পাগড়ির প্রান্ত ঝুলাতেন না বলে হাদীস থেকে বুঝা যায়। ইমাম নববী ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন যে, পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দেওয়াই আদব বা সাধারণ রীতি। তবে প্রান্ত না ঝুলিয়েও পাগড়ি পরিধান করা যাবে। প্রান্ত না ঝুলিয়ে পাগড়ি পরতে কোনো প্রকার নিষেধ নেই।[১৯৬]

৩. ৯. ৭. পাগড়ির রঙ

৩. ৯. ৭. ১. কাল পাগড়ি

প্রায় সকল হাদীসেই আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মূলত কাল রঙের পাগড়ি পরিধান করেছেন। এ সকল হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি মদীনায়, সফরে, যুদ্ধে সর্বত্র কাল পাগড়ি ব্যবহার করতেন।

৮/৯ম হিজরী শতকের কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় থাকা অবস্থায় কাল পাগড়ি পরতেন এবং সফর অবস্থায় সাদা পাগড়ি ব্যবহার করতেন। এ দাবীর পক্ষে কোনো প্রমাণ বা হাদীস তারা পেশ করেন নি। বরং মক্কা বিজয়ের হাদীস প্রমাণ করে যে, তিনি সফরে ও

---

[১৯৫] আযীমআবাদী, আউনুল মা'বুদ ১১/৮৮-৮৯; মুবারাকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৩৮।
[১৯৬] আযীমআবাদী, আউনুল মা'বুদ ১১/৮৮-৮৯; মুবারাকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৩৮।

যুদ্ধের সময়েও কাল পাগড়ি পরিধান করতেন। হিজরী ৯ম শতকের প্রখ্যাত আলিম আবুল খাইর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান সাখাবী (৯০২ হি) বলেছেন, কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে সাদা পাগড়ি পরিধান করতেন এবং বাড়িতে বা মদীনায় অবস্থান কালে কাল পাগড়ি ব্যবহার করতেন আর উভয় পাগড়ির দৈর্ঘ ছিল ৭ হাত। পাগড়ির রঙ ও দৈর্ঘের বিষয়ে এ কথার কোনো প্রকার ভিত্তি বা প্রমাণ আছে বলে আমার জানা নেই।[১৯৭]

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, সাধারণভাবে পোশাকের ক্ষেত্রে বা জামা, চাদর, লুঙ্গি ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা ও সবুজ রঙ্গের পোশাক ব্যবহার করেছেন এবং ব্যবহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু পাগড়ির ক্ষেত্রে তিনি কখনো সাদা বা সবুজ পাগড়ি পরিধান করেছেন বলে কোনো প্রকার বর্ণনা পাই নি। ২/১ টি হাদীসে হলুদ বঙের ও যাফরানী রঙের পাগড়ি তিনি পরিধান করেছেন বলে জানা যায়। অন্য কোনো রঙের পাগড়ি তিনি ব্যবহার করেছেন বলে জানতে পরি নি।

উপরে উল্লিখিত অনেক সহীহ হাদীসে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কাল পাগড়ি ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণের মধ্যে কাল পাগড়ি ব্যবহারই ছিল সবচেয়ে বেশি। এজন্য কাল পাগড়ি বিষয়ক হাদীসগুলি এখানে উল্লেখ করছি না। অন্যান্য রঙের পাগড়ি বিষয়ক হাদীসগুলি এখানে আলোচনা করব।

৩. ৯. ৭. ২. হলুদ পাগড়ি

কাল ছাড়া একমাত্র হলুদ রঙের পাগড়ি রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো পরিধান করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ফাদল ইবনু আব্বাস (রা) থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাথায় হলুদ কাপড় জড়ানো ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অন্যান্য পোশাকের সাথে পাগড়িও যাফরান দিয়ে হলুদ রঙ করে নিতেন।

অন্য হাদীসে যাইদ ইবনু আসলাম, ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মালিক প্রমুখ তাবিয়ী বলেন :

---

[১৯৭] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ, সীরাহ্ শামিয়াহ ৭/২৭৬।

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ حَتَّىْ الْعِمَامَةَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ি সহ তাঁর সকল কাপড় চোপড় যাফরান দিয়ে বঙ করে নিতেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[১৯৮]

সাহাবীগণের মধ্যে অন্যান্য রঙের সাথে হলুদ রঙের পাগড়ির প্রচলন ছিল বলে আমরা দেখেছি। এছাড়া ফিরিশতাগণ হলূদ রঙের পাগড়ি পরেছেন বলে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম তাবারী নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন, বদরী সাহাবী আবূ উসাইদ (রা) বলেন, "উহদের প্রান্ত থেকে ফিরিশতাগণ হলুদ পাগড়ি পরে বেরিয়ে আসেন, তাঁদের পাগড়ির প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝে ঝোলানো ছিল।" বর্ণনাটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।[১৯৯]

ইবনু সা'দ ও তাবারী বিভিন্ন সনদে আব্বাদ ইবনু হামযা, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের দিনে ফিরিশতাগণ যুবাইর ইবনুল আওয়ামের (রা) বেশে হলুদ পাগড়ি পরে আসেন। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, বদরের দিনে যুবাইর (রা) এর গায়ে একটি হলুদ চাদর ছিল। তিনি সেটিকে পাগড়ি হিসাবে পরে নেন। ফিরিশতাগণ তারই বেশে হলুদ পাগড়ি পরে বদরের মাঠে আসেন। এ সকল বর্ণনা সামষ্টিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।[২০০]

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব, একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ফিরিশতাগণ বদরের দিনে সাদা পাগড়ি পরে ছিলেন। তবে অধিকাংশ হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর ঐ দিনে হলুদ পাগড়ি পরিহিত ছিলেন। সনদের দিক থেকে এগুলি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।[২০১]

৩. ৯. ৭. ৩. সবুজ পাগড়ি

আমাদের দেশে অনেকেই সবুজ পাগড়ি ব্যবহার করেন। আমরা জানি 'পাগড়ি' পোশাক বা জাগতিক বিষয়। এ জন্য সাধারণ ভাবে হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা ব্যতিরেকে কোনো রঙকে আমরা না-জায়েয বলতে পারব না। তবে কোনো রঙ সুন্নাত কিনা তা বলতে প্রমাণের প্রয়োজন। বিভিন্ন হাদীসে সাধারণ

---

[১৯৮] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৪৫২; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৬০, ইবনু আব্দিল বারর, আত-তামহীদ ২/১৮১।

[১৯৯] তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর, তাফসীর: জামিউল বায়ান ৪/৮২।

[২০০] ইবনু সা'দ, আত- তাবাকাতুল কুবরা ৩/১০৩; তাবারী, তাফসীর ৪/৮২।

[২০১] দেখুন: হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৪০৭; বাযযার, আল-মুসনাদ ৬/৩২৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৬/৮৩; সাইদ ইবনু মানসূর (২২৭ হি), আস-সুনান ২/২৪৬; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৬০, ৬/৪৩৭, ৭/৩৬১।

ভাবে সবুজ পোশাক পরিধানে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো পাগড়ির ক্ষেত্রে সবুজ রঙ ব্যবহার করেছেন বলে জানতে পারিনি। তবে সাহাবীগণ অন্যান্য রঙের সাথে সবুজ রঙের পাগড়িও পরিধান করতেন বলে ইতোপূর্বে টুপির আলোনচার সময় আমরা দেখেছি। পরবর্তী যুগেও কেউ কেউ সবুজ পাগড়ি ব্যবহার করতেন বলে মনে হয়।[২০২]

কোনো কোনো সনদহীন ইহুদীগণের বর্ণনায় (ইসরাঈলিয়্যাত, হাদীস নয়) বলা হয়েছে, তাবিয়ী কা'ব আহবার বলেছেনঃ ঈসা (আ) যখন পৃথিবীতে নেমে আসবেন তখন তাঁর মাথায় সবুজ পাগড়ি থাকবে।[২০৩]

৩. ৯. ৭. ৪. সাদা পাগড়ি

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেছেন বলে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। এজন্য ইমাম সাখাবী এ বিষয়ক দাবীকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে আব্দুর রাঊফ মুনাবী লিখেছেন: "শরীয়তের নির্দেশ বাড়াবাড়ী ও অবহেলার মাঝে মধ্যপথ অবলম্বন করা। ... এখানে ঐ সকল সূফীর কর্মের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করা হয়েছে, যারা সর্বদা একই প্রকারের পশমী কাপড় পরিধান করেন, অন্য কিছু থেকে সর্বদা বিরত থাকেন। একই প্রকার পোশাক বা বেশভুষা সর্বদা মেনে চলেন। নির্দিষ্ট নিয়ম, পদ্ধতি, রীতিনীতি ও অবস্থা সর্বদা অনুসরণ করেন। এর বাইরে যাওয়াকে খারাপ মনে করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যা পেতেন তাই পরতেন।

.... তাঁর আদর্শ ছাড়া আর কোনো আদর্শ থাকতে পারে না। তিনি যা করেছেন তার চেয়ে আর কিছুই উত্তম হতে পারে না। আর তাঁর সেই আদর্শ এ যে, যখন যা সহজসাধ্য হবে মধ্যপন্থার সাথে তা ব্যবহার করতে হবে। কখনো সূতি কাপড়, কখনো কাত্তান, কখনো পশমী, কখনো ইয়ামনী চাদর, কখনো লাল, কখনো সবুজ,.... কখনো পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দিয়েছেন, কখনো তা ঝুলানো ছেড়ে দিয়েছেন। কখনো চাদর বা রুমাল দিয়ে মাথা ঢেকেছেন, কখনো মাথায় চাদর বা রুমাল ব্যবহার বর্জন করেছেন। কখনো সাদা পাগড়ি, কখনো কাল পাগড়ি ব্যবহার করেছেন। কখনো পাগড়ির প্রান্ত গলার নীচে দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়েছেন। কখনো তা বর্জন করেছেন।"[২০৪]

---

[২০২] খতীব বাগদাদী, আহমদ ইবনু আলী, <u>তারীখু বাগদাদ</u> ৮/৩৬; মুযযী, ইউসূফ ইবনুয যাকী, <u>তাহযীবুল কামাল</u> ৬/৩৫৮-৩৬১।

[২০৩] মুনাবী, <u>ফয়যুল কাদীর</u> ২/৫৩৮।

[২০৪] মুনাবী, <u>ফয়যুল কাদীর</u> ১/১৮৯।

মুনাবীর কথা থেকে মনে হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদা পাগড়িও পরেছেন। আমি আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেও তিনি নিজে সাদা পাগড়ি পরিধান করেছেন বলে কোনো প্রকার সহীহ বা যয়ীফ বর্ণনা দেখতে পাই নি। তবে তিনি সাদা পাগড়ি পরিয়েছেন ও অনুমোদন করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত: মুনাবী এ অর্থেই উপরের কথাটি বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রাহমান ইবনু আউফকে (রা) যুদ্ধের সেনাপতি রূপে পাঠানোর সময় পাগড়ি পরিয়ে দিয়েছিলেন বলে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। মুসতাদরাক হাকিমের বর্ণনায় পাগড়িটির রং সাদা ছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হাকিমের বর্ণনা অনুসারে হাদীসটি নিম্নরূপ: "এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রাহমান ইবনু আউফকে (রা) একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে তাদেরকে নিয়ে যুদ্ধে যাবার নির্দেশ দেন। আব্দুর রহমান একটি কাল সুতি পাগড়ি পরিধান করে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে তার পাগড়ি খুলে ফেলেন। তিনি তাকে একটি সাদা পাগড়ি পরিয়ে দেন এবং পিছন দিকে চার আঙ্গুল বা তার কাছাকাছি পরিমাণ ঝুলিয়ে দেন।....হাদীসটির সনদ হাসান।[২০৫]

এ হাদীসটি অন্য অনেকেই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পাগড়ি পরালেন তার রঙ সাদা ছিল এ কথাটি অন্য কোনো বর্ণনায় নেই। এ সকল বর্ণনায় দেখা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রহমানের পাগড়ি খুলে আবার প্রান্ত ঝুলিয়ে পাগড়ি পরিয়ে দেন। পাগড়ির রঙ কি ছিল এ সকল বর্ণনায় তা উল্লেখ করা হয়নি।[২০৬]

সাহাবী ও তবিয়ীগণের মধ্যে কেউ কেউ সাদা পাগড়ি কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন বলে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। মদীনার প্রখ্যাত তাবিয়ী আলিম ও খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীযের সময়ে মদীনার প্রশাসক আবূ বকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু হাযম (১২০ হি) মদীনার মসজিদে নববীতে ইমামতি করতেন। তাবিয়ী আবুল গুসন সাবিত ইবনু কাইস (১৬৮হি) বলেন: "আমি দেখেছি তিনি শুক্রবার ও ঈদের দিনে তিনি সাদা পাগড়ি পরিধান করতেন।" বর্ণনাটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[২০৭]

---

[২০৫] তাবারানী, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ২/৩৯০; হাকিম আল-মুসতাদরাক ৪/৫৮৩।
[২০৬] বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৫/১৭৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২০।
[২০৭] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, আল-কিসমুল মুতাম্মিম, পৃ: ১২৬।

তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগে কেউ কেউ শীতকালে সাদা শাল, সাদা পাগড়ি ইত্যাদি পরিধান করতেন বলে জানা যায়।[২০৮] অপরদিকে ফিরিশতাগণ সাদা পাগড়ি পরেছেন বলে কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়। ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

كَانَ سِيْمَا الْمَلاَئِكَةِ يَوْمَ بَدْرٍ عَمَائِمٌ بِيْضٌ قَدْ أَرْسَلُوْهَا إِلَىْ ظُهُــوْرِهِمْ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ عَمَــائِمٌ حُمُرٌ

"বদরের দিনে ফিরিশতাগণের চিহ্ন ছিল সাদা পাগড়ি। তাঁরা তাঁদের পাগড়ির প্রান্ত পিছন দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। আর হুনাইনের যুদ্ধে ফিরিশতাগণের চিহ্ন ছিল লাল পাগড়ি।" হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে।[২০৯]

আমরা ইতোপূর্বে অন্যান্য হাদীসে দেখেছি যে, তাঁরা সেদিন হলুদ পাগড়ি পরেছিলেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, বদরের দিনে ফিরিশতাগণের চিহ্ন কি ছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা সাদা পাগড়ি পরিধান করে ছিলেন। অন্য বর্ণনা দেখা যায় যে, তাঁরা যুবাইর ইবনুল আওয়ামের মত হলুদ পাগড়ি পরিধান করে ছিলেন।[২১০]

ইমাম ইবনু কাসীর বলেনঃ ইবনু মারদাওয়াইহি ইবনু আব্বাসের সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ বদরের দিনে ফিরিশতাগণের চিহ্ন ছিল কাল পাগড়ি, তাঁরা কাল পাগড়ি পরে ছিলেন। আর হুনাইনের দিনে তাঁদের চিহ্ন ছিল লাল পাগড়ি। ইবনু ইসহাকও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অন্য বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা হলুদ পাগড়ি পরে ছিলেন।[২১১]

৩. ৯. ৭. ৫. লাল পাগড়ি

আমরা দেখেছি যে, মুহাজির সাহাবীগণ সুতি লাল, কাল, সবুজ, হলুদ রঙের পাগড়ি ব্যবহার করতেন। উপরের বর্ণনায় আমরা দেখলাম যে, ফিরিশতাগণ হুনাইনের যুদ্ধে লাল পাগড়ি পরিধান করেছেন।

এ বিষয়ক অন্য বর্ণনায় আয়েশা (রা) বলেনঃ

رَأَيْتُ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ حَمْرَاءُ يُرْخِيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ

---

[২০৮] ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৫/১৩৮; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৬১৯।
[২০৯] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১১/৩৮৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৬/৮২-৮৩।
[২১০] কুরতুবী, তাফসীর ৪/১৯৬।
[২১১] ইবনু কাসীর, তাফসীর ১/৪০৩।

"আমি দেখলাম যে, জিবরাঈল (আ) লাল পাগড়ি পরিধান করেছেন এবং তার প্রান্ত দুই কাঁধের মধ্য দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[২১২]

৩. ৯. ৮. পাগড়ি পরিধানে উৎসাহ প্রদান

পাগড়ি পরিধানে উৎসাহ প্রদানমূলক হাদীসগুলিকে অর্থের দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: **প্রথমত,** সৌন্দর্য ও মর্যাদার জন্য সাধারণ পোশাক হিসাবে পাগড়ি পরিধানের উৎসাহ প্রদান বিষয়ক হাদীস এবং **দ্বিতীয়ত,** পাগড়ি পরিধান করে সালাত আদায়ের উৎসাহ প্রদান বিষয়ক হাদীস।

৩. ৯. ৮. ১. সৌন্দর্য ও মর্যাদার জন্য পাগড়ি

সৌন্দর্য্য ও মর্যাদার প্রতীক হিসাবে পাগড়ি পরিধানের উৎসাহ দিয়ে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসগুলি সবই দুর্বল অথবা বানোয়াট ও মিথ্যা। এ বিষয়ে একটি গ্রহণযোগ্য হাদীসও নেই।

ইবনু আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে:

إِعْتَمُّوْا تَزْدَادُوْا حِلْماً، وَالْعَمَائِمُ تِيْجَانُ الْعَرَبِ

"তোমরা পাগড়ি পরিধান করবে, এতে তোমাদের ধৈর্যশীলতা বৃদ্ধি পাবে। আর পাগড়ি আরবদের তাজ বা রাজকীয় মুকুট।"

এ হাদীসের বর্ণনাকারী দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষ প্রান্তের একজন রাবী উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী হামীদকে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত বা মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম হাকিম নাইসাপুরী (৪০৫ হি) আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করে বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী (৭৪৮ হি) তাঁর কথার প্রতিবাদ করে তালখীসুল মুসদারাকে বলেন: "হাদীসটির বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী হুমাইদকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগে পরিত্যাগ করেছেন ইমাম আহমদ।" ইমাম যাহাবী, ইবনুল যাওযী, সাখাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন।[২১৩]

---

[২১২] তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৫/৩৮১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩০।

[২১৩] ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল ৩/১/২৯৫; তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১/২৬; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১৪; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৭৫; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১১৯; ইবনুল জাউযী, আল-মাউযূআত ২/২৪২; যাহাবী, তারতীবু মাউযূআত ইবনিল জাউযী, পৃ ২৩১; সুয়ূতী, আল-লাআলী ২/২৫৯-২৬০; সাখাবী, আলমাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ ২৯৭; আলবানী, মাকালাতুল আলবানী, পৃ ১৩২।

ইবনু আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

اَلْعَمَائِمُ تِيْجَانُ الْعَرَبِ فَإِذَا وَضَعُوْا الْعَمَائِمَ وَضَعُوْا عِزَّهُمْ، أَوْ وَضَعَ اللهُ عِزَّهُمْ

"পাগড়ি আরব জাতির মুকুট। তারা যখন পাগড়ি খুলে ফেলবে তখন তাদের মর্যাদাও চলে যাবে বা আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা নষ্ট করে দেবেন।"

এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন উপরের হাদীসটির বর্ণনা কারী উবইদুল্লাহ ইবনু আবী হামীদ। আমরা দেখেছি যে, তিনি অত্যন্ত দুর্বল রাবী ছিলেন এবং মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। যেহেতু হাদীসটি অন্য কেউ বর্ণনা করেন নি, সেহেতু হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের নিকট অত্যন্ত দুর্বল বলে গণ্য। কেউ একে বানোয়াট হাদীস বলে গণ্য করেছেন।

এছাড়া হাদীসটির অর্থ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। কোনো মুস্তাহাব নফল কাজ বর্জনের কারণে আল্লাহ্ কাউকে এভাবে শাস্তি দেন না। মিথ্যা হাদীস তৈরীকারীদের পরিচিত অভ্যাস এভাবে সামান্য কাজের আজগুবি সাওয়াব বা শাস্তি বর্ণনা করা।[২১৪]

উপরের বানোয়াট হাদীস দুটিতে পাগড়িকে আরবদের মুকুট বলা হয়েছে। আরেকটি অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট হাদীসে পাগড়িকে মুসলমানদের মুকুট বলা হয়েছে। আলী (রা) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اِيْتُوْا الْمَسَاجِدَ حُسَّرًا وَمُقَنَّعِيْنَ [مُعَصَّبِيْنَ] فَإِنَّ الْعَمَائِمَ تِيْجَانُ الْمُسْلِمِيْنَ

"তোমরা অনাবৃত খোলা মাথায় মসজিদে আসবে এবং পাগড়ি, পট্টি বা রুমাল মাথায় আসবে (অর্থাৎ সুযোগ ও সুবিধা থাকলে খালি মাথায় না এসে পাগড়ি মাথায় মসজিদে আসবে); কারণ পাগড়ি মুসলিমদের মুকুট।"

আল্লামা সুয়ূতী হাদীসটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। আব্দুর রাঊফ

[২১৪] প্রাগুক্ত।

মুনাবী বলেন যে, হাদীসটি দুর্বল হলেও ইবনু আসাকির সংকলিত অন্য একটি হাদীস একে সমর্থন করে। ইবনু আসাকির সংকলিত এ হাদীসে বলা হয়েছে :

إِيْتُوْا الْمَسَاجِدَ حُسَّرًا وَمُقَنَّعِيْنَ

فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنَ سِيْمَا الْمُسْلِمِيْنَ.

"তোমার অনাবৃত মাথায় এবং মাথা ঢেকে (মাথায় রুমাল বা চাদর দিয়ে) মসজিদে আসবে; কারণ এই মুসলিমগণের চিহ্ন ও ভুষণ।"

মূলত দুটি হাদীসের বর্ণনাকারী একই ব্যক্তি। মুবাশ্‌শির ইবনু উবাইদ নামক দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে হাকাম ইবনু উতাইবাহ বলেছেন, তিনি ইয়াহইয়া আল-জাযযার থেকে ও আব্দুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা থেকে, তাঁরা আলী (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুবাশ্‌শির নামক এ ব্যক্তি মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলতেন বলে প্রমাণ করেছেন মুহাদ্দিসগণ। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল বলেন: "মুবাশ্‌শির মূলত কূফার মানুষ। সে সিরিয়ার হিমসে বসবাস করত। তার বর্ণিত সকল হাদীস মিথ্যা ও বানোয়াট।" ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও অনুরূপ কথা লিখেছেন।

ইবনু আদী, ইবনু আসাকির প্রমূখ মুহাদ্দিস এ হাদীস দুটি একমাত্র এ মুবাশ্‌শিরের সূত্রেই সংকলন করেছেন। যেহেতু মুবাশ্‌শির নামক এ মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ছাড়া কেউ বর্ণনা করেন নি সেহেতু মুহাদ্দিসগণ হাদীসদুটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন। কেউ অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[২১৫]

ইমরান ইবনু হুসাইয়িনের (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছ:

اَلْعَمَائِمُ وَقَارُ الْمُؤْمِنِ وَعِزٌّ العَرَبِ،

فَإِذَا وَضَعَتِ الْعَرَبُ عَمَائِمُهَا فَقَدْ خَلَعَتْ عِزَّهَا.

"পাগড়ি মুমিনের গাম্ভির্য্য ও আরবের মর্যাদা। যখন আরবগণ পাগড়ি ছেড়ে দেবে তখন তাদের মর্যাদা নষ্ট হবে।"

---

[২১৫] ইবনু আদী, আল-কামিল ৬/৪১৭-৪১৯; মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ১/৬৭; আলবানী, যয়ীফুল জামি', পৃ: ৬, নং ২৬; সিলসিলাতুল আহাদীসিয যায়ীফাহ ৩/৪৫৯ নং ১২৯৬।

এ হাদীসটিও অত্যন্ত দুর্বল ও ভিত্তিহীন। হাদীসটির সনদে একাধিক পরিত্যক্ত রাবী রয়েছে। এর মূল বর্ণনাকারীও উপর্যুক্ত উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী হামীদ। এছাড়া সনদের অন্য রাবী আত্তাব ইবনু হারবকে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস অত্যন্ত দুর্বল রাবী বলে উল্লেখ করেছেন।[২১৬]

আলী ইবনু আবী তালিবের (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

اَلْعَمَائِمُ تِيْجَانُ الْعَرَبِ، وَالْإِحْتِبَاءُ حِيْطَانُهَا.

"পাগড়ি আরবদের মুকুট, দুপা ও পিঠ একটি কাপড় দ্বারা পেচিয়ে বসা তাদের প্রাচীর।"

ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন, দারাকুতনী, যাহাবী, সাখাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনা কারী মূসা ইবনু ইব্রাহীম আল-মারওয়াযী অত্যন্ত দুর্বল, পরিত্যক্ত ও জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। এজন্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। কেউ একে জাল বলেছেন।[২১৭]

রুকানার (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

اَلْعِمَامَةُ عَلَىْ الْقَلَنْسُوَةِ فَصْلٌ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ، يُعْطَىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكُلِّ كَوْرَةٍ يُدَوِّرُهَا عَلَىْ رَأْسِهِ نُوْراً.

"মুশরিকগণ এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য টুপির উপরে পাগড়ি। কিয়ামতের দিন মাথার উপরে পাগড়ির প্রতিটি আবর্তনের বা পেঁচের জন্য নূর প্রদান করা হবে।"

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, এ হাদীসের মূল বর্ণনা আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে সংকলিত হয়েছে এবং হাদীসটি অত্যন্ত যয়ীফ। অতিরিক্ত এ কথাটুকুও অত্যন্ত দুর্বল।[২১৮]

---

[২১৬] মুনাবী, ফাইদুল কাদীর ৪/৩৯২; আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৯৪; আলবানী, মাকালাত, পৃ: ১৩৪।
[২১৭] বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৭৬; সাখাবী, আল-মাকাসিদ, পৃ: ২৯৭।
[২১৮] মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৪/৩৯২; আলবানী, মাকালাত, পৃ: ১৩১; যয়ীফুর জামি', পৃ: ৫৬৭, নং ৩৮৯০।

খালিদ ইবনু মা'দান নামক তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে :

إِعْتَمُّوْا -خَالِفُوْا عَلَىْ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ.

"তোমরা পাগড়ি পরিধান করবে, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের বিরোধিতা করবে।" হাদীসটি যয়ীফ ও মুরসাল।[২১৯]

খালিদ ইবনু মা'দান থেকে বর্ণিত আরেকটি দুর্বল ও মুরসাল হাদীস:

أَكْرَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالْعَمَائِمِ وَالْأَلْوِيَةِ

"মহান আল্লাহ এ উম্মতকে পাগড়ি ও পতাকা বা ঝান্ডা দিয়ে সম্মানিত করেছেন।"[২২০]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বা উবাদা (রা) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيما الْمَلاَئِكَةِ وَأَرْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ.

"তোমরা পাগড়ি পরবে; কারণ পাগড়ি ফিরিশতাগণের চিহ্ন বা বেশ। আর তোমরা পিছন থেকে পাগড়ির প্রান্ত নামিয়ে দেবে।"

চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম তাবারানী (৩৬০হি) ও ইমাম বাইহাকী (৫৬৮হি) হাদীসটি সংকলন করেছেন। বাইহাকীর সূত্রে অষ্টম হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ওলীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ খাতীব তাবরীযী (৭৩৭হি) তার 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী ৩য় হিজরী শতকের ঈসা ইবনু ইউনূস নামক এক ব্যক্তি। তার আগে তিন শত বৎসর কেউ হাদীসটি জানতেন না বা বলেন নি। এ ব্যক্তির কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি কেমন ছিলেন তাও জানা যায় না। এছাড়া সনদের আরো একাধিক রাবী দুর্বল বা অত্যন্ত দুর্বল। এরূপ সনদের হাদীস সাধারণভাবে যয়ীফ বলে গণ্য। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন।[২২১]

---

[২১৯] বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৭৬।
[২২০] সাঈদ ইবনু মানসূর, আস-সুনান ২/২৪৬।
[২২১] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১২/৩৮৩; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৫/১৭৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২০; যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ১/৩১৫, ৬/২৯৪ ৭/২০৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২০; মোল্লা আলী কারী, মিরকাত ৮/১৭০-১৭১; আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৯৪; মোবারকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৩৯; মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৪/৩৪৪।

আলীর (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে :

عَمَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ بِعِمَـــامَةٍ سَدَلَهَـــا خَلْفِيْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَدَّنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ بِمَلَائِكَةٍ يَعْتَمُّوْنَ هَذِهِ الْعِمَامَةَ، وَقَالَ: إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَـــانِ.

"গাদীর খুমের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাগড়ি পরিয়ে দেন এবং পাগড়ির প্রান্ত পিছন দিকে ঝুলিয়ে দেন। এরপর বলেন: বদর ও হুনাইনের দিনে আল্লাহ আমাকে এভাবে পাগড়ি পরা ফিরিশতাদের দিয়ে সাহায্য করেছেন। তিনি আরো বলেন: পাগড়ি কুফর ও ঈমানের মাঝে আড়াল বা বাধা।"

এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তৃতীয় হিজরী শতকের "আশআস ইবনু সাঈদ" নামক এক ব্যক্তি। তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন, আহমদ ইবনু হাম্বল, নাসাঈ, দারাকুতনী সবাই বলেছেন যে, এ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস শোনাও যাবে না, লেখাও যাবে না। এর বর্ণিত হাদীসের সামান্যতম মূল্যও নেই।

আশআস নামক এ ব্যক্তি দাবী করছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর আবূ রাশিদ থেকে, তিনি আলী (রা) থেকে এ হাদীসটি বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু বুসরও হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য ছিলেন। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ কাত্তান, আবূ হাতিম রাযী, ইমাম নাসাঈ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস একমত যে, এ ব্যক্তি মাতরূক অর্থাৎ পরিত্যাক্ত বা মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের পর্যায়ভুক্ত। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল ও ভিত্তিহীন।[২২২]

উপরের অধিকাংশ হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, তা মিথ্যাবাদীদের বানোয়াট কথা। দু-একটি হাদীসের বিষয়ে সামান্য মতভেদ আছে। কেউ সেগুলিকে মিথ্যা হাদীস বলে গণ্য করেছেন। কেউ সরাসরি মিথ্যা বলে উল্লেখ না করে সেগুলিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[২২৩]

---

[২২২] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১০/১৪; বুসীরী, মুখতাসারু ইতহাফুস সাদাহ ৩/৩৮৫-৩৮৬; ইবনু হাজার, আল-মাতালিবুল আলিয়াহ ৩/৬; যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ১/৪২৬, ৪/৬৭; আল-মুগনী ১/৯১, ১/৩৩৩, ২/৭৮৪

[২২৩] সাখাবী, আল-মাকাসিদ, পৃ: ২৯৭-২৯৮, নং ৭১৭; আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৯৪।

৩. ৯. ৮. ২. সালাত আদায়ের জন্য পাগড়ি

উপরের হাদীসগুলিতে সাধারণভাবে পাগড়ি পরিধানের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, হাদীসগুলি অনির্ভরযোগ্য। অন্য কিছু হাদীসে সালাতের জন্য পাগড়ি পরিধানে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, সেগুলি বানোয়াট। সুপরিচিত মিথ্যাবাদী রাবীগণ এগুলি বানিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা নিচে এ সকল হাদীস আলোচনা করছি।

আনাস ইবনু মালিকের (রা) সূত্রে প্রচারিত একটি মিথ্যা কথা:

إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً مُوَكَّلِيْنَ بِأَبْوَابِ الْجَوَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِأَصْحَابِ الْعَمَائِمِ الْبِيْضِ.

"আল্লাহর কিছু ফিরিশতা আছেন, শুক্রবারের দিন জামে মসজিদের দরজায় তাদের নিয়োগ করা হয়, তারা সাদা পাগড়ি পরিধানকারীগণের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।"

মুহতারাম পাঠক, দয়া করে 'সুবহানাল্লাহ' বলবেন না, এটি একটি মিথ্যা কথা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে বলা হয়েছে। আর তাঁর নামে মিথ্যা কথার একমাত্র ও সুনিশ্চিত শাস্তি জাহান্নাম। কাজেই 'নাউযুবিল্লাহ'! বলুন।

ইয়াহইয়া ইবনু শাবীব আল-ইয়ামানী নামে এক ব্যক্তি তৃতীয় হিজরী শতকের প্রথম ভাগে (২০০-২৬০হি) বাগদাদে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি সুফিয়ান সাওরী (মৃত্যু ১৬১হি) ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ থেকে হাদীস শুনেছেন বলে দাবী করতেন এবং তাঁদের নামে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস বানিয়ে বলতেন। আল্লামা খতীব বাগদাদী বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু সুররী ইবনু সাহল আদ দূরী, আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ফাতহ আল-আসকারী ও অন্যান্য কিছু মানুষের কাছে এ লোকটি অনেক বানোয়াট বাতিল কথা হাদীস নামে বলে। সেগুলির একটি উপরের হাদীসটি। সে বলেছে: আমাকে হুমাইদ আত-তাবীল, আনাস বিন মালিক থেকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা বলেছেন।

আল্লামা যাহাবী এ মিথ্যাবাদীর বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

তার বানোয়াট হাদীসের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

যে ব্যক্তি তার ভাইকে শাসক বা প্রশাসকের হাত থেকে বাঁচাবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন।

অন্য একটি বানোয়াট হাদীসে সে বলেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে একটি আপেল ফেটে যায়। তা থেকে একটি হুর বেরিয়ে আসে এবং বলে আমি উসমানের জন্য নির্ধারিত হুর, যাকে যুলুম করে নিহত করা হবে।"

আল্লামা যাহাবী বলেন, ইয়াহইয়া নামক এ ব্যক্তি হুমাইদ আত-তাবীলের নামে যে সকল মিথ্যা কথা বানিয়েছে তার মধ্যে একটি: "আল্লাহর কিছু ফিরিশতা আছেন, যারা শুক্রবারের দিন সাদা পাগড়ি পরিধান কারীগণের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।"

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী এ সকল মিথ্যা হাদীসের কথা উল্লেখ করে বলেন, হাকিম নাইসাপুরী, আবূ সাঈদ নাক্কাশ, আবূ নুআইম ইসপাহানী প্রমুখ বিভিন্ন মুহাদ্দিস তার মিথ্যাচার সম্পর্কে সর্তক করেছেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, এ লোকটি সুফিয়ান সাওরী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের নামে অনেক বানোয়াট ও জাল হাদীস বর্ণনা করেছে। এছাড়া ইবনুল জাওযী, সুয়ূতী, ইবনু ইরাক ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটি জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[২২৪]

আবূ দারদার (রা) নামে বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَىْ أَصْحَابِ الْعَمَـــائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

"আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ শুক্রবারে পাগড়ি পরিহিতদের উপর সালাত (দয়া ও দোয়া) প্রেরণ করেন।"

দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের আইউব ইবনু মুদরিক নামক এক ব্যক্তি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আইউব দাবী করেন, মাকহুল নামক তাবিয়ী তাকে আবূ দারদা থেকে হাদীসটি বলেছেন। এই আইউব সুপরিচিত মিথ্যাবাদী ছিলেন। মাকহুলের নামে তিনি অনেক বানোয়াট কথা হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন।

---

[২২৪] খাতীব বাগদাদী, তারিখু বাগদাদ ১৪/২০৬, নং ৭৪৯৪; যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৭/১৮৯-১৯০; ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান ৬/২৬১; ইবনুল জাওযী, আল-মাউদূ'আত ২/৩১; সুয়ূতী, আল-লাআলী ২/৩৭; ইবনু ইরাক, তানযীহুশ শারীয়াহ ২/৮১।

ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, আবূ হাতিম রাযী, ইবনু হিব্বান, ইবনু আদী, যাহাবী, হাইসামী, ইবনু হাজার, সাখাবী, আজলূনী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস একমত যে, আইউব মিথ্যাবাদী ও হাদীসটি আইউবের বানানো হাদীসগুলির একটি।[২২৫]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) এর নামে বর্ণিত হয়েছে:

رَكْعَتَــانِ بِعِمَــامَةٍ خَيْرٌ مِّنْ سَبْعِـيْنَ رَكْعَةً بِلاَ عِمَــامَةٍ [حَــاسِراً]

"পাগড়ি সহ দুই রাক'আত সালাত পাগড়ি ছাড়া বা খালি মাথায় ৭০ রাক'আত সালাতের চেয়ে উত্তম।"

এটিও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে বানানো মিথ্যা কথা। আহমদ ইবনু সালিহ আশ-শাম্মূনী নামাক তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর একজন রাবী হাদীসটি বলেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও রাবীদের সূত্রে ভিত্তিহীন ও জাল হাদীস বর্ণনা করতেন বলে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন।[২২৬]

ইবনু উমারের (রা) সূত্রে মিথ্যাবাদীদের বানোয়াট আরেকটি কথা:

صَلاَةٌ [صَلاَةُ تَطَوُّعٍ أَوْ فَرِيْضَةٍ] [إِنَّ الصَّلاَةَ] بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ صَلاَةً، وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ جُمُعَةً، إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَيَشْهَدُوْنَ الْجُمُعَةَ مُعْتَمِّيْنَ وَلاَ يَزَالُوْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَىْ أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ حَتَّىْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

"পাগড়ি সহ (ফরয অথবা নফল যে কোনো) একটি সালাত পচিশ সালাতের সমান এবং পাগড়ি সহ একটি জুমু'আ ৭০ টি জুমু'আর সমতুল্য। ফিরিশতাগণ পাগড়ি পরিধান করে জুমু'আর সালাতে উপস্থিত হন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁরা পাগড়ি পরিধানকারীদের জন্য দোয়া করতে থাকেন।"

ইবনু হাজার আসকালানী, সাখাবী, সুয়ূতী, মুল্লা আলী কারী, যারকানী প্রমুখ মুহাদ্দিস একে বাতিল ও বানোয়াট হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।[২২৭]

---

[২২৫] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৭৬, ৫/১২১; ইবনুল জাওযী, আল-মাউদূ'আত ২/৩০; যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ১/৪৬৩; ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান ১/৪৮৮; সাখাবী, আল-মাকাসিদ, পৃ: ২৯৮; সুয়ূতী, আল-লাআলী ২/২৭; ইবনু ইরাক, তানযীহুশ শারীয়াহ ২/১০৪; আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৯৫; মুনাবী, ফাইদুল কাদীর ২/২৭০।

[২২৬] সাখাবী, আল-মাকাসিদ,পৃ: ২৯৮; আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৩৩, ৯৫; আলবানী, সিলসিলাতুল যায়ীফাহ ১/২৫১-২৫২; ৩/২৪, ১২/৫৬৯৯; যায়ীফুল জামি', পৃ: ৪৫৯।

[২২৭] ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান ৩/২৪৪; সাখাবী, আল-মাকাসিদ, পৃ: ২৯৮; মুল্লা আলী কারী, আল-আসরার

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ তাঁদের কোনো কোনো গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, এ সকল গ্রন্থে তাঁরা সহীহ বা যয়ীফ হাদীস ছাড়া কোনো মাউযূ হাদীস উল্লেখ করবেন না। কিন্তু তাঁরা তাঁদের এ দাবি বা শর্ত রক্ষা করতে পারেন নি। আমি আমার 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি যে, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মুজিযা, অলৌকিকত্ব ও বৈশিষ্ট্যাবলি বিষয়ক 'আল-খাসাইসুল কুবরা' নামক গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, এ গ্রন্থে তিনি কোনো মাউযূ বা জাল হাদীস উল্লেখ করবেন না। আবার তিনি নিজেই তাঁর এ গ্রন্থে উল্লিখিত কোনো কোনো হাদীসকে তাঁরই লেখা জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থে জাল ও বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন।[২২৮]

উপরের হাদীসটিও আল্লামা সুয়ূতীর এরূপ স্ববিরোধিতার একটি উদাহরণ। তিনি তার সংকলিত অন্য গ্রন্থ 'আল-জামিউস সাগীর' এর ভূমিকায় দাবি করেছেন যে, মাউযূ হাদীস তিনি এতে উল্লেখ করবেন না। অথচ তিনি এ গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। আবার তিনি নিজেই 'যাইলুল লাআলী' বা 'যাইলুল আহাদীসিল মাউদূ'আহ' নামক তাঁর জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন এবং হাদীসটি জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[২২৯]

এজন্য হাদীসের সনদবিচার ও জালিয়াতি নির্ণয়ে মুহাদ্দিসগণের সুস্পষ্ট মতামত ছাড়া শুধু 'উল্লেখ' করার উপর নির্ভর করা যায় না। আমি 'এহইয়াউস সুনান' এবং 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থদ্বয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[২৩০]

উপর্যুক্ত হাদীসটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মুল্লা আলী কারী তাঁর জাল হাদীস বিষয়ক 'আল-মাসনূ' নামক গ্রন্থে উপর্যুক্ত হাদীসটি জাল বলে উদ্ধৃত করেছেন। জাল হাদীস বিষয়ক 'আল-আসরার আল-মারফূআ' নামক অন্য গ্রন্থে তিনি হাদীসটির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা আবুল খাইর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান সাখাবী (৯০২ হি) এবং আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মানূফী (৯৩ হি) উভয়ে হাদীসটিকে মাউযূ ও বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর এ বিষয়ে নিজের দ্বিধা প্রকাশ করে

আল-মারফূ'আহ, পৃঃ ১৪৭; আল-মাসনূ'য়, পৃঃ ৮৭-৮৮; যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী, মুখতাসারুল মাকাসিদ আল-হাসানাহ, পৃঃ ১২; আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৩৩, ৯৫।

[২২৮] খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

[২২৯] সুয়ূতী, যাইলুল লআলী, পৃ. ১১০; আল-জামিউস সাগীর ২/১০৮।

[২৩০] হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ১৮৮-১৯৫; এহইয়াউস সুনান, পৃ. ১৭৮-১৮৯।

বলেছেন: "ইবনু উমারের (রা) এ হাদীসটি সুয়ূতী 'আল-জামিয়ুস সাগীর' গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন এবং এ গ্রন্থে কোনো মাউযূ হাদীস উল্লেখ করবেন না বলে তিনি নিশ্চিত করেছেন।"[২৩১]

স্বভাবতই ইমাম সুয়ূতীর প্রতি সু-ধারণা বশতঃ মোল্লা আলী কারী দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। সম্ভবত তিনি 'যাইলুল লাআলী' গ্রন্থে হাদীসটির বিষয়ে সুয়ূতীর নিজের মতামত লক্ষ্য করেন নি। শুধু তাই নয়, মোল্লা আলী কারী তার 'মিরকাত' গ্রন্থে 'পাগড়ি' বিষয়ক আলোচনায় এ হাদীসটি প্রমাণ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। এমনকি এর দুর্বলতা বা এ বিষয়ে ইমাম সাখাবী ও মানূফীর মতামতও উল্লেখ করেন নি।[২৩২]

আনাস ইবনু মালিকের (রা) সূত্রে প্রচারিত আরেকটি জাল হাদীস:

اَلصَّلاَةُ فِيْ الْعِمَامَةِ [تَـعْـدِلُ] بِعَـشَرَةِ آلاَفِ حَسَنَةٍ

"পাগড়িসহ সালাতে দশহাজার নেকী রয়েছে।"

ইমাম সাখাবী, সুয়ূতী, মুল্লা আলী কারী, যারকানী প্রমুখ মুহাদ্দিস একে বাতিল ও বানোয়াট হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।[২৩৩]

৩. ৯. ৯. পাগড়ি বিষয়ক হাদীস সমূহের প্রতিপাদ্য

ক. উপরে আলোচিত পাগড়ি বিষয়ক হাদীসগুলি এবং পাগড়ি সম্পর্কে সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহের অন্যান্য হাদীসের আলোকে যে কোনো গবেষক অনুভব করবেন যে, পোশাকের মধ্যে সম্ভবত পাগড়ির বিষয়েই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণিত ও সংকলিত হয়েছে।

খ. আমরা আরো দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পাগড়ি পরিধান, পরিধান পদ্ধতি, পাগড়ির বিরবণ ইত্যাদি বিষয়ে যেমন অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এ সকল বিষয়ে, বিশেষত পাগড়ির

---

[২৩১] মুল্লা আলী কারী, আল-আসরার আল-মারফূ'আ, পৃ: ১৪৭।
[২৩২] মোল্লা আলী কারী, মিরকাত ৮/১৪৭।
[২৩৩] সাখাবী, আল-মাকাসিদ, পৃ: ২৯৮; মুল্লা আলী কারী, আল-আসরার, পৃ: ১৪৭; আল-মাসনূ'য়, পৃ: ৮৭-৮৮; যারকানী, মুখতাসারুল মাকাসিদ, পৃ: ১২৫, আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৩৩, ৯৫; আলবানী, সিলসিলাতুয যায়ীফাহ ২/২৫৩-২৫৪।

ফযীলত, পাগড়ি পরিধানে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে অনেক বানোয়াট কথাও হাদীস নামে বর্ণিত ও সংকলিত হয়েছে।

গ. পাগড়ি বিষয়ক সহীহ হাদীসগুলির আলোকে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের মধ্যে পাগড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাঁরা সাধারণত পাগড়ি দ্বারা মাথা আবৃত করতন। কখনো কখনো তাঁরা শুধু টুপিও পরিধান করতেন। খুব কম সময়েই তাঁরা খালি মাথায় থাকতেন। সাধারণভাবে তাঁরা পাগড়ি পরিধান করতেন। বিশেষত অনুষ্ঠান, সামাজিকতা, জুম'আ, ঈদ, খুতবা, যুদ্ধ ইত্যাদিতে তারা পাগড়ি পরিধান করতেন।

ঘ. যুদ্ধ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিষয়ে দায়িত্ব প্রদানের 'প্রটোকল' হিসাবে পাগড়ি পরিয়ে দেওয়ার প্রচলন সেই যুগে ছিল।

ঙ. সহীহ হাদীসগুলি থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাল পাগড়ি পরিধান করতেন। অন্য কোনো রঙের পাগড়ি তিনি পরিধান করেছেন বলে কোনো সহীহ হাদীসে আমরা দেখতে পাইনি। তবে তিনি হলুদ পাগড়ি পরেছেন বলে দু-একটি যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। লাল, সবুজ বা সাদা পাগড়ি তিনি পরিধান করেছেন বলে কোনো যয়ীফ হাদীসও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

চ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাগড়ির দৈর্ঘের বিষয়ে কোনো হাদীস আমরা দেখতে পাই নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে সবই আন্দাজ। কাজেই স্বাভাবিকতার মধ্যে যে কোনো দৈর্ঘের পাগড়ি পরিধান করলেই 'পাগড়ি'র সুন্নাত আদায় হবে।

ছ. পাগড়ি পরিধানের পদ্ধতির বিষয়ে সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি পাগড়ির প্রান্ত পিছনে কাঁধের উপর এক বিঘত মত ঝুলিয়ে দিতেন। দুই প্রান্ত কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে ঝুলানোর কথাও কোনো কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আবার তিনি কখনো কখনো প্রান্ত না ঝুলিয়েও পাগড়ি পরিধান করতেন বলে বুঝা যায়। সহীহ হাদীসগুলির আলোকে এগুলি জানা যায়। ২/১ টি যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পাগড়ির একপ্রান্ত পিছনে ও একপ্রান্ত সামনে ঝুলিয়ে দিতেন।

জ. সহীহ হাদীসগুলির আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, পাগড়ি ছিল সে সময়ের সৌন্দর্য ও মর্যাদার পোশাক। যুদ্ধ, খুতবা, বক্তৃতা, জুম'আ ইত্যাদি অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ্যে তাঁরা তা পরিধান করতেন। কেবলমাত্র সালাতের জন্য তাঁরা পাগড়ি পরতেন না। পোশাকের অংশ হিসাবে তাঁরা পাগড়ি পরতেন এবং পাগড়ি পরিহিত অবস্থাতেই সালাত আদায় করতেন।

ঝ. আমরা দেখেছি যে, পাগড়ি পরিধানের ফযীলত বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ক সকল হাদীসই দুর্বল বা বানোয়াট। অনুরূপভাবে 'পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায়ের' ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীসই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

ঞ. বিনা পাগড়িতে সালাত আদায়ে নিষেধ বা আপত্তি জ্ঞাপক কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

ট. যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সাধারণত পাগড়ি পরিধান করতেন এবং পাগড়ি পরিধান করেই সালাত আদায় করতেন সেহেতু পাগড়ি পরিধান করে সালাত আদায় করতে মুমিন আগ্রহী হন। এছাড়া কুরআন কারীমে মুমিনগণকে সালাতের জন্য সৌন্দর্যময় পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর পাগড়ি সুন্নাত সম্মত সৌন্দর্যের অন্যতম পোশাক। এজন্য সালাতের মধ্যে পূর্ণ সৌন্দর্য অর্জনের জন্য মুমিন পাগড়ি পরিধান করেন। তবে পাগড়ি পরে সালাত আদায়ের ফযীলত বিষয়ক মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসগুলির উপর নির্ভর করা বা সেগুলি আলোচনা করা কখনোই উচিত নয়।

ঢ. পাগড়ি দাঁড়িয়ে না বসে পরিধান করতে হবে সে বিষয়ে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

৩. ১০. মাথার রুমাল বা চাদর

মস্তকাবরণ হিসাবে ব্যবহৃত তৃতীয় প্রকারের পোশাক মাথার রুমাল। আরবিতে একে قناع বা طيلسان বলা হয়। যা দিয়ে মহিলা তার মাথা আবৃত করেন বা যা দিয়ে মুখ আবৃত করা হয় তাকে আরবিতে (قناع) বলা হয়।[২৩৪] ইংরেজিতে: veil, head veil, mask[২৩৫].

---

[২৩৪] ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ২/৭৬৩।
[২৩৫] Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, p 793.

এ অর্থের জন্য ব্যবহৃত দ্বিতীয় শব্দ طيلسان "তাইলাসান"। এ শব্দটি ফারসী "শাল" শব্দের আরবি রূপ। মাথা ও কাঁধের উপর দিয়ে পরিধান করা বড় রুমাল বা চাদরকে طيلسان বলা হয়।[২৩৬] ইংরেজিতে: a shawl-like garment worn over head and shoulders[২৩৭].

আল্লামা আব্দুর রাউফ আল-মুনাবী বলেন: "হাদীসে বর্ণিত قناع শব্দ দ্বারা যে কোনো প্রকার চাদর বা কাপড় দ্বারা মাথা ও মুখের একাংশ আবৃত করা বুঝানো হয়েছে।[২৩৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো তাঁর মাথা রুমাল বা চাদর দ্বারা আবৃত করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তবে এভাবে মাথা আবৃত করা তাঁর রীতি ছিল কিনা এবং মাথায় রুমাল ব্যবহার করা উচিত কিনা সে বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। মতভেদের কারণ এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীস সমূহের অর্থগত পার্থক্য। কোনো কোনো হাদীসে রুমাল বা শাল দিয়ে মাথা আবৃত করাকে ইহুদিদের অভ্যাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের উচিত নয় এভাবে মাথায় রুমাল ব্যবহার করা। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় রুমাল ব্যবহার করতেন। রুমাল ব্যবহারের প্রশংসায় কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩. ১০. ১. মাথায় রুমাল ব্যবহারে আপত্তি

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ শামী ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম যুগের অনেক ইমাম ও ফকীহ মাথায় রুমাল, চাদর বা শাল ব্যবহার অপছন্দ করেছেন বা মাকরূহ মনে করেছেন।[২৩৯]

নিম্নলিখিত হাদীসগুলির কারণে তারা এ মত পোষণ করেন।

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ

"দাজ্জালের বাহিনীতে থাকবে ৭০ হাজার ইহুদি থাকবে, যাদের মাথায় চাদর বা শাল থাকবে।[২৪০]

---

[২৩৬] ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ২/৫৬১।
[২৩৭] Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, p 580.
[২৩৮] মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ১/৭০, ৫/২৪০।
[২৩৯] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/২৮৯।
[২৪০] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৬৬।

তাবিয়ী আবূ ইমরান আল-জূনী আব্দুল মালিক ইবনু হাবীব (১২৮ হি) বলেন:

نَظَرَ أَنَسٌ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً فَقَالَ كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ

"আনাস ইবনু মালিক (রা) জুমু'আর দিনে (মসজিদের মধ্যে) সমবেত মানুষদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তিনি অনেকের মাথায় শাল দেখতে পান। তখন তিনি বলেন: এরা এখন ঠিক খাইবারের ইহুদীদের মত।"[২৪১]

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন :

مَا أَشْبَهَتِ النَّاسُ الْيَوْمَ فِيْ الْمَسْجِدِ وكَثْرَةِ الطَّيَالِسَةِ إلاَّ بِيَهُوْدِ خَيْبَرَ

"আজকাল মসজিদে মানুষদেরকে বেশি বেশি মাথায় রুমাল বা চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখে অবিকল খায়বারের ইহুদিদের মত মনে হয়।"

হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৪২]

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ- يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ والتَّقَنُّعَ فَإِنَّهُ مَخُوْفَةٌ بِاللَّيْلِ مَذَلَّةٌ أَوْ مَذَمَّةٌ بِالنَّهَارِ.

"লোকমান হাকীম তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেন: হে পুত্র, খবরদার! মাথায় রুমাল বা চাদর ব্যবহার পরিহার করবে, কখনো তা ব্যবহার করবে না; কারণ রাত্রে মাথায় রুমাল বা চাদর ব্যবহার ভীতি উদ্রেককারী এবং দিবসে তা লাঞ্ছনা বা নিন্দার কারণ।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৪৩]

উপরের ৪টি সহীহ হাদীস থেকে মাথায় রুমাল বা চাদর ব্যবহার অপছন্দীয় বলে জানা যায়। এ মর্মে কয়েকটি যয়ীফ হাদীসও উল্লেখ করেছেন মুহাদ্দিসগণ। এখানে এ অর্থে ৩ টি যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করছি:

আবূ যার গিফারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِذَا إِقْتَرَبَ الزَّمَانُ كَثُرَ لَبْسُ الطَّيَالِسَةِ وَ كَثُرَتِ التِّجَارَةُ وَكَثُرَ الْمَالُ وَعُظِّمَ رَبُّ الْمَالِ بِمَالِهِ وَكَثُرَتِ الْفَاحِشَةُ.

---

[২৪১] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৫৪২।
[২৪২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১১।
[২৪৩] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৪৪৬; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/২৯২।

"যখন সময় শেষ হয়ে আসবে (কিয়ামত নিকটবর্তী হবে) তখন মাথায় রুমাল পরিধান বেড়ে যাবে, ব্যবসা-বানিজ ও সম্পদ বেড়ে যাবে, সম্পদের কারণে সম্পদশালীকে সম্মান করা হবে, অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাবে... ।"

হাদীসটির সনদ দুর্বল ।[২৪৪]

একটি দুর্বল বা বানোয়াট হাদীসে আলীর (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىْ عَنِ التَّقَنُّعِ وَقَالَ هُوَ بِالنَّهَارِ شَهْرَةٌ وَبِاللَّيْلِ رِيْبَةٌ وَلاَ يَتَقَنَّعُ إِلاَّ مَنْ قَدْ إِسْتَكْمَلَ الْحِكْمَةَ فِيْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ فَلْيَتَقَنَّعْ لِأَنَّهُ لاَ شُهْرَةَ عَلَيْهِ بِالنَّهَارِ وَلاَ رِيْبَةَ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় রুমাল বা চাদর ব্যবহার করতে বা রুমাল দিয়ে মাথা আবৃত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: দিবসে মাথায় রুমাল বা চাদর ব্যবহার প্রসিদ্ধি লাভের জন্য করা হয় আর রাত্রে তা সন্দেহ উদ্রেক করে। যে ব্যক্তি তার কাজে ও কথায়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছে শুধু সেই ব্যক্তিই মাথায় রুমাল বা চাদর ব্যবহার করতে পারবে। কারণ এইরূপ ব্যক্তির জন্য দিবসে প্রসিদ্ধি লাভের প্রয়োজন নেই এবং রাত্রের তার বিষয়ে কোনো সন্দেহ উদ্রেক হবে না।"

ইমাম যাহাবী বলেন: এ হাদীসের সনদে 'আমর ইবনু সুবহ' নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, যে মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণনাকারী বলে প্রসিদ্ধ ।[২৪৫]

অন্য একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসে দিবসে মাথা আবৃত করাকে ভাল এবং রাত্রে মাথা আবৃত করাকে নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াসিলা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

تَغْطِيَةُ الرَّأسِ بِالنَّهَارِ فِقْهٌ، وَبِاللَّيْلِ رِيْبَةٌ.

"দিবসে মাথা আবৃত করা জ্ঞানের পরিচয় এবং রাত্রে তা সন্দেহজনক বা সন্দেহ উদ্রেককারী কর্ম ।"[২৪৬]

---

[২৪৪] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৩৮৬ ।
[২৪৫] ইবনু আদী, আল-কামিল ৬/৩১৫; যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৬/৪২৪ ।
[২৪৬] আলবানী, যয়ীফুল জামি', পৃ: ৩৬২; মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৩/২৫৮ ।

৩. ১০. ২. মাথায় রুমাল ব্যবহারে অনুমতি

উপরের হাদীসগুলির আলোকে কোনো কোনো সাহাবী, তাবিয়ী ও প্রথম যুগের অনেক ইমাম ও ফকীহ্ মাথায় রুমাল, চাদর বা শাল ব্যবহার অপছন্দ করেছেন। অপরদিকে প্রথম হিজরী শতাব্দী বা সাহাবীগণের যুগের শেষ দিক থেকেই ব্যাপকভাবে আলিম ও ধার্মিক মানুষসহ সকল স্তরের মানুষের মধ্যে মাথায় শাল বা রুমাল ব্যবহারের প্রচলন ছাড়িয়ে পড়ে। আনাস (রা) এর উপরের কথায় আমরা তা দেখতে পাচ্ছি।

পরবর্তীকালে অধিকাংশ আলিম এগুলির ব্যবহার সমর্থন করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (৯১১ হি) এ বিষয়ে (الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان) "শাল-রুমালের ফযীলতে হাসান হাদীসসমূহ" নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন।[২৪৭] যে সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ রুমাল বা চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করতেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে সে সকল হাদীসের উপর তাঁরা নির্ভর করেছেন।

সহীহ্ বুখারীতে সংকলিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হিজরত সম্পর্কিত ঘটনাবলী উল্লেখ করে আয়েশা (রা) বলেন যে, আবূ বকর (রা) হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন, হয়ত একত্রে হিজরতের অনুমতি আল্লাহ্ দান করবেন। আবূ বকর (রা) প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। অপেক্ষার দিনগুলির বর্ণনায় আয়েশা (রা) বলেনঃ

فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسٌ فِيْ بَيْتِنَا فِيْ نَحْرِ الظَّهِـيرَةِ فَقَالَ قَائِلٌ لِأَبِيْ بَكْرٍ هَذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُقْبِلاً مُتَقَنِّعًا فِيْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا.

"একদিন আমরা আমাদের বাড়িতে বসে আছি, বেলা তখন ঠিক দুপুর, এমতাবস্থায় একজন আবূ বকরকে (রা) বললেনঃ ঐতো রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি মাথা আবৃত করে (ভর দুপুরে) এমন এক সময়ে আমাদের বাড়িতে আসছেন যে সময় তিনি কখনো আমাদের বাড়িতে আসেন না।..."[২৪৮]

---

[২৪৭] মুহাম্মাদ ইবুন ইউসূফ শামী, সীরাহ্ শামিয়্যাহ্ ৭/২৯১।
[২৪৮] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৮৭; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/২৭৪-২৭৫।

সহীহ বুখারীতে সংকলিত অন্য হাদীসে ইবনু উমার (রা) বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ

নবীজী (ﷺ) যখন (তাবুক গমনের পথে) সামূদ সম্প্রদায়ের আবাসস্থল হিজ্‌র প্রান্তর অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি বলেন: এ সকল সম্প্রদায়ের উপর যে গজব নিপতিত হয়েছিল, তোমাদের উপরেও তদ্রূপ গজব আসতে পারে তার ভয়ে ক্রন্দন করতে করতে এ সকল অত্যাচারী গজবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের আবাসস্থলে প্রবেশ করবে। এভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া এ এলাকায় প্রবেশ করবে না। এরপর তিনি উটের পিঠে আরোহিত অবস্থাতেই নিজের গায়ের চাদর দিয়ে মাথা ও মুখের কিয়দংশ আবৃত করে চলতে থাকেন।"[২৪৯]

উসামা ইবনু যাইদ (রা) বলেন :

دَخَلْنَا عَلَىْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَعُوْدُهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ، فَوَجَدْنَاهُ قَدْ غَطَّىْ وَجْهَهُ بِبُرْدٍ عَدَنِيٍّ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ [فِيْ رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيْ: فَإِذَا هُوَ مُقَنِّعٌ رَأْسِهِ بِبُرْدٍ لَهُ مَعَافِرِيٌّ فَكَشَفَ الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ] ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এর (ইন্তেকাল পূর্ব) অসুস্থাবস্থায় আমরা তাঁকে দেখতে যাই। আমরা দেখি যে, তিনি একটি ইয়ামানী চাদর দ্বারা তাঁর মাথা ও চেহারা মুবারক আবৃত করে রেখেছেন। (আমাদের গমনে) তিনি তাঁর চাদর সরালেন এবং বললেন: আল্লাহ ইহুদিদেরকে অভিশপ্ত করুন; তারা তাদের নবীগণের কবরগুলিকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৫০]

---

[২৪৯] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৩৭; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৫৩০, ৬/৩৮০।
[২৫০] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১৫; তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১/১৬৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২৭।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন :

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَقَنِّعًا بِثَوْبِهِ [عَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ]

(রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে অসুস্থাবস্থায়) একদিন তিনি তাঁর কাপড় দিয়ে মাথা আবৃত করে (বুখারীর বর্ণনায়: একটি কাল কাপড় মাথায় পেঁচিয়ে) বেরিয়ে আসেন... ।"[২৫১]

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন:

كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ قَنَعَ رَأْسَهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ دَعَانِيْ فَبَعَثَنِيْ لِحَاجَةٍ وَقَعَدَ فِيْ ظِلِّ حَائِطٍ.

"আমি ছোটছোট বালকদের সাথে খেলা করছিলাম, এমতাবস্থায় নবীজী (ﷺ) আগমন করলেন। তিনি একটি কাপড় দ্বারা তাঁর মাথা আবৃত করে রেখেছিলেন। তিনি আমাকে সালাম দিলেন এবং ডেকে নিয়ে একটি কাজে পাঠিয়ে একটি বাগানের দেওয়ালের ছায়ায় বসলেন।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।[২৫২]

এ অর্থে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী নাযিলের তীব্র চাপের সময়ে, কোনো অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে বা অনুরূপ অনেক সময় নিজের গায়ের চাদর দিয়ে মাথা আবৃত করে নিতেন।[২৫৩]

এভাবে উপরের সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলি ও সমার্থক হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো গায়ের চাদর বা অন্য কোনো কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকতেন। অন্য কিছু যয়ীফ হাদীসে মাথার শাল বা চাদরের প্রশংসা করা হয়েছে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বেশি বেশি ব্যবহার করতেন বলে বলা হয়েছে। এ জাতীয় কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

মূসা আল-হারিসী নামক তাবিয়ী বলেন :

وُصِفَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ الطَّيْلَسَانُ، فَقَالَ: هَذَا ثَوْبٌ لاَ يُؤَدَّىْ شُكْرُهُ.

---

[২৫১] বুখারী, আস- সহীহ ৩/১৩৮৩; আহমদ, আল-মুসনাদ ১/২৮৯; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/২৭৪-২৭৫।
[২৫২] আবূ আওয়ানাহ, আল-মুসনাদ ৫/২৪০; মুহাম্মাদ শামী, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/২৮৭-২৮৮।
[২৫৩] মুহাম্মাদ শামী, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/২৮৭-২৮৯।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট মাথায় ব্যবহারের শাল বা চাদরের বর্ণনা প্রদান করা হয়। তিনি বলেনঃ এ পোশাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[২৫৪]

একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ التَّقَنُّعَ بِثَوْبِهِ [يُـكْـثِـرُ الْـقِـنَاعَ] حَتَّىْ كَأَنَّ ثَـوْبَهُ ثَـوْبُ زَيَّاتٍ أَوْ دَهَّانٍ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় নিজের কাপড় দ্বারা মাথা আবৃত করতেন, (যাতে প্রায়ই মাথার চুলের তেলে সিক্ত হতো তাঁর গায়ের চাদর) ফলে তাঁর কাপড় তেলবিক্রেতার কাপড়ের মত মনে হতো।"[২৫৫]

অন্য একটি অত্যন্ত দুর্বল বা জাল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শৌচাগারে গমনের সময় ও স্ত্রী-গমনের সময় মাথা আবৃত করতেন। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত এ হাদীসে তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ غَطَّىْ رَأْسَهُ وَإِذَا أَتَىْ أَهْلَهُ غَطَّىْ رَأْسَهُ

"নবীজী (ﷺ) যখন শৌচাগারে গমন করতেন তখন তাঁর মস্তক আবৃত করতেন এবং যখন তাঁর স্ত্রীর নিকট গমন করতেন তখন তাঁর মস্তক আবৃত করতেন।"

হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী তৃতীয় শতকের রাবী মুহাম্মাদ ইবনু ইউনূস ইবনু মুসা আল-কুদাইমী (১৮৫-২৮৬হি)। একমাত্র তিনিই বলেছেন যে, তাকে খালিদ ইবনু আব্দুর রাহমান, তাকে সুফিয়ান সাওরী, তাকে হিশাম ইবনু উরওয়া, তাকে উরওয়া ইবনুয যুবাইর এবং তাকে আয়েশা (রা) এ হাদীসটি বলেছেন। আয়েশা থেকে বা পরবর্তী রাবীদের থেকে অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি।

কুদাইমী নামক এ রাবী অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সমসাময়িক ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তার বর্ণনা নিরীক্ষা করে তাকে স্পষ্টতই মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু আদী বলেন, কুদাইমী হাদীস জালিয়াতির

---

[২৫৪] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৪৬১।

[২৫৫] তিরমিযী, আশ-শামাইল, পৃঃ ৫১; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৪৬০; ইবনু কাসীর, আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া ৪/৪২২; খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ৭/৯৪; যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ২/২৩৫-২৩৬; মুহাম্মাদ শামী, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/২৮৭; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইল, পৃঃ ৩৬-৩৭; যায়ীফুল জামি', পৃঃ ৬৬৩। হাদীসটি যয়ীফ।

অভিযোগে অভিযুক্ত। তিনি এমন সব মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শুনেছেন বলে দাবি করতেন যাদের তিনি জীবনে দর্শনও করেন নি। ইবনু হিব্বান বলেন, কুদাইমী প্রায় ১০০০ হাদীস জাল করেছে। দারাকুতনী, যাহাবী অন্যান্য মুহাদ্দিসও এভাবে তাকে মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ হাদীসটিও কুদাইমীর জালিয়াতির অন্তর্ভুক্ত।[২৫৬]

শৌচাগারে গমনের সময় মস্তক আবৃত করার বিষয়ে অন্য একটি হাদীস দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু সা'দ, বাইহাকী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাঁদের সনদে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর তাবি-তাবিয়ী রাবী আবূ বাকর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মারিয়াম (মৃত্যু ১৫৬হি) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তার সমসাময়িক রাবী তাবি-তাবিয়ী হাবীব ইবনু সালিহ তায়ী (মৃ. ১৪৭হি) বলেছেন-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّىْ رَأْسَهُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর জুতা পরিধান করতেন এবং মাথা আবৃত করতেন।"

বাইহাকী, আব্দুর রাউফ মুনাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির সনদে দ্বিবিধ দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত হাবীব ইবনু সালিহ একজন তাবি-তাবিয়ী। তিনি কোনো সাহাবীকে দেখেন নি। তিনি এক বা একাধিক তাবিয়ীর মাধ্যমে হাদীসটি শুনেছেন। কিন্তু তিনি তাদের নাম উল্লেখ করেন নি। ফলে সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে হাদীসটি দুর্বল। দ্বিতীয়ত হাবীব ইবনু সালিহ থেকে হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী আবূ বাকর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মরিয়ম। এই আবূ বকর একজন দুর্বল রাবী।[২৫৭]

অন্য একটি অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) সূত্রে বলা হয়েছে :

اَلْإِرْتِدَاءُ لِبْسَةُ الْعَرَبِ وَالْإِلْتِفَاعُ لِبْسَةُ الْإِيْمَانِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَلَفَّعُ

---

[২৫৬] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/৯৬; আবূ নু'আইম ইসপাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/১৮২, ৭/১৩৯; ইবনু আদী, আল-কামিল ৬/২৯২-২৯৩; ইবনুল জাওযী, আদ-দুআফা ওয়াল মাতরূকীন ৩/১০৯; যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৬/৩৭৮-৩৮০।

[২৫৭] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৩৮৩; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/৯৬; ইবনু হাজার আসকালানী, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ১৫১; আব্দুর রাউফ মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৫/১২৮; আলবানী, যায়ীফুল জামি', পৃ. ৬৩৭।

"কাঁধের উপর দিয়ে চাদর পরিধান করা আরবদের পোশাক পরিধান পদ্ধতি। আর মাথার উপর দিয়ে চাদর পরিধান করা ঈমানের (মুমিনদের) পোশাক পরিধান পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথার উপর দিয়ে জড়িয়ে চাদর পরিধান করতেন।"[২৫৮]

এ হাদীসটির সনদ অত্যন্ত যয়ীফ বা বানোয়াট পর্যায়ের। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী (৭০৮হি) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেনঃ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু সিনান শামী। তিনি অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী ছিলেন।"[২৫৯] ইমাম বুখারী, ইমাম নাসাঈ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত ও পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬০]

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসটি অনির্ভরযোগ্য বা বানোয়াট পর্যায়ের। তা সত্ত্বেও এর অর্থ আলোচনা করেছেন কোনো কোনো আলিম। হাকীম তিরমিযী (৩০০ হি) ও অন্যান্য আলিম এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ আরবগণ যুগযুগ ধরে সেলাই বিহীন খেলা লুঙ্গি (ইযার) ও চাদর পরিধান করতেন। তাঁরা কাঁধের উপর দিয়ে চাদর পরতেন। আর ইহুদীগণ যুগযুগ ধরে মাথা ও মুখের কিয়দংশ আবৃত করে চাদর পরিধান করতেন। এ প্রকার পোশাকের মধ্যে বিনয় ও লজ্জা প্রকাশ পায়। মুমিন বান্দা স্রষ্টার প্রতি বিনয় ও লজ্জায় নিজের মাথা ও মুখ আবৃত করে রাখেন। এজন্য ইহূদীদের এ পরিধান পদ্ধতিকে মুমিনগণের পরিধান-পদ্ধতি বলে বলা হয়েছে। এ সকল আলিমের মতে, ইহুদিগণ যেহেতু নবীগণের বংশধর এজন্য নবীগণের অনুকরণে তাঁদের মধ্যে এভাবে মাথা আবৃত করার অভ্যাস গড়ে ওঠে।[২৬১]

একটি অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট সনদে বর্ণিত হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেছেনঃ

اَلتَّقَنُّعُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَقَنَّعُ

"রুমাল বা চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করা নবীগণের আখলাকের মধ্যে গণ্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় রুমাল বা চাদর ব্যবহার করতেন।"

---

[২৫৮] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২৭; আলবানী, যায়ীফুল জামি', পৃঃ ৩৩৫।
[২৫৯] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২৭।
[২৬০] যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৩/২১০-২১১।
[২৬১] হাকীম তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী, নাওয়াদিরুল উসূল ২/৩৫১-৩৫২; মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৩/১৭৩-১৭৪।

ইমাম নাসাঈ বলেনঃ এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুআল্লা ইবনু হিলাল মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলত। ইমাম ইবনু উআইনা বলেনঃ এই মুআল্লা নামক ব্যক্তিকে মিথ্যা হাদীস বলার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া প্রয়োজন ছিল।[২৬২]

'কিনা' (قناع) বা রুমাল বিষয়ক একটি হাদীস পাগড়ির অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছেঃ "তোমরা অনাবৃত মাথায় এবং পাগড়ি, পট্টি বা রুমাল মাথায় মসজিদে আসবে; কারণ পাগড়ি মুসলিমগণের মুকুট।" আমরা দেখেছি যে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট।

সাহাবীগণের মধ্যেও মাথার রুমাল ব্যবহারের প্রচলন ছিল বলে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়।[২৬৩]

আমরা দেখেছি যে, শৌচাগারে গমনের সময় মস্তক আবৃত করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসগুলি জাল বা অত্যন্ত দুর্বল। তবে এ অর্থে আবূ বকর (রা) থেকে সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাঁর এক ওয়াযে বলেন :

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ إِسْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَظَلُّ حِيْنَ أَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ مُتَقَنِّعًا بِثَوْبِيْ إِسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ.

"হে মুসলিমগণ, তোমরা আল্লাহকে লজ্জা কর। যার হাতে আমার জীবন তার (মহান আল্লাহর) কসম, আমি যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে খোলা প্রান্তরে যাই তখনো মহান প্রভু থেকে লজ্জার অনুভূতিতে আমি আমার কাপড় দিয়ে মাথা আবৃত করে রাখি।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৬৪]

---

[২৬২] ইবনু আদী, আল-কামিল ৬/৩৭২; যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৬/৪৭৯।
[২৬৩] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/২৯০-২৯১।
[২৬৪] ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদ, পৃঃ ১০৭; আবূ বকর কুরাশী, মাকারিমুল আখলাক, পৃঃ ৪০; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৬/১৪২; আবূ নুআইম ইসপাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৩৪; দারাকুতনী, আল-ইলাল ১/১৮৬।

৩. ১০. ৩. মাথায় রুমাল ব্যবহারে আলিমগণের মতামত

উপরের অনুমতি বা উৎসাহ জ্ঞাপক হাদীসগুলির আলোকে পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলিম মাথায় রুমাল, শাল বা চাদর ব্যবহার করাকে সমর্থন করেছেন। এগুলি ব্যবহারের বিরুদ্ধে বর্ণিত হাদীসগুলি তাঁরা বিভিন্নভাবে ব্যাখা করেছেন।

তাঁরা বলেন, সম্ভবত খাইবারের ইহুদিগণের মধ্যে মাথায় রুমাল ব্যবহারের প্রচলন বেশি ছিল, যা তৎকালীন অন্য সমাজে বা মদীনার সমাজে এত ব্যাপকভাবে ছিল না। এজন্য আনাস ইবনু মালিক (রা) যখন বসরায় আগমন করেন এবং মানুষের মধ্যে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখতে পান তখন তিনি তাদেরকে খাইবারের ইহুদিদের সাথে তুলনা করেন। এদ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মাথায় রুমাল ব্যবহার মাকরূহ। অথবা এমন হতে পারে যে, এ সকল রুমালের রঙ বা পদ্ধতি তিনি অপছন্দ করেছেন। বলা হয় যে, এগুলি হলুদ রঙের রুমাল ছিল, সেজন্য তিনি তা অপছন্দ করেছেন।[২৬৫]

তাঁরা আরো বলেন যে, উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন হাদীস দ্বারা রুমাল বা চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করা জায়েয বলে প্রমাণিত হয়। কাজেই শুধু ইহুদিদের ব্যবহারের সাথে মিল হওয়ার কারণে একে না জায়েয বলা যায় না। আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২হি) বলেন, যে যুগে মাথায় রুমাল বা শাল ব্যবহার করা শুধু ইহুদিদেরই রীতি ছিল সেই যুগে একে অপছন্দ করার সুযোগ ছিল। এখন আর সেই অবস্থা নেই। কাজেই মাথার রুমাল বা চাদর ব্যবহার সাধারণ মুবাহ বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। অনেক সময় অনেক সমাজে এ পোশাক সমাজিক আচরণের অংশ বলে গণ্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে তা পরিত্যাগ করা অনুচিত। কারণ এমতাবস্থায় তা ব্যবহার না করলে আলিমের ব্যক্তিত্ব বা মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।[২৬৬]

৩. ১০. ৪. রুমাল ব্যবহার বিষয়ক হাদীসগুলির প্রতিপাদ্য

ক. মাথায় রুমাল চাদর বা শাল পরিধানে আপত্তি জ্ঞাপক কিছু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাতে একে ইহুদীদের পোশাক বলে আপত্তি জানানো হয়েছে। অপরদিকে কয়েকটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো কখনো

---

[২৬৫] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৭/৪৭৬।
[২৬৬] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৭/২৩৫, ১০/২৭৪-২৭৫; মুহাম্মাদ শামী, সীরাহ্ শামিয়্যাহ ৭/২৯১, মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৫/৩৮৫।

মাথায় রুমাল বা চাদর ব্যবহার করেছেন বা গায়ের চাদর দিয়ে মাথা আবৃত করেছেন। পরবর্তীকালে এর বহুল প্রচলন শুরু হয়।

খ. মাথার রুমাল বা চাদর ব্যবহারের পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় অর্থে বেশ কিছু যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

গ. মাথায় রুমাল বা চাদর ব্যবহার করা বা গায়ের চাদর দিয়ে মাথা আবৃত করার 'ফযীলত', মর্যাদা বা গুরুত্ব প্রকাশক কোনো সহীহ হাদীস আমরা দেখতে পাইনি। এ বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলি থেকে শুধু জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো চাদর বা রুমাল দিয়ে বা নিজের গায়ের চাদর (রিদা) দিয়ে মাথা আবৃত করেছেন। দুপুরের রোদে, ক্রন্দনের কারণে, অসুস্থতার কারণে বা অনুরূপ কোনো কারণে তিনি নিজের গায়ের চাদর দিয়ে বা অন্য অতিরিক্ত কোনো কাপড় দিয়ে মাথা আবৃত করেছেন বলে এসকল হাদীস থেকে বুঝা যায়। তবে তিনি সাধারণভাবে বা অধিকাংশ সময় এভাবে মাথা আবৃত করতেন বা মাথা আবৃত করার জন্য পৃথক শাল, চাদর বা রুমাল ব্যবহার করতেন বলে এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় না। তিনি অধিকাংশ সময় রুমাল বা চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করতেন বা মাথা আবৃত করতে উৎসাহ দিয়েছেন অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলি যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য।

ঘ. পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হাদীসসমূহ ও এ মর্মের অন্যান্য অগণিত হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ সাধারণত মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করতেন এবং পাগড়ির উপর রুমাল ব্যবহার করতেন না। পাগড়ি বিষয়ক অগণিত হাদীসে কোথাও পাগড়ির উপরে রুমাল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া টুপি বা পাগড়ির উপরে রুমাল ব্যবহার করলে মাথার টুপি, পাগড়ি বা পাগড়ির প্রান্তের ঝুল দেখা যায় না এছাড়া এমতাবস্থায় পাগড়ি পেঁচানোর পদ্ধতি ও পাগড়ির নিচে টুপির বর্ণনা দেওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর টুপির বিবরণ, মাথা উচু করাতে টুপি পড়ে যাওয়া, পাগড়ির বর্ণনা, পাগড়ির নিচে টুপি না থাকা বা থাকার বর্ণনা প্রদান, টুপির রঙ বা আকৃতির বর্ণনা ইত্যাদি অগণিত হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ মাথায় রুমাল ব্যবহার করতেন না।

চ. উপরের সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁরা সাধারণত টুপি বা পাগড়ি অথবা টুপি ও পাগড়ি ব্যবহার করতেন এবং কখনো কখনো রুমাল

ব্যবহার করতেন। আবার কখনো খালি মাথায়ও চলাফেরা করতেন। সুন্নাত সম্মত কোনো পোশাককে অবহেলা করা মুমিনের উচিত নয়। অনুরূপভাবে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত পরিত্যাগ করে যে কোনো একটি পোশাক সর্বদা পরিধান করাকে ফযীলত মনে করাও অনুচিত। মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

৩. ১১. সুন্নাতের আলোকে প্রচলিত পোশাকাদি

আমরা এতক্ষণ ইসলামী পোশাকের বৈশিষ্ট্য, বিধান ও এ বিষয়ে সুন্নাতে নববীর বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের দেশে প্রচলিত পুরুষদের পোশাকাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে মতামত ব্যক্ত করব। মহিলাদের পোশাকাদি সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিশ্বের যেখানেই কোনো জনগোষ্ঠী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের দেশীয় পরিমণ্ডলে ও দেশীয় পরিবেশের আলোকে নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদের রীতি গড়ে তুলেছেন। ইসলাম-পূর্ব দেশীয় পোশাক পরিচ্ছদের সাথে বিভিন্ন ইসলামী সমাজের পোশাকের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদ ও পোশাক পরিধান রীতি গড়ে তুলেছেন তাঁরা। পোশাকের মধ্যেও মুসলিমের নিজস্ব পরিচিতি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টা সকল মুসলিম সমাজেই পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়।

আমাদের দেশের মুসলিম সমাজের নারীপুরুষের মধ্যে ইসলাম-পূর্ব বিভিন্ন ভারতীয় পোশাক পরিচ্ছদের পাশাপাশি বিভিন্ন মুসলিম সমাজের প্রচলিত পোশাক ও ইউরোপীয় পোশাকাদি প্রচলিত রয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ সকল পোশাকের বৈধতা, গ্রহণযোগ্যতা, ইসলামী মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মধ্যে অনেক প্রকার মতভেদও সমাজে বর্তমান। বিতর্কিত বিষয়ে মতামত প্রকাশের মত যোগ্যতা বা অধিকার আমার আছে বলে আমি মনে করি না। তবে যেহেতু যেকোনো বইয়ের পাঠক আলোচ্য বিষয়ে লেখকের সুস্পষ্ট মতামত জানতে চান, সেহেতু আমি যথাসাধ্য স্পষ্টভাবে আমার মতামত প্রকাশের চেষ্টা করব।

পোশাকের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য 'আউরাত' বা শরীরের গোপন অংশ আবৃত করা। যদি কোনো পোশাক ডিজাইন, সঙ্কীর্ণতা, স্বচ্ছতা বা অন্য কোনো কারণে এই ফরয উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয় তাহলে তা পরিধান করা বৈধ নয়, তা যে পোশাকই

হোক। পুরুষে 'সতর' নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত করা। নিম্নে আলোচিত সকল পোশাকের ক্ষেত্রে এ বৈধতার প্রথম শর্ত।

পুরুষের যে কোনো পোশাক জায়েয হওয়ার জন্য অন্যান্য শর্তাবলির মধ্যে অন্যতম তা টাখনু আবৃত করবে না, রেশমের কাপড়ে তৈরি হবে না, মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ডিজাইনে তৈরি হবে না, কোনো অমুসলিম জাতির বা কোনো পাপী গোষ্ঠীর ব্যবহৃত বিশেষ ডিজাইনে তৈরি হবে না। এ শর্তগুলি পুরণ সাপেক্ষে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন পোশাকের বিধান সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করব। মহান আল্লাহর নিকট তাওফীক ও কবুলিয়্যত প্রাথনা করছি।

৩. ১১. ১. লুঙ্গি

বাংলাদেশে প্রচলিত পোশাকের মধ্যে নিম্নাংগ আবৃত করার জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত পোশাক লুঙ্গি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যবহৃত ইযারের সাথে এর পার্থক্য অতি সামান্য। লুঙ্গি আমরা দুই মাথা একত্রে সেলাই করে পরিধান করি। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙালীর মধ্যেই এইরূপ লুঙ্গি পরিধান প্রচলিত। পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, এ পোশাক মুবাহ বা জায়েয, যদি অন্যান্য শর্তগুলি পূরণ হয়। যদি লুঙ্গির রঙ, কাটিং, পরিধান পদ্ধতি কোনো বিধর্মী বা পাপী গোষ্ঠীর বিশেষ পদ্ধতির অনুকরণে হয়, যে ভাবে লুঙ্গি পরিধান করলে সমাজের মানুষ প্রথম নজরেই সেই গোষ্ঠীর মানুষদের কথা চিন্তা করে তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে। লুঙ্গির ক্ষেত্রে এরূপ কোনো পর্যায় আমাদের জানা নেই। এছাড়া এ মুবাহ বা জায়েয পোশাক যদি কেউ সিল্ক বা রেশমের কাপড় দিয়ে তৈরি করেন, অথবা সতর অনাবৃত করে বা টাখনু আবৃত করে পরিধান করেন তা হলে তা নাজায়েয হবে।

৩. ১১. ২. ধুতি

ধুতি মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ব্যবহৃত বড় চাদরের মত যা দিয়ে কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করা হতো। তবে পরিধান পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভারতীয়। আমরা দেখেছি যে, পরিধান পদ্ধতির ক্ষেত্রেও অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন। এক সময় ভারতের মুসলিমদের মধ্যে ধুতি প্রচলিত ছিল। তখনও মুসলিম আলিমগণ মুসলিমদেরকে লুঙ্গির কায়দায় ধুতি পধিান করতে উৎসাহ প্রদান করতেন। যেন মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে ধুতি ব্যবহৃত নয়। এখন ধুতি একান্তভাবে হিন্দু

সম্প্রদায়ের পোশাক বলে গণ্য। কেউ ধুতি পরলে প্রথম দৃষ্টিতেই বাংলাদেশের যে কোনো মুসলিম বা হিন্দু তাকে হিন্দু বলে মনে করবেন। কাজেই অমুসলিম সম্প্রদায়ের অনুকরণ হেতু ধুতি নিষিদ্ধ পোশাক বলে গণ্য। এখানে লক্ষণীয় মূলত পরিধান পদ্ধতির কারণেই ধুতি নিষিদ্ধ হবে। এজন্য একান্ত প্রয়োজনে সুন্নাত সম্মত চাদরের পদ্ধতিতে বা লুঙ্গির পদ্ধতিতে পরিধান করলে তা নিষিদ্ধ হবে না।

৩. ১১. ৩. পাজামা, প্যান্ট

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, সকল প্রকার পাজামা, সেলোয়ার ও প্যান্ট সাধারণভাবে হাদীসে বর্ণিত 'সারাবীল' বা পাজামার অন্তর্ভুক্ত। 'সারাবীল' বা পাজামার কাটিং বা ডিজাইন সম্বন্ধে হাদীস ভিত্তিক কোনো বিবরণ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। এজন্য সাধারণভাবে সেলোয়ার, পাজামা, প্যান্ট ইত্যাদি বৈধ বা জায়েয পোশাক। কাটিং, ডিজাইন, আকৃতি, কাপড়ের রঙ, কাপড়ের পাতলা বা মোটা হওয়া, বোতাম, ফিতা বা চেন লাগানোর কারণে বৈধতার বিধানের হেরফের হওয়ার কোনো কারণ নেই। শুধু উপরের নিষিদ্ধ বিষয়গুলি দেখতে হবে। যদি কোনো বিশেষ ডিজাইনের পাজামা বা প্যান্ট সিল্ক বা রেশমের তৈরি হয়, সতর আবৃত না করে, টাখনু আবৃত করে বা কোনো অমুসলিম বা পাপী সম্প্রদায়ের বিশেষ পোশাক বলে বিবেচিত হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে। যেমন, বিশেষ ধরনের প্যান্ট যা শুধু হিপ্পিগণই পরে, যা দেখলে প্রথম দৃষ্টিতেই সেই সম্প্রদায়ের কথা মনে হয় তাহলে তা পরা নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় হবে। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের দেশে প্রচলিত সাধারণ পাজামা, সেলোয়ার, ঢিলেঢালা পূর্ণ সতর আবৃতকারী টাখনু খোলা প্যান্ট ইত্যাদি জায়েয ও সুন্নাত সম্মত পোশাক।

৩. ১১. ৪. জাঙ্গিয়া, হাফপ্যান্ট ইত্যাদি

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগে তুব্বান বা হাফপ্যান্ট পরার প্রচলন ছিল। পাজাম, খোলা লুঙ্গি, পিরহান ইত্যাদি পোশাকের সাথে অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে হাফপ্যান্ট, হাঁটুর উপর অবধি বা হাঁটু অবধি ছোট পাজামা পরিধান করা হতো। হজ্জ-উমরাহর ইহরাম অবস্থায় পাজামা পরিধান নিষিদ্ধ এ জন্য সাধারণভাবে সাহাবীগণ ও ফকীহগণ হজ্জ অবস্থায় তুব্বান পরিধান নিষেধ করতেন। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ী ইহরাম অবস্থাতেও এ ধরনের হাফ-প্যান্ট পরিধান করতেন ও করতে উৎসাহ দিতেন, সতর রক্ষার অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে।[২৬৭]

---

[২৬৭] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৭০।

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, সতর আবৃতকারী অন্য পোশাকের নিচে সতর রক্ষার অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে এ জাতীয় পোশাক পরিধান সুন্নাত সম্মত।

৩. ১১. ৫. চাদর

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, চাদর সুন্নাত সম্মত পোশাক। তবে বিশেষ পদ্ধতির কারণে তা নিষেধ হতে পারে। গেরুয়া রঙ, হিন্দু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিশেষ পদ্ধতিতে চাদর পরিধান নিষিদ্ধ হবে।

৩. ১১. ৬. গেঞ্জি, ফতুই ইত্যাদি

সাধারণ প্রচলিত গেঞ্জি জাতীয় কোনো পোশাক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে প্রচলিত ছিল বলে জানতে পারিনি। তবে আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, হাদীসে 'কাবা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাবা অর্থ ছোট কোর্তা যার সামনে বা পিছনে সম্পূর্ণ খোলা যায়। আমাদের দেশে ব্যবহৃত 'ফতুই' অনেকটা এ প্রকারের। এছাড়া আমরা একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বপ্নের মধ্যে 'বুক পর্যন্ত কামীস' এর উল্লেখ দেখেছি। হাতা ওয়ালা বড় গেঞ্জি, ছোট পাঞ্জাবি ইত্যাদি অনেকটা এ পর্যায়ের।

সর্বাবস্থায় পোশাকের বিষয়ে ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে গেঞ্জি, ফতুই ইত্যাদি জায়েয পোশাক। ছবি, কাটিং বা ডিজাইনের কারণে কোনো অমুসলিম বা পাপী গোষ্ঠীর অনুকরণ জনিত অবৈধতা বা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ না থাকলে তা বৈধ পোশাক।

৩. ১১. ৭. পাঞ্জাবি, পিরহান ইত্যাদি

শরীরের উপরাংশ আবৃত করার জন্য বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পাঞ্জাবি ব্যবহার করা হয়। শাব্দিকভাবে এগুলি সবই 'কামীস' এর অন্তর্ভুক্ত। তবে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ব্যবহৃত কামীস এর ঝুল হাঁটুর নিচে থাকত। কখনো 'নিসফ সাক' বা তার কাছাকাছি এবং কখনো টাখনু পর্যন্ত লম্বা থাকত।

আমরা আরো দেখেছি যে, যেহেতু প্রয়োজনে শুধু একটি নিসফ সাক কামীস পরিধান করেই সালাত আদায় করা হতো সেহেতু স্বভাবতই তার নিম্নপ্রান্ত 'ম্যাক্সি'র মত গোল হত। দুই দিক থেকে বা এক দিক থেকে কোনা ফাঁড়ার কোনো সুযোগ বা প্রচলন ছিল বলে জানা যায় না।

এথেকে আমরা বলতে পারি যে, যদি কেউ হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুকরণ করতে চান তবে তিনি এ ধরনের পিরহান বা লম্বা ও গোল পাঞ্জাবি পরিধান করবেন।

এ ধরনের কামীস পরিধানের জন্য কোনো বিশেষ নির্দেশ হাদীসে নেই। তবে সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হুবহু অনুকরণের ফযীলত এ ব্যক্তি অর্জন করবেন। এছাড়া আমরা দেখেছি যে, 'কামীস' রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সর্বাধিক পছন্দনীয় পোশাক ছিল। এ পছন্দের অনুসরণও এ ধরনের পোশাকে পালিত হবে বলে আশা করা যায়।

আমাদের দেশে প্রচলিত অন্য সকল প্রকার সকল ঝুল ও কাটিং এর পাঞ্জাবি সাধারণভাবে জায়েয পোশাক। ঝুল, কাটিং, ডিজাইন ইত্যাদির কারণে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না। যদি কোনো বিশেষ কাটিং বা ডিজাইন কোনো অমুসলিম বা পাপী সম্প্রদায়ের পোশাক হিসাবে বিশেষভাবে পারিচিতি লাভ করে তাহলে তা পরিধান নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় হবে। অনুরূপভাবে টাখনু আবৃত করে পরিধান করা বা রেশমী কাপড়ের পাঞ্জাবি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৩. ১১. ৮. শার্ট

ইউরোপীয় উপনিবেশের পূর্বে এদেশে শার্টের প্রচলন ছিল না। শার্ট ইউরোপীয় 'কামীস'। ফতুই, ছোট পাঞ্জাবি ও কোর্তার সাথে শার্টের মূল পার্থক্য 'কলার'। এ কলার ইউরোপীয়, খৃস্টীয় নয়। অর্থাৎ এ কলার খৃস্টান ধর্মের কোনো প্রতীক বা ধার্মিক খৃস্টানদের ব্যবহৃত কোনো পোশাক নয়। যেমন শাড়ী, লুঙ্গি ইত্যাদি পোশাক হিন্দু ধর্মীয় নয়, ভারতীয়। তবে যেহেতু এ ধরনের 'কলার' বিশিষ্ট জামা ব্যবহার এদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল না, সেহেতু মুসলিম আলিমগণ এগুলি ব্যবহার নিষেধ করেন। কারণ এতে অমুসলিম বিদেশীদের অনুকরণ করা হয়।

একজন মুসলিম তার দেশে প্রচলিত 'মুবাহ' পোশাক পরিধান করতে পারেন। অথবা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের অনুকরণ করবেন। তিনি উভয় প্রকারের পোশাক পরিত্যাগ করে বিদেশী কোনো অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত পোশাক পরলে তা আপত্তিজনক কর্ম বলে গণ্য।

এ নীতির আলোকে আলিমগণ বলেন, একজন ইউরোপীয় মুসলিম স্বভাবতই তার দেশে প্রচলিত পোশাক ইসলামী মূলনীতির আওতায় পরিধান করবেন। এজন্য ইউরোপীয় মুসলিমদের জন্য সাধারণভাবে 'শার্ট' পরিধানে কোনো অসুবিধা নেই। তবে উপমহাদেশের মুসলিমদের জন্য তা আপত্তিজনক ও অপছন্দনীয়, কারণ তা অপ্রয়োজনীয় বিজাতীয় অনুকরণ।

আমরা জানি যে, ব্যবহারের পরিবর্তনের ফলে পোশাকের বিধান পরিবর্তিত হতে পারে। হাদীসে যে পোশাক বা কর্ম অনুকরণের কারণে নিষেধ বা অপছন্দ করা হয়েছে তা সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে। অন্যান্য বিষয়ে 'অনুকরণে'র অবস্থা পরিবর্তিত

হতে পারে। ধুতি একসময় মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে তা হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখন তা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ পোশাক বলে বিবেচিত। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব যে, শাড়ি ভারতীয় পোশাক। বাংলাদেশে তা মুসলিম ও অমুসলিম সবার মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম ভারতের মুসলিমগণ একে 'হিন্দু' পোশাক বলে বিবেচনা করেন।

শার্টের অবস্থাও এভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে শার্ট আর 'ইউরোপীয়' নয়। বরং বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ তা পরিধান করে। আমাদের দেশেও তা বহুল ব্যবহৃত। কোনো ব্যক্তিকে শার্ট পরিহিত দেখলে কেউই প্রথম দৃষ্টিতে তাকে ইউরোপীয়, বিদেশী বা খৃস্টান বলে মনে করেন না। তবে শার্ট পরিধানকারীকে সমাজের মানুষেরা প্রথম দৃষ্টিতে 'দীনদার নয়' বলে মনে করেন। আর নিজের ধর্মীয় পরিচয় বা দীনদারি প্রকাশক ও দীনদার মানুষদের অনুকরণে পোশাক পরিধানই সকল মুমিনের উচিত।

আমাদের মনে হয় সাধারণ মানুষদের জন্য সাধারণ ও স্বাভাবিক শার্ট ব্যবহার গোনাহের কাজ না হলেও 'অনুচিত' বা 'অনুত্তম' বলে গণ্য। মুমিনের উচিত প্রয়োজন ছাড়া এরূপ পোশাক পরিহার করে যে পোশাক পরিধান করলে প্রথম দৃষ্টিতেই মুসলিম বলে মনে হয় সেই পোশাক পরিধান করা। আর যে পোশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হুবহু অনুকরণের জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব পাওয়া যায় সাধ্যমত সে পোশাক পরিধান করাই ঈমানের দাবি।

অপরদিকে আলিম, ইসলাম প্রচারক বা অনুরূপ মানুষদের জন্য শার্ট পরিধান বেশি আপত্তিজনক। অনেক মুবাহ বা জায়েয কাজও আলিমদের জন্য আপত্তিকর বলে বিবেচিত, যাকে ফিকহের পরিভাষায় 'খেলাফে মুরুআত' বা 'ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী' বলা হয়। শার্ট পরিধান আলিম বা ইসলামী কর্মে লিপ্তদের জন্য 'ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী' ও বেশি আপত্তিজনক।

৩. ১১. ৯. কোট, শেরওয়ানী ইত্যাদি

নববী যুগে 'কাবা' বা কোর্তা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। সাধারণভাবে কোট আকৃতির সম্মুখভাগ পুরো খোলা যায় এইরূপ পোশাককে কাবা বলা হয়। আমাদের দেশের কোট, কোর্তা, শেরোয়ানী, সদরিয়া, হাতাহীন ছোট কোট ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের। কোনো কোনো বিবরণে দেখা যায় যে, কাবার পিছন দিক থেকে খোলা ও লাগানোর ব্যবস্থা থাকত বা কাবার বোতাম পিছনে রাখারও প্রচলন ছিল। সর্বাবস্থায় মূল পোশাকের উপরে শরীরের মাপে বানানো সামনে বা পিছনে সম্পূর্ণ খোলা কোর্তা জাতীয় সকল পোশাকই এ পর্যয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগের কোট, শেরোয়ানী বা কোর্তার ঝুল হাঁটুর নিচে থাকত বলেই বুঝা যায়। আমরা উমার (রা) এর একটি হাদীসে দেখেছি যে, তিনি তুব্বান বা হাফ-প্যান্টের সাথে কাবা অথবা কামীস পরিধান করে সালাত আদায়ের কথা বলেছেন। স্বভাবতই হাফপ্যান্টে সতর পুরো আবৃত হয় না। যেহেতু কামীস বা পিরহান এবং কাবা বা কোর্তার ঝুল হাঁটুর নিচে থাকে সে জন্য এগুলির সাথে তুব্বান পরিধান করে সালাত আদায়ের কথা তিনি বলেছেন। ইবনু হাজার বলেন: কামীস ও কাবার দ্বারাই সতর আবৃত হয়, এজন্য এগুলির সাথে হাফপ্যান্ট পরা চলে। চাদরের সাথে পরতে হলে চাদর বড় হতে হবে এবং সতর আবৃত করে পরতে হবে।"[২৬৮]

কোনো কোনো প্রসিদ্ধ তাবিয়ী শুধু 'কাবা' পরিধান করেও সালাত আদায় করতেন বলে জানা যায়। তারা বলতেন কাবার নিম্নাংশ ভাল করে জড়িয়ে সতর আবৃত করতে পারলে কাবার সাথে ইযার বা অন্য কিছু পরিধান করার প্রয়োজন নেই।[২৬৯]

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগে কাবা বা কোটের ঝুল থাকত 'নিসফ সাক' বা হাঁটু থেকে কিছু নিচে পর্যন্ত। তবে বড় কোট, ছোট কোট, হাতাহীন কোট, প্রিন্সকোট, শেরওয়ানী ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের সুন্নাত সম্মত বা জায়েয পোশাক বলে গণ্য হবে। তবে বিশেষ কাটিং, ডিজাইন, কলার ইত্যাদির কারণে যদি তা কোনো পাপী বা অমুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব পোশাক বলে গণ্য হয় তাহলে তা পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. ১১. ১০. জুব্বা

আমরা দেখেছি যে, বড় চাদর বা গাউন আকৃতির পোশাক যার হাতা থাকে এবং সামনের অংশ খোলা থাকে তাকে জুব্বা বলা হয়। সাধারণ পোশাকের উপরে তা পরা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝে মধ্যে জুব্বা পরিধান করতেন। বিশেষ করে জুমু'আ, ঈদ, মেহমানদের অভ্যর্থনা, ইত্যাদি অনুষ্ঠানে তিনি তা পরতেন। আমাদের দেশে স্বল্প পরিসরে কোনো কোনো ইমাম তা পরিধান করেন। এ পোশাক সুন্নাত সম্মত। তবে আমাদের দেশে অপ্রচলিত হওয়ার কারণে তা 'প্রসিদ্ধি অর্জন' এর পোশাকে পরিণত হতে পারে। এজন্য শুধু 'সুন্নাত-সম্মত' অনুষ্ঠান অর্থাৎ জুমু'আ, ঈদ ইত্যাদির মধ্যে এর ব্যবহার সীমিত রাখা উত্তম বলে মনে হয়।

---

[২৬৮] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৪৭৬।
[২৬৯] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/৬৫।

৩. ১১. ১১. টাই

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত ও ব্যবহৃত পুরুষদের পোশাকের মধ্যে রয়েছে টাই। টাই সম্পূর্ণ ইউরোপীয় পোশাক। অধিকাংশ গবেষকের মতে এটি খৃস্টীয় ধর্মের প্রতীক। ইউরোপের খৃস্টানগণ মধ্যযুগে গলায় ক্রুশ ঝুলাতেন। ক্রমান্বয়ে এ ক্রুশই টাইয়ে রূপান্তরিত হয়। টাইএর সাথে টাইপিন লাগিয়ে একে একটি পরিপূর্ণ ক্রশের রূপ দেওয়া হয়। মুসলিমের জন্য ক্রুশ ব্যবহার মূলত কুফরী। ক্রুসের ছবিযুক্ত পোশাকও নিষিদ্ধ। কোনো অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পোশাকের অনুকরণ হারাম। এজন্য অধিকাংশ আলিম টাই পরিধান নিষিদ্ধ বা হারাম বলে গণ্য করেছেন।

কেউ কেউ অবশ্য বলতে চান যে, টাই সাধারণ ইউরোপীয় পোশাক, খৃস্টান ধর্মের প্রতীক নয়। তবে মুমিনের উচিৎ সর্বাবস্থায় টাই পরিধান পরিত্যাগ করা। টাই যদি মূলত ক্রুসের প্রতীক নাও হয় তবে তা বাহ্যত ক্রসের প্রতীক। কোনো মুমিন এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় অথচ সন্দেহযুক্ত ও বাহ্যত শিরকের প্রতীক কোনো পোশাক পরিধান করতে পারেন না।

৩. ১১. ১২. টুপি

মাথা আবৃত করার জন্য মাথার আকৃতিতে তৈরি পোশাককে টুপি বলা হয়। টুপির ফযীলতে বা টুপি পরিধানে উৎসাহ প্রদান মূলক কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের সাধারণ সুন্নাত ছিল মাথা আবৃত করে রাখা। আর এজন্য সাধারণত তাঁরা টুপি ব্যবহার করতেন। কখনো টুপির উপর পাগড়িও ব্যবহার করতেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে টুপির আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন প্রকারের টুপি পরিধান করতেন। বিশেষ কোনো রঙ বা প্রকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। বিভিন্ন হাদীস থেকে একটি বিষয় ভালভাবে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর টুপি মাথার সাথে লেগে থাকত এবং তিনি সাদা টুপি পরিধান করতেন। এছাড়া কানসহ টুপি, ছিদ্রসহ টুপি, সামনে আড়ালসহ টুপি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের টুপি তাঁরা পরিধান করতেন।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, টুপির ক্ষেত্রে মূল সুন্নাত মাথার আকৃতিতে

পোশাক তৈরি করে তা দিয়ে মাথা আবৃত করা। সাদা ও মাথার সাথে লেগে থাকা টুপি পরিধান করলে রঙ ও আকৃতির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 'সুন্নাত' পালিত হবে। আর যে কোনো প্রকারের টুপি পরিধান করলেই মাথা আবৃত করার 'সুন্নাত' পালিত হবে, যতক্ষণ না সেই টুপি কাটিং, ডিজাইন, রঙ ইত্যাদির কারণে কোনো অমুসলিম বা পাপী সম্প্রদায়ের বিশেষ পোশাক বলে বিবেচিত না হয়। এক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি উদাহরণ বিবেচনা করতে পারি:

১. আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পরিহিত টুপিকে আরবীতে 'কুম্মাহ' বলা হয়েছে। কুম্মাহ অর্থ কেউ বলেছেন 'ছোট টুপি' আর কেউ বলেছেন: 'গোল টুপি'। আমরা দুটি অর্থ একত্রে গ্রহণ করে বলতে পারি তাঁদের পরিহিত টুপিগুলি গোল ও ছোট ছিল, যা পরলে মাথার সাথে লেগে থাকত। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, গোল ও ছোট টুপি সুন্নাত সম্মত। আবার আমরা জানি যে, একেবারে ছোট গোল টুপি ইহুদীদের বিশেষ পোশাক। এজন্য বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য যে সকল সমাজে ইহুদীরা এরূপ বিশেষ টুপির জন্য পরিচিত সে সকল সমাজে মুসলিমগণকে অবশ্যই টুপির আকৃতির ক্ষেত্রে ইহুদীদের সাথে পার্থক্য রক্ষা করতে হবে। এমন ছোট ও গোল টুপি পরিধান করা যাবে না, যে টুপি দেখলে সমাজের সাধারণ মানুষ প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে ইহুদী বলে মনে করবেন।

২. ভারতের 'বুহরা' শিয়া সম্প্রদায় বাতেনী ইসামঈলীয় শিয়াগণের একটি দল। তারা সর্বদা এক বিশেষ ডিজাইনের গোল টুপি ব্যবহার করেন। সুন্দর আকৃতির এ গোল টুপিগুলির উপর সোনালী এক ধরনের ডিজাইন করা থাকে। তাদের সমাজের মানুষেরা টুপি দেখলেই বলতে পারেন যে, লোকটি বুহরা শিয়া। হজ্জের সময় দূর থেকেই টুপি দেখে বুঝা যায় যে, লোকটি বুহরা শিয়া। যে সমাজে তারা বাস করেন সে সমাজের সাধারণ মুসলিমদের উচিত এরূপ বিশেষ কারুকার্য করা বা ডিজাইনের গোলটুপি পরিহার করা। কারণ তা একটি বিশেষ পাপী বা বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর বিশেষ পোশাকে পরিণত হয়েছে।

৩. ভারতের অমুসলিমগণ লম্বা টুপি পরিধান করেন। এজন অনেক আলিম মুসলিমদেরকে এ ধরনের টুপি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কখন কিভাবে এ প্রকারের টুপি ভারতে প্রচলিত হয় তার প্রকৃত ইতিহাস আমার জানা নেই। তবে লক্ষণীয় যে, এরূপ লম্বা টুপি ইন্দোনেশিয়া ও পার্শবর্তী দেশগুলিতে মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত।

আমরা জানি যে, ইন্দোনেশিয়ায় মুসলিম আগমনের পূর্বে প্রাচীনকাল থেকে তা ভারতীয় শাসন ও প্রভাবের অধিনে ছিল। খৃস্টীয় ৭ম/৮ম শতাব্দীতে ইন্দোনেশিয়ায় অনেক ভারতীয় রাজা ছিলেন। সংস্কৃতভাষা, হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় পোশাক-পরিচ্ছেদ ইন্দোনেশিয়ায় বহুল প্রচলিত ছিল। এখনো মুসলিমগণ অগণিত সংস্কৃত শব্দ তাদের ধর্মীয় পরিভাষায় ব্যবহার করেন।

আমাদের মনে হয় লম্বা টুপির প্রচলন ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। ভারতীয়দের থেকেই তা ইন্দোনেশিয়ায় প্রচলিত হয়। লক্ষণীয় যে, ইন্দোনেশিয়া ও পার্শবর্তী দেশগুলিতে লম্বা টুপি মুসলিমদের পোশাক বলে বিবেচিত। এসকল দেশের সকল মুসলিম লম্বা টুপি ব্যবহার করেন। কখনোই কেউ একে অমুসলিমদের পোশাক বলে বিবেচনা করেন না। বরং এ টুপিই সেখানে মুসলিমদের বিশেষ পোশাক বলে বিবেচিত।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, "অনুকরণ' এর বিষয়টি যুগ ও দেশের পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হতে পারে। অন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা বা অপছন্দনীয়তার আওতায় না পড়লে অনুকরণের বিষয়টি পোশাক ব্যবহারকারীর দেশীয় ব্যবহারের উপর অনেকাংশে নির্ভর করবে। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং বিশেষত বাংলাদেশে লম্বা টুপিকে 'অমুসলিমদের পোশাক' বলে গণ্য করার যৌক্তিক বা শরীয়ত-সম্মত ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না।

৩. ১১. ১৩. পাগড়ি

মাথায় পেচিয়ে পরা যে কোনো কাপড়ই পাগড়ি বলে গণ্য হবে। আমরা দেখেছি যে, পাগড়ি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত ছিল। সাধারণভাবে জনসমক্ষে এবং বিশেষভাবে জুমু'আ, ঈদ, সমাবেশ, যুদ্ধ ইত্যাদি সময়ে তাঁরা পাগড়ি পরিধান করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কাল রঙের পাগড়ি পরিধান করতেন। তিনি টুপির উপর পাগড়ি পরতেন এবং টুপি ছাড়াও পাগড়ি পরতেন। সাহাবীগণের মধ্যে বিভিন্ন রঙের পাগড়ির প্রচলন ছিল। পাগড়ির দৈর্ঘ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা নেই।

আমাদের সমাজে প্রচলিত যে কোনো প্রচলিত পাগড়ি, রুমাল বা যে কোনো রঙের ও যে কোনো দৈর্ঘের কাপড় মাথায় ন্যূনতম এক প্যাচ দিয়ে পরলেই তাতে 'পাগড়ি'র মূল 'সুন্নাত' আদায় হবে। দৈর্ঘের দিক থেকে কয়েক

পেঁচ দেওয়ার মত অতন্ত ৫/৭ হাত লম্বা হওয়াই স্বাভাবিক। কাল রঙের পাগড়ি ব্যবহার করলে 'রঙ' এর অতিরিক্ত সুন্নাত পালিত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ সাধারণত পাগড়ির প্রান্ত পিছনে কাঁধের উপরে এক বিঘত মত ঝুলিয়ে রাখতেন। আবার কখনো কখনো প্রান্ত না ঝুলিয়ে পাগড়ি পরিধান করতেন। তবে লক্ষণীয় যে, ভারতে শিখগণ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রান্ত না ঝুলিয়ে পাগড়ি পরিধান করেন। যে সমাজে শিখগণ বাস করেন সেখানে মুসলিমগণকে পাগড়ি পরিধানের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। অনুরূপভাবে গেরুয়া রঙের পাগড়ি বা অন্য কোনো বিশেষ রঙ বা ডিজাইনের পাগড়ি যা অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ পোশাক বলে বিবেচিত তা পরিহার করতে হবে।

৩. ১১. ১৪. মাথার রুমাল

মধ্য যুগে মুসলিমদের মধ্যে মাথায় রুমাল বা শাল ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখনো মধ্যপ্রাচ্যে অনেক দেশে এগুলির ব্যবহার ব্যাপক। আমরা দেখেছি মাথায় রুমাল, চাদর বা শাল ব্যবহারের বিষয়ে নিষেধ জ্ঞাপক ও অনুমতি জ্ঞাপক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী উলামায়ে কেরাম সাধারণভাবে মাথায় রুমাল ব্যবহার সুন্নাত সম্মত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

রুমাল ব্যবহারের ফযীলত জ্ঞাপক কোনো সহীহ হাদীস আমরা দেখতে পাইনি। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা তা ব্যবহার করতেন বলে কোনো সহীহ হাদীস আমরা দেখতে পাইনি। অগণিত হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা এ যে, তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অধিকাংশ সময় রুমাল ব্যবহার করতেন না। রুমাল ও টুপির একত্রে ব্যবহার বা রুমাল, টুপি ও পাগড়ির একত্রে ব্যবহারের কথা কোনো হাদীসে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না।

রুমালের রঙ, আকৃতি, ডিজাইন ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট বর্ণনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। কাজেই যে কোনো আকৃতি, ডিজাইন বা রঙের রুমাল, চাদর বা শাল মাথায় দেওয়া যেতে পারে, যতক্ষণ না তা অন্য কোনো কারণে নিষিদ্ধ হয়। মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

চতুর্থ অধ্যায়:
মহিলাদের পোশাক ও পর্দা

৪. ১. পোশাক বনাম পর্দা

ইসলামে পর্দা বলতে কি বুঝায় এবং পর্দার গুরুত্ব কি; তা অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। পর্দা বলতে অনেকে অবরোধ বুঝেন। তাঁরা ভাবেন যে, পর্দা করার অর্থ মুসলিম মহিলা নিজেকে গৃহের মধ্যে আটকে রাখবেন, কোনো প্রয়োজনে তিনি বাইরে বেরোতে পারবেন না, পরিবারের বা সমাজের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে, পর্দা নিজের কাছে বা নিজের মনে, পর্দার জন্য বিশেষ কোনো বিধান বা বিশেষ কোনো পোশাক নেই। এ বিষয়ে আলিম বা প্রচারকদের মতামতকে তাঁরা ধর্মান্ধতা বা বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। কেউ বা মনে করেন যে, পর্দা করা ভাল, তবে বেপর্দা চলাফেরা কোনো পাপ বা অপরাধ নয় বা কঠিন কোনো অপরাধ নয়।

পর্দা ফার্সী শব্দ। আরবী 'হিজাব' শব্দের অনুবাদে ফার্সী পর্দা শব্দটিই বাংলায় প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। হিজাব অর্থ আড়াল বা আবরণ। ইসলামী পরিভাষায় হিজাব অর্থ শুধু পোশাকের আবরণই নয়, বরং সামগ্রিক একটি সমাজ ব্যবস্থা, যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে অপবিত্র ও অবৈধ সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারী আচরণ রোধের বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে।

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ মানব জীবনে আল্লাহর দেওয়া অন্যতম নিয়ামত। ক্ষুধা, পিপাসা, সম্পদের লোভ, সন্তানের স্নেহ ইত্যাদির মতই আল্লাহর দেওয়া একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় এ আকর্ষণ। একে অবহেলা করা যেমন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কঠিন অন্যায়, তেমনি প্রকৃতি বিরুদ্ধ কঠিন অন্যায় একে অনবরত সুড়সুড়ি দিয়ে মানবীয় জীবনকে এ আকর্ষণ কেন্দ্রিক করে তোলা। খাদ্য ও পানীয়ের লোভকে সুড়সুড়ি দিয়ে বাড়িয়ে সার্বক্ষণিক করে তুললে যেমন মানুষ পানাহার সর্বস্ব স্থুল জীবে পরিণত হয়, তেমনি এ আকর্ষণকে সুড়সুড়ি দিয়ে বাড়িয়ে সার্বক্ষণিক করলে মানুষ মানবতাহীন পশুতে পরিণত হয়। উপরন্তু এরূপ মানুষ পরিবার গঠনের আগ্রহ হারায় বা পরিবার গঠন করলেও তা বিনষ্ট হয়। বস্তুত নারী-পুরুষের আকর্ষণই পরিবার গঠনের

মূল চালিকা শক্তি। পারিবারিক জীবনের মধ্যে অনেক ত্যাগ, কষ্ট ও দায়িত্বশীলতা রয়েছে। এ আকর্ষণই এরূপ ত্যাগ ও কষ্টের প্রেরণা যুগায়। মানুষ যখন দাম্পত্য জীবনের বাইরে এ আকর্ষণ মেটানোর সুযোগ পায় তখন পরিবার গঠন তার কাছে গৌণ হয়ে যায়। আর এজন্যই পাশ্চাত্যের অগণিত নরনারী পরিবার গঠন থেকে বিরত থাকে।

এ বিষয়টিকে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক খাতে প্রবাহিত করা এবং অস্বাভাবিকতা থেকে রক্ষার করার জন্যই পর্দা-ব্যবস্থা। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর শিক্ষার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, পর্দা ইসলামে ব্যাপক অর্থ বহন করে। পবিত্র সামাজিক পরিবেশে সুন্দর আন্তরিক স্নেহ-মমতা-ভালবাসাপূর্ণ পরিবার গঠনে ইসলামের বিভিন্ন বিধানাবলির সমষ্টিকেই মূলত এককথায় "পর্দা-ব্যবস্থা" বলা হয়। যেন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্ত ও আনন্দিত থাকেন। তাদের মনে দাম্পত্য সম্পর্ক বহির্ভূত কোনো সম্পর্কের চিন্তা, কামনা বা আগ্রহ না জন্মে। তারা একে অপরের প্রেম ও আবেগ পরিপূর্ণ উপভোগ করেন এবং তাদের সন্তানগণ পিতা ও মাতার পরিপূর্ণ স্নেহমমতা উপভোগ করে লালিত-পালিত হয়। এরূপ পরিবারই একটি বৃহৎ কল্যাণময় সমাজের ভিত্তি। এ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন:

১. সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটতে পারে এরূপ সকল কথা বা কর্ম থেকে বিরত থাকা।

২. অশ্লীলতার প্রচার বা প্রসার মূলক কাজে লিপ্তদেকে শাস্তি প্রদান।

৩. সন্তানদেরকে পবিত্রতা ও সততার উপর প্রতিপালন করা এবং অশ্লীলতার প্ররোচক বা অহেতুক সুড়সুড়ি মূলক সকল কর্ম, কথা বা দৃশ্য থেকে তাদেরকে দূরে রাখা।

৪. কারো আবাসগৃহে বা বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থা এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা।

৫. দৃষ্টি সংযত রাখা।

৬. নারী ও পুরষের শালীনতা পূর্ণ পোশাক পরিধান করা।

৭. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা।

৮. সঠিক সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে বিবাহ দেওয়া। বিধবা ও বিপত্নীক ব্যক্তিদের প্রয়োজনে বিবাহের উৎসাহ দেওয়া।

৯. দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এ সকল বিষয়ে কুরআন-হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে

সূরা নূর ও সূরা আহযাব-এ পর্দার বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। আমি সকল পাঠক পাঠিকাকে অনুরোধ করর সূরা দুটি অধ্যয়ন করার জন্য। প্রয়োজনে কুরআন কারীমের কোনো অনুবাদ বা তাফসীরের সাহায্য গ্রহণ করুন।

এ পুস্তকের পরিসরে আমরা সকল বিষয় আলোচনা করতে পারব না, তাই এখানে পোশাক ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলী আলোচনা করব।

৪. ২. পোশাকের শালীনতা

আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য অন্যতম প্রধান ধাপ দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা, সুসম্পর্ক ও সন্তানদের জন্য পরিপূর্ণ পিতৃ ও মাতৃস্নেহ নিশ্চিত করা। এজন্য নারী ও পুরুষের পবিত্রতা রক্ষা, বিবাহেতর সম্পর্ক রোধ ও নারীদের উপর দৈহিক অত্যাচার রোধ অতীব প্রয়োজনীয়। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নারী-পুরুষ সকলেরই শালীন পোশাকে দেহ আবৃত করে চলা একান্ত প্রয়োজনীয়। পারিবারে সম্প্রীতি, দাম্পত্য সুসম্পর্ক ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষারও অন্যতম মাধ্যম শালীন পোশাকে চলাফেরা করা।

ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই শালীন পোশাক পরতে নির্দেশ দেয়। আমরা জানি যে, প্রকৃতিগতভাবেই নারী পুরুষের চেয়ে কিছুটা দুর্বল। অপর দিকে আগ্রাসী মনোভাব পুরুষের মধ্যে বেশি। এজন্য নারীর ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ইসলামে নারীর পোশাকের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য ফরয বা অত্যাবশকীয় যে তারা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর ঢেকে রাখবেন, বাকী অংশ ঢেকে রাখা সামাজিকতা ও শালীনতার অংশ, ফরয নয়। অপরদিকে মহিলাদের জন্য আল্লাহ পুরো শরীর আবৃত করা ফরয করেছেন।

এর কারণ বুঝাতে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি গল্প না বলে পারছি না। রিয়াদে অবস্থানকালে আমি একটি ইসলামিক সেন্টারে প্রচারকের কাজ করতাম। একদিন এক বৃটিশ ভদ্রলোক আমার কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানতে আসলেন। আলোচনার একপর্যায়ে তিনি বললেন, তিনি ইসলামের একত্ববাদকে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক বলে বিশ্বাস করেন। তবে তিনি মনে করেন যে, ইসলামে পর্দার বিধান দিয়ে নারীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

অকারণে তাদেরকে সারা শরীর ঢেকে রাখার বিধান দেওয়া হয়েছে এবং সমাজ থেকে বিচিছন্ন রাখা হয়েছে।

উত্তরে আমি বললাম: আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিন। ধর্ষণের হার আপনাদের দেশে কেমন? তিনি বললেন: প্রতি বৎসর লক্ষাধিক মহিলা ধর্ষিতা হন। আমি বললাম: আপনারা বৃটেনের অধিবাসীরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং আপনাদের দেশে সকল প্রকার স্বেচছাচার বৈধ। তা সত্ত্বেও সেখানে এত বিপুল সংখ্যক মহিলা অত্যাচারিত হন কেন? তিনি কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। আমি বললাম: এর কারণ, মহিলারা প্রকৃতিগতভাবে দূর্বল এবং পুরুষের পাশবিক আচরনের মুখে অসহায়। সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রগতি কোনো কিছুর দোহাই তাঁদেকে এসকল পাশবিকতা থেকে রক্ষা করতে পারে না। তাই তাদের সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা তাদেরকে শালীন পোশাক পরে অনাত্মীয় পুরুষদের থেকে ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। আর এজন্যই আল্লাহ পর্দার বিধান দিয়েছেন, মেয়েদেরকে রক্ষা করার জন্য, তাঁদেরকে সমাজ বিচিছন্ন করার জন্য নয়।

আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাকালেও বিষয়টি আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। আমাদের দেশের অবক্ষয়িত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের মাঝেও আমরা দেখতে পাই, যে সকল মেয়ে পর্দার মধ্যে বেড়ে উঠেন সাধারণত তাঁরা মাস্তানদের অত্যাচার, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকেন। সাধারণত পাষাণ-হৃদয় মাস্তানও কোনো পর্দানশিন মেয়েকে উত্তক্ত্য করতে দ্বিধা করে। তার পাষাণ-হৃদয়ের এক নিভৃতকোণে পর্দানশিন মেয়েদের প্রতি একটুখানি সম্ভ্রমবোধ থাকে।

কুরআন কারীমে আল্লাহ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

"হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের (চাদরের) কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়, এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।"[১]

---

[১] সূরা আহযাব: ৫৯ আয়াত।

দেহের সাধারণ পোশাক-জামা, পাজামা, ওড়না ইত্যাদির- উপরে যে বড় চাদর বা চাদর জাতীয় পোশাক দিয়ে পুরো দেহ আবৃত করা হয় তাকে জিলবাব বলা হয়। এখানে আল্লাহ মুমিন নারীদেরকে নির্দেশ দিলেন বাইরে বের হওয়ার জন্য সাধারণ পোশাকের উপরে জিলবাব পরিধান করতে এবং জিলবাবের কিছু অংশ মুখের বা দেহের সামনে টেনে নিতে। এতে পর্দানশিন ও শালীন নারীকে অন্যদের থেকে পৃথক করে চেনা যায় এবং স্বভাবতই এরূপ শালীন নারীদের সাথে সকলেই সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করেন।

সকল লেনদেন, কাজকর্ম ও কথাবার্তা স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার সাথে সাথে সামাজিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা অন্য একটি আয়াত থেকে অনুধাবন করা যায়। এ আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ

"হে নবী পত্নিগণ, তোমরা অন্য নারীদের মত নও! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল-কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলবে না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত (স্বাভাবিক) কথা বলবে। এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রাচীন জাহিলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।"[২]

এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীদেরকে; যারা মুমিনদের মাতৃতুল্য ছিলেন এবং নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ও পবিত্রতম ছিলেন তাঁদেরকে পর-পুরুষদের সাথে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর কোমল ও আকর্ষণীয় করতে নিষেধ করছেন; কারণ এর ফলে দুর্বল চিত্ত কেউ হয়ত ভেবে বসবে যে তাঁরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন বা তাদেরকে হয়ত প্রলুব্ধ করা সহজ হবে। অথবা সে নিজে কণ্ঠের কোমলতায় আকর্ষিত ও প্রলুব্ধ হয়ে বিভিন্ন প্রকারের শয়তানী ওয়াসওয়াসার মধ্যে নিপতিত হবে।

[২] সূরা আহযাব ৩২-৩৩ আয়াত

উপরন্তু তাঁদেরকে গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বর্বর যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে নিষেধ করেছেন। বর্বর যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শনের অর্থ মাথা, মুখ, ঘাড়, গলা, বুক, হাত,পা ইত্যাদিকে অনাবৃত রাখা, যেন মানুষ তা দেখতে পায়।

মুমিনদের মাতা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীগণের অতুলনীয় ঈমান, পবিত্রতা, সততা ও মুমিনদের মনে তাদের প্রতি গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে এসকল কর্ম থেকে নিষেধ করেছেন। তাহলে অন্যান্য নারীদের এ সকল কর্ম থেকে দুরে থাকা কত প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়।

৪. ৩. মুসলিম মহিলার পোশাকের বৈশিষ্ট্য

কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনার আলোকে আমরা জানতে পারি যে, মুসলিম মহিলার পোশাকে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক:

১) সতর আবৃত করা

২) ঢিলেঢালা ও স্বাভাবিক কাপড়

৩) অমুসলিম ও পাপীদের অনুকরণ বর্জন

৪) নারী-পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য

প্রথম অধ্যায়ে কিছু বিষয় সাধারণভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে আমরা বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব।

৪. ৩. ১. মহিলার সতর

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গকে (private parts) ইসলামী পরিভাষায় 'আউরাত' বা 'সতর' বলা হয়। বস্তুত দেহের কতটুকু অংশ গুপ্তাঙ্গ (private parts) বলে বিবেচিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে মানবীয় যুক্তি, বিবেক বা জ্ঞানের মাধ্যমে কোনো সঠিক বা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়। অসংখ্য বিবেকবান, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মানুষ মানব দেহ পুরোপুরি অনাবৃত রাখাকেই যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেকের আলোকে সঠিক বলে মনে করেন। মানুষের দেহের কোনো অংশ আবৃতব্য বা private parts বলে তারা স্বীকার করেন না। আবার অনেকেই মানব দেহ পুরোপুরি আবৃত করাই সঠিক বলে দাবি করেন। অন্য অনেকে কিছু অংশ আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ ও কিছু অংশ প্রদর্শনযোগ্য বলে বিশ্বাস করেন। আর যেহেতু মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে সক্ষম নয়, সেহেতু আমাদেরকে এ

বিষয়ে ওহী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ (Divine revelation) এর উপর নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই।

এ বিষয়ে ইসলাম-গ্রহণকারী জাপানী মহিলা খাওলা নিকীতা লিখেছেন:

"Why hide the body in its natural state? you may ask. .... How you can answer to a nudist if she asks you why you hide your busts and hips although they are as natural as your hands and face? It is the same for the hijab of a Muslima. We consider all our body except hands and face as private parts because Allah defined it like this..."[৩]

৪. ৩. ১. ১. নারীর সতরের পর্যায়

কুরআন কারীমে আল্লাহ্ বলেছেন-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

---

[৩] A View Through Hijab, by Sister Khaula from Japan, 10/25/1993, Published in Riyadh by Dr. Saleh Al-Saleh, p 63.

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, এই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন (স্বভাবতই) যা প্রকাশিত তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন তারা মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন-কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদিগের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন অলঙ্কার প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারবে।[৪]

এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ বিশ্বাসী নারী-পুরুষদেরকে চারিত্রিক পবিত্রতা ও সফলতার পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রথমত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সবাইকে দৃষ্টি সংযমের নির্দেশ দিয়েছেন। সকল মুমিন নারী-পুরুষের উচিৎ সর্বদা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করা, বিশেষ করে যে সকল দৃশ্য মনের মধ্যে অস্থিরতা, পাপেচ্ছা বা অসংযমের অনুভুতি জাগিয়ে তোলে তা থেকে অবশ্যই নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। পবিত্র মনের পবিত্র জীবনের এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দৃষ্টি সংযমের তাওফীক দিন।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ সবাইকে লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে এবং পবিত্র জীবন যাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আমাদের গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন; যেন আমরা গোপনে-প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় সৎ ও পবিত্র থাকি।

সৎ ও পবিত্র জীবনের অন্যতম মাধ্যম শালীন পোশাক দ্বারা সৌন্দর্য-অলঙ্কার আবৃত করা। তাই উপরের আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ বিশেষভাবে নারীদের পোশাক ও পর্দার বিধান দান করেছেন।

উপরের আয়াতে আল্লাহ প্রথমে 'স্বভাবতই যা প্রকাশিত' বা 'সাধারণভাবে যা বেরিয়ে থাকে' এমন সৌন্দর্য-অলঙ্কার ছাড়া সকল সৌন্দর্য আবৃত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর স্বামী, কয়েক প্রকারের আত্মীয়, নারী ও শিশুদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। এ নির্দেশনা ও কুরআন-হাদীসের অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে মুসলিম ইমাম ও ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, মহিলাদের 'আউরাত' বা 'সতর' চার পর্যায়ের[৫]:

---

[৪] সূরা নূর: ৩০-৩১ আয়াত।

[৫] বিস্তারিত দেখুন, তাবারী, জামিউল বাইয়ান ১৮/১১৭-১২০; জাস্সাস, আবূ বাকর আহমদ ইবনু আলী (৩৭০হি), আহকামুল কুরআন ৩/৩১৫-৩১৬; সারাখসী, আল-মাবসূত ১০/১৪৫-১৫৪; কাসানী, বাদাইউস সানাইয় ৫/১১৮-১২৫; কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন ১২/২২৬-২৩০; কাযী যাদাহ (৯৮৮ হি),

প্রথম পর্যায়ঃ স্বামীর সামনে স্ত্রীর সতর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনোরূপ সতর নেই, পর্দা নেই, নেই কোনো পোশাকের বিধান। স্বামী স্ত্রীর পোশাক আর স্ত্রী স্বামীর পোশাক। আল্লাহ বলেছেনঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"[৬]

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ অন্যান্য মহিলার সামনে সতর

উপরে উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ মুমিন নারীদেরকে 'আপন নারীগণের' সামনে সৌন্দর্য বা অলঙ্কার প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছেন। এ আয়াতের আলোকে ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, নারীর সামনে নারীর সতর পুরুষের সামনে পুরুষের সতরের মতই। অন্যান্য নারীদের দৃষ্টি থেকে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখা মুসলিম নারীর জন্য ফরয। দেহের অবশিষ্ট অংশ আবৃত করা উচিত, তবে প্রয়োজনে একজন মহিলা অন্য মহিলার সামনে তা অনাবৃত করতে পারেন।

তবে এখানে লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ 'নারীগণ' না বলে 'আপন নারীগণ' বা 'তাদের নারীগণ' বলেছেন। এ নির্দেশনার আলোকে ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, সৌন্দর্য বা অলঙ্কার প্রকাশের এ অনুমতি শুধু মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একজন মুসলিম নারী অন্য মুসলিম নারীর সামনে নিজের মাথা, ঘাড় ইত্যাদি অনাবৃত করতে পারেন। তবে অমুসলিম নারীর সামনে মুসলিম নারীগণ পুরুষের মতই পর্দা করবেন। তাঁরা অমুসলিম নারীদের সামনে মাথার কাপড় সরাবেন না। এমনকি তাঁরা অমুসলিম নারীদেরকে মুসলিম মহিলাদের জন্য ধাত্রী নিয়োগ করতে আপত্তি করেছেন।[৭]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন,

فَلاَ يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر أن يَنْظُرَ إلى عَوْرَتِها إلا أهلُ مِلَّتِها

"আল্লাহর উপরে এবং আখিরাতের উপরে ঈমান স্থাপন করেছে এমন কোনো নারীর জন্য বৈধ নয় যে, তার নিজের ধর্মের মহিলা ছাড়া অন্য কোনো মহিলা তার আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ দর্শন করবে।"[৮]

তাকমিলাতু ফাতহিল কাদীর ১০/২৮-৪৫; শাওকানী, নাইলুল আউতার ২/৪৭-৫৮, ৬/২৪০-২৪৯; আলবানী, জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা; আব্দুল আযীয ইবনু বায, মাসাইলুল হিজাব ওয়াস সুফূর; মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমীন, রিসালাতুল হিজাব।

[৬] সূরা বাকারাঃ ১৮৭ আয়াত।

[৭] তাবারী, জামিউল বাইয়ান ১৮/১২১; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/৯৫; কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন ১২/২৩৩; ইবনু কাসীর, তাফসীর ৩/২৮৫।

[৮] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/৯৫; ইবনু কাসীর, তাফসীর ৩/২৮৫।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

هُنَّ الْمُسْلِمَاتُ لاَ تُبْدِيْهِ لِيَهُوْدِيَّةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ وَهُوَ النَّحْرُ وَالْقُرْطُ وَالْوِشَاحُ وَمَا لاَ يَحِلُّ أَنْ يَّرَاهُ إِلاَّ مَحْــرَمٌ

"'আপন নারীগণ' মুসলিম নারীগণ। গ্রীবা, বক্ষদেশ, কর্ণ বা কর্ণের অলঙ্কার, গলার অলঙ্কার ও দেহের যে সকল অঙ্গ মাহরাম নিকটাত্মীয় ছাড়া কারো সামনে অনাবৃত করা বৈধ নয় মুসলিম রমণী তার দেহের সে স্থান কোনো ইহূদী-খৃস্টান নারীর সামনে অনাবৃত করতে পারবে না।"[৯]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্‌সির ও ফকীহ মুজাহিদ (১০৪ হি) বলেন,

لاَ تَضَعُ الْمُسْلِمَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ مُشْرِكَةٍ

"কোনো মুসলিম মহিলা কোনো অমুসলিম মহিলার সামনে নিজের মাথার ওড়না সরাবেন না।"[১০]

তৃতীয় পর্যায়: রক্ত সম্পর্কের নিকটতম আত্মীয়ের সামনে সতর

ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, পিতা, শ্বশুর, ভ্রাতা ও অন্যান্য নিকটতম আত্মীয় যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ তাদের সামনে মুসলিম রমণী নিজের শরীর আবৃত করে থাকবেন, তবে মুখ, মাথা, গলা, ঘাড়, বুক, বাজু, পা ইত্যাদি অনাবৃত রেখে তাদের সামনে যেতে পারেন। তবে এদের সামনেও প্রয়োজন ছাড়া যতটুকু সম্ভব আবৃত থাকতে তার উৎসাহ দিয়েছেন।

সূরা নূরের উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রা) বলেন.

.... اَلزِّيْنَةُ الظَّاهِرَةَ-اَلْوَجْهُ وَكَحْلُ الْعَيْنِ وَخِضَابُ الْكَفِّ وَالْخَاتَمُ فَهَذَا تُظْهِرُهُ فِيْ بَيْتِهَا لِمَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا ....وَالزِّيْنَةُ الَّتِيْ تُبْدِيْهَا لِهَؤُلاَءِ النَّاسِ قُرْطَاهَا وَقِلاَدَتَهَا وَسِوَارَاهَا فَأَمَّا خَلْخَالُهَا وَمِعْضَدَتُهَا وَنَحْرُهَا وَشَعَرُهَا فَلاَ تُبْدِيْهِ إِلاَّ لِزَوْجِهَا

"(তারা যেন যা প্রকাশিত তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রদর্শন না করে): প্রকাশ্য সৌন্দর্য-অলঙ্কার মুখমণ্ডল, চোখের সুরমা, করতলের মেহেদি ও আংটি। মহিলারা এগুলি তাদের বাড়িতে আগমনকারী সকলের

[৯] ইবনু কাসীর, তাফসীর ৩/২৮৫।
[১০] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/৯৫; ইবনু কাসীর, তাফসীর ৩/২৮৫।

সামনে প্রকাশ করবে।' অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, (তারা যেন তাদের তাদের স্বামী, পিতা, ... বালক ব্যতীত অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রকাশ না করে।) 'এ সকল মানুষের জন্য তারা যে অলঙ্কার বা অলঙ্কারের স্থান প্রকাশ করবে তা হলো, কানের দুলদ্বয়, গলার হার ও হাতের বালা। বাজুতে পরিহিত অলঙ্কার, পায়ের মল, বক্ষ, চুল ইত্যাদি স্বামী ছাড়া কারো সামনে প্রকাশ করবে না।"[১১]

চতুর্থ পর্যায়ঃ অন্যান্য পুরুষের সামনে সতর

উপরে উল্লিখিত নিকটতম আত্মীয় ব্যতীত অন্য সকল আত্মীয় ও অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মুসলিম মহিলার পুরো দেহই 'আউরাত' বা আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ। কেবলমাত্র মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে যা পরবর্তীতে আলোচনা করব। বিবাহ বৈধ এরূপ সকল আত্মীয় ও সকল অনাত্মীয়ের সামনে মুসলিম নারীর উপর ফরয দায়িত্ব যে, তিনি নিজের পুরো দেহ আবৃত করে রাখবেন।

উপরের আয়াতে আল্লাহ মুসলিম নারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন তাদের ওড়না বা মাথার কাপড় এমনভাবে পরিধান করবে, যেন তা ভালভাবে বুক ও গলা ঢেকে রাখে। এভাবে আল্লাহ মুমিন নারীদের জন্য মাথা, দুই কান, ঘাড়, গলা ও বুক সহ পুরো দেহ আবৃত করা ফরয বলে নির্দেশ করেছেন।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, "হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।"

এ আয়াতও নির্দেশ করে যে, মুমিন রমণীর জন্য পুরো দেহ আবৃত করা ফরয। শুধু তাই নয়, দুরাত্মীয় বা অনাত্মীয় পুরুষের সামনে দেহের সাধারণ পোশাকের অতিরিক্ত চাদর বা বোরকা জাতীয় কোনো পোশাক পরিধান করে নিজেকে আবৃত করা মুমিন নারীর জন্য ফরয।

এ সকল আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম, ইমাম ও ফকীহ একমত যে, দূরাত্মীয় ও অনাত্মীয় পুরুষদের সামনে এবং বহির্গমনের জন্য মুমিন নারীদের সম্পূর্ণ দেহ আবৃত করা ফরয। উপরের আয়াতের "স্বভাবতই যা প্রকাশিত" কথাটির ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কেবলমাত্র মুখমণ্ডল, কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ও পদযুগলের বিষয়ে মুসলিম ফকীহগণের

---

[১১] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/৯৪।

মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। তাঁরা একমত যে, মুসলিম নারীর জন্য দেহের বাকি অংশ আবৃত করা ফরয। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা এত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন যে, এ বিষয়ে মতভেদের কোনো অবকাশ নেই।

মুসলিম উম্মাহর সকল ইমাম ও ফকীহ একমত যে, কোনো পুরুষ হাঁটু বা উরু অনাবৃত করলে যেরূপ ফরয পরিত্যাগ করার জন্য কঠিন পাপে পাপী হবেন, তেমনি কোনো মুমিন নারী মাথা, মাথার চুল, কান, ঘাড়, গলা, কনুই, বাজু বা দেহের অন্য কোনো অংশ অনাবৃত করে বাইরে বেরোলে বা মাহরাম নয় এরূপ পুরুষদের সামনে গমন করলে কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করার ও ফরয পরিত্যাগ করার কঠিন পাপে পাপী হবেন।

৪. ৩. ১. ২. মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয়

সূরা নূরের উপরে উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: "তারা যেন সাধারণত বা স্বভাবতই যা প্রকাশিত তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।" "স্বভাবতই প্রকাশ থাকে" বা "প্রকাশ্য সৌন্দর্য" বলতে কী বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে সাহাবীগণের যুগ থেকেই মতভেদ রয়েছে। কারো মতে স্বভাবতই বেরিয়ে থাকে বলতে মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয় বা কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় বুঝানো হয়েছে। তাদের মতে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় 'প্রকাশ্য' বা 'প্রকাশযোগ্য' সৌন্দর্য যা দূরাত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলের সামনে অনাবৃত রাখা বৈধ। অন্য অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে, "স্বভাবতই বেরিয়ে থাকে" বলতে চক্ষু বা বাইরের পোশাক বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে চতুর্থ পর্যায়ে মুখমণ্ডল ও হস্ত দ্বয় 'আউরাত' এবং তা আবৃত করা মুসলিম মহিলার জন্য ফরয।

৪. ৩. ১. ২. ১. প্রকাশ্য সৌন্দর্য

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), ইমাম মালিক (রাহ), ইমাম শাফিয়ী, ইমাম তাবারী (রাহ) ও অন্যান্য ফকীহ ও ইমাম প্রথম মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, মুসলিম মহিলা তার মুখ ও হাত অনাবৃত রাখতে পারবেন, তবে তা ঢেকে রাখা উত্তম। তাদের মতে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সর্বাবস্থায় মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখাই সুন্নাত ও উত্তম, তবে তা ফরয নয়। ইমাম আহমদ থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে।[১২]

---

[১২] মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মাবসূত ৩/৫৬-৬৭; তাবারী, জামিউল বাইয়ান ১৮/১১৭-১২০; সারাখসী, আল-মাবসূত ১০/১৪৫-১৫৪; কাসানী, বাদাইউস সানাইয় ৫/১১৮-১২৫; কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন

ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ও সহচর হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী (১৮৯ হি) হানাফী মাযহাবের মতামত ব্যাখ্যা করে লিখেছেন:

"পুরুষের জন্য বিবাহ বৈধ এরূপ নারীর মুখমণ্ডল ও করতল ছাড়া আর কিছুই অনাবৃতভাবে দেখা বৈধ নয়। এরূপ নারীর মুখমণ্ডল ও হাত সে দেখতে পারে। এতদুভয় ছাড়া অন্য কিছুই সে দেখবে না। তবে যদি কেবলমাত্র অবৈধ কামনার কারণে তাকায়, তবে এরূপভাবে তাকানো তার জন্য বৈধ নয়। .... একজন মহিলা বিবাহ বৈধ এরূপ বেগানা পুরুষের মুখ, মাথা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ সব দেখতে পারবে, শুধু নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ বাদে; কারণ তা 'আউরাত'।........তবে যদি দৃষ্টিতে অবৈধ কামনা থাকে বা মহিলা ভয় পায় যে, তার দৃষ্টি অবৈধ কামনার সৃষ্টি করবে তবে আমি ভাল মনে করি যে, সে তার দৃষ্টি সংযত করবে। একজন নারী পুরুষের দেহের যে অংশ দেখতে পারে, একজন পুরুষও পুরষের দেহের সেই অংশ দেখতে পারে। পুরুষের জন্য পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ দেখা বৈধ নয়। নারীর জন্য অন্য নারীর ক্ষেত্রেও একই বিধান। নাভি 'আউরাত' বা গুপ্তাঙ্গ নয়। নাভির নিচে থেকে গুপ্তাঙ্গ। কাজেই কোনো নারী অন্য নারীর বা পুরুষ অন্য পুরুষের দেহের এ অংশ দর্শন করবে না। তবে যদি বিশেষ ওযর বা অসুবিধা উপস্থিত হয় তবে ভিন্ন কথা........।[১৩]

হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রসিদ্ধ ফকীহ, ইমাম আবূ বাকর জাস্‌সাস আহমদ ইবনু আলী (৩৭০হি) সূরা নূরের উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "(তারা যেন সাধারণত বা স্বভাবতই যা প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে), স্বামী ও মাহরাম আত্মীয় বাদে অন্য পুরুষদের বিষয়ে একথা বলা হয়েছে; কারণ তাদের কথা পরে বলা হয়েছে। আমাদের (হানাফী মাযহাবের) আলিমগণ বলেছেন, এখানে মুখ ও হস্তদ্বয় বুঝানো হয়েছে। .... এতে প্রমাণিত হয় যে, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় আউরাত বা আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ নয়।"[১৪]

চতুর্থ হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা আবুল হাসান কুদূরী আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৪২৮হি) বলেন, "বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ছাড়া অন্য কোনো কিছু দেখা পুরুষের জন্য বৈধ নয়। যদি অবৈধ কামনা থেকে নিরাপত্তা না পায় তবে প্রয়োজন ছাড়া তার মুখমণ্ডলের

১২/২২৬-২৩০; শাওকানী, নাইলুল আউতার ২/৪৭-৫৮, ৬/২৪০-২৪৯; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৮৯।
[১৩] মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মাবসূত ৩/৫৬-৬৭।
[১৪] জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন ৩/৩১৫-৩১৬।

দিকে দৃষ্টি করবে না। .... পুরুষ পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ বাদে বাকি দেহের সকল স্থান দেখতে পারবে। পুরুষ পুরুষের দেহের যে অংশ দেখতে পারে, নারীও পুরুষের দেহের সে অংশ দেখতে পারবে। এবং পুরুষ পুরুষের দেহের যে অংশ দেখতে পারে, মহিলাও অন্য মহিলার দেহের সে অংশ দেখতে পারে। ... পুরুষ তার মাহরাম আত্মীয়াদের মুখ, মাথা, বুক, পদদ্বয়ের নলা ও বাজুদ্বয় দেখতে পারে... ।"[১৫]

পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আবূ বাকর সারাখসী (৪৯০ হি) বলেন, আয়েশা (রা) মত প্রকাশ করেছেন যে, মহিলার জন্য মুখমণ্ডলসহ পুরো দেহই আবৃত রাখা ফরয়।... কারণ অশান্তি বা ফিতনার ভয়েই মহিলাদের দেহ আবৃত করার বিধান দেওয়া হয়েছে। আর নারীর মূল সৌন্দর্যই তো তার মুখে। দেহের অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে মুখ দেখলে ফিতনার ভয় সবচেয়ে বেশি। এজন্য মুখ আবৃত করা ফরয, শুধু প্রয়োজনের জন্য চক্ষু উন্মুক্ত রাখতে পারবে। কিন্তু আমরা মুখ ও হাত উন্মুক্ত রাখা পক্ষে আলী (রা) ও ইবনু আব্বাস (রা) এর মত গ্রহণ করি। মহিলার মুখ ও হাত উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে... ।[১৬]

আল্লামা কাসানী (৫৮৭হি) বলেন, "অনাত্মীয় (অ-মাহরাম) পুরুষ অনাত্মীয় (অ-মাহরাম) নারীর দেহের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ছাড়া অন্য কোনো কিছু দেখবে না। ... কারণ আল্লাহ প্রকাশ্য সৌন্দর্য বা সাধারণভাবে যা প্রকাশিত তা অনাবৃত রাখতে অনুমতি দিয়েছেন।...এছাড়া মহিলাকে ক্রয়বিক্রয়, গ্রহণ, প্রদান ইত্যাদি কাজকর্ম করতে হয়, আর সাধারণভাবে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় অনাবৃত না রেখে তা করা সম্ভব হয় না। আবূ হানীফা (রা) এর এ মত। (ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র) ইমাম হাসান (ইবনু যিয়াদ) আবূ হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এরূপ নারীর পদযুগলও দৃষ্টিবৈধ।"[১৭]

তৃতীয়-চতুর্থ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুফাস্সির ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন: "এ আয়াতের আলোকে প্রকাশ্য সৌন্দর্যের ব্যাখ্যায় আলিমগণ মতভেদ করেছেন।"

এরপর তিনি এ বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণ থেকে দুটি মত উদ্ধৃত করেছেন। বিভিন্ন সনদে ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, প্রকাশ্য সৌন্দর্য পোশাক

---

[১৫] কুদূরী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ, মুখতাসারুল কুদূরী, পৃ ২৪১।
[১৬] সারাখসী, আল-মাবসূত ১০/১৫২।
[১৭] কাসানী, বাদাইউস সানাইয় ৫/১২১।

বা চাদর। তিনি তাবিয়ীদের মধ্যে ইবরাহীম নাখয়ী থেকে অনুরূপ মত উদ্ধৃত করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন সনদে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, প্রকাশ্য সৌন্দর্য পোশাক, মুখমণ্ডল, সুরমা, আংটি, চুরি বা করতলদ্বয়। অনুরূপ মত তিনি সাহাবী মিসওয়ার ইবনু মাখরামা ও তাবিয়ী সাঈদ ইবনু জুবাইর, আতা ইবনু আবী রাবাহ, হাসান বসরী, কাতাদা, মুজাহিদ, আমির, ইবনু যাইদ, আওযায়ী ও ইউনূস থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

এরপর তিনি বলেন, "এ সকল মতের মধ্যে সঠিক মত তাদেরই যারা বলেছেন যে, প্রকাশ্য সৌন্দর্য বলতে মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয় বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে সুরমা, আংটি, চুরি এবং মেহেদি অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা এ মতটিকেই ব্যাখ্যা হিসেবে সঠিক বলছি তার কারণ সকল মুসলিম ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সালাতের মধ্যে প্রত্যেক মুসাল্লীকে তার 'আউরাত' বা 'আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ' আবৃত করতেই হবে এবং তাঁরা একমত হয়েছেন যে, সালাতের মধ্যে মহিলা তার মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয় অনাবৃত রাখবেন এবং তার দেহের বাকি অংশ তাকে অবশ্যই আবৃত করতে হবে...। যেহেতু তারা এরূপ ইজমা করেছেন, সেহেতু এ থেকে জানা গেল যে, মহিলার দেহের যে অংশ 'আউরাত' নয় তা উন্মুক্ত বা অনাবৃত রাখা তার জন্য বৈধ, যেমন পুরুষের জন্য যা 'আউরাত' নয় তা উন্মুক্ত রাখা বৈধ এবং তা অনবৃত করা হারাম নয়। আর যেহেতু মহিলার জন্য তা প্রকাশ করা বৈধ, সেহেতু জানা গেল যে, এখানে 'যা প্রকাশ হয়' বলতে এগুলিকেই বুঝনো হয়েছে।"[১৮]

ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও অন্যান্য ফকীহ এ মতের পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের প্রমাণ পেশ করেছেনঃ প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুমতি, দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সাহাবীবর মতামত, তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ও পরবর্তী যুগে সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্ম এবং চতুর্থত, কুরআনের ব্যাখ্যা ভিত্তিক যুক্তি।

প্রথম প্রকারের প্রমাণঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুমতি

ইমাম আবূ দাউদ বলেন, আমাদেরকে ইয়াকূব ইবনু কা'ব আনতাকী ও মুআম্মাল ইবনুল ফাদল হাররানী বলেছেন, আমাদেরকে ওয়ালীদ বলেছেন, সাঈদ ইবনু বাশীর থেকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি খালিদ ইবনু দুরাইক থেকে তিনি আয়েশা (রা) থেকে, তিনি বলেন, তাঁর বোন আসমা বিনত আবূ

---

[১৮] তাবারী, জামিউল বাইয়ান ১৮/১১৭-১২০।

বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ঘরে প্রবেশ করেন। আসমার গায়ে তখন পাতলা কাপড়ের পোশাক ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

"হে আসমা, কোনো মেয়ে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তার এ অঙ্গ ও এ অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই পরিদৃষ্ট হওয়া বৈধ নয়, এ কথা বলে তিনি নিজের মুখমণ্ডল ও করতলের দিকে ইঙ্গিত করেন।"

হাদীসটির সনদের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে ইমাম আবূ দাউদ বলেন: "এ হাদীসটি মুরসাল (বিচ্ছিন্ন সনদের); কারণ তাবিয়ী খালিদ ইবনু দুরাইক আয়েশা (রা) থেকে কোনো হাদীস শিক্ষার সুযোগ পান নি (অন্য কারো মাধ্যমে তিনি হাদীসটি জেনেছেন, যার নাম তিনি উল্লেখ করেন নি)।[১৯]

অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটির সনদের আরেকটি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাবিয়ী কাতাদা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু বাশীর (১৬৯হি)। তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।[২০]

এভাবে আমরা দেখছি এ হাদীসটির সনদের দুর্বলতার কারণে তা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু দুর্বল এ সনদটি ছাড়াও অন্যান্য একাধিক কাছাকাছি দুর্বল সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ তার 'মারাসীল' গ্রন্থে বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার বলেছেন, আমাদেরকে ইবনু দাউদ বলেছেন, আমাদেরকে হিশাম বলেছেন, কাতাদা থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَىٰ مِنْهَا إِلاَّ وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلَىٰ الْمِفْصَلِ

"কিশোরী যখন ঋতুস্রাবের মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তার মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্ট হওয়া বৈধ নয়।"[২১]

এ সনদটি তাবিয়ী কাতাদা পর্যন্ত সহীহ। এ সনদে হাদীসটি কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন হিশাম দাসতাওয়ায়ী। তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী। কাজেই সনদের পরবর্তী দুর্বলতা দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু এ সনদটিও মুরসাল। কাতাদা কোনো সাহাবী বা তাবিয়ীর নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছেন তা তিনি উল্লেখ করেন নি।

---

[১৯] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৬২।
[২০] ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ২৩৪।
[২১] আবূ দাউদ, আল-মারাসীল, পৃ. ৩১০

তৃতীয় একটি সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাবারানী, বাইহাকী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাদের সনদে আমর ইবনু খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইবনু লাহীয়া বলেছেন, ইয়াদ ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি ইবরাহীন ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু রিফায়াহ আনসারীকে বলতে শুনেছেন, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আসমা বিনতু উমাইস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَّبْدُوَ مِنْهَا اِلاَّ هَكَذَا وَأَخَذَ كُمَّيْهِ فَغَطَّىْ بِهِمَا ظُهُوْرَ كَفَّيْهِ حَتَّىْ لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفَّيْهِ اِلاَّ أَصَابِعُهُ ثُمَّ نَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَىْ صُدْغَيْهِ حَتَّىْ لَمْ يَبْدُ اِلاَّ وُجْهُهُ

"মুসলিম মহিলার জন্য বৈধ নয় যে, তার থেকে এরূপ ছাড়া কিছু প্রকাশিত হবে, একথা বলে তিনি তার জামার হাতা দিয়ে হাতের পিঠ এমনভাবে আবৃত করলেন যে, হাতের আঙুলগুলি ছাড়া কিছুই বাইরে থাকল না। অতঃপর তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উঠিয়ে দুই কানের পাশে চুলের কলির স্থানে এমন ভাবে রাখলেন যে, তার মুখমণ্ডল ছাড়া আর কিছুই প্রকাশিত থাকল না।"[২২]

এ সনদে উপরের সনদের দূর্বলতা অপসারিত হয়েছে। তবে এ সনদের বর্ণনাকারী ইবনু লাহীয়াকে তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। কেউ কেউ তার বর্ণিত হাদীস 'হাসান' বলে গণ্য করেছেন। এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে হাইসামী বলেন, "হাদীসের সনদের ইবনু লাহীয়া রয়েছেন এবং তার বর্ণিত হাদীস হাসান। সনদের বাকি রাবীগণ সহীহ হাদীসের (নির্ভরযোগ্য) রাবী।"[২৩]

বস্তুত অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে ইবনু লাহীয়া দুর্বল বলে গণ্য। তবে তাঁর দুর্বলতা 'যাবত' বা স্মৃতি বিষয়ক, ফলে একাধিক সনদের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা অপসারিত হয়। এজন্য উপরের তিনটি সনদের সমন্বয়ে হাদীসটিকে 'হাসান লি গাইরিহী' বা একাধিক সনদের কারণে গ্রহণযোগ্য' বলে গণ্য করেছেন কোনো কোনো মুহাদ্দিস।[২৪]

এ হাদীসটির ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য অনেক ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, মুসলিম মহিলার মুখমণ্ডল ও করতল 'আউরাত' বা 'সতর' নয়, বরং তা উন্মুক্ত রাখা বৈধ।

---

[২২] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২৪/১৪২; আল-মু'জামুল আউসাত ৮/১৯৯; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/৮৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩৭।

[২৩] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩৭।

[২৪] আলবানী, জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা, পৃ. ৫৮-৫৯; ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর, পৃ. ৪০-৪৭।

দ্বিতীয় প্রকারের প্রমাণ: সাহাবীগণের মতামত

কোনো কোনো সাহাবী মহিলাদের মুখ ও হাত অনাবৃত রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, উপরের আয়াতে 'সাধারণভাবে যা প্রকাশ থাকে বা প্রকাশিত' বলতে মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয় বুঝানো হয়েছে। তাবিয়ী জাবির ইবনু যাইদ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন:

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ .... قَالَ : اَلْكَفُّ وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ

"যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না" প্রকাশ থাকে: "করতল ও মুখমণ্ডল।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৫]

অন্য হাদীসে তাবিয়ী নাফি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন:

اَلزِّيْنَةُ الظَّاهِرَةُ الوَجْهُ والْكَفَّانُ

"প্রকাশ্য সৌন্দর্য মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয়।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৬]

আয়েশা (রা) থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আতা ইবনু আবী রাবাহ বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন,

مَا ظَهَرَ مِنْهَا الوَجْهُ وَالْكَفَّانُ

নারীর যা প্রকাশ থাকে তা মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয়।"[২৭]

তৃতীয় প্রকারের প্রমাণ: সাহাবী-তাবিয়ী মহিলাগণের কর্ম

বিভিন্ন হাদীসে সাহাবী-তাবিয়ী মহিলাদের মুখের সৌন্দর্য, মুখের আকৃতি এবং হাতের সৌন্দর্য বা আকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ সকল হাদীসের আলোকে এ মতের অনুসারীরা দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ও পরবর্তী যুগে সাহাবী-তাবিয়ী মহিলাগণ অনেক সময় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় অনাবৃত রেখে অনাত্মীয় পুরুষদের সামনে যেতেন বা বাইরে চলাফেরা করতেন।

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের সময়ে কুরবানীর দিনে (১০ই জিলহজ্জ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফাদ্ল ইবনু আব্বাসকে উটের পিঠে তাঁর পিছনে বসিয়ে মানুষদের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান প্রদান করছিলেন:

---

[২৫] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৩/৫৪৬; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৫৯-৬০।
[২৬] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৩/৫৪৬; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৬০।
[২৭] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৩/৫৪৬; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/২২৬।

وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا.

"এমতাবস্থায় খাস'আম গোত্রের একজন ফর্সা-উজ্জ্বল মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট প্রশ্ন করতে এগিয়ে আসেন। তখন ফাদ্ল মহিলার দিকে তাকাতে থাকে এবং মহিলার সৌন্দর্য তাকে বিমুগ্ধ করে। নবী (ﷺ) তাকিয়ে দেখেন যে, ফাদ্ল মহিলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তখন তিনি নিজের হাত এগিয়ে ফাদ্লের চিবুক ধরে তার মুখ মহিলার দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন...।[২৮]

এ হাদীস থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, মহিলা মুখমণ্ডল উন্মুক্ত ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাকে মুখ আবৃত করতে নির্দেশ না দিয়ে ফাদলের মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুখ খোলা থাকতে পারে তবে দৃষ্টি সংযত করতে হবে।

পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ স্পেনীয় মুহাদ্দিস ও মালিকী মাযহাবের ফকীহ আলী ইবনু খালাফ ইবনু আব্দুল মালিক ইবনু বাত্তাল (৪৪৯হি) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: "এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী-পত্নীগণের উপর যে পর্যায়ের হিজাব বা পর্দা ফরয ছিল সাধারণ মুমিন নারীদের উপর সেরূপ পর্দা ফরয নয়। (নবী-পত্নীগণের জন্য মুখ আবৃত করা ফরয ছিল,) যদি সাধারণ মুমিনগণের উপরেও অনুরূপভাবে মুখ আবৃত করা ফরয হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই খাস'আম গোত্রীয় এ মহিলাকে মুখ আবৃত করতে নির্দেশ দিতেন এবং সেক্ষেত্রে ফাদ্লের মুখ ঘুরিয়ে দিতেন না। এতে প্রমাণিত হয় যে, নারীর জন্য তার মুখ আবৃত করা ফরয নয়; কারণ মুসলিম ফকীহগণ ইজমা (ঐকমত্য) করেছেন যে, সালাতের মধ্যে মহিলা তার মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখবেন, যদিও তাতে পর-পুরুষেরা তার মুখ দেখতে পায়।"[২৯]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সালাতুল ঈদ আদায়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, সালাত আদায়ের পরে তিনি মানুষদেরকে উপদেশ (খুতবা) প্রদান করেন। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা দান কর; কারণ তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

---

[২৮] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩০০।
[২৯] ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১১/১০।

فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

তখন মহিলাদের মধ্য থেকে একজন মহিলা উঠে দাঁড়ান। তার গণ্ডদ্বয় ছিল কালচে পোড়াটে। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কেন এরূপ হবে? তিনি বলেন, "কারণ তোমরা বেশি বেশি অভিযোগ কর এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ থাক।"[৩০]

এ হাদীসে জাবির (রা) প্রশ্নকারী মহিলার মুখের রং উল্লেখ করেছেন, এতে বুঝা যায় যে, তার মুখমণ্ডল অনাবৃত ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো মহিলাকে হাত ধরে বা হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত করেন নি। তিনি মুখে বাইয়াত পাঠ করাতেন।[৩১] তবে বাইয়াতগ্রহণকারী মহিলার মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখলে তার আপত্তি প্রকাশ করতেন। এ অর্থে আয়েশা (রা) বলেন, হিনদা বিনতু উতবা বলেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি আমাকে বাইয়াত করান। তিনি বলেন:

لاَ أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِيْ كَفَّيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ

"তোমার করতলদ্বয় (মেহেদি দিয়ে) পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আমি তোমার বাইয়াত করাব না; তোমার হাত দুটো যেন বন্য জন্তুর হাত!"[৩২]

হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে। তবে বিভিন্ন দুর্বল সনদে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো মহিলার হাত মেহেদি বিহীন দেখতে পেলে খুবই অপছন্দ করতেন।[৩৩] এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহিলাদের হস্তদ্বয় অনাবৃত থাকত।

তাবিয়ী কাইস ইবনু আবী হাযিম বলেন,

دَخَلْنَا عَلَىْ أَبِيْ بَكْرٍ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ إِمْرَأَةٌ بَيْضَاءُ مَوْشُوْمَةُ الْيَدَيْنِ... وَهي أسماء بنت عميس

"আবূ বাকর (রা) এর (মৃত্যু পূর্ববর্তী) অসুস্থতার সময় আমরা তার নিকট গমন করি। তখন তাঁর নিকট দুই হাতে (জাহিলী যুগের) উল্কি-ধারী একজন শুভ্র মহিলা ছিলেন, তিনি ছিলেন (তাঁর স্ত্রী) আসমা বিনতু উমাইস।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩৪]

---

[৩০] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬০৩।
[৩১] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২০২৫; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮৯।
[৩২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৭৬; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/১৩৮-১৩৯।
[৩৩] আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৭০।
[৩৪] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৭০।

তাবিয়ী আবুস সুলাইল বলেনঃ

جَاءَتْ اِبنَةُ أَبِيْ ذَرٍّ وَعَلَيْهَا صُوْفٌ سَفْعَــاءُ الْخَدَّيْنِ ... فَمَكَثَتْ بَيْــنَ يَــدَيْــهِ وَعِنْدَهُ أَصْحَــابُهُ

"আবূ যার গিফারী (রা) তার সাথীদের সাথে বসে ছিলেন, এমতাবস্থায় তার কন্যা তার নিকট আগমন করেন। কন্যার গায়ে পশমের পোশাক ছিল এবং তার কপোলদ্বয় ছিল কালচে পোড়াটে ... ।"[৩৫]

তাবিয়ী কুবাইসা ইবনু জাবির আল-আসাদী বলেন,

كُنَّا نُشَارِكُ الْمَرْأَةَ فِيْ السُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ نَتَعَلَّمُهَا فَانْطَلَقْتُ مَعَ عَجُوْزٍ مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ إِلَىْ ابْنِ مِسْعُوْدٍ فِيْ ثَلَاثِ نَفَرٍ فَرَأَىْ جَبِيْنَهَا يَبْرُقُ فَقَالَ: أَتَحْــلِــقِــيْــنَهُ؟ فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ اَلَّتِيْ تَحْلِقُ جَبِــيْــنَهَا امْرَأَتُكَ قَالَ فَادْخُلِيْ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ تَفْعَلُهُ فَهِيَ مِنِّيْ بَرِيْئَةٌ

"আমরা মেয়েদের সাথে শরিক হয়ে কুরআন শিক্ষা করতাম। বনূ আসাদ গোত্রের এক বৃদ্ধার সাথে আমরা তিনজন ইবনু মাসঊদ (রা) এর নিকট গমন করলাম। তিনি দেখলেন যে, মহিলাটির কপাল চমকাচ্ছে বা চকচক করছে। তিনি বললেন, তুমি কি তোমার কপাল ক্ষৌর কর? এ কথায় উক্ত মহিলা রাগম্বিত হয়ে বলেন, বরং আপনার স্ত্রী কপাল চাঁছে!! ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, তাহলে তুমি ভিতরে তার নিকট যাও। যদি সে এরূপ করে তবে আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ..." বর্ণনাটির সনদ হাসান।[৩৬]

উরওয়া ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু কুশাইর বলেন, আমি ফাতিমা বিনতু আলী ইবনু আবী তালিবের নিকট গমন করি,

فَرَأَيْتُ فِيْ يَدَيْهَا مَسْكًا غِلَاظاً فِيْ كُلِّ يَدٍ اِثْــنَيْــنِ اِثْــنَيْــنِ ... وَرَأَيْتُ فِيْ يَدِهَا خَاتَماً

"তখন আমি তাঁর হস্তদ্বয়ে কয়েকটি মোটা বালা দেখলাম, প্রত্যেক হাতে দুটি করে, এবং তাঁর হাতে আমি আংটি দেখলাম।" বর্ণনাটির সনদ সহীহ।[৩৭]

---

[৩৫] ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া ১/৫৯৩; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৯৭।
[৩৬] শাশী, হাইসাম ইবনু কুলাইব (৩৩৫ হি), মুসনাদুশ শাশী ২/২৫৭; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৯৮।
[৩৭] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৮/৪৬৫-৪৬৬; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১০২।

মাইমূন ইবনু মিহরান বলেন, আমি উম্মু দারদা (রা) নিকট গমন করি,

فَرَأَيْـــتُهَا مُخْتَمِرَةً بِخِمَارٍ صَفِـيْـقٍ، قَدْ ضَرَبَتْ عَلَىْ حَاجِبِهَا...

"তখন আমি দেখলাম, তিনি একটি মোটা ওড়না দিয়ে মাথা আবৃত করে ছিলেন, যা তার ভ্রু পর্যন্ত নেমে এসেছিল... ।" বর্ণনাটির সনদ সহীহ ।[৩৮]

সাবিত ইবনু কাইস ইবনু শাম্মাস (রা) বলেন,

جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَىْ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلاَّدٍ وَهِيَ مُنْتَـقِـبَةٌ تَسْأَلُ عَنِ اِبْــنِهَا وَهُوَ مَقْــتُولٌ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ جِئْتِ تَسْـأَلِيْنَ عَنْ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْــتَـقِـبَةٌ فَقَالَتْ إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَــائِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْــنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ قَالَتْ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لِأَنَّهُ قَــتَـلَهُ أَهْــلُ الْكِــتَــابِ

"উম্মু খাল্লাদ নামক এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট তাঁর নিহত পুত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করতে আসেন। তখন তিনি নিকাব দ্বারা মুখ আবৃত করে রেখেছিলেন। এতে কতিপয় সাহাবী তাকে বলেন, আপনি আপনার (নিহত) পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন, অথচ আপনার মুখ নিকাব দিয়ে ঢেকে রেখেছেন? এতে তিনি বলেন, যদিও আমি আমার পুত্র হারিয়েছি, তবে আমি কখনোই আমার লজ্জা হারাব না! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, তোমার পুত্র দুজন শহীদের সাওয়াব পাবে। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এর কারণ কি? তিনি বলেন, কারণ তাকে আহলু কিতাবগণ (ইহূদী-খৃস্টান) হত্যা করেছে।" হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে।[৩৯]

এ হাদীসে সাহাবীগণের আপত্তি থেকে প্রমাণ করা হয় যে, মহিলাদের জন্য মুখমণ্ডল আবৃত করা ফরয নয়, তবে লজ্জা বা সম্ভ্রমের প্রকাশ হিসেবে তাদের মধ্যে নিকাব ব্যবহারের প্রচলন ছিল এবং তাঁরা তা পছন্দ করতেন।

---

[৩৮] মুযযী, তাহযীবুল কামাল ৩৫/৩৫৬; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১০২-১০৩।
[৩৯] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/৫; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১১১-১১২।

চতুর্থ প্রকরের প্রমাণঃ কুরআনের ব্যাখ্যা ও যুক্তি

ইমাম আবূ হানীফা ও এ মতের সমর্থক অন্যান্য ফকীহের পক্ষে কিছু যুক্তি পেশ করা হয়। এ জাতীয় কিছু যুক্তি আমরা উপরে উদ্ধৃত সারাখসী, কাসানী, তাবারী, ইবনু বাত্তাল প্রমুখ ফকীহের বক্তব্যে দেখেছি। এ মতের সমর্থকগণ আরো বলেন, মহান আল্লাহ উপরে উল্লিখিত আয়াতে মুমিন নারীদের বিষয়ে ইরশাদ করেছেন, "তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন তারা মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।"। এ নির্দেশ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের মুখ আবৃত করা ফরয নয়। কারণ 'খিমার' (خمار) অর্থ মস্তকাবরণ। ইবনু কাসীর বলেন, "যা দিয়ে মাথা আবৃত করা হয় তাকে খিমার বলে।"[৪০] ইবনু হাজার বলেন, "নারীর জন্য খিমার বা ওড়না পুরুষের জন্য পাগড়ির মতই।"[৪১]

আল্লাহ মস্তকাবরণ দিয়ে গ্রীবা ও বক্ষদেশ আবৃত করতে নির্দেশ দিয়েছেন, মুখ আবৃত করতে নির্দেশ দেন নি। মাথার আবরণ দ্বারা বুক ও গলা আবৃত করতে হলে ওড়নাকে দুই কানের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে মুখের নিচে দিয়ে গলা, ঘাড় ও বুকের উপর দিয়ে জড়াতে হবে, এতে মুখ অনাবৃত থাকবে।[৪২]

তাঁরা আরো দাবি করেন যে, কুরআন কারীমে নারী ও পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের দেহের ন্যায় নারীর দেহেরও কিছু অংশ অনাবৃত থাকবে যা ইচ্ছা করলে দেখা যায়, তবে তা না দেখে দৃষ্টিকে সংযত করাই মুমিন ও মুমিনার দায়িত্ব। হাদীস শরীফেও বারবার মুমিনদেরকে দৃষ্টি সংযত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত রাস্তাঘাটে বসা অবস্থায় দৃষ্টি সংযত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি মুসলিম মহিলার দেহের দেখার মত কিছুই অনাবৃত করার অনুমোদন না থাকে তবে 'দৃষ্টি সংযত' করার নির্দেশের অর্থ থাকে না।

তাঁরা দাবি করেন, ইসলামী হিজাব ব্যবস্থায় ফিত্না বা অশান্তি নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজন উভয় দিকের সর্বোত্তম সমন্বয় করা হয়েছে। ফিতনা রোধের নামে মুখ আবৃত করা ফরয করা হলে মুসলিম মহিলার জন্য প্রয়োজনীয় লেনদেন ও কাজকর্ম করতে অসুবিধা হতো। এ সকল কর্মকাণ্ডের জন্য মুখমণ্ডল ও হস্ত দ্বয় খোলা রাখলেই চলে। এজন্য বাকি দেহ আবৃত করা ফরয করা হয়েছে এবং মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের জন্য দৃষ্টি সংযত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

[৪০] ইবনু কাসীর, তাফসীর ৩/২৮৫

[৪১] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/৪৯০।

[৪২] ইবনু হায্ম যাহিরী, আল-মুহাল্লা ৩/২১৬; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৭২-৭৩।

উপরের প্রমাণগুলির ভিত্তিতে উপর্যুক্ত ফকীহগণ মহিলাদের মুখ অনাবৃত রাখা বৈধ বলেছেন। তাঁদের মতে উম্মুল মুমিনীনগণের জন্য মুখ আবৃত করা ফরয ছিল। অন্যান্য সকল মুসলিম নারীর জন্য মুখ আবৃত করা উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ নেককর্ম, তবে তা ফরয নয়।

মুখমণ্ডল ও করতলের সীমারেখা

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ সকল ইমাম ও ফকীহের মতে মহিলার মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয় আবৃত করা ফরয নয়। তাঁরা নিশ্চিত করেছেন যে, মুখণ্ডল বলতে দুই কানের মধ্যবর্তী ও কপাল ও চিবুকের মধ্যবর্তী স্থান। কর্ণদ্বয়, চিবুকের নিচের অংশ, কপালের চুল বা যে কোনো প্রকারে ঝুলে পড়া চুল আবৃত করা এদের মতেও ফরয। দেহের অন্যান্য অংশের ন্যায় চুল, কান, চিবুকের নিচের অংশ আবৃত করা ফরয হওয়ার বিষয়ে সকল ফকীহ একমত।

সহীহ হাদীসে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্ণদ্বয় মাথার অংশ, মুখের অংশ নয়।[৪৩] আর এজন্যই ওযুর সময় মুখমণ্ডলের সাথে কর্ণদ্বয় ধৌত করতে হয় না, বরং মাথার অংশ হিসেবে মোসেহ করতে হয়। হিজাবের ক্ষেত্রেও কর্ণদ্বয় মাথার অংশ হিসেবে আবৃত করা ফরয।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মুখমণ্ডলকে 'স্বভাবতই প্রকাশিত থাকে' হিসেবে 'প্রকাশ্য সৌন্দর্য' বলে যারা গণ্য করেছেন, তারা উল্লেখ করেছেন যে, মুখে যদি কৃত্রিম সৌন্দর্য, মেক-আপ বা অন্য কোনোভাবে সৌন্দর্যচর্চা করা হয়, তবে তা প্রকাশ করা হারাম হয়ে যাবে; কারণ সেক্ষেত্রে তা অতিরিক্ত সৌন্দর্য বলে গণ্য হবে যা আবৃত করা ফরয।

করতল বলতে কব্জি পর্যন্ত দুই হাতের তালু বুঝানো হয়েছে। আরবীতে এ বিষয়ক হাদীস ও সাহাবীগণের মতামতে বারংবার (**كف**) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ (palm): হাতের তালু বা করতল। কব্জির উপরে হাতের বাকি অংশ আবৃত করা এদের মতে ফরয। একটি অত্যন্ত দুর্বল হাদীসে হাতের সীমারেখা কব্জির উপরে আরো চার আঙুল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি এত দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য যে, কোনো ফকীহ তা গ্রহণ করেন নি।

তাবি-তাবিয়ী আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু জুরাইজ (১৫০হি) বলেন, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا عَرَكَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ إِلاَّ وَجْهَهَا وَإِلاَّ مَا دُوْنَ هَذَا وَقَبَضَ عَلَىْ ذِرَاعِ نَفْسِهِ فَتَرَكَ بَيْنَ قَبْضَتِهِ وَبَيْنَ الْكَفِّ مِثْلَ قَبْضَةٍ أُخْرَىْ

---

[৪৩] তিরমিযী, আস-সুনান ১/৫৩; আলবানী, সহীহুল জামি' ২/৫৩৬, নং ২৭৬৫।

"কোনো নারী যখন ঋতুপ্রাপ্তা হয় তখন তার মুখমণ্ডল ও এর নিম্নে ছাড়া কিছুই প্রকাশিত হওয়া বৈধ নয়, একথা বলে তিনি তার হাত মুঠো করে ধরলেন। তার করতল ও তার মুঠোর মধ্যবর্তী স্থানে আরেকটি মুঠো ধরার স্থান ছিল (কব্জির প্রায় ৪ আঙুল উপরে তিনি মুঠো করে ধরেছিলেন।)"[৪৪]

এ অর্থে তাবিয়ী কাতাদা বলেন, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لاَ يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ أَنْ تُخْرِجَ يَدَاهَا إِلاَّ إِلَىْ هَاهُنَا وَقَبَضَ نِصْفَ الذِّرَاعِ

"আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে এমন কোনো রমণীর জন্য বৈধ নয় যে, তার হাতের এতটুকু ছাড়া কিছু প্রকাশ করবে, একথা বলে তিনি তার হাতের (কনুই থেকে আঙুলের প্রান্তসীমার) মধ্যবর্তী স্থান মুঠো করে ধরেন।"[৪৫]

উভয় সনদের দুর্বলতা এত বেশি যে, মুসলিম ফকীহগণের কেউই এ বর্ণনার উপর নির্ভর করেন নি। ইমাম আবূ ইউসূফ থেকে অপ্রসিদ্ধ সূত্রে এরূপ একটি মত বর্ণিত হয়েছে, যা মাযহাবের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় নি।[৪৬]

৪. ৩. ১. ২. ২. গোপন সৌন্দর্য

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল ও অন্যান্য অনেক ইমাম ও ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, চতুর্থ পর্যায়ে নারীর জন্য মুখমণ্ডল ও করতলও গোপন সৌন্দর্য বা 'আউরাত'। মুসলিম রমণীর জন্য শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় মুখ ঢেকে রাখাও ফরয। তাদের মতে নারীর সম্পূর্ণ দেহই অনাত্মীয় বা দূরাত্মীয়ের ক্ষেত্রে আবৃতব্য আউরাত বা সতর, শুধু চলাফেরা বা লেনদেনের প্রয়োজনে চক্ষুদ্বয় বা একটি চক্ষু মুসলিম মহিলা অনাবৃত রাখবেন।

তাঁরা তাঁদের মতে পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের প্রমাণ পেশ করেছেন: প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস, দ্বিতীয়ত, সাহাবীগণের মতামত, তৃতীয়ত, মহিলা সাহাবীগণের কর্ম এবং চতুর্থত, কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা ভিত্তিক যুক্তি।

---

[৪৪] তাবারী, জামিউল বাইয়ান ১৮/১১৯।
[৪৫] তাবারী, জামিউল বাইয়ান ১৮/১১৮-১১৯।
[৪৬] আইনী, বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবনু আহমদ, আল-বিনাইয়া শারহুল হিদায়া ১১/১৪৬; কাযীযাদাহ, তাকমিলাতু ফাতহিল কাদীর ১০/২৯।

প্রথম প্রকারের প্রমাণঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

الْمَـــرْأَةُ عَــوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْــتَــشْــرَفَــهَا الشَّــيْــطَانُ

"নারী 'আউরাত' বা আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ; কাজেই সে যখন বের হয় তখন শয়তান তাকে অভ্যর্থনা করে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৪৭]

এ হাদীসে নারীকেই 'আউরাত' বা আবৃতব্য বলা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে নারীর পুরো দেহই আবৃতব্য, এথেকে কোনো অঙ্গ বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই। শুধু একান্ত প্রয়োজনে চক্ষু উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকারের প্রমাণঃ সাহাবীগণের মতামত

ইবনু মাসঊদ (রা), আয়েশা (রা), ইবনু আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা মহিলাদের পুরো শরীর আবৃত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। 'প্রকাশ্য সৌন্দর্য' বলতে তারা বহিরাবরণ ও পোশাক বুঝিয়েছেন।

তাবিয়ী আবুল আহওয়াস বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেনঃ

(وَلاَ يُــبْــدِيْنَ زِيْــنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قَالَ: الثِّــيَــابُ

"তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রদর্শন না করে, অর্থাৎ পোশাক।" বর্ণনাটির সনদ সহীহ।[৪৮]

আয়েশা (রা) থেকেও অনুরূপ মতামত বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেন, সাহাবীগণের মধ্যে ফিকহ এর দিক থেকে ইবনু মাসঊদ ও আয়েশার স্থান অনেক উর্ধ্বে। সাহাবীগণের মতভেদের ক্ষেত্রে তাঁদের মতই গ্রহণ করা উচিত।[৪৯]

আমরা উপরে দেখেছি যে, ইবনু আব্বাস (রা) মুখমণ্ডল প্রকাশযোগ্য সৌন্দর্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অন্য বর্ণনায় তিনি মুখ আবৃত করার পক্ষে বলেছেন। সূরা আহযাবে এরশাদ করা হয়েছেঃ "তারা যেন তাদের জিলবাবের (চাদরের) কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী তাঁর সনদে বলেন, ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেনঃ

أَمَرَ اللهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ فِيْ حَاجَةٍ أَنْ يَّغطِّيْنَ وُجُوْهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوْسِهِنَّ بِالْجَلاَبِيْبِ، وَيُبْدِيْنَ عَيْناً وَاحِدَةً.

---

[৪৭] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৪৭৬; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ৩/৯৩; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১২/৪১২-৪১৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৩৫, ৪/৩১৪।

[৪৮] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৩/৫৪৬।

[৪৯] মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমীন, রিসালাতুল হিজাব, পৃ. ৩১।

"আল্লাহ মুমিন নারীগণকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে নিজেদের চাদর দিয়ে নিজেদের মাথা ও মুখমন্ডল ঢেকে নেয়, শুধু একটি চোখ তারা বাইরে রাখবে।" বর্ণনাটির সনদ দুর্বল।[৫০]

তৃতীয় প্রকারের প্রমাণঃ মহিলা সাহাবীগণের কর্ম

হজ্জের পোশাকের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ

"ইহরাম অবস্থায় মহিলা নিকাব বা মুখাবরণ ব্যবহার করবে না এবং হাত মোজা পরিধান করবে না।"[৫১]

মুখ আবৃত করার জন্য যে কাপড় ব্যবহার করা হয় তাকে নিকাব বলে। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নিকাব ও হাতমোজা পরিধানের প্রচলন আরবীয় মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক ছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, হজ্জের সময় এগুলি ব্যবহার করা যাবে না। এথেকে আরো বুঝা যায় যে, হজ্জের সময় ছাড়া অন্য সময় মহিলারা এগুলি ব্যবহার করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে এবং পরবর্তী যুগে মুসলিম মহিলারা মুখবাবরণ বা নিকাব ব্যবহার করতেন এবং অনাত্মীয় বা দূরাত্মীয় পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখমণ্ডল আবৃত করতেন বলে বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়।

ইফ্ক বা অপবাদের ঘটনার বর্ণনায় আয়েশা (রা) বলেন,

فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي.

"(কাফেলা চলে গিয়েছে দেখে আমি সেখানেই বসে থাকলাম..) বসে থাকতে থাকতে এক সময় চক্ষু ভারী হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সাফওয়ান ইবনুল মুআত্তাল সুলামী সেনাবাহিনীর পিছনে ছিলেন। তিনি আমার অবস্থানের নিকট এসে একজন নিদ্রিত মানুষের অবয়ব দেখতে পান। তিনি আমাকে দেখে

---

[৫০] তাবারী, জামিউল বাইয়ান ২২/৪৬; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৮৮।
[৫১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৫৩।

চিনতে পারেন; কারণ পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনতে পেরে তিনি 'ইন্না লিল্লাহি...' বলে উঠেন, এবং সেই শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন আমি আমার জিলবাব বা চাদর দিয়ে আমার মুখ আবৃত করি।"[৫২]

খাইবারের যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে বিবাহ করেন। এরপর তিনি তাঁকে তাঁর সাথে উটের পিঠে নিয়ে মদীনায় আগমন করেন। এ ঘটনার বর্ণনায় আনাস (রা) বলেন-

وَجَـعَـلَ رِدَاءَهُ عَلَىْ ظَـهْـرِهَا وَوَجْـهِـهَا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের চাদর সাফিয়্যার পিঠের উপর দিয়ে ও মুখের উপর দিয়ে তাকে আড়াল করেন।"[৫৩]

আয়েশা (রা) বলেন-

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُنَا كَشَفْنَاهُ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। এমতাবস্থায় আমাদের পাশ দিয়ে কাফেলাগুলি অতিক্রম করছিল। যখন তারা আমাদের পাশাপাশি এসে যেত তখন আমারা আমাদের জিলবাব বা চাদর মাথা থেকে মুখের উপর নামিয়ে দিতাম। যখন তারা আমাদেরকে অতিক্রম করে চলে যেত তখন আমার আবার মুখ অনাবৃত করতাম।"

হাদীসটির সনদ হাসান।[৫৪]

আসমা বিনতু আবী বাকর (রা) বলেন-

كُـنَّا نُـغَـطِّيْ وُجُـوْهَـنَا مِنَ الرِّجَـالِ وَكُنَّا نَـتَـمَـشَّـطُ قَـبْـلَ ذَلِـكَ فِيْ الْإِحْـرَامِ

---

[৫২] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৫১৮, ১৭৭৫; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২১৩১।
[৫৩] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৮/১২১
[৫৪] আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/১৬৭; আহমদ, আল-মুসনাদ ৬/৩০।

"আমরা পুরুষদের থেকে আমাদের মুখমণ্ডল আবৃত করতাম এবং এর আগে আমরা ইহরামের জন্য চুল আঁচড়াতাম।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫৫]

তাবিয়ী আসিম আল-আহওয়াল বলেন-

كُنَّا نَدْخُلُ عَلَىْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِيْنَ وَقَدْ جَعَلَتْ اَلْجِلْبَابَ هَكَذَا وَتَنَقَّبَتْ بِهِ

"আমরা (প্রসিদ্ধ মহিলা তাবিয়ী) হাফস বিনত সীরীন (১০১হি) এর গৃহে প্রবেশ করতাম। তিনি তার জিলবাব এভাবে পরিধান করতেন এবং তা দিয়ে নিজের মুখ আবৃত করে রাখতেন।" বর্ণনাটির সনদ সহীহ।[৫৬]

এরূপ আরো অগণিত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে উম্মুল মুমিনীনগণ, মহিলা সাহাবী এবং তাবিয়গণ মুখ আবৃত করে রাখতেন।

চতুর্থ প্রকারের প্রমাণ: কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা ভিত্তিক যুক্তি

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল, তাঁর অনুসারীগণ ও সমমতের অন্যান্য ফকীহ ও ইমাম বলেন, কুরআন কারীমের পর্দা বিষয়ক আয়াতগুলি সুস্পষ্টত প্রমাণ করে যে, মুখমণ্ডল আবৃত করা মুসলিম মহিলার পর্দার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা দেখেছি, সূরা নূরের আয়াতে আল্লাহ মুমিন নারীদেরকে পর্দার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: "তারা যেন স্বভাবত যা প্রকাশিত তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।" এখানে স্বভাবত যা প্রকাশিত বলতে যা আবৃত করা সম্ভব নয় তা বুঝানো হয়েছে। তা পোশাক পরিচ্ছদ বা চক্ষুদ্বয়, যা চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখা দরকার। মুখমণ্ডল তো আবৃত করা সম্ভব। কাজেই তাকে স্বভাবতই প্রকাশ থাকে বলে গণ্য করা যায় না। মুখমণ্ডল অনাবৃত করার অর্থ যা প্রকাশ না করা চলে তাকে প্রকাশ করা। অথচ আল্লাহ আবৃত করার মত সব সৌন্দর্য আবৃত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এরপর আল্লাহ বলেছেন: "তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন তারা মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।" এ কথাটিও মুখ আবৃত করার নির্দেশ দেয়। কারণ:

প্রথমত, মাথার কাপড় বা ওড়না দিয়ে গ্রীবা ও বক্ষদেশ আবৃত করতে হলে তাকে মুখের উপর দিয়ে নামিয়ে আনাই স্বাভাবিক।

---

[৫৫] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬২৪; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ৪/২০৩।
[৫৬] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/৯৩; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১১০।

দ্বিতীয়ত, মাথার চুল, গ্রীবা ও বক্ষদেশ আবৃত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ফিতনা বা অশান্তি রোধের জন্য। আর এদিক থেকে মাথার চুল, গ্রীবা ও বক্ষদেশ আবৃত করার চেয়ে মুখ আবৃত করার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। মুখই সৌন্দর্যের মূল স্থান ও মুখের সৌন্দর্যই মানুষকে বেশি আকর্ষিত করে। মুখ দেখতে পেলে মানুষ অন্যান্য অঙ্গের দিকে আর তত গুরুত্ব দিয়ে তাকায় না। তাহলে কিভাবে মনে করা যায় যে, শরীয়তে মুখ খোলা রেখে মাথা, গলা ও বুক আবৃত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

এরপর আল্লাহ বলেছেন, "তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।" এখানে মুমিন নারীদেরকে পায়ের অলঙ্কার, মল, তোড়া ইত্যাদির অবস্থান জানানোর জন্য সজোরে পদক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, পদদ্বয়কেও আবৃত করতে হবে এবং পায়ের মল বা তোড়ার শব্দ করে পদক্ষেপ করা যাবে না। একজন বিবেকবান মানুষ সহজেই বুঝতে পারেন যে, পায়ের মল বা পদদ্বয়ের চেয়ে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য অনেক বেশি ও আকর্ষণীয়। পায়ের মলের শব্দ শোনানোর চেয়ে কি মুখের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা বেশি ফিতনার কারণ নয়? তাহলে আমরা কিভাবে কল্পনা করতে পারি যে, আল্লাহ পা আবৃত করতে ও পায়ের অলঙ্কারের শব্দ করতে নিষেধ করবেন, অথচ মুখমণ্ডল অনাবৃত করতে নির্দেশ দিবেন?

সূরা নূরে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"বৃদ্ধারা যারা বিবাহের কোনো আশা রাখেনা, তাদের জন্য এটা অপরাধ হবেনা যে তারা সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের পোশাক খুলে রাখবে। তবে তা থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন।"[৫৭]

এ আয়াতে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, যে সকল বৃদ্ধা অতিরিক্ত বয়সের কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের অনুভূতি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন তাদেরও পর্দা করা প্রয়োজন। তবে তাঁরা তাদের ঘোমটা জাতীয় কাপড় খুলে রাখলে

---

[৫৭] সূরা নূর: ৬০ আয়াত।

অপরাধ হবে না, যদি তাদের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করা না হয়। তাদের জন্যও পর্দার ক্ষেত্রে শিথিলতা বৈধ হওয়ার শর্ত এই যে, তাদের মনে বিবাহের বা সংসার জীবনের কোনো আগ্রহই থাকবেনা। কারণ এ ধরনের বাসনা কোনো মহিলার মনে থাকলে তিনি সাজগোজের মাধ্যমে নিজেকে আাকর্ষণীয়া করতে সচেষ্ট হবেন, আর সেক্ষেত্রে তার জন্য পর্দার সামান্য শিথিলতাও নিষিদ্ধ। এর দ্বারা বুঝা গেল যে বৃদ্ধাদের জন্যও সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মুখ, হাত বা অন্য কোনো স্থান থেকে কাপড় সরানো জায়েয হবে না, বরং তা অপরাধ ও পাপ বলে গণ্য হবে।

এ আয়াতে 'পোশাক' বলতে কি বুঝানো হয়েছে? স্বভাবতই নারীদেহের মূল পোশাক বুঝানো হয় নি, বরং মুখাবরণ বা মাথার ওড়না বুঝানো হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, অতি বৃদ্ধারা মুখ খোলা রাখতে পারবেন। তবুও তাদের জন্য পর্দা করাই উত্তম। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, যুবতী, মধ্যবয়সী বা অল্পবৃদ্ধা মহিলার জন্য পর্দার ক্ষেত্রে সামান্যতম শিথিলতাও নিষিদ্ধ।

শেষে আল্লাহ এ ধরনের বৃদ্ধাদেরকেও পূর্ণ পর্দা পালনে উৎসাহ দিয়েছেন। এতে পর্দার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। অতিবৃদ্ধাদেরে জন্য যদি পূর্ণাঙ্গ পার্দাপালন উত্তম হয় তবে যুবতীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ পর্দা পালন করা এবং নিজেদের সৌন্দর্য আবৃত করা যে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়।

আমরা দেখেছি যে, সূরা আহযাবের আয়াতে বলা হয়েছে, "হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের (চাদরের) কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।"

জিলবাব তো এমনিতেই দেহের সাধারণ পোশাকের উপরে পরিধান করে সমস্ত দেহ আবৃত করা হয়। তাহলে জিলবাব টেনে দেওয়ার বা নামিয়ে দেওয়ার অর্থ কী? জিলবাব টেনে কি আবৃত করবে? এ আয়াত স্পষ্টতই নির্দেশ করে যে দূরাত্মীয় বা অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মহিলারা জিলবাব পরিধান করে পূরো দেহ আবৃত করবেন, উপরন্তু, জিলবাবের প্রান্ত মুখের উপর টেনে দিয়ে মুখও আবৃত করবেন।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জিলবাব পরিধানের গুরুত্ব জানা যায়। কুরআনের এ আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, দূরাত্মীয় বা অনাত্মীয়দের সামনে এবং বহির্গমনের জন্য মুসলিম রমণীর জিলবাব ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয়। সাধারণ

পোশাক, ইযার, চাদর ও ওড়না অথবা ইযার, ম্যাক্সি ও ওড়না বা সেলোয়ার, কামীস ও ওড়নার উপরে এভাবে জিলবাব ব্যবহার করতে হবে।

প্রসিদ্ধ তাবিয় মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনের ভগ্নি প্রসিদ্ধ মহিলা তাবিয়ী হাফসা বিনত সিরীন (১০১হি) বলেন, আমরা আমাদের যুবতী মেয়েদের দুই ঈদের সালতে গমন করতে নিষেধ করতাম। এমন সময়ে আমাদের এলাকায় একজন মহিলা এসে বানূ খালাফের দূর্গে মেহমান হলেন। তিনি জানান যে, তার ভগ্নিপতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ১২টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উক্ত মহিলা বলেন, তন্মধ্যে ৬টি যুদ্ধে আমার বোন তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, তাঁর বোন বলেছেন, আমরা আহতদের ঔষধ প্রদান করতান এবং অসুস্থদের সেবাযত্ন করতাম। আমার বোন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করেন, আমাদের মধ্যে কোনো মহিলার যদি জিলবাব না থাকে এবং সে কারণে যদি সে সালাতুল ঈদে উপস্থিত না হয় তাহলে কি কোনো অসুবিধা আছে? তিনি বলেন, তার সঙ্গিনী বা বান্ধবী যেন তাকে তার জিলবাব পরতে দেয় এবং সে যেন কল্যাণ ও মুসলিমদের দু'আয় উপস্থিত থাকে। এরপর যখন (প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবী) উম্মু আতিয়্যা আগমন করলেন, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে (এ বিষয়ে) কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন:

نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)

"হ্যাঁ, আমি তাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যুবতী মেয়েরা, কুমারী মেয়েরা এবং ঋতুবতী মেয়েরাও ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার জন্য বের হবে। তাঁরা কল্যাণে (সালাতে) এবং মুমিনদের দু'আয় উপস্থিত থাকবে। তবে ঋতুবতীগণ সালাতের স্থান থেকে সরে থাকবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, যদি আমাদের কারো জিলবাব না থাকে? তিনি বলেন, তার বোন যেন তাকে তার জিলবাব পরিধান করতে দেয়।"[৫৮]

---

[৫৮] বুখারী, আস-সহীহ ১/১২৩, ৩৩১/ ২/৫৯৫; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬০৬।

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারছি যে, সালাতুল ঈদে অংশগ্রহণের জন্য এত তাকিদ দেওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ জিলবাব ছাড়া ঈদের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দেন নি।

সূরা আহযাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"তোমরা (মুমিনগণ) যদি তাঁদের (নবী-পত্নীদের) নিকট থেকে কোনো কিছু চাও তবে পর্দার আড়াল থেকে তা চাইবে। এ বিধান তোমাদের এবং তাঁদের অন্তরকে অধিকতর পবিত্র রাখবে।"[৫৯]

এ আয়াতে পুরুষদের থেকে নারীদের সম্পূর্ণ পর্দা করার ও আড়ালে থাকার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এখানে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, পর্দার এ বিধান নারী পুরুষ সকলের অন্তর অধিকতর পবিত্র রাখে এবং অশ্লীলতা ও তার উপকরনাদি থেকে তাদেরকে দূরে রাখে।

এ আয়াতের নির্দেশ মূলত নবী-পত্নীদের জন্য। আনাস (রা) বলেন, উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার গৃহের মধ্যে সৎ-অসৎ সকলেই প্রবেশ করে; কাজেই যদি আপনি উম্মুল মুমিনদেরকে পর্দার আড়ালে যেতে নির্দেশ দিতেন তাহলে ভাল হত। এরপর আল্লাহ পর্দার এ আয়াত নাযিল করেন।[৬০]

মুফাস্সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ একমত যে, নবী-পত্নীগণের জন্য মুখমণ্ডল সহ পুরো দেহ পর্দার আড়ালে রাখা ফরয ছিল। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল ও তাঁর মতের আলিমগণ বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী-পত্নীগণের বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবে অন্যান্য নারীও এ বিধানের অধীন। কারণ নবী-পত্নীগণের প্রতি সাধারণ মুমিনের অন্তরের প্রগাঢ় ভক্তি ও সম্মান ছিল। তাঁদেরকে কুরআনেই মুমিনদের মাতা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অপরদিকে তাঁরাও ছিলেন পবিত্রতম নারী। আল্লাহ তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর স্ত্রী হিসেবে মনোনিত করেছিলেন। তাঁদের ক্ষেত্রে যখন মুমিনদেরকে এরূপ পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য নারীদের ক্ষেত্রে এ বিধান আরো অনেক বেশি প্রযোজ্য।

---

[৫৯] সূরা আহযাব: ৫৩ আয়াত।
[৬০] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৭৯৯; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৩/৪৮১।

উভয় মতের আলিমগণ অন্য মতের প্রমাণাদির বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা আমরা আলোচনা করব না। তবে সামগ্রিকভাবে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি বুঝতে পারি:

(১) মুখমণ্ডল আবৃত করা ফরয কিনা সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও, তা আবৃত করা যে উত্তম ও সুন্নাত-সম্মত নেককর্ম সে বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই।

(২) ফিতনা বা সামাজিক অনাচারের ভয় থাকলে সবার মতেই মুখ ঢেকে রাখা ফরয। তেমনিভাবে একান্ত প্রয়োজন হলে মুখ খোলার অনুমতিও সকলেই দিয়েছেন।

(৩) উভয় মতের পক্ষেই দলিল-প্রমাণ থাকলেও সামগ্রিকভাবে আমরা অনুভব করি যে, মুখ আবৃত করাই নিরাপদ ও উচিত। মুখ আবৃত করলে সকলের মতেই সাওয়াব হবে, আর মুখ অনাবৃত রাখলে দ্বিতীয় মতের আলোকে পাপ হবে। আর কুরআনের বিভিন্ন নির্দেশের আলোকে এ মতটি জোরদার।

(৪) আমরা দেখেছি যে, এ মতবিরোধ শুধু মুখ ও হাতের বিষয়ে। কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের আলোকে মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত শরীরের বাকী অংশ আবৃত করা যে মেয়েদের জন্য ফরয সে বিষয়ে সকল ইমাম, আলিম ও মুসলিম উম্মাহ্ একমত। কাজেই দেহের অন্য কোনো অংশ অনাবৃত রাখার মত কঠিন পাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সকল মুমিন নারীর সতর্ক থাকা দরকার।

(৫) অনেক মহিলা বোরকা পরিধান করেন এবং মাথায় চাদর, ওড়না ইত্যাদি ব্যবহার করেন। এদের অনেক মুখের নিকাবও ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁদের মাথার চুল, কানের পাশের চুল, কান, চিবুকের নিচে গলার অংশ ইত্যাদি অনাবৃত থেকে যায়। আমরা দেখেছি যে, এ সকল স্থান আবৃত করা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ ও সন্দেহাতীতভাবে ফরয ইবাদত। এ বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া দরকার।

(৬) কোনো মুসলিম নারীরই উচিৎ নয় আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্যতার মাধ্যমে নিজের জীবনের বরকত কল্যাণের উৎসকে নষ্ট করে দেওয়া। বিশেষত যখন আমর দেখি যে, আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা আমরা করছি বিনা প্রয়োজনে। মাথা, চুল, কান, গলা, ঘাড়, বাজু, কনুই ইত্যাদি অঙ্গ অনাবৃত করে কোনো মহিলা কোনো জাগতিক স্বার্থ লাভ করেন না। একান্তই শয়তানের প্ররোচনায় বা অমুসলিম বা খোদাদ্রোহী মহিলাদের দেখাদেখি অনুকরণ প্রবনতার কারণে তারা এরূপ কঠিন হারাম পাপে লিপ্ত হন।

(৭) হিজাব পালন করলে কোনো মুসলিম মহিলার জাগতিক কোনো স্বার্থের ক্ষতি হয় না, তার কোনো কর্ম বা প্রয়োজন ব্যাহত হয় না, তার সামাজিক বা পারিবারিক সম্মান বা মর্যাদার ক্ষতি হয় না। বরং তিনি অতিরিক্ত সম্মান ভোগ করার সাথে সাথে আল্লাহর অফুরন্ত দয়া, কল্যাণ ও বরকত লাভে সক্ষম হন। উপরে উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের শেষে আল্লাহ বলেছেন যে, দৃষ্টিসংযম করা, পর্দা পালন করা ও

লজ্জাস্থানের হিফজত করা দুনিয়া ও আখেরাতের পবিত্রতা ও সফলতা অর্জনের উপায়। এ থেকে দূরে সরে গেলে ধ্বংস ও শাস্তি অনিবার্য। আল্লাহ আমাদেরকে সফলতার পথে চলার তৌফিক দান করুন এবং ধ্বংসের পথ থেকে আমাদের দূরে রাখুন। আমিন!

৪. ৩. ১. ৩. পদযুগল

মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় অনাবৃত করার পক্ষে যেমন কুরআনের নির্দেশনার ব্যাখ্যা, হাদীসের বক্তব্য ও সাহাবীগণের মতামত পাওয়া যায়, পদযুগলের বিষয়ে তা পাওয়া যায় না। বরং কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য নির্দেশ করে যে, পদযুগল আবৃতব্য অঙ্গ। এজন্য অনেক সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী ফকীহ মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয় অনাবৃত রাখার অনুমতি প্রদান করলেও কেউই পদযুগল অনাবৃত রাখার অনুমতি প্রদান করেন নি। কেবলমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) থেকে অপ্রসিদ্ধ সূত্রে একটি মত বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পদযুগলকেও প্রকাশযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। তাঁর এ মতটি মাযহাবে প্রসিদ্ধ নয় এবং মাযহাবের মূল গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত হয় নি। এই একটি অপ্রসিদ্ধ মত ছাড়া মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ একমত যে, পদযুগল আবৃতব্য অঙ্গ।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, সূরা নূরের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।" এ নির্দেশ অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, মুসলিম মহিলাকে পদযুগল আবৃত করতে হবে।

সাহাবী, তাবিয়ীগণ এবং পরবর্তী মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এখানে পায়ে পরিধানের 'গোপন সৌন্দর্য বা 'গোপন অলঙ্কার' বলতে (الخلاخل), অর্থাৎ পায়ের তোড়া, মল বা এ জাতীয় অলঙ্কার (anklet) বুঝানো হয়েছে। আমরা জানি যে এ জাতীয় অলঙ্কার পায়ের একদম নিচের অংশে গোড়ালির সাথেই থাকে। এ আয়াত থেকে আমরা জানছি যে, এগুলি গোপন অলঙ্কার। এগুলি অনাবৃত করা বৈধ নয়। কুরআনের এ আয়াতে সর্বত্রই অলঙ্কার বা সৌন্দর্য বলতে অলঙ্কার ও অলঙ্কার পরিধানের স্থান বুঝানো হয়েছে। এভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে, পায়ের মল বা তোড়া এবং তোড়ার স্থানটি দূরাত্মীয় ও অনাত্মীয় পুরুষদের সামনে আবৃত রাখা কুরআনের নির্দেশ অনুসারে মুসলিম রমণীর উপর ফরয ইবাদত। শুধু তাই নয়, মল বা তোড়ার শব্দ প্রকাশ পায় এমনভাবে পদক্ষেপ করাও তার জন্য হারাম।

হাদীস শরীফেও এ বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে টাখনু আবৃত ও অনাবৃত করা প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ক একটি হাদীস উল্লেখ করেছি। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদেরকে কাপড়ের ঝুল পায়ের নলা বা গোড়ালির নিচে এক হাত ঝুলিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন; যেন চলাচল, কর্ম বা সালাতের মধ্যে পায়ের পাতা অনাবৃত না হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগ থেকে মুসলিম রমণীগণ এভাবেই পোশাক পরিধান করতেন। তাঁদের পোশাকের নিম্নাংশ যেহেতু সর্বদা মাটি স্পর্শ করে থাকত, সেহেতু তাঁরা তা নাপাক হওয়ার ভয় পেতেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন মহিলা সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করেছেন। তিনি তাঁদেরকে পোশাকের নিম্নপ্রান্ত গোড়ালি পর্যন্তও উচু করতে অনুমতি দেন নি। বরং নাপাকির মধ্যেই কাপড় ভূলুণ্ঠিত করে হাঁটতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং পরবর্তী পাক মাটি পূর্বের নাপাকি দূর করবে বলে উল্লেখ করেছেন।

এক মহিলা নবী-পত্নী উম্মু সালামাকে (রা) বলেন, আমি আমার কাপড়ের নিম্নাংশ মাটিতে ঝুলিয়ে পরিধান করি এবং নোংরা-নাপাক স্থান দিয়েও হাঁটি। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

"পরের পাক মাটি এ নাপাকি পাক করে দেবে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৬১]

অন্য এক মহিলা সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ

"হে আল্লাহর রাসূল, মসজিদে আসতে আমাদের পথটি নোংরা-নাপাক। তাহলে বৃষ্টি হলে আমরা কী করব? তিনি বলেন, এ রাস্তার পরে কি আর কোনো পবিত্রতর বা অধিকতর পরিচ্ছন্ন রাস্তা নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ, তা আছে। তখন তিনি বলেন, তাহলে ঐটির বদলে এটি (অর্থাৎ নাপাক রাস্তা থেকে কাপড়ে যে নাপাকি লাগবে পরবর্তী ভাল রাস্তার মাটিতে ঘষে তা পবিত্র হয়ে যাবে।) হাদীসটির সনদ সহীহ।[৬২]

৪. ৩. ২. দৃষ্টির পর্দা

মুসলিম মহিলার পোশাকের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আলোচনার পূর্বে এখানে প্রসঙ্গত 'দৃষ্টির পর্দা'র বিষয়টি আলোচনা করব। সূরা নূরের উপরে উল্লিখিত

---

[৬১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১০৪; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৮১-৮২।
[৬২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১০৪; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৮১-৮২।

আয়তদ্বয়ে মুমিন-মুমিনা সকলকেই দৃষ্টি সংযমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টি সংযমের দুটি দিক রয়েছে। কিছু বিষয় দেখা হারাম বা নিষিদ্ধ। এরূপ বস্তু থেকে দৃষ্টিকে সর্বাবস্থায় সংযত রাখতে হবে। অন্য অনেক বস্তু আছে যা দেখা মূলত বৈধ। তবে মনের মধ্যে ওয়াসওয়াসা, খারাপ ধারণা বা খারাপ ইচ্ছা জাগলে সেগুলিও না দেখে দৃষ্টি সংযত করতে হবে।

উপরে হানাফী মাযহাবের ইমাম ও ফকীহগণের বক্তব্যে আমরা দেখেছি যে, দেহের যে অংশ 'আউরাত' বা 'আবৃতব্য' নয় তা উন্মুক্ত রাখা যেমন বৈধ, তেমনি অন্যের জন্য তা দেখাও বৈধ। তবে দৃষ্টিপাতের ফলে অবৈধ কামনার জন্ম হলে দৃষ্টিপাত না করে দৃষ্টি সংযম করতে হবে। এজন্যই তাঁরা পুরুষের জন্য অনাত্মীয় বা দূরাত্মীয় মহিলার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের প্রতি দষ্টিপাতের অনুমতি দিয়েছেন এবং অবৈধ কামনার ভয় হলে দৃষ্টি সংযত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁরা মহিলার জন্য 'পর-পুরুষের' নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ বাদে বাকি দেহ অনাবৃতভাবে দেখা বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন; তবে অবৈধ কামনার ভয় হলে দৃষ্টি সংযত করতে বলেছেন।

নারীর ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আবূ হানীফার মত বর্ণনা করে বলেছেন: "একজন মহিলা বিবাহ-বৈধ এরূপ বেগানা পুরুষের মুখ, মাথা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ সব দেখতে পারবে, শুধু নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ বাদে; কারণ তা 'আউরাত' বা আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ। ... তবে যদি দৃষ্টিতে অবৈধ কামনা থাকে বা মহিলা ভয় পায় যে, তার দৃষ্টি অবৈধ কামনার সৃষ্টি করবে তবে আমি ভাল মনে করি যে, সে তার দৃষ্টি সংযত করবে।"

আল্লামা কুদূরী বলেছেন, "পুরুষ পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ বাদে বাকি দেহের সকল স্থান দেখতে পারবে। পুরুষ পুরুষের দেহের যে অংশ দেখতে পারে, নারীও পুরুষের দেহের সে অংশ দেখতে পারবে।"

অন্যান্য সকল হানাফী ফকীহ এরূপই বলেছেন। তবে হাদীসের আলোকে এ বিষয়ে কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাবিয়ী ইবনু শিহাব যুহরী বলেন, তাকে নবী-পত্নী উম্মু সালামার (রা) খাদেম নাবহান বলেছেন, তাকে উম্মু সালামা (রা) বলেছেন-

إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَيْمُونَةَ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلا يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ.

"তিনি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্য স্ত্রী মাইমূনা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর নিকট থাকা অবস্থায় ইবনু উম্মি মাকতূম (রা) আসলেন এবং তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল আমাদের হিজাব (পর্দার আড়াল থেকে কথাবার্তা ও লেনদেন) করার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পরে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন, তোমরা দুজন তার থেকে আড়ালে চলে যাও। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদেরকে দেখছেন না এবং চিনেনও না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা দুজন কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না?"[৬৩]

হাদীসটি উদ্ধৃত করে ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইবনু আব্দুল বার্র ও অন্যান্য কতিপয় মুহাদ্দিস হাদীসটির সনদের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী 'নাবহান' নামক এ ব্যক্তি, যিনি নিজেকে উম্মু সালামার খাদিম বলে দাবি করেছেন। এ ব্যক্তির বিশ্বস্ততা 'মাজহূল' বা অজ্ঞাত। সমসাময়িক বা ২য়-৩য় শতকের কোনো মুহাদ্দিস তার পরিচয় ও বিশ্বস্ততার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলেন নি। তাঁর থেকে ইবনু শিহাব যুহরী ছাড়া অন্য কোনো মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে জানা যায় না। ইবনু শিহাব এই নাবহান থেকে এ হাদীসটি এবং অন্য আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, দুটিরই অন্য কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না। এরূপ যে সকল অজ্ঞাত পরিচয় রাবীর বিষয়ে কোনো মুহাদ্দিস আপত্তিকর কিছু বলেন নি চতুর্থ হিজরী শতকের মুহাদ্দিস ইবনু হিব্বান বুসতী (৩৫৪হি) তাদেরকে 'গ্রহণযোগ্য' বলে গণ্য করতেন। একমাত্র তিনিই এই 'নাবহান' কে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী নাবহানকে 'মাকবূল' হিসেবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ অন্যান্য বর্ণনার সমর্থনে তার বর্ণনা বিচার্য, তবে শুধু তার বর্ণিত হাদীস দুর্বল বলে গণ্য হবে। এ কারণে এ সনদটিকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন কোনো কোনো মুহাদ্দিস। তবে ইমাম নববী এ সকল মুহাদ্দিসের মত অগ্রাহ্য করে হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন।[৬৪]

---

[৬৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১০২; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৬৩।

[৬৪] ইবনু আব্দুল বার্র, আত-তামহীদ ১৯/১৫৫; নববী, শারহু সাহীহ মুসলিম ১০/৯৭; ইবনু হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব ১০/৩৭২; তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৫৫৯; তালখীসুল হাবীর ৩/১৪৮; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৬৬।

এ হাদীসের আলোকে অনেক ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, পুরুষের দেহের প্রতি নারীর দৃষ্টিপাত বৈধ নয়। ইমাম শাফিয়ী থেকে অনুরূপ একটি মত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নববী ও শাফিয়ী মাযহাবের অন্য অনেক ফকীহ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।[৬৫]

অন্য হাদীসে মহিলা সাহাবী ফাতিমা বিনতু কাইস (রা) বলেন-

إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ (آخرَ ثلاثِ تطليقات) وَهُوَ غَائِبٌ... فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ... فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ (وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ فَقُلْتُ سَأَفْعَلُ فَقَالَ لا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ) ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي (فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ) اعْتَدِّي عِنْدَ (ابن عمك) ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (... وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ) فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ (فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ) ... فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يُنَادِي الصَّلاةَ جَامِعَةً (قصة تميم مع الدجال).

"(তাঁর স্বামী) আবূ আমর ইবনু হাফস প্রবাস থেকে তাঁকে চূড়ান্ত তালাক প্রদান করেন (তিন তালাকের সর্বশেষ তালাকটি প্রদান করেন)... তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে বিষয়টি জানান। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি উম্মু শারীকের বাড়িতে যেয়ে ইদ্দত পালন কর। উম্মু শারীক একজন ধনাঢ্য আনসারী মহিলা ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় অনেক ব্যায় করতেন। তার বাড়িতে অনেক মেহমান আসতেন। ফাতিমা বলেন,

[৬৫] শাওকানী, নাইলুল আওতার ৬/২৪৮-২৯৪।

আমি বললাম, আমি উম্মু শারীকের বাড়িতেই ইদ্দত পালন করব। তখন তিনি বললেন, না, তা করো না। কারণ উম্মু শারীকের বাড়িতে অনেক মেহমান আসেন। আমার সাহাবীগণ তার বাড়িতে মেহমান হিসেবে গমন করেন। আমি ভয় পাই যে, তোমার মাথার ওড়না পড়ে যাবে বা তোমার পায়ের নলা থেকে কাপড় উঠে যাবে, ফলে উপস্থিত মেহমানগণ তোমার দেহের কিছু অংশ দেখে ফেলবে, যা তুমি অপছন্দ কর। বরং তুমি তোমার গোত্রীয় চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূমের বাড়িতে যেয়ে ইদ্দত পালন কর; কারণ সে অন্ধ মানুষ, তুমি তোমার পোশাক খুলে রাখতে পারবে। তুমি তোমার মাথার ওড়না খুলে রাখলে সে তোমাকে দেখবে না। ... আমার ইদ্দত শেষ হলে আমি শুনলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে একজন সালাতের ঘোষণা দিচ্ছে... সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তামীম দারীর ইসলাম গ্রহণ ও দাজ্জালের ঘটনা বর্ণনা করেন.... ।[৬৬]

এ হাদীসের আলোকে ইমাম আবূ হানীফা, তাঁর অনুসারীগণ এবং মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বালী মাযহাবের অনেক ফকীহ ও অন্যান্য অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিস মত প্রকাশ করেছেন যে, মহিলার জন্য পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান ছাড়া দেহের বাকি অংশ দেখা বৈধ। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা বিনতু কাইসকে আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূমের বাড়িতে ইদ্দত পালনের অনুমতি দিয়েছেন। স্বভাবতই বাড়ির মধ্যে ইবনু উম্মি মাকতূম 'আওরাত' বা আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ ছাড়া অবশিষ্ট দেহ অনাবৃত অবস্থাতেই থাকতেন। বিশেষত, মুখ তো পুরুষেরা সর্বদায় অনাবৃত রাখেন। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, ফাতিমার মাথার ওড়না সরে গেলে আব্দুল্লাহ অন্ধ হওয়ার কারণে তা দেখবে না। ফাতিমা তো অন্ধ ছিলেন না, কাজেই তিনি আব্দুল্লাহর মুখ, বা অনাবৃত মাথা, কাঁধ, পিঠ, বুক ইত্যাদি দেখবেন এটাই স্বাভাবিক। এগুলি দেখা অবৈধ হলে কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমাকে তার বাড়িতে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিতেন না। অসাবধানতায় মেহমানদের সামনে মাথার ওড়না সরে যাওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে পুরুষের বাড়িতে অবস্থান করলে বারংবার তার অনাবৃত দেহ দেখার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এরূপ দর্শন থেকে আত্মরক্ষা করার চেয়ে বাড়িতে আগত মেহমানদের থেকে নিজেকে আড়াল রাখা অনেক বেশি সহজ ও স্বাভাবিক।

সকল মুহাদ্দিস একমত যে, সনদের দিক থেকে দ্বিতীয় হাদীস অধিকতর শক্তিশালী ও ত্রুটিমুক্ত। এজন্য অনেকে সনদের ভিত্তিতে প্রথম হাদীসটির পরিবর্তে দ্বিতীয় হাদীসটির উপর নির্ভর করেছেন। অন্য অনেকে হাদীস দুটির অর্থের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন।

---

[৬৬] মুসলিম, আস-সহীহ ২/১১১৪-১১২০, ৪/২২৬১; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৬৬।

হাদীসদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় করে ইমাম আবূ দাউদ, আল্লামা ইবনু আব্দুল বার্‌র, আল্লামা মুনযিরী, হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ মুহাদ্দিস ও ফকীহ বলেন যে, অন্ধের থেকে নিজেদেরকে আড়াল করা করার এ নির্দেশ শুধু নবী-পত্নীগণের জন্য। কুরআন কারীমে আল্লাহ স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, উম্মুল মুমিনীনগণ সাধারণ মহিলাদের সমতূল্য নন।[৬৭] এজন্য তাঁদের জন্য অতিরিক্ত ও বিশেষ পর্দার বিধান ছিল। পক্ষান্তরে অন্যান্য সকল মহিলার জন্য অন্ধের থেকে আড়াল হওয়ার বিধান প্রযোজ্য নয়। তাঁরা পুরুষদের দৃষ্টি থেকে নিজেদের 'আউরাত' আবৃত করবেন, তবে পুরুষদের 'আউরাত' ছাড়া অন্য অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত তাদের জন্য অবৈধ নয়।

দৃষ্টি সংযমের বিষয়টি উভয় হাদীসেই অনুপস্থিত। আমরা যদি মনে করি যে, ফাতিমা ৩/৪ মাস দৃষ্টি সংযত করে থাকবেন শর্তেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইবনু উম্মি মাকতূমের বাড়িতে ইদ্দত পালন করতে নির্দেশ দেন; সেক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, কিছু সময়ের জন্য দৃষ্টি সংযত করে উম্মুল মুমিনীনদ্বয়কে তথায় অবস্থান করতে তিনি বাধা দিলেন কেন? এ থেকে বুঝা যায় যে, অতিরিক্ত ও বিশেষ পর্দার কারণেই তিনি উম্মুল মুমিনীনদ্বয়কে এ নির্দেশ দেন। এজন্যই আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনু উম্মি মাকতূম থেকে নিজেদেরকে আড়াল করতে উম্মুল মুমিনীন-দ্বয়কে নির্দেশ দিয়েছেন। আবার সেই ইবনু উম্মি মাকতূম দেখতে পায় না বলে তার সামনে নিজের মাথার ওড়না খোলার ও তার বাড়িতে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ফাতিমা ইবনু কাইসকে।[৬৮]

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, অন্ধের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা থাকে যে, অসাবধানতার কারণে বা অন্ধ হওয়ার কারণে অন্ধের দেহের অপছন্দনীয় কোনো অংশ হয়ত প্রকাশিত হয়ে যাবে, অথচ সে তা বুঝতে পারবে না। সম্ভবত এজন্য সাবধানতামূলকভাবে অন্ধের সামনে থেকে আড়ালে যাওয়ার নির্দেশে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, নারীর জন্য পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করা সাধারণভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ।[৬৯]

---

[৬৭] সূরা আহযাব, ৩২ আয়াত।

[৬৮] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৬৩; ইবনু আব্দুল বার্‌র, আত-তামহীদ ১৯/১৫৪৬; ইবনু হাজার আসকালানী, তালখীসুল হাবীর ৩/১৪৮; ফাতহুল বারী ১২/৩৭; শাওকানী, নাইলুল আওতার ৬/২৪৮-২৪৯।

[৬৯] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৯/৩৩৭; শাওকানী, নাইলুল আওতার ৬/২৪৯।

অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ (يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْـرَتِي) يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ (بِحِـرَابِهِمْ) (ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي) حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ.

"আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে পর্দা করছিলেন এবং আমি ইথিওপীয়-হাবশীদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, তারা মসজিদের মধ্যে তাদের সড়কি-বল্লম নিয়ে খেলা করছিল। অতঃপর যতক্ষণ না আমি নিজে ক্লান্ত হতাম ততক্ষণ তিনি আমার জন্য এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতেন। কাজেই তোমারা অল্পবয়স্কা খেলাধুলা-প্রিয় মেয়ের মর্যাদা-গুরুত্ব অনুধাবন করবে।"[৭০]

এ হাদীসও স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, মহিলাদের জন্য পুরুষদের অনাবৃত মুখ ও দেহের দিকে দৃষ্টিপাত অবৈধ নয়। এ হাদীসে আয়েশা নিজেকে 'অল্পবয়স্কা' বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস মনে করেছেন যে, এ সময়ে তিনি অপ্রাপ্ত-বয়স্কা ছিলেন এবং তাঁর উপর পর্দা ফরয ছিল না। কারণ তিনি ৯/১০ বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সংসারে আগমন করেন। কিন্তু এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, হাদীসে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের চাদর দিয়ে পর্দা করছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, এ ঘটনাটি পর্দার বিধান নাযিলের পরে ঘটেছিল এবং এ সময়ে আয়েশার (রা) উপর পর্দা ফরয ছিল। দ্বিতীয়ত, এ হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ঘটনা ঘটেছিল ইথিওপীয়া বা হাবশা থেকে মুসলিম প্রতিনিধিদলের আগমনের পরে। তাঁরা ৭ম হিজরীতে ইথিওপীয়া থেকে মদীনা আগমন করেন। তখন আয়েশা (রা) এর বয়স ছিল ১৬ বৎসর এবং পর্দার বিধান এর অনেক আগেই নাযিল হয়েছিল।[৭১]

এখানে অন্য একটি মূলনীতি রয়েছে। দেহের যা দর্শন করা মূলতই নিষিদ্ধ তা আবৃত করা ফরয। আর যা অনাবৃত করা বৈধ তা মূলত দর্শন করা বৈধ। এজন্য ইমাম

---

[৭০] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৭৩, ৫/২০০৬; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬০৮-৬০৯।
[৭১] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৯/৩৩৬।

গাযালী, আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ আলিম উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগ থেকে সর্বদা ও সর্বত্র মেয়েরা বাইরে যাচ্ছেন। মসজিদ, বাজার, ভ্রমন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের বাইরে বেরোন বৈধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদেরকে নিকাব ব্যবহার করে মুখ আবৃত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; যেন পুরুষেরা তাদের দেখতে না পায়। পক্ষান্তরে কখনোই কোনোভাবে মহিলাদের দৃষ্টি থেকে নিজেদেরকে আবৃত করতে পুরুষদেরকে নিকাব পরিধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এথেকে বুঝা যায় যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের জন্য নারীর দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ হলেও নারীর জন্য পুরুষের দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ নয়। ইমাম গাযালী মহিলাদের জন্য পুরুষের 'আউরাত' ছাড়া দেহের অন্যান্য অঙ্গ দর্শন করা বৈধ হওয়ার পক্ষে আরো অনেক যুক্তি পেশ করেছেন।[৭২]

৪. ৩. ৩. বহির্বাস ও জিলবাবের সাধারণত্ব

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, মুসলিম রমণী স্বাভাবিক 'আউরাত' আবৃতকারী পোশাকের উপরে জিলবাব পরিধান করবেন। জিলবাব ছাড়া বাইরে বের হবেন না। নিজের জিলবাব না থাকলে অন্যের জিলবাব ধার নিয়ে পরিধান করবেন। জিলবাব শুধু বহির্গমনের জন্যই নয়। গৃহের মধ্যে অনাত্মীয় বা দূরাত্মীয় পুরুষ প্রবেশ করলেও তার সামনে জিলবাব ব্যবহার করতে হবে। তাবিয়ী কাইস ইবনু যাইদ বলেন,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ تَطْلِيْقَةً ... فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ

فَدَخَلَ فَتَجَلْبَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ رَاجِعْ حِفْصَةَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাফসা বিনত উমার (রা) কে এক তালাক প্রদান করেন। ... অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গৃহে প্রবেশ করেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পর-পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করে) তাঁর জিলবাব পরিধান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসে বলেন, আপনি হাফসাকে ফিরিয়ে নিন... ।" সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[৭৩]

জিলবাবের উদ্দেশ্য সাধারণ পোশাকের আকর্ষণীয়তা ও সৌন্দর্য আবৃত করা। এজন্য মহিলাদের জিলবাব বা বোরকা অতিরিক্ত সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় কারুকার্য থেকে মুক্ত থাকবে। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, নারী-

---

[৭২] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৯/৩৩৭; শাওকানী, নাইলুল আওতার ৬/২৪৯।
[৭৩] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ৯/২৪৫; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ৮৬-৮৭।

পুরুষ সকলের জন্যই সাধারণভাবে প্রসিদ্ধির পোশাক নিষিদ্ধ। বিশেষ করে মহিলাদের জন্য সৌন্দর্য প্রদর্শনের পোশাক নিষিদ্ধ।

আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে মুসলিম রমণীকে 'তাবার্‌রুজ' বা সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং সৌন্দর্য প্রদর্শনকে প্রাচীন জাহিলী যুগের কর্ম বলে নিন্দা করা হয়েছে। কাজেই কোনো মহিলা যদি নিজের দেহের সৌন্দর্য এবং সাধারণ পোশাকের সৌন্দর্য আবৃত করে জিলবাব বা বোরকা হিসেবে আরো বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করে, তবে তাতে বোরকা বা জিলবাবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না, বরং উক্ত মহিলা 'তাবার্‌রুজ' বা সৌন্দর্য প্রদর্শনের পাপে পাপী হয়ে পড়বেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, মহিলারা যে কোনো রঙের জিলবাব, বোরকা বা বহির্বাস পরিধান করতে পারেন। সমাজে অপ্রচলনের কারণে 'প্রসিদ্ধির' ভয় না থাকলে রঙ ব্যবহার সৌন্দর্য প্রদর্শন বলে গণ্য নয়। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদেরকে টকটকে লাল বা অনুরূপ বেশি আকর্ষণীয় রঙ এর পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু নারীদের জন্য অনুরূপ পোশাক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন-

طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ
وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ

"পুরুষদের সুগন্ধি যার সুগন্ধ প্রকাশিত হয় এবং রঙ অপ্রকাশিত থাকে এবং মেয়েদের সুগন্ধি যার রঙ প্রকাশিত হয় এবং সুগন্ধ অপ্রকাশিত থাকে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৭৪]

এতে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাগণ যে কোনো রঙ দিয়ে নিজেদের পোশাক রঞ্জিত করতে পারবেন, যদি তার সুগন্ধ প্রসারিত না হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মহিলাগণ এভাবে বিভিন্ন রঙের বহির্বাস পরিধান করতেন বলে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাবিয়ী ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, তিনি তাবিয়ী আলকামা ও আসওয়াদের সাথে নবী-পত্নীগণের নিকট গমন করতেন-

فَيَرَاهُنَّ فِيْ اللُّحُفِ الْحُمُرِ

"তিনি দেখতেন যে, তারা লাল চাদর পরিধান করে আছেন।"[৭৫]

---

[৭৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১০৭; আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/২৫৪; নাসাঈ, আস-সুনান ৮/১৫১; আলবানী, মুখতাসারুস শামাইল, পৃ. ১১৮।
[৭৫] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৫৯; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১২২।

অন্য তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকা বলেন-

رَأَيْتُ عَلَىْ أُمِّ سَلَمَةَ دِرْعًا وَمِلْحَفَةً مُصْبَغَتَيْنِ بِالْعَصْفَرِ

"আমি দেখলাম যে, নবী-পত্নী উম্মু সালামা একটি 'আসফার' রঞ্জিত লাল কামীস (ম্যাক্সি) ও অনুরূপ একটি আসফার রঞ্জিত লাল চাদর পরিধান করে রয়েছেন।"[৭৬]

অনুরূপভাবে আয়েশা (রা), আসমা (রা) ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী লাল, আফসার-রঞ্জিত বা অনুরূপ রঙের বহির্বাস বা পোশাক পরিধানরত অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন, অনুরূপ পোশাকে হজ্জের ইহরাম করে হজ্জে আগমন করেছেন এবং অন্যান্য সময়ে এরূপ পোশাক পরিধান করেছেন বলে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্নিত হয়েছে।[৭৭]

৪. ৩. ৪. ঢিলেঢালা ও স্বাভাবিক কাপড়ের পোশাক

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলামী পোশাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তা ঢিলেঢালা ও স্বাভাবিক হবে। আঁটসাঁট ও পাতলা কাপড়ের পোশাক ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে আমরা দেখেছি। মহিলাদের পোশাকের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পোশাক পরিধানের পরেও চামড়ার রঙ বা দেহের মূল আকৃতি প্রকাশিত হলে তাকে পোশাক বলা যায় না, বরং তা নগ্নতা বলেই গণ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ

"দুনিয়ার অনেক সুবসনা সজ্জিতা নারী আখেরাতে বসনহীনা (বলে বিবেচিত) হবে।"[৭৮]

তিনি আরো বলেছেন,

سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِيْ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَىْ رُؤُوْسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ اِلْعَنُوْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُوْنَاتٌ

"আমার উম্মাতের শেষে এমন নারীগণ বিদ্যমান থাকবে যারা সুবসনা অনাবৃতা, তাদের মাথার উপরে উটের কুঁজ বা চুটির মত থাকবে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দিবে; কারণ তারা অভিশপ্ত।"[৭৯]

---

[৭৬] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৫৯; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১২২।
[৭৭] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/১৫৯-১৬০।
[৭৮] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৭৯, ৫/২২৯৬, ৬/২৫৯১।
[৭৯] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩৬-১৩৭; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১২৫।

তিনি আরো বলেছেন:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

"দুশ্রেণীর জাহান্নামীকে আমি দেখিনি। (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সমাজে এদের দেখা যাবে।) এক শ্রেণী ঐ সকল পুরুষ যারা সমাজে দাপট দেখিয়ে চলে, তাদের হাতে থাকে বাঁকানো লাঠি বা আঘাত করার মত হাতিয়ার, যা দিয়ে তারা মানুষদেরকে মারধোর করে বা কষ্ট দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর দোজখবাসী ঐ সকল নারী যারা পোশাক পরিহিতা হয়েও উলঙ্গ, যারা পথচ্যুত এবং অন্যদেরকে পথচ্যুত করবে, এদের মাথা হবে উটের পিঠের মত ঢং করে বাঁকানো, এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি জান্নাতের সুগন্ধও তারা পাবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যাবে।[৮০]

এখানে যেমন পর্দা পালনে অবহেলা করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে তেমনি মানুষদেরকে কষ্ট দেয়া ও জুলুম করা থেকে কঠিনভাবে সাবধান করা হয়েছে। এদুটি আচরণ সমাজ কলুষিত করে এবং পাশবিকতায় ভরে তোলে, তাই এতদুভয়ের জন্য রয়েছে কঠিনতম শাস্তি।

উপরের হাদীস দুটি থেকে জানা যায় যে, মহিলাদের জন্য চুলের খোপা মাথার উপরে বেঁধে সৌন্দর্য প্রদর্শন করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। চুলের খোপা মাথার পিছনে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে, যেন তা অতিরিক্ত আকর্ষণীয়তা বা প্রদর্শনীয়তা সৃষ্টি না করে।

উপরের হাদীসগুলি থেকে বুঝা যায় যে, পোশাক সতর আবৃত করলেও তা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে, যদি তা দেহ আবৃত করার মূল উদ্দেশ্য পূরণ না করে। দুটি কারণে তা হতে পারে: (১) তা এমন পাতলা' হবে যে, চামড়ার বঙ কাপড়ের বাইরে থেকে বুঝা যাবে অথবা (২) তা অতি মোলায়েম বা আঁটসাঁট হওয়ার কারণে দেহের সাথে এমনভাবে লেগে থাকবে যে, আবৃত অঙ্গের মূল আকৃতি বাইরে থেকে ফুটে উঠবে। উভয় প্রকারের পোশাকই ইসলামে নিষিদ্ধ ও হারাম।

---

[৮০] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৮০, ৪/২১৯২।

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আলকামা (রঃ) এর আম্মা বলেন-

دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَىْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَلَىْ حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيْق (يِشِفُّ عَنْ جَيْبِهَا) فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ عَلَيْهَا وَكَسَتْهَاخِمَارًا كَثِيْفًا.

"(আয়েশা (রা) এর ভাতিজী) হাফসা বিনত আব্দুর রাহমান আয়েশা (রা) এর গৃহে প্রবেশ করে। হাফসার মাথায় একটি পাতলা ওড়না ছিল, যার নিচে থেকে তার গ্রীবাদেশ দেখা যাচ্ছিল। আয়েশা (রা) ওড়নাটি ছিড়ে ফেলেন এবং তাকে একটি মোটা কাপড়ের ওড়না পরিধান করতে দেন।"[৮১]

তাবিয়ী হিশাম ইবনু উরওয়া বলেন, তাঁর চাচা মুনযির ইবনু যুবাইর ইবনুল আওয়াম ইরাক থেকে ফিরে এসে তাঁর আম্মা আসমা বিনত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) কে পারস্যের মারভ ও কোহেস্তান অঞ্চলের মূলবান কাপড় হাদিয়া প্রদান করেন। তখন আসমার (রা) চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি হাত দিয়ে কাপড়গুলি স্পর্শ করে বলেন, উফ! তার কাপড়গুলি তাকে ফিরিয়ে দাও। এতে মুনযির খুব কষ্ট পান। তিনি বলেন, আম্মাজান, এ কাপড়গুলি সচ্ছ বা পাতলা নয় যে, নিচের চামড়ার রঙ প্রকাশ করবে। তিনি বলেনঃ

إِنَّهَا إِنْ لَمْ تَشِفَّ فَإِنَّهَا تَصِفُ

"কাপড়গুলি (দেহের রঙ) প্রকাশ না করলেও তা (অতি মোলায়েম হওয়ার কারণে দেহের আকৃতি) বর্ণনা করে।" বর্ণনাটির সনদ সহীহ।[৮২]

তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু সালামা বলেন, উমার (রা) মানুষদের মধ্যে মিসরীয় মূল্যবান 'কাবাতি' কাপড় বিতরণ করেন। তিনি বলেন, তোমাদের মহিলাগণ যেন, এ কাপড়ের কামীস বা ম্যাক্সি না বানায়। তখন একব্যক্তি বলে, হে আমীরুল মুমিনীণ, আমি আমার স্ত্রীকে এ কাপড় পরিয়েছি। সে বাড়ির মধ্যে চলাচল করেছে। আমি তো দেখলাম না যে, তার কাপড় সচ্ছ বা দেহের রঙ প্রকাশ করছে। তখন উমার (রা) বলেনঃ

إِنْ لَمْ يَكُنْ يَشِفُّ فَإِنَّهُ يَصِفُ

"তা (রঙ) প্রকাশ না করলেও, (দেহের আকৃতি) বর্ণনা করে।"
বর্ণনাটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[৮৩]

---

[৮১] মালিক, আল-মুআত্তা ২/৯১৩; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৮/৭১-৭২; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১২৬। বর্ণনাটির সনদ অন্যান্য বর্ণনার আলোকে গ্রহণযোগ্য।

[৮২] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৮/২৫২; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১২৭।

[৮৩] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/২৩৪: আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১২৭-১২৮।

উসামা ইবনু যাইদ (রা) বলেন-

كَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

"দেহিয়া কালবী রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যে সকল কাপড় হাদীয়া দিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্য থেকে একটি মোটা (পুরু) মিসরীয় 'কাবাতি' কাপড় তিনি আমাকে হাদিয়া দেন পরিধান করার জন্য। আমি কাপড়টি আমার স্ত্রীকে প্রদান করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, কী ব্যাপার? তুমি কাবাতি কাপড়টি পরিধান কর নি কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কাপড়টি আমার স্ত্রীকে প্রদান করেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে নির্দেশ দিবে, সে যেন কাপড়টির নিচে একটি (সেমিজ জাতীয়) পৃথক কাপড় পরিধান করে; কারণ আমি ভয় পায় যে, এ কাপড়টি তার হাড়ের আকৃতি বর্ণনা করবে।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৮৪]

এ হাদীস থেকে আমরা দেখছি যে, কাপড় মোটা বা পুরু হলেও যদি অতি মোলায়েম বা নরম হওয়ার কারণে তা অস্তির বা অঙ্গের সাথে লেপটে থেকে মূল আকৃতি প্রকাশ করে তবে তা পরিধান করলে সতর আবৃত করার ফরয আদায় হবে না। এজন্য এরূপ কাপড়ের নিচে পৃথক কাপড় পরিধান করা ফরয।

[৮৪] আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/২০৫; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৩৭; আলবানী, আস-সামারুল মুসতাতাব ১/৩১৭-৩১৮।

৪. ৩. ৫. মহিলাদের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য

পোশাক যেমন দেহ আবৃত করে রাখে, তেমনি তা দেহ ও মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। আমরা জানি যে, সৃষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষ একই; সামান্য কিছু মনো-দৈহিক পার্থক্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষের মাঝে প্রকৃতিগত পার্থক্য সৃষ্টি করে মানব সমাজ টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

বস্তুত, পোশাকে, পেশায়, চালচলনে বা কর্মে পুরুষের অনুকরণ করতে করতে নারীর মধ্যে পুরুষালি প্রকৃতি জন্ম নেয় এবং সে নারীত্বকে 'অপমানজনক' বলে ভাবতে থাকে। 'নারী প্রকৃতির' সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম, দায়িত্ব, পেশা বা পোশাক তার কাছে খারাপ মনে হয় এবং পুরুষালি পোশাক, পেশা বা কর্মই তার কাছে ভাল লাগে। পুরুষের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই। এরূপ প্রবণতার জন্ম, ও প্রসার বিশ্বে মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি।

নারী ও পুরুষের সমান অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি তাদের মধ্যকার প্রাকৃতিক-সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখা ইসলামের অন্যতম প্রেরণা। এজন্য হাদীস শরীফে বিশেষভাবে নারী ও পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নারীর জন্য পুরষালি পোশাক ও পুরষের জন্য মেয়েলি পোশাক ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে, যে বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

আমরা দেখেছি যে, আবূ হুরাইরা (রা), ইবনু আব্বাস (রা), ইবনু উমার (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং বুখারী-মুসলিম সহ অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এক হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেছেন: "যে পুরুষ মহিলাদের মত বা মহিলাদের পদ্ধতিতে পোশাক পরিধান করে এবং যে নারী পুরুষদের মত বা পুরুষদের পদ্ধতিতে পোশাক পরিধান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অভিশাপ ও লানত প্রদান করেছেন।"

এ হাদীসে বিশেষ করে পোশাকী অনুকরণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, "যে সকল পুরুষ নারীদের অনুকরণ করে এবং যে সকল নারী পুরুষদের অনুকরণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অভিশাপ প্রদান করেছেন।"

এ হাদীসে পোশাক, চালচলন, ফ্যাশন, কর্ম, পেশা-সহ সামগ্রিকভাবে সকল প্রকারের অনুকরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ অনুকরণকারীরা তাঁর উম্মাত নয় বলে উল্লেখ করে বলেছেন, "যে নারী পুরুষদের অনুকরণে সাজসজ্জা বা চালচলন করে এবং যে পুরুষ নারীদের অনুকরণে সাজসজ্জা বা চালচলন করে তারা আমাদের (মুসলিম সমাজের) মধ্যে গণ্য নয়।"

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

ثَلاثٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوثُ

"তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের প্রতি দৃকপাত করবেন না: (১) পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি, (২) পুরুষের অনুকরণকারী পুরুষালি মহিলা এবং (৩) দাইউস (যে ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের অশ্লীতা মেনে নেয়)। হাদীসটির সনদ সহীহ।[৮৫]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকা বলেন, আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, মহিলারা কি সেন্ডেল জাতীয় (পুরুষালী) পাদুকা পরিধান করতে পারবে? তিনি বলেন, তিনি উত্তরে বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষালি চলনের নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।" হাদীসটির সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[৮৬]

নারী ও পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে। প্রথমত ইসলামের নির্দেশনা, দ্বিতীয়ত, নারী ও পুরুষের প্রকৃতি এবং তৃতীয়ত, দেশীয় প্রচলন ও রীতি। এগুলির ভিত্তিতে মুসলিম মহিলার পোশাক অবশ্যই পুরুষের পোশাক থেকে স্বতন্ত্র হবে। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, এ স্বাতন্ত্র্য পোশাকের ডিজাইনে, পরিধান পদ্ধতিতে, রঙে বা অন্য যে কোনো ভাবে হতে পারে।

৪. ৩. ৬. অমুসলিম ও পাপীদের অনুকরণ বর্জন

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা অনুকরণ ও অনুকরণ বর্জনের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদির পাশাপাশি পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয়েও অমুসলিম বা পাপীদের অনুকরণ করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ।

---

[৮৫] নাসাঈ, আস-সুনান ৫/৮০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৪৮; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১৪৫-১৪৬।
[৮৬] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৬০; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১৪৬।

মুসলিম মহিলার পোশাকের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখা অতি প্রয়োজনীয়। বিশেষত আকাশ-সংস্কৃতি ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে আমেরিকা, ইউরোপ বা এশিয়ার কাফির ও অশ্লীল সমাজের মহিলাদের পোশাক পরিচ্ছদ মুসলিম সমাজে বিশেষ প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অনেক ধর্ম-সচেতন মুসলিমও তার পরিবারের সদস্যদেরকে এ সকল পোশাক ব্যবহার কতে দেন। এদের অনেকে আংশিক বা পুরো পর্দার জন্য বোরাকা ব্যবহার করলেও বাড়িতে ও বোরকার নিচে অমুসলিম মহিলাদের এ সকল পোশাক পরিধান করেন বা করতে দেন। অল্প বয়স্ক মেয়েদের ক্ষেত্রে এরূপ ঢিলেমি খুবই প্রকট।

আমরা আগেই বলেছি, পোশাক শুধু শরীর আবৃতই করে না, উপরন্তু তা মনকে প্রভাবিত করে। মুসলিম শিশু কিশোরদেরকে যথাসম্ভব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও ইসলামী মূল্যবোধের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, বড়দের জন্য যে পোশাক নিষিদ্ধ ছোটদেরকে তা পরানোও নিষিদ্ধ। এ পাপ ছাড়াও ছোটদেরকে অমুসলিমদের পোশাক পরিয়ে বড় করার মধ্যে অনেক ক্ষতি রয়েছে। এগুলির অন্যতম, ছোট থেকে কিশোর-কিশোরীদের মন এ সকল পোশাক ভালবেসে ফেলে। এর বিপরীত কোনো পোশাক তারা পছন্দ করতে পারে না। অথচ ঈমানের ন্যূনতম দাবি যে, মুমিন হৃদয় এ সকল ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী পোশাক ঘৃণা করবে। অমুসলিম অশ্লীল সংস্কৃতি, পোশাক ও ফ্যাশনের প্রতি ঘৃণা হৃদয়ে না থাকার অর্থ ন্যূনতম ঈমান হারিয়ে ফেলা।

৪. ৪. সুন্নাতের আলোকে মহিলাদের পোশাক

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, পূণ্যবান পূর্বসূরীদের এবং বিশেষত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুকরণ করতে উৎসাহ দিয়েছেন সাহাবীগণ। আমাদের দেশে অধিকাংশ ধার্মিক মানুষ সাধারণত, পুরুষদের 'সুন্নাতী' পোশাক নিয়ে অনেক কথা বললেও, মেয়েদের 'সুন্নাতী' পোশাক নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না। তার পরেও, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ও পরবর্তী যুগে মহিলা সাহাবীগণ বা তাবিয়ীগণ কী পোশাক পরিধান করতেন তা জানতে কারো মনে আগ্রহ থাকতে পারে। এজন্য এখানে সংক্ষেপে বিষয়টি আলোচনা করব।

মুসলিম মহিলার পোশাককে আমরা ছয় পর্যায়ে ভাগ করতে পারি।

(১) নিম্নাঙ্গের পোশাক, (২) উর্ধ্বাঙ্গের পোশাক, (৩) মাথার পোশাক,

(৪) মুখের পোশাক (৫) হাত-পায়ের মোজা এবং (৬) জিলবাব বা বোরকা।

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, মহিলা সাহাবীগণ নিম্নাঙ্গের জন্য ইযার অথবা পাজামা পরিধান করতেন। উর্ধ্বাঙ্গের জন্য তাদের মূল পোশাক ছিল 'দির'য়' বা জামা। পুরুষের 'পিরহানের' ন্যায় গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা ও লম্বা হাতাওয়ালা কামীস বা ম্যাক্সিকে আরবীতে 'দির'য়' বলা হয়। এছাড়া তাঁরা 'রিদা' বা চাদরও ব্যবহার করতেন। মাথার জন্য তাঁরা খিমার বা বড় ওড়না ব্যবহার করতেন। মুখের জন্য তাঁরা নিকাব ব্যবহার করতেন। বহির্গমনের জন্য জিলবাব ব্যবহার করতেন। বোরকার প্রচলনও তাঁদের মধ্যে ছিল।

৪. ৪. ১. ইযার

অগণিত হাদীসে উম্মুল মুমিনীন ও মহিলা সাহাবীগণের ইযার বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত কামীস বা ম্যাক্সির নিচে নিম্নাঙ্গের পরিপূর্ণ সতর ও আবরণের জন্য তাঁরা 'ইযার' পরিধান করতেন। অনেক সময় ইযার গায়ে বা মাথায় জড়িয়ে তাঁরা অতিরিক্ত পর্দা বা আবরণের ব্যবস্থা করতেন। এক হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন,

لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রাত্রে আমার নিকট অবস্থান করলেন, সে রাত্রে তিনি তাঁর গায়ের চাদর খুলে রাখলেন, পাদুকাদ্বয় খুলে তাঁর পায়ের কাছে রাখলেন এবং তাঁর পরিধানের ইযারের প্রান্ত বিছানায় বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। যখনই তিনি ভাবলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখনই তিনি উঠে আস্তে আস্তে তাঁর চাদরটি নিলেন, আস্তে আস্তে পাদুকা পরিধান করলেন, দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন এবং তারপর আস্তে করে দরজা লাগিয়ে দিলেন। তখন আমি আমার জামা (কামীস বা ম্যাক্সি) মাথা দিয়ে পরিধান করলাম, ওড়না পরলাম এবং আমার ইযার মাথায় দিয়ে দেহ-মুখ আবৃত করলাম, অতঃপর তাঁর পিছনে বেরিয়ে পড়লাম...।"[৮৭]

---

[৮৭] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬৭০।

অন্য হাদীসে মহিলা তাবিয়ী উমরা বলেন,

كَـانَتْ عَـائِشَةُ تَـحُـلُّ إِزَارَهَا فَتَجَلْـبَـبَ بِهِ.

"আয়েশা (রা) তাঁর ইযার খুলে তা সাধারণ পোশাকের উপরে 'জিলবাব' রূপে ব্যবহার করে সারা শরীর আবৃত করতেন।"[৮৮]

৪. ৪. ২. পাজামা

মহিলাদের জন্য পাজামা বা 'সারাবীল' অত্যন্ত উপযোগী পোশাক। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মহিলাদের মধ্যে এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আমরা দেখেছি যে, হজ্জের সময় মহিলাদের পাজামা পরিধানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তবে পুরুষ বা মহিলাদের পাজামা পরিধানে উৎসাহ জ্ঞাপক কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। মহিলাদের পাজামা পরিধানে উৎসাহ প্রদান মূলক একটি অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে বলা হয়েছে:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُتَسَرْوِلاَتِ مِنْ أُمَّتِيْ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِتَّخِـذُوْا السَّرَاوِيْلاَتِ؛ فَإِنَّهَا مِنْ أَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ، وَحَـصِّـنُوْا بِهَا نِـسَـاءَكُـمْ إِذَا خَـرَجْـنَ.

"হে আল্লাহ, আমার উম্মতের যে সকল মহিলা পাজামা পরিধান করেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। হে মানুষেরা, তোমরা পাজামা ব্যবহার করবে; কারণ তা সতর আবৃত করার জন্য তোমাদের ব্যবহৃত সকল পোশাকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পোশাক। আর তোমাদের মহিলাগণ যখন বাইরে বের হবে তখন পাজামা দ্বারা তাদেরকে সুরক্ষিত করবে।"

হাদীসটিকে মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত দুর্বল বলে চিহ্নত করেছেন। অনেকে একে মাউযূ বা বানোয়াট হাদীস বলে গণ্য করেছেন।[৮৯]

---

[৮৮] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৮/৭১।

[৮৯] আল-বাযযার, আল-মুসনাদ ৩/১১২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১২২; ইবনুল জাওযী, আল-মাউযূ'আত

৪. ৪. ৩. দির'অ, কামীস ও রিদা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে দেহ আবৃত করার জন্য মহিলাদের মূল পোশাক ছিল 'দির'অ (درع) বা 'কামীস'। বিভিন্ন হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পুরষগণ যেরূপ লুঙ্গি বা ইযারের সাথে রিদা বা খোলা চাদর পরিধান করতেন মহিলারা সেরূপভাবে লুঙ্গির সাথে চাদর পরিধান করতেন না। তাঁরা সাধারণত নিম্নাঙ্গের জন্য ইযার বা লুঙ্গি পরিধান করতেন। আর লুঙ্গির সাথে কামীস বা ম্যাক্সি পরিধান করতেন। কামীস বা 'দির'আ'-র সাথে তারা রিদা বা চাদরও ব্যবহার করতেন বলে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়।

আমরা দেখেছি যে, দেহের আকৃতিতে কেটে সেলাই করে বানানো সকল জামাকেই 'কামীস' বলা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মুসলিম মহিলাদের 'দির'অ' বা কামীসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এগুলি ছিল পুরুষদের পিরহানের মত বা বর্তমান যুগের ম্যাক্সির মত। এগুলির ঝুল থাকত ভূলুণ্ঠিত, যাতে পায়ের পাতা পর্যন্ত আবৃত হতো। এগুলির হাতা থাকত হাতের আঙুল পর্যন্ত।[৯০]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুজাহিদ বলেন,

كانت المرأة تتخذ لِكُمِّ درعها أزرارا تجعله في إصبعها تغطي به الخاتم

"মহিলারা তাদের জামার হাতায় আঙুলের মধ্যে ব্যবহারের জন্য বোতাম লাগাতেন, যা দিয়ে তারা তাদের আংটি আবৃত করতেন।" বর্ণনাটির সনদ সহীহ।[৯১]

তাদের কামীস বা ম্যাক্সি এমনভাবে পায়ের পাতা-সহ তাদের পূর্ণ শরীর আবৃত করত যে, এর সাথে পাজামা, ইযার বা অন্য কোনো পোশাক না পরে শুধু ওড়না ব্যবহার করেই সালাত আদায় সম্ভব ছিল। পরবর্তীতে মহিলাদের সালাতের পোশাক আলোচনায় আমরা তা দেখব, ইনশা আল্লাহ।

৪. ৪. ৪. খিমার বা মস্তাবরণ

মুসলিম নারীর অন্যতম পোশাক খিমার অর্থাৎ মস্তকাবরণ বা ওড়না। আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে মুমিন নারীদেরকে ওড়না পরিধান করতে এবং ওড়না দ্বারা ঘাড়, গলা ও বক্ষদেশ আবৃত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২/২৪৩; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/২৭২; সুয়ূতী, আল-লাআলি ২/২৬০-২৬১; আন-নুকাতুল বাদী'আত, পৃ ১৭২, ইবনু ইরাক, তানযীহুশ শারীয়াহ ২/২৭২; আলবানী, যায়ীফুল জামি', পৃ ১৬৬।

[৯০] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৫/২৪১; আযীম আবাদী, আউনুল মাবুদ ২/২৪২।

[৯১] আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ ১২/৪২৩-৪২৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৫৫।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মহিলারা মোটা কাপড়ের বড় আকারের ওড়না ব্যবহার করতেন। এগুলির আকার এত বড় ছিল যে, তা চাদর বা ইযার হিসেবে ব্যবহার করা যেত। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, আমার আম্মা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গমন করেন।

وَقَدْ أَزَّرَتْنِي بِنِصْفِ خِمَارِهَا وَرَدَّتْنِي بِنِصْفِهِ

"তখন তিনি তার খিমার বা ওড়নাটির অর্ধেক আমাকে ইযার হিসেবে পরিধান করান এবং বাকি অর্ধেক চাদর হিসেবে আমার গায়ে দেন।[৯২]

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) তাঁর আম্মা উম্মু সুলাইমের একটি ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

فَخَرَجَتْ أُمُّ سَلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوِّثُ خِمَارَهَا حَتَّىٰ لَقِيَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ

"তখন উম্মু সুলাইম দ্রুত বেরিয়ে পড়েন। তিনি তার ওড়না মাটিতে ময়লার মধ্য দিয়ে টানতে টানতে যেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাক্ষাত করেন।"[৯৩]

এ হাদীস থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁদের ওড়নাগুলি অনেক প্রশস্ত ছিল। মাথার উপর দিয়ে ওড়না জড়ানোর পরে সাবধান না হলে তার অন্য প্রান্ত মাটিতে লুটাত।

ওড়না পরিধানের পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশনা একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আবূ আহমদের খাদিম ওয়াহ্‌ব বলেন, উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা) বলেন, তিনি ওড়না পরিধান করছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট আগমন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَيَّةً لا لَيَّتَيْنِ

"এক পেঁচ, দুই পেঁচ নয়।"

হাদীসটির বর্ণনাকারী 'ওয়াহ্‌ব' এর পরিচয় ও নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। অনেক মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, এখানে তার নাম ওয়াহ্‌ব বলে উল্লেখ করা হলেও, তিনি তার কুনিয়াত (উপনাম) আবূ সুফিয়ান দ্বারা প্রসিদ্ধ। আর ইবনু আবূ আহমদের খাদিম আবূ সুফিয়ান প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী। কোনো কোনো মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, ওয়াহ্‌ব ও আবূ সুফিয়ান ভিন্ন ব্যক্তি। ওয়াহ্‌ব অজ্ঞাত পরিচয় হওয়ার কারণে তার বর্ণিত হাদীস

[৯২] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯২৯।
[৯৩] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০০৯।

দুর্বল। এ জন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। ইবনু হিব্বান ওয়াহ্বকে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া হাকিম ও যাহাবী এ হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৪]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ বলেন, এর অর্থ, পুরুষেরা যেমন মাথার পাগড়ি একাধিক পেঁচ দিয়ে পরিধান করে, নারীরা সেভাবে পাগড়ির মত করে ওড়না পরবে না। বরং মুসলিম মহিলা মাথার বড় ওড়নাটি গলা ও বুকের উপর দিয়ে একবার জড়াবেন। এতে একদিকে পুরুষের মস্তকাবরণ পরিধান ও নারীর মস্তকাবরণ পরিধানের পদ্ধতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে। অপরদিকে একাধিক পেঁচ দিলে ওড়না আঁটসাঁট হতে পারে ও দেহের আকৃতি প্রকাশের সুযোগ থাকে। এক পেঁচ দিয়ে পরিধান করলে তা হয় না।[৯৫]

৪. ৪. ৫. নিকাব বা মুখাবরণ

মুখ আবৃত করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি কাপড়কে নিকাব বলা হয়। আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মহিলারা নিকাব বা মুখাবরণ পরিধান করতেন। এছাড়া অনেক সময় তাঁরা চাদর, জিলবাব বা ওড়না দিয়েও সাময়িকভাবে মুখ আবৃত করতেন। হজ্জের সময় নিকাব ব্যবহার করে মুখ আবৃত করতে নিষেধ করা হলেও তাঁরা চাদর বা ওড়না দিয়ে মুখ আড়াল করতেন বলে আমরা দেখতে পেয়েছি। নিকাবকে মাথার আবরণের সাথে একত্রে সেলাই করে বানানো হলে তাকে 'বোরকা' বলা হয়।

নিকাবের বিশেষ কাটিং, আকৃতি বা ধরন সম্পর্কে নির্ধারিত কোনো বর্ণনা আমি দেখতে পাই নি। যে কোনো রঙের বা আকারের কাপড় দিয়ে মুখের আবরণ তৈরি করলেই তা নিকাব বলে গণ্য হবে। মহিলাদের পোশাকের অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিকাবেও থাকতে হবে। যেমন তা পাতলা বা আঁটসাঁট না হওয়া, অতি আকর্ষণীয় না হওয়া ইত্যাদি।

৪. ৪. ৬. হাতমোজা ও পা-মোজা

উপরের বিভিন্ন আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মহিলাদের মধ্যে হাতমোজা (قفاز) পরিধানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। উপরে একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, হজ্জের সময় বিশেষভাবে

---

[৯৪] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২১৬; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৬৪; ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৮/৩৩৮, ১১/১৪৮; তাকরীবুত তাহযীব, ৫৮৫, ৬৪৫।

[৯৫] আযীম আবাদী, আউনুল মা'বূদ ১১/১১৬।

মহিলাদেরকে হাতমোজা পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, নিকাব ও হাতমোজা সে যুগের মহিলাদের সাধারণ পোশাক ছিল। হাতমোজা ছাড়াও কামীস বা ম্যাক্সির লম্বা হাতা, গায়ের চাদর ইত্যাদি দিয়ে তারা হাত এবং বিশেষ করে হাতের আংটি বা অনুরূপ অলঙ্কার দূরাত্মীয় বা অনাত্মীয় পুরুষদের থেকে আবৃত করতেন।

তৎকালীন যুগে পায়ের মোজা ছিল দুই প্রকারঃ (১) আল-খুফ্ফ (الخف) অর্থাৎ চামড়ার মোজা এবং (২) আল-জাওরাব (الجورب) অর্থাৎ কাপড়, উল ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত মোজা। মহিলাদের মধ্যে পায়ে 'খুফ্ফ' বা চামড়ার মোজা পরিধানের বিষয়টি ব্যাপক ছিল বলে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়। সাহাবীগণ মহিলাদের বহির্গমনের জন্য মোজা পরিধান করতে উৎসাহ দিতেন বলে জানা যায়। একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন,

مَا صَلَّتْ إِمْرَأَةٌ فِيْ مَوْضِعٍ خَيْرٍ لَّهَا مِنْ قَعْرِ بَيْتِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ مَسْجِدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ إِمْرَأَةً تَخْرُجُ فِيْ مَنْقَلَيْهَا يعْنِيْ خُفَّيْهَا.

"মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববী ছাড়া অন্যত্র সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে মহিলার জন্য নিজ গৃহের অভ্যন্তরের চেয়ে উত্তম কোনো স্থান আর নেই, তবে যদি কোনো মহিলা তার চামড়ার মোজাদ্বয় পরিধান করে বের হয় তবে তা ভিন্ন কথা।" বর্ণনাটির সনদ সহীহ।[৯৬]

৪. ৪. ৭. জিলবাব ও বোরকা

ইতোপূর্বে আমরা জিলবাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, আপদমস্তক পুরো দেহ আবৃত করার মত বড় চাদর (cloak) কে জিলবাব বলা হয়। কুরআন কারীমে মুসলিম নারীদেরকে বহির্গমনের জন্য বা গৃহের মধ্যে অনাত্মীয় বা দূরাত্মীয়ের সামনে জিলবাব পরিধান করতে এবং তা নামিয়ে ভালভাবে নিজেকে আবৃত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ও পরবর্তী যুগে মুসলিম নারীগণ এভাবেই সর্বদা জিলবাব পরিধান করতেন।[৯৭]

---

[৯৬] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৩৪-৩৫।

[৯৭] কুরআন কারীম, সূরা ৩৩- আহযাবঃ ৫৯ আয়াত। ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪ হি) তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০১) ৩/৫১৯; কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১ হি)

মাথা ও মুখ একত্রে আবৃত করার জন্য বোরকার (বুরকা=بُرْقُعٌ) প্রচলনও সে যুগে ছিল। 'বুরকা' (برقع) অর্থ মাথা ও মুখ আবৃত করার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি পোশাক। আমাদের দেশে সাধারণত দেহ ও মাথা আবৃত করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি দুই বা তিন প্রস্ত কাপড়কে একত্রে বোরকা বলা হয়। বরং সাধারণভাবে গলা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করার বড় 'গাউন' বা ম্যাক্সিকেই বোরকা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মাথা ও মুখ আবৃত করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি নিকাব বা মুখাবরণসহ উপরের অংশকেই 'বুরকা' বলা হয়। নিচের অংশটি কামীস বা 'দিরঅ' বলে গণ্য।[৯৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ও পরবর্তী সকল যুগে মুসলিম মহিলারা মাথা ও মুখ আবৃত করার জন্য 'বুরকা' (برقع) পরিধান করতেন। বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগের মহিলাদের মধ্যে বোরকার প্রচলন ছিল। লক্ষণীয় যে, মারফূ হাদীস বা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণীর চেয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্য ও বাণীতে আমরা বুরকা শব্দের উল্লেখ বেশি দেখতে পাই। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবী তাবিয়ীদের যুগে বোরকা ব্যবহারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। বাহ্যত এর কারণ, জিলবাবের চেয়ে বোরকার ব্যবহার ও বোরকা পরিহিত অবস্থায় কাজ কর্ম করা অধিকতর সহজ।[৯৯]

৪. ৫. বহির্গমন ও সংমিশ্রণের শালীনতা

আমরা বলেছি যে, ইসলামী হিজাব ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক রয়েছে যা একে অপরের সম্পূরক এবং সবকিছুর সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শালীনতাপূর্ণ, পবিত্র ও সুরুচিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিজাব ব্যবস্থার একটি অন্যতম দিক বহির্গমন ও সংমিশ্রণের শালীনতা। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

৪. ৫. ১. সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ

মুসলিম মহিলা গৃহের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করবেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সাজগোজ ও সুগন্ধি ইসলামী জীবন-রীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম নির্দেশ দেয় যে, নারী-পুরুষ উভয়ে বাড়িতে তাদের দাম্পত্য সাথীর জন্য সর্বোত্তম

তাফসীর: আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন (কাইরো, দারুশ শু'আব, ১৩৭২ হি) ১৪/২৩৪।

[৯৮] ইবরাহীম আনিস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/৫১।

[৯৯] ইবনুল জারূদ, আল-মুনতাকা, পৃ. ১১১; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৩/২৮৩-২৪৮; আবূ ইউসূফ, কিতাবুল আসার, পৃ. ৯৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৩/৪০৬, ৪/৫৩।

সাজগোজ ও সুগন্ধি ব্যবহার করে থাকবেন। এরূপ সাজগোজ ও সুগন্ধি ব্যবহার ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত বলে গণ্য। 'আজীবনের সঙ্গী' অথবা 'সবসময় দেখছে' বলে পরিবারের সদস্যদের সামনে একেবারে অগোছালো থাকা ইসলামী শিক্ষার বিরোধী। তবে বাইরে বের হওয়ার সময় মহিলারা তাদের দেহে বা পোশাকে ছড়িয়ে পড়ার মত সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না।

পাশ্চাত্য জীবন-রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ বিষয়ে অধিকাংশ মুসলিম মহিলা উল্টা রীতি অনুসরণ করেন। তারা বাড়ির মধ্যে একেবারেই অগোছাল থাকেন, কিন্তু বাইরে বের হওয়ার সময়ে বিশেষভাবে সাজগোজ করেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করেন। এ বিষয়ে জাপানী মুসলিমা খাওলা নিকীতা বলেন, "Some Japanese wives make up only when they go out, never minding at home how they look. But in Islam a wife tries to be beautiful especially for her husband and a husband also tries to have a nice look to please his wife".[১০০]

মুসলিম মহিলাদের জন্য পোশাকে বা শরীরে সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"যদি কোনো মহিলা সুগন্ধি মেখে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, যেন মানুষেরা তার সুগন্ধ অনুভব করে, তবে সেই মহিলা ব্যভিচারিণী।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১০১]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সুগন্ধি মেখে গমন করতে নিষেধ করেছেন। মহিলার জন্য বাজার, বিবাহ অনুষ্ঠান, মসজিদ, ওয়ায-মাহফিল, কর্মস্থল বা যে কোনো স্থানে দেহে অথবা পোশাকে সুগন্ধি ব্যবহার করে গমন করা এ হাদীসের আলোকে নিষিদ্ধ ও কঠিন হারাম।

---

[১০০] A View Through Hijab, p 64.

[১০১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১০৬; নাসাঈ, আস-সুনান ৮/১৫৩; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৭৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৪৩০; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

মুসলিম মহিলার বহির্গমনের একটি বিশেষ কারণ ও স্থান সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করা। এজন্য বিভিন্ন হাদীসে মসজিদের গমনের সময় সুগন্ধি ব্যবহার থেকে বিশেষ করে সতর্ক করা হয়েছে।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ

"যদি কোনো নারী সুগন্ধি অথবা (আগরের) ধুনা বা ধুপ (incense) ব্যবহার করে তবে যেন সে আমাদের সাথে সালাতুল ইশায় উপস্থিত না হয়।"[১০২]

রাতের অন্ধকারে এরূপ সুগন্ধি মেখে বহির্গমনে অধিক আপত্তিজনক বলেই সম্ভবত এখানে সালাতুল ইশার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, অন্যান্য সালাতে সুগন্ধি মেখে উপস্থিত হওয়া বৈধ। বরং এ নির্দেশ সকল সালাতের জন্য এবং সকল সময়ে বহির্গমনের জন্য। উপরের হাদীস থেকে আমরা তা জানতে পেরেছি। অন্য হাদীসে যাইনাব সাকাফিয়্যাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন-

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا

"যখন তোমাদের মধ্যকার কোনো মহিলা মসজিদে উপস্থিত হয় তখন সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।"[১০৩]

তাবিয়ী মূসা ইবনু ইয়াসার বলেন, এক মহিলা আবূ হুরাইরা (রা) এর নিকট দিয়ে গমন করেন। তার দেহ থেকে সুগন্ধি জোরালোভাবে বেরিয়ে আসছিল। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহর বান্দি, তুমি কি মসজিদে যাচ্ছ? মহিলা বলেন, হ্যাঁ। তখন আবূ হুরাইরা বলেন, তুমি কি মসজিদে গমনের জন্য সুগন্ধি মেখেছ? মহিলা বলেন, হ্যাঁ। আবূ হুরাইরা বলেন, তাহলে তুমি ফিরে যেয়ে গোসল কর, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি-

مَا مِنْ إِمْرَأَةٍ تَخْرُجُ إِلَىْ الْمَسْجِدِ تَعْصِفُ رِيْحُهَا فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا صَلاَتَهَا حَتَّىْ تَرْجِعَ إِلَىْ بَيْتِهَا فَتَغْتَسِلَ.

"যদি কোনো নারী মসজিদে গমন করার সময় তার সুগন্ধি প্রসারিত হয় তবে আল্লাহ তার সালাত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে তার বাড়িতে ফিরে যেয়ে গোসল করে।" হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য।[১০৪]

---

[১০২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩২৮।
[১০৩] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩২৮।
[১০৪] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৪৫; আলবানী, জিলবাব, ১৩৮।

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারি যে, মসজিদে, বাজারে, বিদ্যালয়ে, মাহফিলে, কর্মস্থলে বা অন্য যে কোনো স্থানে অনাত্মীয় বা দূরাত্মীয় পুরুষদের মধ্যে গমনের সময় দেহে বা পোশাকে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুসলিম নারীর জন্য কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম।

৪. ৫. ২. ভ্রমণ ও সংমিশ্রণ

ইসলামে হিজাব অর্থ শুধু ঘরের বাইরে যেতে হলে মেয়েদের ঢেকে রাখাই নয়। উপরন্তু হিজাবের অর্থ অবক্ষয় ও কলুষতা প্রসার করতে পারে এমন সকল কর্ম ও আচরণ থেকে বিরত থাকা। এজন্য ঘরের মধ্যেও মাহরাম বা নিকটতম আত্মীয় ছাড়া অন্য সবার থেকে পর্দা করতে হবে। নিকটতম আত্মীয় ছাড়া অন্য কারো সাথে একত্রে অবস্থান বা চলাফেরা করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَلا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"মাহরাম নিকটাত্মীয়ের উপস্থিতি ছাড়া কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একান্তে বা একা থাকবে না, তেমনিভাবে মাহরাম নিকটাত্মীয়ের সঙ্গ ছাড়া কোনো মেয়ে একা সফর করবে না।"[১০৫]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন-

أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"যখনই কোনো পুরুষ নারীর সাথে একাকী হয় তখনই তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান তাদের সঙ্গী হয়।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১০৬]

উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

"তোমরা (বাড়ির মধ্যে) মেয়েদের কাছে গমন অবশ্যই পরিহার করবে। আনসারদের মধ্য থেকে একব্যক্তি প্রশ্ন করল: হে আল্লাহর রাসূল, দেবর-ভাসুর বা শ্বশুরবাড়ীর পুরুষদের জন্য ভাবীর সাথে দেখাসাক্ষাতের বিষয়ে আপনার

---

[১০৫] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৯৪, ৫/২০০৫, মুসলিম, আস-সহীহ ২/৯৭৮।
[১০৬] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/১৯৯; তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৪৭৪, ৪/৪৬৫।

মতামত কি? তিনি উত্তরে বলেন, দেবর-ভাসুর ইত্যাদি শ্বশুরবাড়ির পুরুষ আত্মীয়গণ মৃত্যু সমতুল্য (অর্থাৎ মৃত্যুকে যেভাবে এড়িয়ে চলতে চাও ঠিক সেভাবে এদেরকে এড়িয়ে চলবে। এদের সাথে পর্দার বাইরে দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্তা মৃত্যুর মতই ভয়ঙ্কর।) হাদীসটি সহীহ।[১০৭]

এসকল হাদীসের আলোকে স্বামীর আত্মীয় বা বন্ধু, ভগ্নিপতি বা তার আত্মীয় স্বজন, চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই বা এ ধরনের দুরবর্তী আত্মীয়দের থেকে পূর্ণ পর্দা করা, তাদের সাথে একত্রে অবস্থান বা চলা ফেরা না করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝতে পারছি। পর্দার এসকল দিকে অবহেলা যেমন আখিরাতে ভয়ানক শাস্তির কারণ, তেমনি পার্থিব জীবনে অবক্ষয়, অবনতি ও কলুষতা প্রসারের অন্যতম কারণ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) সকল নির্দেশ পূর্ণভাবে পালনের মধ্যেই রয়েছে মুসলমানদের পরকালীন মুক্তি ও পার্থিব জীবনের সফলতা।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা,

অনুধাবনের অভাব অথবা ইসলাম বিরোধী প্রচারণার ফলে আমাদের অনেকের কাছে হয়ত মনে হবে, হিজাব পালন করলে মেয়েদের কষ্ট হয় বা তা একটি বাড়তি বোঝা, অথবা হিজাব হয়ত আধুনিক সভ্যতা বা সভ্য মানসিকতার সাথে খাপ খায় না। অথচ আমেরিকায়, ইউরোপে, আফ্রিকায় ও এশিয়ার বিভিন্ন অমুসলিম দেশের অসংখ্য মহিলা প্রতি বৎসর ইসলাম গ্রহণ করছেন এবং স্বেচছায় পাশ্চাত্যের তথাকথিত স্বাধীনতা ও স্বেচছাচারিতা ছেড়ে ইসলামের হিজাব ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। সকল পরিসংখানেই আমরা দেখতে পাই যে, অমুসলিম দেশগুলিতে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হার বেশি। হিজাব বা পর্দা যদি বোঝা হয় অথবা আধুনিক সভ্যতার পরিপন্থী হয়, তবে কেন তাঁরা স্বেচছায় তা গ্রহণ করছেন?

এ বিষয়ে জাপানী মুসলিমা খাওলা নিকীতা লিখেছেন:

"Muslim woman covers herself for her own dignity. She refuses to be possessed by the eyes of a stranger and to be his object. She feels pity for western women who display their private parts as objects for male strangers. If one observes hijab from outside, one will never see what i꜀ hidden in it. Observing the hijab from the outside and living it from inside are two completely different things. We see different things. This gap explains the gap of understanding Islam.

---

[১০৭] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৪৭৪।

From the outside, Islam looks like a 'prison' without any liberty. But living inside of it, we feel a peace and freedom and joy that we've never known before. ...

We chose Islam against the so-called freedom and pleasure. If it is true that Islam is a religion that oppress the women, why are there so many young women in Europe, America, and in Japan who abandon their liberty and independence to embrace Islam? I want people to reflect on it.

A person blinded because of his prejudice may not see it, but a woman with the hijab is so brightly beautiful as an angel or a saint with self-confidence, calmness and dignity. Not a slight touch of shade nor trace of oppression is on her face. 'They are blind and cannot see' says the Qur'an about those who deny the sign of Allah, but by what else can we explain this gap on the understanding of Islam between us and those people."[১০৮]

৪. ৬. নারীর পর্দা বনাম পুরুষের দায়িত্ব

নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে মানব সমাজ। ইসলাম উভয়কেই যেমন পবিত্র ও অশ্লীলতামুক্ত জীবন যাপন করতে নির্দেশ দিয়েছে, তেমানি সকলকেই নির্দেশ দিয়েছে পরস্পরে কল্যাণ ও পবিত্রতার পথে সহযোগিতা, উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করতে। প্রকৃতিগণভাবে নারী পুরুষের তুলনায় দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কিছুটা দুর্বল এবং পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষগণই নারীদের প্রভাবিত ও পরিচালিত করে থাকেন। সকল সমাজেই পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে পুরষেরা মেয়েদের মনমানসিকতা ও চালচলন প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে। এজন্য নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব অপরিসীম।

নারীর অধিকার রক্ষা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যেমন পুরুষের দায়িত্ব অনেক, তেমনি নারী সমাজের শালীনতা রক্ষা ও পবিত্রতার প্রসারের ক্ষেত্রেও পুরুষের দায়িত্ব সীমাহীন। প্রকৃতপক্ষে নারীসমাজ সামষ্টিকভাবে পুরুষ

---

[১০৮] A View Through Hijab, p 66.

সমাজরে জন্য কঠিনতম পরীক্ষা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিকর ও কষ্টকর কোনো পরীক্ষা আমি রেখে যাচ্ছি না।"[১০৯]

প্রকৃতিগতভাবে পুরুষের মন চায় অন্য নারীকে উন্মুক্ত করে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে। যিনি নিজের মনের কামনা ও প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীর স্বাধীনতার নামে নারীকে অনাবৃত হতে উৎসাহ দিলেন, অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে মানসিক অস্থিরতা, পারিবারিক অশান্তি ও অশ্লীলতা প্রসারের পথে নারীদেরকে ধাবিত করলেন তিনি এ পরীক্ষায় পরাজিত হলেন। অপরপক্ষে সামাজিক পবিত্রতা ও মানব জাতির স্থায়ী কল্যাণের জন্য যিনি নিজের কামনা-বাসনাকে দুরে ঠেলে দিয়ে নারীর অধিকার রক্ষা ও নারীর উপর অত্যাচার রোধের পাশাপাশি নারীজাতিকে শালীনতা ও পবিত্রতার পথে উৎসাহিত করতে পারলেন তিনিই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

সকল অন্যায়, অনাচার, শরীয়ত বিরোধিতা বা অশ্লীলতার ক্ষেত্রেই মুমিনের দায়িত্ব

সাধ্যমত সংশোধনের চেষ্টা করা অথবা অন্তত তা ঘৃণা করা, সংশোধনের জন্য দোয়া করা ও ইচ্ছা পোষণ করা। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

"তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তা তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পবিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তবে সে যেন তার অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন (কামনা) করে, আর এটাই ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।"[১১০]

বিশেষভাবে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও নিজের অধীনস্থ মানুষদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। নিজের জন্য সতর আবৃত করা যেমন ফরয,

---

[১০৯] বুখারী, আস-সহীহ ৫/১৯৫৯; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৯৪।
[১১০] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৯।

তেমনিভাবে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের সতর আবৃত করাও বাড়ির কর্তার উপর ফরয। কারো পুত্র যদি নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থানের কোনো অংশ অনাবৃত করেন বা এভাবে বাইরে যান তবে পুত্রের ন্যায় পিতাও পাপী হবেন। অনুরূপভাবে কারো স্ত্রী বা কন্যা যদি চুল, মাথা, ঘাড়, গলা, কনুই, বাজু বা অন্য কোনো আবৃতব্য অঙ্গ অনাবৃত করে বাইযে যান বা ঘরের মধ্যে অনাত্মীয় বা দূরাত্মীয় পুরুষের সামনে যান তবে স্ত্রী-কন্যার সাথে স্বামী বা পিতাও সমানভাবে ফরয দায়িত্ব পালনে অবহেলার পাপে পাপী হবেন। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয় কঠোরস্বভাব ফিরিশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদের আদেশ করেন এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।"[১১১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْـئُولَةٌ عَنْهُمْ

"সাবধান! তোমরা সকলেই অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ... বাড়ির কর্তাব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ি ও তার সন্তানদের দায়িত্ব প্রাপ্তা এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[১১২]

পরিবারের সদস্যদেরকে অশ্লীলতামুক্ত পবিত্র জীবন-যাপনের পথে পরিচালিত করার এ দায়িত্বে অবহেলাকারী পুরুষকে হাদীসের পরিভাষায় 'দাইউস' বলা হয়। দাইউস অর্থ যে নিজের পরিবারের সদস্যদের অশ্লীলতা

---

[১১১] সূরা তাহরীম, ৬ আয়াত।
[১১২] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩০৪, ৪৩১, ২/৮৪৮, ৯০১; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৫৯।

মেনে নেয়। আমরা ইতোপূর্বে উল্লিখিত একটি হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের প্রতি দৃকপাত করবেন না: (১) যে তার পিতামাতার অবাধ্য, (২) পুরুষের অনুকরণকারী পুরুষালি মহিলা এবং (৩) দাইউস।"

৪. ৭. মহিলাদের সালাতের পোশাক

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মহিলাদের জন্য সালাতের মধ্যে পুরো শরীর আবৃত করা ফরয। শুধু মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত খোলা থাকবে। মাথা, মাথার চুল, ঝুলে পড়া চুল, দুই কান, গলা, চিবুকের নিম্নাংশসহ পুরো শরীর আবৃত করতে হবে।

পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মালিকী ফকীহ ইবনু আব্দুল বার্‌র ইউসূফ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৬৩ হি) বলেন: "মহিলার ক্ষেত্রে যে কোনো পোশাক যদি তার পায়ের পাতা আবৃত করে এবং তার পুরো দেহ ও চুলগুলি আবৃত করে তবে সেই পোশাকে তার সালাত আদায় করা জায়েয। কারণ অধিকাংশ আলিম-ফকীহের মতে নারীর দেহের মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয় বাদে সবই 'আউরাত' বা আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ। আর সালাত ও ইহরামের ব্যাপারে তাঁরা ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এ দুই অবস্থায় মহিলা তার মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখবে।"[১১৩]

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে সাধারণত মেয়েরা মাথা আবৃত করার জন্য ওড়না, শরীরের উপরিভাগসহ নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য কামীস বা ম্যাক্সি এবং নিম্নাংশের জন্য ইযার বা লুঙ্গি পরিধান করতেন। সালাতেও তাঁরা এইরূপ পোশাক ব্যবহার করতেন।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

"ওড়না ছাড়া কোনো প্রাপ্তবয়স্কা (বালেগা) মেয়ের সালাত কবুল হবে না।" হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[১১৪]

---

[১১৩] ইবনু আব্দুল বার্‌র, আত-তামহীদ ৬/৩৬৪।
[১১৪] তিরমিযী, আস-সুনান ২/২১৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৮০; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ৫/৪৬১।

ওড়না দ্বারা মাথা, চুল, কাঁধ ও পিঠের উপর ঝুলে থাকা চুল, দুই কান, কাঁধ ও গলা পরিপূর্ণ আবৃত করতে হবে। এ অর্থে আয়েশা (রা) বলেন:

إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وضارَىْ الشَّعَرَ وَالْبَشَرَ.

"ওড়না তো তাকেই বলা হবে যা চুল ও চামড়া ঢেকে রাখবে।" বর্ণনাটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[১১৫]

উম্মুল মুমিনীনগণ ও মহিলা সাহাবীগণ সাধারণত উপরে উল্লিখিত তিনটি কাপড়ে সালাত আদায় করতেন। লাইলা বিনতু সাঈদ বলেন:

أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تُصَلِّيْ فِيْ الدَّارِ مُؤْتَزِرَةً وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ كَثِيْفٌ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَٰلِكَ.

"তিনি দেখেন যে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) তার বাড়ির মধ্যে সালাত আদায় করছেন। তিনি একটি ইযার বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরিধান করেছিলেন। আর তার দেহে ছিল একটি জামা বা ম্যাক্সি ও একটি মোটা ওড়না। তার গায়ে অন্য কিছু ছিল না।" বর্ণনাটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[১১৬]

অন্য হাদীসে মহিলা তাবিয়ী উমরা বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন,

لاَ بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ تُصَلِّيْ فِيْهِنَّ دِرْعٍ وَجِلْبَابٍ وَخِمَارٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَحُلُّ إِزَارَهَا فَتَجَلْبَبُ بِهِ.

"নারীর জন্য অবশ্যই তিনটি পোশাকে সালাত আদায় করতে হবে: জামা (ম্যাক্সি বা কামীস), জিলবাব ও ওড়না। আর আয়েশা (রা) তাঁর ইযার খুলে তা সাধারণ পোশাকের উপরে 'জিলবাব' রূপে ব্যবহার করে সারা শরীর আবৃত করতেন।"[১১৭]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন:

تُصَلِّيْ الْمَرْأَةُ فِيْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ

"মহিলা তিনটি কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করবেন: ম্যাক্সি বা জামা, ওড়না ও ইযার বা লুঙ্গি।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।[১১৮]

---

[১১৫] আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ ৩/১২৯; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/২৩৫।
[১১৬] আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ ৩/১২৯; ইমাম মুসলিম, আল-মুনফারিদাত ওয়াল উহদান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮), পৃ: ২২৪।
[১১৭] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৮/৭১।
[১১৮] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/৩৬; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/২৩৫।

এক্ষেত্রে মূল বিষয় পূর্ণ দেহ আবৃত করা। যদি দুটি কাপড়েও পূর্ণ দেহ আবৃত করা যায় তবে তাতে সালাত আদায় বৈধ হবে। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামাহ (রা) বলেন:

سَأَلْتُ النَبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِيْ دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدِرْعُ سَابِغًا يُغَطِّيْ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا.

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম: একজন মহিলা কি ইযার পরিধান ছাড়া শুধু ওড়না ও জামা (ম্যাক্সি বা কামীস) পরিধান করে সালাত আদায় করতে পারে? তিনি উত্তরে বলেন: জামা যদি এমন বড় হয় যে পায়ের পাতা পর্যন্ত আবৃত করে রাখে তাহলে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১১৯]

অর্থাৎ যদি জামা বা ম্যাক্সি এরূপ বড় হয় তবে তার নিচে ইযার, লুঙ্গি, সেলোয়ার বা অন্য কোনো পোশাক না পরলেও সালাত আদায় হবে।[১২০]

তাবিয়ী মাকহূল বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে প্রশ্ন করলাম, একজন মহিলা কয়টি কাপড়ে সালাত আদায় করবে? তিনি বললেন, তুমি আলীর (রা) নিকট যেয়ে তাঁকে প্রশ্ন কর এবং আমার নিকট ফিরে এস। তখন আমি আলীকে (রা) প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন,

فِيْ دِرْعٍ سَابِغٍ وَخِمَارٍ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ صَدَقَ.

"একটি পূরো দেহ আবৃতকারী জামা (ম্যাক্সি) ও একটি ওড়নায় সে সালাত আদায় করবে।" মাকহূল ফিরে এসে আয়েশাকে (রা) এ কথা জানান। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি ঠিকই বলেছেন।[১২১]

উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা), ইবনু আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী এবং অনেক তাবিয়ী থেকে অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে।[১২২]

বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, উম্মুল মুমিনীনগণ, মহিলা

---

[১১৯] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৮০।
[১২০] আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ২/২৪২।
[১২১] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/৩৬।
[১২২] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/৩৬-৩৭।

সাহাবী ও মহিলা তাবিয়ীগণ অনেক সময় এভাবে দুটি কাপড় দিয়ে মাথা ও চুল সহ পুরো শরীর আবৃত করে সালাত আদায় করতেন। উমাইমাহ বিনতু রুকাইকা বলেন:

إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّتْ فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ تَقَنَّعَتْهُ حَتَّى مَسَّ الْأَرْضَ وَلَمْ تَتَّزِرْهُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ.

"উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা (রা) একটি জামা (ম্যাক্সি) ও একটি ইযার (খোলা লুঙ্গি) পরিধান করে সালাত আদায় করেন। তিনি ইযার বা খোলা লুঙ্গিটি দিয়ে এমনভাবে মাথা আবৃত করেন যে ইযারটির প্রান্ত মাটি স্পর্শ করছিল। তিনি ইযারটিকে লুঙ্গির মত পরেন নি এবং তার গায়ে কোনো ওড়নাও ছিল না।" বর্ণনাটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।[১২৩]

উবাইদুল্লাহ ইবনুল আসওয়াদ আল-খাওলানী ছোট বয়সে উম্মুল মুমিনীন মাইমূনার গৃহে লালিত পালিত হন। তিনি বলেন:

إِنَّ مَيْمُوْنَةَ كَانَتْ تُصَلِّيْ فِيْ الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ.

"মাইমূনা (রা) জামা ও ওড়না পরিধান করে সালাত আদায় করতেন। তার পরণে কোনো ইযার বা লুঙ্গি থাকত না।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১২৪]

এভাবে দুটি কাপড়ে মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ আবৃত করে সালাত আদায় করলে তা বৈধ হলেও, সম্ভব হলে অন্তত তিনটি কাপড়ে সালাত আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন সাহাবী-তাবিয়ীগণ। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন,

يُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلِّيْ الْمَرْأَةُ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فِيْ الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالْحِقْوِ.

"মহিলার জন্য মুস্তাহাব যে, সে তিনটি কাপড়: একটি জামা, একটি ওড়না ও একটি ইযার পরিধান করে সালাত আদায় করবে।"[১২৫]

---

[১২৩] আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ ৩/১২৯।
[১২৪] মালিক ইবনু আনাস, আল-মুআত্তা ১/১৪২।
[১২৫] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/৩৭।

এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُصَلِّ فِيْ ثِيَابِهَا كُلِّهَا الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالْمِلْحَفَةِ.

"কোনো নারী যখন সালাত আদায় করে, তখন তার উচিত তার সবগুলি কাপড় পরিধান করেই সালাত আদায় করা: জামা, ওড়না ও জড়ানো চাদর।[১২৬]

উপরন্তু তাঁরা নারীদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন, ৪টি কাপড়ে সালাত আদায় করতে। ইযার (লুঙ্গি), জামা (ম্যাক্সি) ও ওড়নার উপরে জিলবাব পরিধান করে সালাত আদায়ে তারা উৎসাহ দিয়েছেন। কারণ এতে সতর আবৃত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং সালাতের জন্য ওঠাবসা করতে আবৃতব্য কোনো অঙ্গ অনাবৃত হওয়ার ভয় থাকে না।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আয়েশা (রা) নিজের ইযারকেই জিলবাব হিসেবে ব্যবহার করতেন। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুজাহিদ ইবনু জাব্র (১০৪হি) বলেন,

أَلاَ لاَ تُصَلِّيْ الْمَرْأَةُ فِيْ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ.

"সাবধান! কোনো মহিলা ৪টি কাপড়ের কমে সালাত আদায় করবে না।"[১২৭]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ফকীহ আতা ইবনু আবী রাবাহ (১১৪ হি) বলেন,

تُصَلِّيْ الْمَرْأَةُ فِيْ دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

"মহিলা সালাত আদায় করবে তার জামা, ওড়না এবং ইযার পরিধান করে। এর উপর জিলবাব পরিধান করা আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়।"[১২৮]

---

[১২৬] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/৩৭।
[১২৭] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/৩৭।
[১২৮] আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ ৩/১৩০।

৪. ৮. মহিলাদের প্রচলিত পোশাকাদি

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, পোশাকের বিষয়ে সর্বপ্রথম বিবেচ্য সতর আবৃত করা। মহিলাদের সতর বিষয়ে আমরা দেখেছি যে, তাদের সতর ৪ পর্যায়ের। তবে পোশাকের বিষয়ে মূলত দুটি পর্যায় লক্ষ রাখা হয়ঃ গৃহাভ্যন্তরে মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যে পরিধান করা ও ২. গৃহে বা বাইরে অন্যান্য আত্মীয় বা অনাত্মীয়দের মধ্যে পরিধান করা।

প্রথম পর্যায়ে সাধারণভাবে কাঁধ ও বাজু সহ শরীরের উর্ধ্বাংশ থেকে পা বা পায়ের নলার নিম্ন সীমা পর্যন্ত শরীর আবৃত রাখা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের পোশাকে মাথা ও মাথার চুলসহ পুরো শরীর আবৃত করা হয়। নিম্নে উল্লেখিত যে কোনো পোশাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম ও অন্যতম শর্ত যে, তা সতর আবৃত করবে, আঁটসাঁট হবে না বা পাতলা হবে না। এক পোশাকের স্থলে যদি দুটি বা তিনটি পোশাক ফরয সতর আবৃত করে তাহলেও অসুবিধা নেই। যেমন শাড়ীর সাথে ব্লাউজ ও পেটিকোটের সমন্বয়ে সতর আবৃত করা বা ম্যাক্সির সাথে পেটিকোট ও ওড়নার সমন্বয়ে সতর আবৃত করা।

মহিলাদের পোশাকের ক্ষেত্রে অন্য বিষয় রঙ। যে কোনো রঙ মহিলাদের জন্য বৈধ। পুরষদের ক্ষেত্রে যেমন লাল, হলুদ ইত্যাদি রঙের ক্ষেত্রে কিছু আপত্তি রয়েছে, মহিলাদের ক্ষেত্রে তা নেই।

৪. ৮. ১. শাড়ী

বাংলাদেশের মহিলাদের প্রধান পোশাক শাড়ী। শাড়ী মূলত ভারতীয় পোশাক। ভারতের অনেক এলাকার মুসলিমগণ শাড়ীকে 'হিন্দু' পোশাক বলে গণ্য করেন। মধ্য ও পশ্চিমভারতে মুসলিম মহিলাগণ শাড়ী পরিহার করেন এবং কোনো মুসলিম মহিলা তা পরিধান করলে তাকে 'হিন্দু'দের অনুকরণের কারণে নিন্দা করেন। তবে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে শাড়ী 'ধর্মনিরপেক্ষ' পোশাক হিসাবে গণ্য। মুসলিম-অমুসলিম সকল মহিলা শাড়ী পরিধান করেন।

আমরা ইতোপূর্বে একাধিকবার দেখেছি যে, 'অনুকরণের' বিষয়ে হাদীসে যে কর্ম বা পোশাক স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা অপরিবর্তনীয়। হাদীসে যে পোশাক বা কর্ম নিষেধ করা হয়েছে তা সর্বদা নিষিদ্ধ থাকবে, পরবর্তীতে যদিও অমুসলিমগণ সেই পোশাক বা কর্ম বর্জন করেন বা সমাজে অমুসলিমগণ বসবাস না করেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুকরণের বিষয়টি আপেক্ষিক। একারণে আমরা মনে করি যে, ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে শাড়ী হিন্দু পোশাক বলে গণ্য হলেও বাংলাদেশের সমাজে শাড়ী হিন্দুদের

বিশেষ পোশাক নয় এবং মুসলিম মহিলারা এ পোশাক পরিধান করলে অমুসলিমদের অনুকরণের অপরাধে পতিত হবেন না।

তবে শাড়ী অন্যান্য দিক থেকে আপত্তিকর বা অসুবিধাজনক। শাড়ীতে সতর আবৃত করা খুবই কষ্টকর। মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যে ও অন্যান্য আত্মীয় বা অনাত্মীয়দের মধ্যে কোথাও শাড়ী ব্যবহার উপযোগী নয়। শাড়ীর পরিধান পদ্ধতির কারণে বিশেষ সতর্ক না হলে পিঠ, পেট ইত্যাদি অনাবৃত হয়ে যায়। শাড়ী পরে ঘোমটা দিলেও চিবুকের নিচের অংশ, গলা ইত্যাদি আবৃত করা বা আবৃত রাখা কঠিন।

এ সাধারণ ব্যবহারের কথা। কর্মরত অবস্থায় শাড়ী পরে সতর আবৃত রাখা বলতে গেলে একেবারেই অসম্ভব। কর্মহীন অবস্থায় হয়ত শাড়ীর প্রান্ত হাত দিয়ে আটকে ও গুছিয়ে রেখে কোনো রকমে ফরয পালন করা যায়। কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে বা বাইরে কর্মরত অবস্থায় তা সম্ভব নয়। এজন্য মুসলিম মহিলাদের জন্য শাড়ী ব্যবহার না করাই উচিত।

সর্বোপরি শাড়ি পরে সালাত আদায় করা প্রায় অসম্ভব। আমরা জানি যে, শুধু মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ সালাত-রত অবস্থায় অনাবৃত হলে সালাত ভঙ্গ ও বাতিল হয়ে যায়। আর সালাতের মধ্যে উঠাবসা ও রুকু-সাজদা করার সময় শাড়ি সরে কপালের কিছু চুল, কান, গলা, হাত ইত্যাদি উন্মুক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। শাড়ির সাথে কব্জি পর্যন্ত হাতা ও লম্বা ঝুলের ব্লাউজ ও অতিরিক্ত বড় ওড়না বা চাদর পরিধান করলে হয়ত কোনোরকমে সালাত আদায় হতে পারে।

দেশীয় প্রচলন ও অভ্যাসের ফলে কেউ শাড়ী পরিধান করলে অবশ্য সতর আবৃত করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ব্লাউজ, পেটিকোট ইত্যাদির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

৪. ৮. ২. ব্লাউজ

বাংলাদেশে প্রচলিত ব্লাউজ শাড়ীর সাথে পরার সম্পূরক পোশাক। মুসলিম নারীকে বাড়িতে মাহরামদের মধ্যে শাড়ি পরতে হলে তার ব্লাউজ অবশ্যই ছোট গলা ও কোমর পর্যন্ত ঝুল বিশিষ্ট হতে হবে। হাতা অন্তত কনুই পর্যন্ত হতে হবে। তা না হলে মাহরামদের সামনেও সতর অনাবৃত হয়ে যাবে এবং ফরয পালিত হবে না।

৪. ৮. ৩. পেটিকোট বা সায়া

সায়া বা পেটিকোট মূলত পুরুষদের লুঙ্গির ন্যায়। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মহিলারাও ইযার বা সেলাই-বিহীন লুঙ্গি পরিধান করতেন। তার উপরে তারা কামীস ইত্যাদি পরিধান করতেন। ইযারেরই পরিবর্তির রূপ লুঙ্গি। সায়াও প্রায় সেইরূপ।

আমাদের দেশীয় প্রচলনে সায়া শাড়ীর সাথে ব্যবহৃত সম্পূরক পোশাক। আমরা আগেই বলেছি যে, শাড়ী পরে ফরয সতর আবৃত করা খুবই কষ্টকর। আর সায়া ছাড়া তা একেবারেই অসম্ভব। এজন্য সায়ার আকৃতি ও পরিধান পদ্ধতির ক্ষেত্রে ফরয সতর আবৃত করার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শাড়ি ছাড়াও ম্যাক্সি ইত্যাদির সাথে পেটিকোট পরা হয়। সেক্ষেত্রেও সতর আবৃত করা, পাতলা না হওয়া ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪. ৮. ৪. ম্যাক্সি

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মহিলারা যে কামীস পরিধান করতেন তা মূলত পুরুষদের পিরহান বা বর্তমানের প্রচলিত ম্যাক্সির ন্যায়। এজন্য ম্যাক্সি মুসলিম মহিলাদের জন্য সুন্নাত সম্মত উপযোগী পোশাক। ঘরে, মাহরামদের মধ্যে বা গাইর মাহরামদের মধ্যে অবস্থান ও কর্মরত অবস্থায় ফরয সতর আবৃত করার জন্যও তা বেশি উপযোগী। যে কোনো রঙের ও ডিজাইনের ম্যাক্সি পরিধান করা যেতে পারে। তবে তা অবশ্যই তা পাতলা বা আঁটসাট হবে না। গলা, হাতা ও ঝুল যেন ফরয সতর আবৃত করে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। ম্যাক্সির সাথে পেটিকোট ও ওড়নার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সতর আবৃত করতে হবে।

আমরা জানি যে, মহিলা ও পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হবে। এজন্য মহিলাদের ম্যাক্সির রঙ, কাটিং, ডিজাইন ইত্যদি পুরুষদের পিরহান বা 'কামীস' থেকে পৃথক হবে। তবে এক্ষেত্রে সাধারণত সমস্যা হয় না। কোনো ম্যাক্সি দেখে কেউ কখনো পুরুষের পিরহান বলে ভুল করবে না।

৪. ৮. ৫. কামিজ (কামীস)

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মহিলারা কামীস পরিধান করতেন। মেয়েদের কামীসকে অনেক সময় 'দিরঅ' বলা হতো। আকৃতির দিক থেকে আমাদের দেশে বা উপমহাদেশে প্রচলিত 'কামিজ' এর সাথে সে যুগের কামীসের মিল নেই। যে যুগের কামীস ছিল পা

পর্যন্ত লম্বা। কামীসের উপরে বা নীচে ইযার বা পাজামা ছাড়াই সালাত আদায় করা যেত। কামীস পরে সাজদা করলে পায়ের কোনো অংশ অনাবৃত হতো না। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুসলিম মহিলাদের কামীস ছিল গোল এবং পা পর্যন্ত লম্বা ম্যাক্সির মত।[১২৯]

আমাদের দেশের মহিলাদের কামিজ এককভাবে সতর আবৃত হয় না। তবে সাথে পাজামা পরলে সতর আবৃত করা সম্ভব। ব্যবহারের জন্য পাজামা বা সেলোয়ারের সাথে কামীস শাড়ীর চেয়ে অনেক ভাল পোশাক। সতর আবৃত করা ও কর্মের জন্য মুসলিম মহিলাদের উপযোগী পোশাক পাজামার সাথে কামীস। উপমহাদেরশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাড়ী হিন্দুদের পোশাক ও সেলোয়ার-কামীস মুসলমানদের পোশাক বলে গণ্য করা হয়। সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে, সেলোয়ার বা পাজামার সাথে কামীস মহিলাদের জন্য ইসলাম-সম্মত ও সুন্নাত-সম্মত ভাল পোশাক।

এক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, যে নামেই পরিধন করা হোক পোশাকের মূল উদ্দেশ্য সতর আবৃত করা। এজন্য মুসলিম মহিলার কামিজ পাতলা বা আঁটসাঁট হবে না। তা অবশ্যই ঢিলেঢালা হবে ও গলা, হাতা ইত্যাদিতে ফরয সতর আবৃত করবে।

দ্বিতীয়ত, যে কোনো রঙ বা ডিজাইনের 'কামিজ' পরা বৈধ। তবে পুরুষদের কামিজের ডিজাইন বা কোনো পাপী সম্প্রদায়ের জন্য সুপরিচিত ডিজাইনের কামিজ পরিহার করতে হবে। নারী পুরুষ নিবিশেষে যে ডিজাইন বা কাটিং এর কামিজ ব্যবহার করা হয় তা ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এতে কোনো 'অনুকরণ' হয় না। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ইযার, রিদা ইত্যাদি পরিধান করতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও কখনো কখনো তাঁর স্ত্রীদের ইযার বা রিদা পরিধান করতেন। তবে পুরুষদের জন্য কোনো বিশেষ ডিজাইন বা কাটিং প্রসিদ্ধ হলে তা মহিলারা ব্যবহার করবেন না। অনুরূপভাবে সমাজের পরিচিত কোনো অমুসলিম বা পাপে লিপ্ত গোষ্ঠীর ব্যবহারের কারণে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত কোনো ডিজাইন বা কাটিংও মুসলিম মহিলা ব্যবহার করবেন না।

৪. ৮. ৬. পাজামা, সেলোয়ার, প্যান্ট

আমরা দেখেছি যে, পাজামা মহিলাদের জন্য সুন্নাত সম্মত পোশাক। আমরা আরো দেখেছি যে, যে কোনো ডিজাইন, কাটিং বা রঙের পাজামা,

---

[১২৯] আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ২/২৪২।

সেলোয়ার বা প্যান্ট আরবী 'সারাবীল' এর অন্তর্গত। মহিলাদের 'সারাবীল' এর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তা পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত 'সারাবীল' এর মত হবে না। তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ব্যবহৃত সাধারণ ডিজাইন বা কাটিং এর সেলোয়ার বা পাজামা ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই।

এছাড়া মুসলিম মহিলার সেলোয়ার বা পাজামা আঁটসাট হবে না বা পাতলা হবে না। ঢিলেঢালা ও সতর আবৃতকারী হবে। এসকল মূলনীতির মধ্যে যে কোনো রঙ বা ডিজাইন ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. ৮. ৭. ওড়না, স্কার্ফ বা মস্তকাবরণ

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আরবী খিমার শব্দের অর্থ মস্ত কাবরণ। যে কোনো কাপড় দিয়ে মাথা আবৃত করলে তাকে খিমার বলা হয়। ওড়না, স্কার্ফ, মাথা আবৃত করার মাঝারি আকৃতির চাদর, শাড়ির আঁচল ইত্যাদি সবই খিমার হিসাবে গণ্য।[১৩০]

মুসলিম মহিলার অন্যতম পোশাক ওড়না, স্কার্ফ বা মস্তকাবরণ। আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে ওড়না পরিধানের নির্দেশ ও পরিধান পদ্ধতির বিবরণ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, "তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে... ।"

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

১. ওড়না, স্কার্ফ বা মস্তকাবরণ মুসলিম মহিলার অন্যতম পোশাক। মুসলিম মহিলার উচিত সর্বদা যথাসম্ভব তা মহান আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে পরিধান করা। এমনকি মাহরাম আত্মীয়দের সামনে, অন্য মহিলাদের সামনে বা গৃহাভ্যন্তরে যেখানে মাথা বা গলা আবৃত করা ফরয নয় সেখানেও মুসলিম মহিলার উচিত এভাবে কুরআনের শিক্ষা অনুসারে মাথার কাপড় বা ওড়না পরে থাকা। কারণ মাথায় কাপড় রাখা বা ওড়না পরিধান করা ইসলামী 'আদব' এর অন্যতম অংশ। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণ মাহরাম আত্মীদের সামনেও মাথার ওড়না খুলতে নিরুৎসাহিত করতেন।[১৩১]

২. সকল পোশাকের সাথেই ওড়না পরতে হবে। ম্যাক্সি, কামীস ও অন্যান্য সকল পোশাকের সাথেই মুসলিম মহিলা ওড়না পরবেন। অন্যান্য পোশাকে সতর আবৃত হলেও মুসলিম মহিলার দায়িত্ব বড় ওড়না দিয়ে মাথা সহ

---

[১৩০] ইবনু কাসীর, তাফসীর ৩/২৮৫; ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/২৫৫।

[১৩১] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৪/১২-১৩; ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৮/৫৩২, ৯/৩৪৩।

গলা ও বুক আবৃত করে রাখা। কারণ মহান আল্লাহ এভাবে ওড়না পরতে তাকে নির্দেশ দিয়েছে। এভাবে ওড়না পরা ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্য।

৩. ওড়নার জন্য মূলত ভিন্ন কাপড় ব্যবহার করা হয়। তবে শাড়ীর আঁচল বড় করে মাথার উপর দিয়ে গলা ও বুক ভালভাবে আবৃত করলে তাতে ওড়না পরিধানের দায়িত্ব পালিত হতেও পারে।

৪. মুসলিম মহিলার ওড়না অবশ্যই বড় আকৃতির চাদরের ন্যায়, যা পুরোপুরি মাথা, বুক ও গলা আবৃত করতে পারে। ছোট আকৃতির ওড়না ব্যবহার ইসলামী রীতিনীতির বিরোধী। অন্যান্য পোশাকে সতর পুরোপুরি আবৃত হলেও মুসলিম মহিলা ছোট ওড়না ব্যবহার করবেন না। কারণ তা অমুসলিম মহিলাদের অনুকরণ।

৫. অমুসলিম মহিলাদের অনুকরণে ভাজকরা চিকন কাপড় গলায় ঝুলানো অত্যন্ত কঠিন হারাম। সতর অনাবৃত হওয়া ছাড়াও এতে অমুসলিম ও পাপেলিপ্ত মানুষদের অনুকরণ করা হয়।

৪. ৮. ৮. অন্যান্য পোশাক

বাংলাদেশে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে আরো অনেক প্রকারের পোশাক প্রচলিত। যেমন ফ্রক, স্কার্ট, ডিভাইডার ইত্যাদি। এসকল পোশাকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নিম্নের মূলনীতিগুলির অনুসরণ করতে হবে

ক. পোশাক অবশ্যই ফরয সতর আবৃতকারী হবে। গৃহে বা মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যে পরিধেয় পোশাক অন্তত বাজু, কাঁধ, গলা থেকে পা পর্যন্ত পুরো আবৃত করবে।

খ. পোশাক ঢিলেঢালা হবে এবং পাতলা কাপড়ের তৈরি হবে না।

গ. মহিলাদের পোশাক পুরুষদের পোশাকের অনুরূপ হবে না। রঙ, ডিজাইন বা কাটিংএ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে।

ঘ. কোনো পোশাক বা পোশাকের বিশেষ কাটিং বা ডিজাইন যদি কোনো অমুসলিম সম্প্রদায় বা পাপেলিপ্ত নারীদের মধ্যে সুপরিচিত ও বিশেষ পরিচিত হয় তাহলে মুসলিম মহিলারা তা পরিহার করবেন। অভিনেত্রী, গায়িকা বা অন্যকোনো নিষিদ্ধ পেশায় কর্মরত মহিলাদের অনুকরণ অবশ্যই পরিহার করতে হবে। সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা অবশ্যই কাম্য। তবে পাপীদের হুবহু অনুকরণ নয়। এছাড়া স্মার্টনেস এর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে।

এ সকল মূলনীতির আলোকে উপরের পোশাকগুলি বা অন্য কোনো 'মহিলা-পোশাক' মহিলারা ব্যবহার করতে পারেন।

৪. ৮. ৯. বোরকা

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, মাথা ও মুখ আবৃত করার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি পোশাককে আরবীতে 'বুরকা' বলা হয় এবং আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ও পরবর্তী সকল যুগে মুসলিম মহিলারা মাথা ও মুখ আবৃত করার জন্য 'বোরকা' (বুরকাঃ برقع) পরিধান করতেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি অ-মাহ্রাম আত্মীয় ও সকল অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মহিলাদের মাথা ও মুখসহ পুরো শরীর আবৃত করা ফরয। মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয় বিষয়ক মতভেদ আমরা জানতে পেরেছি। বড় চাদর, জিলবাব, ওড়না বা খিমার দিয়েও মাথা ও মুখ আবৃত করার ফরয আদায় করা সম্ভব। তবে তা খুবই কষ্টকর এবং কাজকর্ম ও চলাচলের অনুপযোগী। এজন্য গৃহের বাইরে ফরয সতর আবৃত করার জন্য সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাসনূন পোশাক বোরকা।

বোরকার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় যে, তা পুরো সতর আবৃত করবে, ঢিলেঢালা হবে এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী বা প্রসিদ্ধির পোশাক হবে না। সাধারণভাবে মহিলাদের জন্য সকল রঙ বৈধ। তবে সমাজের প্রচলনের কারণে কোনো রঙ পরিহার করতে হতে পারে। যেমন, উপসাগরীয় আরব দেশগুলিতে, বিশেষত সৌদি আরবে সকল মহিলা কাল বোরকা পরিধান করেন। সেখানে স্বাভাবিক পরিবেশে কোনো মহিলা লাল, নীল ইত্যাদি রঙের বোরকা পরিধান করলে তা দৃষ্টি আকর্ষণকারী বা প্রসিদ্ধির পোশাক বলে গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে বোরকার কাটিং বা ডিজাইন যদি সতর আবৃত করতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না করে তাহলে তা মূলত বৈধ। সামাজিক প্রচলনের কারণে কোনো বিশেষ ডিজাইন যদি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয় তাহলে তা পরিহার করতে হবে। এছাড়া আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জিলবাব বা বোরকা যেন স্বয়ং সৌন্দর্য বা অলঙ্কারে পরিণত না হয়। আমাদের দেশে আজকাল অনেকেই বোরকায় বিভিন্ন প্রকারের কারুকাজ করেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

ক. মহিলাদের বোরকার বা বহিরাবরণের মূল উদ্দেশ্য মূল দেহের পোশাক, দেহে ব্যবহৃত অলঙ্কারাদি ও দেহের সৌন্দর্য আবৃত করা। এক্ষেত্রে বোরকাই যদি বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণীয় হয় তাহলে বোরকার ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

খ. ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, মহিলারা গৃহে, স্বামী, পরিবার ও মহিলাদের মধ্যে সাজগোজ করবেন আর বাহিরে পুরুষদের মধ্যে সাজগোজ

আবৃত করে রাখবেন। যেন সমাজের পুরুষ ও নারী সকলের মানসিক পবিত্রতা বজায় থাকে। এজন্য বাইরের পোশাক বা বোরকা স্বাভাবিক ও শালীন হবে।

গ. পাশ্চাত্যের অশ্লীল ও অহঙ্কারী সভ্যতায় পোশাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'আকর্ষণীয়তা'। পক্ষান্তরে ইসলামে 'আকর্ষণীয়তা' পরিহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাকের মুল বৈশিষ্ট পরিচ্ছন্নতা, সরলতা, স্বাভাবিকতা ও পরিধানকারীর সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য। শুধু আকর্ষণ, প্রসিদ্ধি অর্জন বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে পোশাক ব্যবহার করা বা পোশাকের ডিজাইন তৈরি করা নিষেধ করা হয়েছে।

ঘ. মহিমাময় আল্লাহ 'স্বভাবতই যা প্রকাশিত হয়' বা পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়েছেন। আমরা দেখেছি যে, হাদীস শরীফে মেয়েদের সকল প্রকারের রঙ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এজন্য স্বাভাবিক ও সরল কারুকাজ, ডিজাইন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সমাজের মহিলাদের মধ্যে অপরিচিত বা অব্যবহৃত অথবা দৃষ্টি আকর্ষণীয় কোনো রঙ, ডিজাইন, কাটিং, এমব্রয়ডারী ইত্যাদি ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

ঙ. সমাজের অগণিত মহিলা ফরয সতর বা মাথা, মুখ, ঘাড়, গলা, হাত ও শরীরের অনেক অংশ অনাবৃত করে চলেন। এমতাবস্থায় যদি কোনো মুসলিম মহিলা 'আকর্ষণীয়' পোশাকে বা করুকাজ করা বোরকায় ফরয সতর আবৃত করে, অর্থাৎ মাথা ও চুল সহ সম্পূর্ণ দেহ আবৃত করে চলাফেরা করেন তাহলে তাকে নিন্দা না করে প্রশংসা করতে হবে। তিনি 'ফরয' আদায় করেছেন। তবে তার পোশাকের মধ্যে যে অপছন্দনীয় আকর্ষণীয়তা রয়েছে তা পরিহার করে স্বাভাবিক ও সহজ ডিজাইনের বোরকা পরিধানের উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

মহান আল্লাহই ভাল জানেন। আমরা তাঁর রহমত, ক্ষমা ও তাওফীক প্রার্থনা করছি।

পঞ্চম অধ্যায়:
দৈহিক পারিপাট্য

দৈহিক পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। পোশাক বিষয়ক আলোচনার শেষে এ বিষয়ক কিছু মূলনীতি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর দরবারে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

৫. ১. চুল

মানব দেহের সৌন্দর্যের অন্যতম প্রকাশ চুল। নারী ও পুরুষের চুলের বিষয়ে হাদীস শরীফে বিভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে।

৫. ১. ১. পুরুষের চুল

৫. ১. ১. ১. চুল রাখা বনাম মুণ্ডন করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে আরবের পুরুষদের সাধারণ রীতি ছিল লম্বা চুল রাখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে সর্বদা লম্বা চুল রাখতেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর চুলগুলি কখনো কানের মাঝামাঝি, কখনো কানের লতি পর্যন্ত এবং কখনো তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত লম্বা থাকতো।[১]

কখনো তাঁর চুল আরো দীর্ঘ হতো বলে জানা যায়। ঘাড়ের নিচে ঝুলে থাকা চুলকে আরবীতে 'যুআবা' (ذؤابة) বা লম্বা চুলের গুচ্ছ বলা হয়। পাগড়ির পিছনের ঝুলানো অংশকে এজন্য 'যুআবা' বলা হয়। এগুলিকে জড়ালে বা বিনুনি করলে তাকে (غديرة) বা (ضفيرة) অর্থাৎ চুলের গুচ্ছ বা বিনুনিবদ্ধ চুল বলা হয়। এরূপ চুল জড়িয়ে খোপা করলে তাকে (عقيصة) বা খোপা বলা হয়।[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চুল কখনো কখনো এরূপ লম্বা হতো বলে জানা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচাতো বোন উম্মু হানী (রা) বলেন,

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ (ضَفَائِرَ، عَقَائِصَ)

"(মক্কা বিজয়ের সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় আগমন করলেন তখন তার চুলে চারটি গুচ্ছ বা বিনুনি ছিল।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৩]

---

[১] তিরমিযী, আশ-শামাইল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, পৃ. ৪৭-৫০; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৮১; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইল, পৃ. ৩৪-৩৬।

[২] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৩৬৩; আযীম আবাদী, আউনুল মা'বূদ ১১/১৬৩-১৬৫; মুবারকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৮৯-৩৯০।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৪৬; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৮৩; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৯৯; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৬/৫৭২, ১০/৩৬০; আলবানী, মুখতাসারুস শামাইল, পৃ. ৩৫।

এ হাদীসের আলোকে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (৭৫১ হি) বলেন, "তাঁর চুল যখন লম্বা হতো তখন তিনি তা চারটি গুচ্ছে বিভক্ত করে রাখতেন।"[৪]

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, "অধিকাংশ সময়ে তাঁর চুল এরূপ কাঁধের কাছাকাছি থাকত। কখনো তা আরো লম্ব হত এবং (ذؤابة) বা ঝুলন্ত গুচ্ছে পরিণত হত। তিনি সেগুলিকে বিনুনি (عقائص وضفائر) বানিয়ে রাখতেন।"[৫]

হজ্জ বা উমরা ছাড়া তিনি কখনো মাথার চুল মুণ্ডন করেছেন বলে জানা যায় না।[৬] হজ্জ ও উমরার অংশ হিসেবে মাথা মুণ্ডন করা ছাড়া অন্য সময়ে মাথা মুণ্ডন করার বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। কোনো কোনো ফকীহ হজ্জ-উমরার প্রয়োজন ছাড়া মাথা মুণ্ডন করা 'মাকরূহ' বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা দুভাবে তাদের মতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন। প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কখনোই হজ্জ-উমরা ছাড়া মাথা মুণ্ডন করেন নি। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন হাদীস থেকে মাথা মুণ্ডন আপত্তিকর বলে বুঝা যায়।

তাবারানী সংকলিত হাদীসে জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لاَ تُوْضَعُ النَّوَاصِيْ إِلاَّ فِيْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

"হজ্জে অথবা উমরায় ছাড়া মাথর চুল ফেলা যাবে না।"[৭]

হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৮] তবে হাদীসটি আরো কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। আলী ইবনুল জা'দ আল-জাওহারী আল-বাগদাদী (২৩০ হি), আবুল হাসান আসলাম ইবনু সাহল (২৯২হি), হাসান ইবনু আব্দুর রাহমান রামহুরমুযী (৩৬০ হি)", আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু উমার উকাইলী (৩২৩ হি)"[৯] এবং আবূ নুআইন ইসপাহানী (৪৩০হি) পৃথক পৃথক দুর্বল সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন। আবূ নু'আইমের বর্ণনায় হাদীসটি নিম্নরূপ:

لاَ تُوْضَعُ النَّوَاصِيْ إِلاَّ لِلهِ فِيْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَمَا سِوٰىْ ذٰلِكَ فَمُثْلَةٌ.

"হজ্জে অথবা উমরায় ছাড়া মাথর চুল ফেলা যাবে না। এ ছাড়া তা সৃষ্টি বিকৃতি করা বলে গণ্য হবে।"[১০]

---

[৪] ইবনুল কাইয়েম, যাদুল মা'আদ ১/১৭০।
[৫] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৩৬০।
[৬] ইবনুল কাইয়েম, যাদুল মা'আদ ১/১৬৭; শামী, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/৩৪৯-৩৫০।
[৭] তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৯/১৮০।
[৮] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/২৬১; উকাইলী, আদ-দু'আফা ৪/৬৯; ইবনু আদী, আল-কামিল ৬/২০৭; যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৬/১৭৩; ইবনু হাজার আসকালানী, লিসানুল মীযান ৫/১৮৫।
[৯] ইবনুল জা'দ, মুসনাদ ইবনুল জাদ পৃ. ২৫৩; আসলাম ইবনু সাহল, তারীখু ওয়াসিত, পৃ. ২৫৪; রামহুরমুযী, আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল, পৃ. ৪৯২; উকাইলী, আদ-দু'আফা ৪/৬৯।
[১০] আবূ নু'আইম, হিলইয়্যাতুল আউলিয়া ৮/১৩৯।

প্রতিটি সনদেই বিভিন্ন প্রকারের দুর্বলতা আছে। অবে অধিকাংশ সনদেই কোনো মিথ্যাবাদী রাবী নেই। ফলে একাধিক সনদের কারণে হাদীসটি কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে বলে প্রতীয়মান হয়। সর্বাবস্থায় যারা হজ্জ ও উমরা ছাড়া অন্য সময়ে মাথা মুণ্ডন করা মাকরূহ বলেন তারা উপরের হাদীসটিকে তাদের মতের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।

অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَلا خَرَقَ وَلا سَلَقَ.

"যে ব্যক্তি (মাথার চুল) মুণ্ডন করে, (পোশাক-পরিচ্ছদ) ছিড়ে ফেলে বা চিৎকার করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১১]

আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে একাধিক গ্রহণযোগ্য সনদে এ অর্থে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১২]

এ হাদীসটি বাহ্যত বিপদ-মুসিবতে অধৈর্য হয়ে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে হজ্জ-উমরা ছাড়া মাথা মুণ্ডন যারা মাকরূহ বলেন তারা হাদীসের সাধারণ বক্তব্যের ভিত্তিতে তাঁরা দাবি করেন যে, শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন ছাড়া যে কোনো সময়েই এরূপ করা মাকরূহ বলে গণ্য হবে।

অন্য হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيهِ ... قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ أَوْ قَالَ التَّسْبِيدُ.

"পূর্ব দিক থেকে কিছু মানুষ বের হবে, তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না, নিক্ষিপ্ত তীর যেমন শিকারের দেহ

[১১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/১৫।
[১২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/১৯৪; নাসাঈ, আস-সুনান ৪/২০-২১; আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/৪১১।

ভেদ করে বের হয়ে যায়, তারাও তেমনি দীন থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে এবং আর দীনের মধ্যে ফিরে আসবে না। বলা হলো, তাদের আলামত বা চিহ্ন কী? তিনি বলেন, তাদের চিহ্ন মাথা মুণ্ডন করা।"[১৩]

এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মাথা মুণ্ডন করা অপছন্দনীয় কাজ এবং তা বিভ্রান্ত বা ধর্মদ্রোহীদের কর্ম।

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দুবাই' নামক এক ব্যক্তি কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় ও আপত্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে শাস্তি প্রদান করেন এবং বলেন-

لَوْ وَجَدْتُكَ مَحْلُوْقًا لَضَرَضبْتُ الَّذِيْ فِيْهِ عَيْنَاكَ بِالسَّيْفِ.

"তোমাকে যদি মাথা মুণ্ডিত অবস্থায় পেতাম তবে আমি যাতে তোমার চক্ষুদ্বয় রয়েছে তা (তোমার মস্তক) তরবারীর আঘাতে কেটে ফেলতাম।"[১৪]

এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবীগণ মাথা মুণ্ডনের অভ্যাসকে আপত্তিকর বলে মনে করতেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম যুগের সাহাবী-তাবিয়ীগণ মাথা মুণ্ডন করা মাকরূহ মনে করতেন।[১৫]

এ সকল হাদীস ও বর্ণনার আলোকে অনেক ফকীহ ও আলিম দাবি করেন যে, হজ্জ ও উমরা ছাড়া মাথা মুণ্ডন করা মাকরূহ। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল এ মত সমর্থন করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[১৬]

অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম সর্বাবস্থায় মাথা মুণ্ডন করা জায়েয ও মুবাহ বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে, মাথা মুণ্ডন করার চেয়ে চুল রাখাই উত্তম, সুন্নাত-সম্মত ও অধিকতর সাওয়াবের কাজ। তবে সর্বদা বা নিয়মিত মাথা মুণ্ডন করাও জায়েয।[১৭]

---

[১৩] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৭৪৮।
[১৪] লালকায়ী, হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান (৪১৮হি), ই'তিকাদু আহলিস সুন্নাতি ৪/৬৩৪-৬৩৫; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৬৫; শাওকানী, নাইলুল আওতার ১/১৫৫।
[১৫] ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৬৫।
[১৬] ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৬৫।
[১৭] ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৬৫; মোল্লা আলী কারী, মিরকাত ৮/২১৬; শাওকানী, নাইলুল আওতার ১/১৫৫।

বিভিন্ন হাদীসের বক্তব্য তাঁদের মত সমর্থন করে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন-

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضًا فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এক শিশুকে দেখেন যে, তার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা হয়েছে এবং কিছু অংশ মুণ্ডন করা হয় নি। তিনি এরূপ করতে নিষেধ করে বলেন, তোমরা পুরো মাথা মুণ্ডন করবে, অথবা পুরো মাথার চুল রেখে দেবে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৮]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মাথা মুণ্ডন করা বৈধ, তবে মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা এবং কিছু অংশ অমুণ্ডিত রাখা বা 'টিকি' রাখা নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচাতো ভাই জা'ফর ইবনু আবী তালিব মু'তার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। এ ঘটনার বর্ণনায় জাফরের পুত্র আব্দুল্লাহ (রা) বলেন-

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ ادْعُوا لِيَ الْحَلاقَ فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ জা'ফরের পরিবারকে (শোক প্রকাশের জন্য) তিন দিন সময় দেন। এ তিন দিন তিনি তাদের নিকট আসেন নি। এরপর তিনি তাদের কাছে এসে বলেন, আমারা ভাইয়ের জন্য আজকের পরে আর তোমরা কাঁদবে না। অতঃপর তিনি বলেন, আমার ভাইয়ের ছেলেদেরকে আমার কাছে আন। তখন আমাদেরকে নিয়ে আসা হলো। আমাদের অবস্থা ছিল উস্কোখুস্কো অসহায় পাখির ছানার ন্যায়। তখন তিনি বললেন, আমার জন্য একজন নাপিত ডেকে আন। তিনি নাপিতকে আদেশ দিলে সে আমাদের মাথাগুলি মুণ্ডন করে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৯]

---

[১৮] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৮৩; নাসাঈ, আস-সুনান ৮/১৩০; আলবানী, সহীহুল জামি' ১/১০২।
[১৯] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৮৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৬/১৫৭।

এ হাদীসও প্রমাণ করে যে, হজ্জ-উমরা ছাড়াও সাধারণভাবে মাথা মুণ্ডন করা বৈধ। তাঁরা আরো বলেন যে, কাঁচি দিয়ে মাথার চুল ছাটা বা ছোট করার বৈধতার বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। ক্ষুর দিয়ে চাঁছা বা মুণ্ডন করার বিষয়েই শুধু মতভেদ। আর কাঁচি দিয়ে মুণ্ডন ও ক্ষুর বা ব্লেট দিয়ে মুণ্ডন করার মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই কাঁচি দিয়ে মুণ্ডন বৈধ বলার পরে ক্ষুর দিয়ে মুণ্ডন অবৈধ বলার কারণ নেই।[২০]

এছাড়া তাঁরা বলেন যে, যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর অধিকাংশ সাহাবী সর্বদা মাথায় চুল রাখতেন এবং হজ্জ-উমরা ছাড়া মাথা মুণ্ডন করতেন না, তবে সাহাবীগণের মধ্যে আলী (রা) মাথা মুণ্ডন করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এরূপ করা বৈধ। মোল্লা আলী কারী এ বিষয়ে উপরে উল্লিখিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "এ হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে হজ্জ ও উমরা ছাড়াও মাথা মুণ্ডন করা জায়েয এবং পুরুষের জন্য এখতিয়ার রয়েছে যে, সে মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল রেখে দেবে। তবে হজ্জ ও উমরা ছাড়া মাথা মুণ্ডন না করাই উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ এরূপই করতেন। কেবলমাত্র আলী (রা) তাদের মধ্য থেকে ব্যতিক্রম করেন।"[২১]

প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ ইবনু কুদামা (৬২০ হি) বলেন, "(পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মালিকী ফকীহ) ইবনু আব্দুল বার্‌র (৪৬৩ হি) বলেন, মাথা মুণ্ডনের বৈধতার বিষয়ে আলিমগণ ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। দলিল হিসেবে এই যথেষ্ট। আর কাঁচি দিয়ে মাথার চুল একেবারে কেটে ফেলা বা মুণ্ডন করা যে বৈধ সে বিষয়ে বর্ণনার ভিন্নতা নেই। ইমাম আহমদ বলেন, যারা মাথা মুণ্ডন অপছন্দ করেছেন বা মাকরূহ বলেছেন তারা ক্ষুর দিয়ে মুণ্ডন মাকরূহ বলেছেন, কাঁচি দিয়ে 'কর্তনে' কোনো অসুবিধা নেই; কারণ যে সকল দলিল দিয়ে মাথা মুণ্ডন অপছন্দনীয় প্রমাণিত করা হয়, সেগুলি সবই 'হলক করা' বা 'মাথার চুল ক্ষুর দিয়ে চেঁছে ফেলার বিষয়ে'।[২২]

আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চুল সাধারণত কান বা কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হতো। এর চেয়ে লম্বা চুলের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও সুন্দর করে রাখতে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। ওয়াইল ইবনু হুজর (রা) বলেন-

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلِي شَـــعْــرٌ طَوِيلٌ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذُبَابٌ ذُبَابٌ قَالَ فَرَجَـــعْتُ فَجَـــزَزْتُــهُ ثُمَّ أَتَــيْـــتُهُ مِنَ الْـــغَدِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَعْـــنِـــكَ وَهَذَا أَحْـــسَـــنُ.

---

[২০] ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৬৫; শাওকানী, নাইলুল আওতার ১/১৫৫।
[২১] মোল্লা আলী কারী, মিরকাত ৮/২১৬।
[২২] ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৬৫।

"আমি মাথায় লম্বা চুল নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আগমন করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে দেখলেন তখন বললেন, অমঙ্গল! ক্ষতি! তখন আমি ফিরে যেয়ে আমার চুল ছেটে ফেলি। অতঃপর পরদিন আমি তাঁর নিকট আগমন করি। তিনি বলেন, আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করে আমার কথা বলি নি। তবে এই (আজকের চুলই) উত্তম।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।[২৩]

ইবনুল হানযালিয়্যা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأَسَدِيُّ لَوْلا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

"খুরাইম আসাদী খুব ভাল মানুষ, যদি তার মাথার চুলগুলি দীর্ঘ না হত এবং তার ইযার ভূলুণ্ঠিত না হত! খুরাইমের কাছে যখন এ কথা পৌছল তখন তিনি একটি ছুরি নিয়ে তা দিয়ে তার মাথার চুল তাঁর দুই কান পর্যন্ত ছোট করেন এবং তার ইযার তুলে নিসফ সাক পর্যন্ত উচু করে পরিধান করেন।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।[২৪]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী বলেন, "কোনো সন্দেহ নেই যে, চুল দীর্ঘ হওয়া কোনো নিন্দিত বিষয় নয়। নির্ধারিত পরিমাপের চেয়ে বড় হলে চুল কেটে ফেলতে হবে বলেও কোনো নির্দেশ নেই। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ লক্ষ্য করেছিলেন যে, এ ব্যক্তি তার লম্বা চুলের মাধ্যমে অহঙ্কার প্রকাশ করছে। চুলের দৈর্ঘের সাথে লুঙ্গির ভূলুণ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করাতে তা প্রমাণিত হয়।"[২৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, পরবর্তী যুগের কোনো কোনো ফকীহ মাথা মুণ্ডন করা এবং চুল রাখা উভয়কেই সমানভাবে জায়েয বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬]

উপরের একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথার কিছু অংশ

---

[২৩] আবূ দাউদ, <u>আস-সুনান</u> ৪/৮২।
[২৪] আবূ দাউদ, <u>আস-সুনান</u> ৪/৫৮; হাকিম, <u>আল-মুসতাদরাক</u> ৪/২১৬।
[২৫] মোল্লা আলী কারী, <u>মিরকাত</u> ৮/২৪০।
[২৬] তাহতাবী, <u>হাশিয়াতুত তাহতাবী</u> ২/৫২৫-৫২৬।

মুণ্ডন করতে ও কিছু অংশে চুল রাখতে নিষেধ করেছেন। এ অর্থে বুখারী-মুসলিম সংকলিত অন্য হাদীসে তাবি-তাবিয়ী উবাইদুল্লাহ ইবনু হাফস তাবিয়ী নাফি'র সূত্রে বলেন, ইবনু উমার (রা) বলেছেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বিচ্ছিন্ন বা গুচ্ছ চুল রাখতে নিষেধ করেছেন।" নাফি' বলেন, বিচ্ছিন্ন বা গুচ্ছ চুল রাখার অর্থ মাথার কিছু চুল মুণ্ডন করে কিছু চুল রেখে দেওয়া। পরবর্তী বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ বলেন, মাথা মুণ্ডন করে কপালে ও মাথার উভয় পার্শে কিছু চুল রেখে দেওয়াকে বিচ্ছিন্ন বা গুচ্ছ চুল রাখা বলে। তবে কানের পার্শের চুল ও মাথার পশ্চাদভাগের বা ঘাড়ের (nape) চুলের ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই।[২৭]

ইমাম নববী, ইবনু হাজার আসকালানী ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন যে, ফকীহগণের ইজমা বা ঐকমত্য অনুসারে চিকিৎসা বা অনুরূপ প্রয়োজন ছাড়া মাথার কিছু অংশের চুল মুণ্ডন করা এবং কিছু অংশের চুল রেখে দেওয়া মাকরূহ তানযীহী। কানের পাশের চুল ও মাথার পিছনের দিকে ঘাড়ের উপরের চুলের বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। অনেকে মাথার চুল রেখে শুধু মাথার পশ্চাদভাগের চুল ক্ষুর দিয়ে মুণ্ডন করাকেও মাকরূহ তানযীহী বলে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে দু-একটি যয়ীফ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَلْقِ الْقَفَا إِلاَّ لِلْحِجَامَةِ.

"রক্তমোক্ষণ বা চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়া মাথার পশ্চাদভাগ বা ঘাড়ের চুল মুণ্ডন করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[২৮]

অন্য একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَلْقُ الْقَفَا مِنْ غَيْرِ حِجَامَةٍ مَجُوْسِيَّةٌ.

"রক্তমোক্ষণ বা চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়া মাথার পশ্চাদ্ভাগের চুল মুণ্ডন করা অগ্নিউপাসকদের অভ্যাস।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[২৯]

---

[২৭] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২১৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৭৫।
[২৮] ইবনু আবী হাতিম, আল-ইলাল ২/৩১৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৬৯; আলবানী, যয়ীফুল জামি', ৮৭৩।
[২৯] দাইলামী, আল-ফিরদাউস ২/১৪৬; আলবানী, যায়ীফুল জামি', ৪০৪।

পক্ষান্তরে অন্য অনেক ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, মাথার চুল না মুণ্ডন করে কেবলমাত্র ঘাড়ের ও কানের পার্শ্বের চুল মুণ্ডন করা কোনোরূপ আপত্তিকর নয়। উপরের হাদীসের ব্যাখ্যায় রাবী উবাইদুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, কানের পার্শ্বের চুল ও মাথার পশ্চাদভাগের চুল মুণ্ডন করাতে অসুবিধা নেই। অন্য অনেক ফকীহ এ মত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে মাথার চুল বড় রেখে বা মুণ্ডন না করে কেবলমাত্র ঘাড়ের ও কানের পাশের চুল মুণ্ডন করতে কোনো আপত্তি নেই। তবে যদি কেউ ঘাড়ের চুলের সাথে মাথার পিছনে বেশি অংশ মুণ্ডন করে তবে তা মাকরূহ বা আপত্তিকর বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ক হাদীগুলি এ অর্থ প্রমাণ করে বলে তাঁরা মনে করেন।[৩০]

এখানে উল্লেখ্য যে, আরবীতে 'হালক' বা মুণ্ডন বলতে ক্ষুর দ্বারা মুণ্ডন করা বুঝানো হয়। কাঁচি দ্বারা ছোট করাকে 'হালক' বলা হয় না, বরং 'তাকসীর' (ছাটা) বা 'কাস্‌স' (কাটা) বলা হয়। এজন্য মাথার কিছু অংশের চুল বড় রাখা ও কিছু অংশের চুল কাঁচি দিয়ে ছেটে ছোট করে রাখা অথবা ঘাড়ের চুল ও কানের কাছের চুল কাঁচি দিয়ে ছেটে ছোট করে রাখার বিষয়ে মূলত কোনো আপত্তি নেই।[৩১]

৫. ১. ১. ২. চুলের যত্ন

রাসূলুল্লাহ ﷺ চুলের যত্ন নিতেন এবং যত্ন নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। চুল অযত্নে অপরিপাটিভাবে রেখে দেওয়া তিনি অপছন্দ করতেন। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, জাবির (রা) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ একব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার মাথার চুলগুলি ময়লা, উস্কোখুস্কো ও ছড়ানো ছিটানো। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির কি কিছুই জোটে না যা দিয়ে সে তার চুলগুলি পরিপাটি করবে?"

অন্য হাদীসে তিনি বলেন-

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

"যদি কারো চুল থাকে তবে যেন চুলের সম্মান করে বা যত্ন করে।"

হাদীসটি সহীহ।[৩২]

[৩০] মা'মার ইবনু রাশিদ, আল-জামি' ১১/৪৫৩; ইবনু আব্দুল বার্‌র, আত-তামহীদ ৬/৭৮; নববী, শারহু সহীহ মুসলিম ১৪/১০১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৩৬৫; আযীমআবাদী, আউনুল বারী ১১/১৬৫; মুনাবী, ফাইদুল কাদীর ১/২০১, ৩/৩৯৬, ৬/৩২৮; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৬৬; শাওকানী, নাইলুল আওতার ১/১৫৪-১৫৫।
[৩১] শাওকানী, নাইলুল আওতার ১/১৫৫।
[৩২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৭৬; আলবানী, সহীহুল জামি' ২/১১০৭।

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইয়াহইয়া ইবনু সায়ীদ আনসারী (১৪৪ হি) বলেন-

إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ لِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا.

“আবূ কাতাদা আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমার কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল আছে, আমি কি তা আঁচড়াব বা পরিপাটি করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, এবং তুমি তাকে মর্যাদা দেবে বা সম্মান করবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন যে, ‘হ্যাঁ, এবং তুমি তাকে মর্যদা দেবে’ সেহেতু আবূ কাতাদা অনেক সময় প্রতিদিন দুবার চুলে তেল দিয়ে চুল পরিপাটি করতেন।”[৩৩]

এ বিষয়ে আবূ কাতাদার (রা) নিজের ভাষ্য নিম্নরূপ:

كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ.

“তাঁর বিশাল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেন। তিনি তাকে নির্দেশ দেন চুলের যত্ন নিতে এবং প্রতিদিন চুল আঁচড়াতে।” হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩৪]

অন্য একটি গ্রহণযোগ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন পর একদিন চুল আঁচড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৫] হাদীসগুলির সমন্বয়ে ফকীহগণ বলেন যে, চুলের প্রয়োজনমত যত্ন নিতে হবে, তবে অতি সতর্কতা ও অতি-যত্ন নেওয়া পরিহার করতে হবে।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত চুলে তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং চুল আঁচড়াতেন। বিশেষত তিনি বেশি বেশি দাড়ি পরিপাটি করতেন ও আঁচড়াতেন। চুল-দাড়ি আঁচড়ানোর সময় তিনি ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন। কখনো তিনি নিজেই নিজের চুল আঁচড়াতেন এবং কখনো তাঁর স্ত্রী তাঁর চুল আঁচড়ে দিতেন। তিনি

---

[৩৩] মালিক, আল-মুআত্তা ২/৯৪৯।
[৩৪] নাসাঈ, আস-সুনান ৮/১৮৪; আযীম আবাদী, আউনুল মা'বূদ ১১/১৪৫; মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৬৪; শওকানী, নাইলুল আওতার ১/১৫৩।
[৩৫] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৩৪।
[৩৬] মোল্লা আলী কারী, মিরকাত ৮/২৬০; আযীম আবাদী, আউনুল মা'বূদ ১১/১৪৫; মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৬৪; শওকানী, নাইলুল আওতার ১/১৫৩।

প্রথম দিকে চুলের সিঁথি না কেটে আঁচড়াতেন। পরে তিনি মাথার মধ্যস্থানে সিঁথি করে চুল আঁচড়াতেন। তিনি চুলে ও দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করেছিলেন কি না সে বিষয়ে সাহাবীগণ থেকে একাধিক মত বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ তাঁর চুল ও দাড়িতে মেহেদির লালচে খেযাব দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর চুল ও দাড়ি অতি সামান্যই সাদা হয়েছিল। এজন্য তিনি খেযাব ব্যবহার করেন নি। তবে তিনি চুল ও দাড়িতে তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, যার ফলে অনেকটা খেযাব লাগানো বলে মনে হতো।

সর্বাবস্থায় তিনি চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গেলে তাতে হলুদ, যাফরান, মেহেদি, কাতাম[৩৭] ইত্যাদি দ্বারা লাল, হলুদ, লালচে হলুদ, নীলচে হলুদ, কালচে লাল বা কালচে হলুদ খেযাব ব্যবহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং পরিপূর্ণ কাল খেযাব বা কলপ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৩৮]

৫. ১. ২. মহিলার চুল

৫. ১. ২. ১. চুল রাখা, ছাটা ও কাটা

সাধারণভাবে চুল রাখা, যত্ন করা ও পরিপাটি করার বিষয়ে উপর্যুক্ত নির্দেশনাসমূহ মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এছাড়া মহিলাদের চুল মুণ্ডন করার বিষয়ে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। আলী (রা) বলেন-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন যে, নারী তার মাথা মুণ্ডন করবে।"

হাদীসটির সনদের ইদতিরাব বা বৈপরীত্য বিষয়ক দুর্বলতা রয়েছে।[৩৯]

অন্য হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.

"মহিলাদের উপর মাথা মুণ্ডনের দায়িত্ব নেই; তাদের দায়িত্ব চুল ছোট করা।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৪০]

---

[৩৭] এক জাতীয় উদ্ভিদ, যা থেকে নীল বা কালচে রস পাওয়া যায়।

[৩৮] বিস্তারিত দেখুন: বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২০০; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৮২-৮৩; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৩২; আশ-শামাইল, পৃ. ৪৭-৬২; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/৩১০-৩১১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৫৯-১৬২; ইবনুল কাইয়্যিম, যাদুল মা'আদ ১/১৬৭-১৭১; শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/৩৪৮-৩৫১।

[৩৯] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/২৫৭; নাসাঈ, আস-সুনান ৮/১৩০; দারাকুতনী, আল-ইলাল ৩/১৯৫; যাইলায়ী, নাসবুর রাইয়াহ ৩/৯৫-৯৬; মুবারকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৫৬৬।

[৪০] আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/২০৩; আলবানী, সহীহুল জামি' ২/৯৫২।

এ সকল নির্দেশ যদিও মূলত হজ্জ ও উমরার সাথে সংশ্লিষ্ট, তবুও এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডন করা অনুমোদিত নয়। কারণ হজ্জের ইবাদতের জন্য যখন তাদেরকে মাথা মুণ্ডন করতে অনুমতি দেওয়া হয় নি, তখন অন্য সময় তা আর অনুমোদিত হতে পারে না। এ জন্য ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডন করা মাকরূহ।[৪১]

তবে মহিলারা চুল কিছুটা ছোট করে রাখতে পারবেন বলে হাদীসের আলোকে জানা যায়। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রাহমান বলেন-

كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُـونَ كَالْوَفْرَةِ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পত্নীগণ তাদের মাথার চুল এমনভাবে ছোট করতেন যে তা কানের লতি পর্যন্ত ঝুলে থাকত।"[৪২]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস কাযী ইয়ায (৫৪৪ হি) বলেছেন, সাধারণভাবে আরবের নারীরা লম্বা চুল রাখতেন। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের পরে উম্মুল মুমিনীনগণ এভাবে ছোট করে চুল রাখতেন। ৭ম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম নববী (৬৭৬ হি) কাযী ইয়াযের এ মত সমর্থন করেন এবং বলেন: "এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মহিলাদের জন্য চুল ছোট করা জায়েয।"[৪৩]

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মুসলিম মহিলা চুল ছোট করলেও তা পুরুষালী ভঙ্গিতে হবে না। চুলের পরিমাণ, পরিমাপ বা স্টাইলে পুরুষদের বা অমুসলিম নারীদের অনুকরণ করা যাবে না। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশনা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

বিশেষ প্রয়োজনে, অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে মহিলারা মাথা মুণ্ডন করতে পারেন বলে কোনো কোনো হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়। ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম (১০৩ হি) তাঁর খালা নবী-পত্নী মাইমূনার (রা) বিষয়ে বলেন,

رَأَيْتُ مَيْمُوْنَةَ تَحْلِقُ رَأْسَهَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"আমি দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে মাইমূনা তাঁর মাথা মুণ্ডন করতেন।" বর্ণনাটির সনদ সহীহ।[৪৪]

---

[৪১] শাওকানী, নাইলুল আওতার ১/১৫৫, ৫/১৪৯; আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ৫/৩১৯; মুবারকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৫৬৬।

[৪২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২৫৬।

[৪৩] নববী, শারহু সহীহি মুসলিম ৪/৪-৫।

[৪৪] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাত ৮/১৩৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/২৪৯; যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/২৪৪।

অন্য বর্ণনায় তিনি মাইমূনা (রা) এর ওফাতের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন-

وَكَانَتْ قَدْ حَلَقَتْ رَأْسَهَا فِيْ الْحَجِّ.

"তিনি হজ্জের মধ্যে তাঁর মাথা মুণ্ডন করেছিলেন।"

সনদের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।[৪৫]

মাইমূনা (রা) প্রায় ৭০/৭৫ বৎসর বয়সে ৫১ হিজরীতে হজ্জের পরে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। এতে বুঝা যায় যে, সম্ভবত বার্ধক্য বা দুর্বলতার কারণে তিনি এভাবে মাথা মুণ্ডন করেছিলেন। মহান আল্লাহই ভাল জানেন।[৪৬]

৫. ১. ২. ২. কৃত্রিম চুল সংযোজন

ইসলামে সৌন্দর্য চর্চা ও সাজসজ্জায় যেমন উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তেমনি এ বিষয়ে কৃত্রিমতা বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের চুল প্রতিপালন, চুলের যত্ন নেওয়া ও সৌন্দর্য বর্ধন করা হাদীস নির্দেশিত ও সুন্নাত সম্মত নেক কর্ম। কিন্তু কৃত্রিম চুল সংযোজন করা নিষিদ্ধ।

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলিত বিভিন্ন সহীহ সনদে আবূ হুরাইরা (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা), মু'আবিয়া ইবনু আবূ সুফিয়ান (রা), আয়েশা (রা), আসমা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে প্রায় মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

"যে মহিলা কৃত্রিম চুল সংযোজন করে, যে মহিলা কৃত্রিম চুল সংযোজন করায়, যে মহিলা উল্কি কাঁটে এবং যে মহিলা উল্কি কাঁটায় তাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন।"[৪৭]

---

[৪৫] ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ, আল-মুসনাদ ১/২২৩-২২৪; যাইলায়ী, নাসবুর রাইয়াহ ৩/৯৬; ইবনু হাজার, আদ-দিরাইয়া ২/৩২।
[৪৬] যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/২৪৪-২৪৫।
[৪৭] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২১৬; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৭৬-১৬৭৮।

অন্য হাদীসে আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) বলেন,

جَاءَتِ إِمْرَأَةٌ إِلَىْ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ لِيَ إِبْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আগমন করে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমার একটি মেয়ে আছে যে নতুন বিবাহিতা, সে হাম জাতীয় রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তার মাথার অনেক চুল উঠে গিয়েছে। আমি কি তার মাথায় কৃত্রিম চুল সংযোজন করতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে মহিলা কৃত্রিম চুল সংযোজন করে এবং যে মহিলা কৃত্রিম চুল সংযোজন করায় তাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন।"[৪৮]

আয়েশা (রা) থেকে পৃথক সনদে এ অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৪৯]

এভাবে আমরা দেখছি যে, এরূপ অসুস্থতার ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ ﷺ কৃত্রিম চুল সংযোজনের অনুমতি দেন নি। এজন্য মুসলিম মহিলার দায়িত্ব অসুস্থতা থেকে মুক্তি ও পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা এবং কৃত্রিমতা মুক্তভাবে সাধ্যমত সৌন্দয বজায় রাখা ও বর্ধন করা।

৫. ২. দাড়ি

৫. ২. ১. হাদীসের নির্দেশনা

চুল নারী পুরুষ সকলের জন্য সৌন্দর্য। আর দাড়ি পুরুষের জন্য বিশেষ সৌন্দর্য ও পৌরুষ প্রকাশক। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বড় দাড়ি রাখতেন, উম্মাতকে বড় দাড়ি রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দাড়ি ছোট করতে এবং মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আকৃতির বর্ণনায় আলী (রা) বলেন-

كَانَ ﷺ عَظِيْمَ اللِّحْيَةِ

"তিনি অনেক বড় দাড়ির অধিকারী ছিলেন।" হাদীসটি হাসান।[৫০]

---

[৪৮] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৭৬-১৬৭৮।

[৪৯] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৭৬-১৬৭৮।

[৫০] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১৪/২১৬-২১৭; আল-মাকদিসী, আল-আহাদীস আল-মুখতারাহ ২/৩৬৯; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/২১-২২; আলবানী, সহীহুল জামি' ২/৮৭৩।

মুসলিম সংকলিত অন্য হাদীসে জাবির ইবনু সামুরা (রা) বলেন-

كَانَ ﷺ كَثِيْرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাড়ি ছিল বেশি বা ঘন।"[৫১]

ইয়াদিয আল-ফারিসী বর্ণিত ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) অনুমোদিত হাদীসে তিনি বলেন-

قَدْ مَلَأَتْ لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَىْ هَذِهِ، قَدْ مَلَأَتْ نَحْرَهُ.

"তাঁর দাড়ি তাঁর বক্ষ পূর্ণ করে ফেলেছিল।" হাদীসটি হাসান।[৫২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বড় দাড়ি রেখেছেন। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি দাড়ির যত্ন নিতেন এবং বেশি বেশি দাড়ি পরিপাটি করতেন ও আঁচড়াতেন। সাহাবীগণও এভাবে বড় দাড়ি রাখতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করেন নি বলেই অধিকাংশ বর্ণনার আলোকে বুঝা যায়। কারণ তাঁর দাড়ি প্রায় সবই কাল ছিল। মাথায় গোটা বিশেক চুল এবং নিচের ঠোটের নিচের দাড়িগুচ্ছের (বাচ্চা দাড়ির) মধ্যে গোটা দশেক দাড়ি মাত্র সাদা হয়েছিল। এছাড়া দু কানের পাশে 'কলির' কিছু চুল পাকতে শুরু করেছিল।[৫৩]

তৎকালীন যুগে মুশরিক ও অগ্নি উপাসকদের মধ্যে দাড়ি ছোট করে রাখা বা দাড়ি মুণ্ডন করার রীতি প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে বিশেষভাবে এ সকল অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করতে এবং বড় দাড়ি রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত একটি হাদীসে আমরা এ বিষয়ক একটি নির্দেশ দেখেছি। হাদীসটিতে আবূ উমামা (রা) বলেন, আনসারী সাহাবীগণ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, ইহুদি নাসারগণ দাড়ি ছোট করে রাখে এবং গোঁফ বড় করে। তিনি বলেন: তোমরা গোঁফ ছোট করে রাখবে এবং দাড়ি বড় করে রাখবে এবং ইহুদি নাসারাদের বিরোধিতা করবে। যতটুকু পারবে শয়তানের বন্ধুদের বিরোধিতা করবে।"

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ أَحْفُوا (إِنْهَكُوا) الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا (أَعْفُوا) اللِّحَى

(أَمَرَ ﷺ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ).

---

[৫১] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮২৩।
[৫২] তিরমিযী, আশ-শামাইল, পৃ. ৩৫১; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইল, পৃ.২০৮-২০৯।
[৫৩] ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৬/৫৭-৫৭২।

"তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর, গোঁফগুলি ছেটে ফেল বা ছোট কর এবং দাড়িগুলি বড় কর (অন্য বর্ণনায়: তিনি গোঁফ ছাটতে এবং দাড়ি ছাটা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।)"[৫৪]

অন্য বর্ণনায় তাবিয়ী নাফি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوْا اللِّحَىَ وَأَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَىْ لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.

"তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর, দাড়ি বাড়াও বা বড় কর এবং গোঁফ খাট কর।" নাফি বলেন, ইবনু উমার (রা) যখন হজ্জ অথবা উমরা পালন করতেন, তখন (হজ্জ বা উমরা পালনের শেষে মাথার চুল মুণ্ডন করার সময়) নিজের দাড়ি মুষ্টি করে ধরতেন এবং মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করতেন।[৫৫]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

جُزُّوْا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوْا (أَرْجِئُوْا) اللِّحْىَ خَالِفُوا الْمَجُوسَ (خُذُوا مِنَ الشَّوَارِبِ وَأَعْفُوا اللِّحْىَ).

"তোমরা গোঁফ ছাট এবং দাড়ি লম্বা করে ছেড়ে দাও, অগ্নি উপাসকদের বিরোধিতা কর। অন্য বর্ণনায়, তোমরা গোঁফ থেকে কিছু ছাটবে এবং দাড়িকে ছাটা থেকে মুক্তি দেবে।"[৫৬]

এ সকল হাদীসে দাড়ির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে:
১। (إعفاء) অর্থাৎ বেশি করা, বর্ধিত করা, ক্ষমা করা, ছেড়ে দেওয়া।
২। (توفير) অর্থাৎ বৃদ্ধি করা বা সঞ্চয় করা।
৩। (إرخاء) অর্থাৎ ঝুলিয়ে দেওয়া, লম্বা করা বা ঢিল দেওয়া।
৪। (إرجاء) অর্থাৎ ঝুলিয়ে দেওয়া বা পিছিয়ে দেওয়া।

উপরের হাদীসগুলি থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, দাড়ি বড় রাখা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং দাড়ি মুণ্ডন করা বা ছেটে ফেলা নিষিদ্ধ কর্ম। অন্য হাদীসে তিনি দাড়ি বড় করা ও গোঁফ ছোট করাকে প্রকৃতি নির্দেশিত মৌলিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

---

[৫৪] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২০৯; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২২২।
[৫৫] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২০৯।
[৫৬] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২২২; আহমদ, আল-মুসনাদ ২/৩৮৭।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ... وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

"দশটি কর্ম 'ফিতরাত' বা মানবীয় প্রকৃতি নির্দেশিত কর্ম:-
(১) গোঁফ কর্তন করা,
(২) দাড়ি বড় করা,
(৩) মিসওয়াক (দাঁত ও মুখ পরিষ্কার) করা,
(৪) নাকের মধ্যে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করা,
(৫) নখ কর্তন করা,
(৬) দেহের অঙ্গসন্ধিগুলি ধৌত করা,
(৭) বগলের নিচের চুল পরিষ্কার করা,
(৮) নাভির নিচের চুল মুণ্ডন করা,
(৯) পানি ব্যবহার করে শৌচকার্য করা
(১০) কুলি করা।"[৫৭]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলি থেকে দাড়ি রাখার গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। এ সকল হাদীসে বিশেষভাবে মুশরিক ও অগ্নি-উপাসকদের বিরোধিতা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, "অগ্নিউপাসক-মুশরিকগণ দাড়ি ছেটে রাখত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দাড়ি মুণ্ডন করত।"[৫৮] এজন্য হাদীসে ছোট রাখা এবং মুণ্ডন করা উভয় বিষয়ই নিষেধ করা হয়েছে এবং বারংবার দাড়ি বড় রাখতে, দাড়িকে কর্তনমুক্ত রাখতে এবং দাড়িকে লম্বা করে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়-চতুর্থ শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (৩১০ হি) বলেন, "পারসিকগণ দাড়ি কাটত এবং হালকা করত, হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে।"[৫৯]

---

[৫৭] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২২৩।
[৫৮] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৩৪৯।
[৫৯] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৩৫০।

এ বিষয়ে আল্লামা শাওকানী বলেন, "(إعفاء اللحية) বা দাড়িকে মুক্ত রাখার অর্থ দাড়ি বড় ও বেশি করা। অভিধানে এরূপই বলা হয়েছে। বুখারীর এক হাদীসে 'দাড়ি বেশি করার' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং মুসলিমের এক হাদীসে দাড়ি পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এগুলি সবই একই অর্থে। পারসিক অগ্নি উপাসকদের রীতি ছিল দাড়ি ছোট করা বা ছাটা। এজন্য ইসলামী শরীয়ত এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং দাড়ি বড় রাখতে নির্দেশ দিয়েছে।"[৬০]

আল্লামা শামসুল হক্ক আযীম আবাদী বলেন, "(إعفاء اللحية) বা দাড়িকে মুক্ত রাখার অর্থ দাড়ি নিম্নগামী করে ছেড়ে দেওয়া ও বেশি করা। দুই গণ্ড বা কপোল ও চিবুকের চুলকে লিহইয়া (দাড়ি) বলা হয়।.... পারসিকদের রীতি ছিল দাড়ি ছাটা। এজন্য ইসলাম তা নিষেধ করেছে এবং দাড়ি বড় করতে নির্দেশ দিয়েছে।"[৬১]

৫. ২. ২. ফকীহগণের মতামত

উপর্যুক্ত হাদীসগুলির আলোকে মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ একমত যে, দাড়ি বড় করা মুসলিমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং দাড়ি মুণ্ডন করা বা 'একমুষ্টি'-কম করে রাখা নিষিদ্ধ। এ দায়িত্ব ও নিষেধের পারিভাষিক 'মাত্রা' নির্ধারণে তাদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা যায় তা একেবারেই 'পারিভাষিক'। অনেক ফকীহ্ হাদীস দ্বারা নির্দেশিত 'গুরুত্বপূর্ণ' কর্মকে ফরয বলতে আপত্তি করেন নি। অন্য অনেকে এরূপ কর্মকে 'ফরয' না বলে ওয়াজিব বলেছেন। অনেকে হাদীস নির্দেশিত কর্মকে 'সুন্নাত' বলেছেন এবং সুন্নাতকে দুইভাগ করেছেন 'ওয়াজিব সুন্নাত' ও 'মুসতাহাব সুন্নাত'। ওয়াজিব সুন্নাত পরিত্যাগ করা তারা গোনাহের কাজ বলে গণ্য করেছেন।

অপরদিকে অনেকে কুরআন বা হাদীসে স্পষ্টভাবে 'হারাম' শব্দ ব্যবহৃত হয় নি, অথচ বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে, এরূপ নিষিদ্ধ কর্মকে 'হারাম' বলতে আপত্তি করতেন। এরূপ কমর্কে তারা 'মাকরূহ' বলতেন এবং মাকরূহ বলতে 'মাকরূহ তাহরীমী' বা 'হারাম পর্যায়ের অপছন্দনীয়' বুঝাতেন। অন্য অনেকে এরূপ কর্মকে হারাম বলতে আপত্তি করেন নি।

পারিভাষিক এ মূলনীতির আলোকে কোনো কোনো ফকীহ্ দাড়ি রাখা 'ফরয' বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ তা 'ওয়াজিব' বলেছেন এবং কেউ তা 'সুন্নাত' বলেছেন। দাড়ি কাটা বা ছাটার বিষয়ে কেউ বলেছেন তা 'হারাম' এবং কেউ বলেছেন 'মাকরূহ'।

পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইবনু হায্ম যাহিরী আলী ইবনু আহমদ (৪৫৬হি) বলেন, "দাড়ি ছেড়ে দেওয়া ও গোঁফ কর্তন করা ফরয।..."[৬২]

---

[৬০] শাওকানী, নাইলুল আওতার ১/১৩৬।
[৬১] আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ১/৫৩।
[৬২] ইবনু হায্ম যাহিরী, আল-মুহাল্লা ২/২২০।

চতুর্থ হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ আবূ আওয়ানা ইয়াকূব ইবনু ইসহাক (৩১৬ হি) বলেন, "... গোঁফ কর্তন করা এবং তা ছোট করা ওয়াজিব, দাড়ি বড় করা ওয়াজিব... ।"[৬৩]

ষষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মালিকী ফকীহ কাযি ইয়ায বলেন, "দাড়ি মুণ্ডন করা, কাটা বা পোড়ানো মাকরূহ। তবে দাড়ির দৈর্ঘ ও প্রস্থ থেকে কিছু কাটা ভাল। দাড়ি কাটা বা ছাটা যেমন মাকরূহ, তেমনি প্রসিদ্ধির জন্য তা বেশি বড় করাও মাকরূহ। পূর্ববর্তী সালফে সালেহীন দাড়ি কত দীর্ঘ করা জরুরী তা নির্ধারণের বিষয়ে মতভেদ করেছেন। অনেকে দাড়ির কোনো সীমা নির্ধারণ করেন নি, যত বড়ই হোক ছেড়ে দিতে বলেছেন, তবে প্রসিদ্ধির মত মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ হলে ছাটার অনুমতি দিয়েছেন। অন্য অনেকে এক মুষ্টিকে দাড়ির সীমা বলে নির্ধারণ করেছেন। তাদের মতে একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলা হবে। অনেকে হজ্জ বা উমরা ছাড়া অন্য সময়ে দাড়ি কোনোভাবে ছাটা বা ছোট করা মাকরূহ বলে গণ্য করেছেন।[৬৪]

একাদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ মানসূর বুহূতী (১০৫১ হি) বলেন, সুন্নাত হলো দাড়ি বড় করা, এমন ভাবে যে কোনোভাবেই দাড়ির কিছুই কর্তন করবে না। এই মাযহাবের মত, তবে যদি একেবারে অশোভনীয় লম্বা হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম। ... এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা মাকরূহ নয়।"[৬৫]

একাদশ শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আদ-দুর্‌রুল মুখতার এর লিখেছেন, "দাড়ি লম্বা করার সুন্নাত-সম্মত পরিমাণ এক মুষ্টি। নিহাইয়া গ্রন্থে একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা ওয়াজিব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এক মুষ্টির কম পরিমাণ দাড়ি ছাটা কেউই বৈধ বলেন নি। মরক্কো অঞ্চলের কিছু মানুষ এবং মেয়েদের অনুকরণপ্রিয় কিছু হিজড়া পুরুষ এরূপ সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়।"[৬৬]

---

[৬৩] আবূ আওয়ানা, আল-মুসনাদ: প্রথম অংশ ১/১৬১।
[৬৪] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৩৫০; শাওকানী, নাইলুল আওতার ১/১৩৬।
[৬৫] মানসূর বুহূতী, কাশশাফুল কিনা ১/৭৫।
[৬৬] ইবনু আবেদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার, দুররুল মুখতার সহ ২/৪১৭-৪৮১।

ত্রয়োদশ হিজরী শতকের সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ্ ইবনু আবেদীন মুহাম্মাদ আমীন (১২৫৬ হি) উল্লেখ করেছেন যে, দাড়ির ক্ষেত্রে এক মুষ্টির অতিরিক্ত কর্তন করাই সুন্নাত। আর পুরুষের জন্য দাড়ি কাটা হারাম।[৬৭]

অন্যান্য সকল ফকীহ্ প্রায় একই কথা বলেছেন। তাঁদের বক্তব্যের আলোকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি বুঝতে পারি:

(১) ফকীহগণ একমত যে দাড়ি রাখা ইবাদত (ফরয, ওয়াজিব অথবা সুন্নাত)। তবে এ ইবাদতের সীমার বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন দাড়ির দৈর্ঘের কোনো সীমা নেই। যত বড়ই হোক তা ছাটা যাবে না। শুধু অগোছালো দাড়ি ছাটা যাবে। কেউ বলেছেন এ ইবাদতের সীমা একমুষ্টি পর্যন্ত। এর অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলাই সুন্নাত।

(২) ফকীহগণ সকলেই দাড়ি কাটা বা মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন (হারাম বা মাকরূহ তাহরীমী)।

(৩) অনেক ফকীহ্ একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটা বৈধ, উত্তম বা ওয়াজিব বলে উল্লেখ করেছেন।

(৪) কোনো মুহাদ্দিস, ফকীহ্, ইমাম বা আলিম এক মুষ্টির কম দাড়ি রাখার সুস্পষ্ট অনুমতি দিয়েছেন বলে জানা যায় না। যারা দাড়ি থেকে কিছু ছাটার অনুমতি দিয়েছেন তাদের প্রায় সকলেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, একমুষ্টির অতিরিক্তই শুধু কাটা যাবে। দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের কোনো কোনো ফকীহ্ মুষ্টির কথা উল্লেখ না করে সামান্য ছাটা যাবে, বা মুশরিকদের অনুকরণ না হয় এরূপ ছাটা যাবে বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৮]

(৫) প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের মধ্যে হাম্বালী ও শাফিয়ী মাযহাবের আলিমদের মতে দাড়ি যত বড়ই হোক তা ছাটা বা কাটা যাবে না; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বড় করতে ও লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কোনোভাবে তা কাটতে বা ছাটতে অনুমতি দেন নি। হাম্বালী মাযহাবের অন্য একটি বর্ণনা ও মালিকি মাযহাব অনুসারে একমুষ্টির

---

[৬৭] ইবনু আবেদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ৬/৪০৭।

[৬৮] আবূ ইউসূফ, কিতাবুল আসার ১/২৩৪; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/২২৫; ইবনু আব্দুল বার্র, আত-তামহীদ ২৪/১৪৫-১৪৬; নববী, শারহু সহীহি মুসলিম ৩/১৪৯; কাসানী, বাদাইউস সানাইয় ২/৩২৭; মারগীনানী, হিদাইয়া ১/১২৩; ইবনুল হুমাম, শারহু ফাতহিল কাদীর ২/৩৫২; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৩৫০; আইনী, আল-বিনাইয়া শারহুল হিদাইয়া ৩/৬৮২; ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ, মানারুস সাবীল ১/২১; মারয়ী ইবনু ইউসূফ, দলীলুত তালিব ১/২১; মুহাম্মাদ হাজাবী, আল-ইকনা ১/২০; শাওকানী, নাইলুল আওতার ১/১১০-১১২, ১৩৬; মুনাবী, ফাইদুল কাদীর ১/১৯৮, ৫/১৯৩; মুবারকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/৩৬-৩৯।

অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা বৈধ বা মুবাহ। হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করাই সুন্নাত।

(৬) যারা এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছাটা জায়েয বলেছেন তাঁরা ইবনু উমারের (রা) কর্মকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। আমরা দেখেছি যে, তিনি হজ্জ বা উমরার শেষে মাথা মুণ্ডনের সময় এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করতেন। আবূ হুরাইরাও (রা) হজ্জ-উমরার শেষে এরূপ করতেন বলে গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৬৯]

প্রথম মতের সমর্থকগণ তাঁদের এ কর্মকে হজ্জ-উমরার বিশেষ কর্ম হিসেবে গণ্য করেন। দীর্ঘদিন ইহরাম অবস্থায় থাকার কারণে স্বভাবতই দাড়ি অগোছালো হয়ে পড়ে। এছাড়া হজ্জের শেষে মাথার চুল মুণ্ডন করা হজ্জের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই এর সাথে দাড়িকে পরিপাটি করা স্বাভাবিক। তাঁরা বলেন, এদ্বারা ঢালাওভাবে একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করার অনুমতি দেওয়া যায় না। ঢালাওভাবে একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তনের অনুমতি প্রদানের অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশকে লঙ্ঘন করা ও সংকুচিত করা।

জাবির (রা) এর বক্তব্য তাদের এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে। তিনি বলেন—

كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ [لا نأخذ من طولها] إِلا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

"আমরা হজ্জ অথবা উমরা ছাড়া সর্বাবস্থায় ঝুলে পড়া দাড়ি ছেড়ে রাখতাম, দাড়ির দৈর্ঘ্য থেকে কিছুই কাটতাম না।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৭০]

দাড়ি ছাটার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে বলেনঃ আমাদেরকে হান্নাদ বলেছেন, আমাদেরকে উমার ইবনু হারূন বলেছেন, তিনি উসামা ইবনু যাইদ থেকে, তিনি আমর ইবনু শু'আইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তাঁর দাদা থেকে-

كَانَ ﷺ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজের দাঁড়ির দৈর্ঘ ও প্রস্থ থেকে গ্রহণ করতেন (কাটতেন)।"

---

[৬৯] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ২/২৫৫, ৬/৮২; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৫/১০৪; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৩৫০।

[৭০] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৮৪; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/২২৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৩৫০।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন: "এ হাদীসটি গরীব (অপরিচিত)। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (ইমাম বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, উমার ইবনু হারূন কোনোরকম চলনসই রাবী (مقارب الحديث)। তার বর্ণিত যত হাদীস আমি জেনেছি, সবগুলিরই কোনো না কোনো ভিত্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এ হাদীসটির কোনোরূপ ভিত্তি পাওয়া যায় না। আর এ হাদীসটি উমার ইবনু হারূন ছাড়া আর কারো সূত্রে জানা যায় না।"[৭১]

ইমাম তিরমিযীর আলোচনা থেকে আমরা তিনটি বিষয় জানতে পারি: (১) এ হাদীসটি একমাত্র উমার ইবনু হারূন ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে বর্ণিত হয় নি। একমাত্র তিনিই দাবি করেছেন যে, উসামা ইবনু যাইদ আল-লাইসী তাকে এ হাদীসটি বলেছেন। (২) ইমাম বুখারীর মতে উমার ইবনু হারূন একেবারে পরিত্যক্ত রাবী নন। (৩) উমার ইবনু হারূন বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের ভিত্তি পাওয়া গেলেও এ হাদীসটি একেবারেই ভিত্তিহীন।

এ হাদীসটির ভিত্তিহীনতার বিষয়ে অন্যান্য মুহাদ্দিস ইমাম বুখারীর সাথে একমত হলেও, উমার ইবনু হারূন ইবনু ইয়াযিদ বালখী (১৯৪ হি) নামক এ রাবীর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে তাঁরা তাঁর সাথে একমত হন নি। অধিকাংশ মুহাদ্দিস এ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবাদী ও হাদীস জালিয়াতকারী বলে উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণিত এ হাদীস ও অন্যান্য হাদীস তাঁরা মাউযূ বা জাল বলে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে আমি 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৭২]

সর্বাবস্থায় তাবিয়ীগণের যুগ থেকে অনেক ফকীহ একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করেছেন বা সমর্থন করেছেন।[৭৩]

৫. ২. ৩. সমকালীন প্রবণতা

এভাবে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সহীহ হাদীসসমূহের নির্দেশানুসারে দাড়ি প্রতিপালন করা মুমিনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং তা মুণ্ডন করা গোনাহের কাজ। আমরা জানি যে, যাদের বিরোধিতা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন সেই দাড়ি-বিহীন জাতি এখন বিশ্বে সামগ্রিক প্রাধান্য লাভ করেছে। মুসলিম দেশগুলিতেও পাশ্চাত্য জীবন-রীতির প্রভাব খুবই ব্যাপক। ফলে দাড়ি রাখা এবং বিশেষ করে বড়

---

[৭১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৯৪।
[৭২] খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৫০১-৫০৩।
[৭৩] আবূ ইউসূফ, কিতাবুল আসার ১/২৩৪; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৫/২২৫; ইবনু আব্দুল বার্‌র, আত-তামহীদ ২৪/১৪৫-১৪৬; ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১০/৩৫০; মুনাবী, ফাইদুল কাদীর ১/১৯৮, ৫/১৯৩; শাওকানী, নাইলুল আওতার ১/১৩৬; মুবারকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/৩৬-৩৯।

দাড়ি রাখা অনেকের কাছেই খুব কঠিন বিষয় বলে মনে হয়। ফলে সমাজের 'অধার্মিক' মানুষ ছাড়াও অনেক 'ধার্মিক' বা 'দীনদার' মানুষও দাড়ি কাটেন।

ফকীহদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, অতীতের বিভিন্ন সময়ে মুসলিম সমাজের কেউ কেউ দাড়ি ছাটতেন বা মুণ্ডন করতেন। সপ্তম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ফকীহ আবূ শামা (৬৬৫ হি) বলেন, "অগ্নি উপাসকদের থেকে বর্ণিত হয়েছিল যে, তারা তাদের দাড়ি কাটত বা ছোট করত। বর্তমানে কিছু মানুষের উদ্ভব হয়েছে যারা তাদের চেয়েও কঠিনতর কাজ করে, তারা তাদের দাড়ি মুণ্ডন করে।"[৭৪]

এ থেকে বুঝা যায় যে, ৭ম শতকেরও মুসলিম সমাজে দাড়ি মুণ্ডনের প্রচলন ছিল। আমরা দেখেছি যে, একাদশ শতকের ফকীহ আলাউদ্দীন হাসকাফী লিখেছেন, "এক মুষ্টির কম পরিমাণ দাড়ি ছাটা কেউই বৈধ বলেন নি। মরক্কো অঞ্চলের কিছু মানুষ এবং মেয়েদের অনুকরণপ্রিয় কিছু হিজড়া পুরুষ এরূপ সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়।"

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, দাড়ি ছোট রাখা বা মুণ্ডন করা উভয় প্রকারের কর্মই পূর্ববর্তী সময়ে বিদ্যমান ছিল। তবে বর্তমান যুগের দাড়ি কাটার প্রবণতার সাথে অতীত যুগের প্রবণতার মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে:

প্রথমত, অতীত কালে দাড়ি ছাটা বা মুণ্ডন করা মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

দ্বিতীয়ত, ধর্ম-বিমুখ মুসলিমগণই দাড়ি কাটত বা ছাটত, ধার্মিক বা দীনদার মুসলিমগণ কখনোই তা করত না।

তৃতীয়ত, দাড়ি ছাটা বা কাটা মুমিনের ব্যক্তিগত বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য করা হতো। কখনোই কোনো আলিম দাড়ি কাটা বা ছাটা বৈধ বলে মত প্রকাশ করেন নি। ফলে কোনো দাড়ি কাটা মুসলিম তার কর্মকে ইসলাম-সম্মত বলে চিন্তা করার সুযোগ পান নি।

বর্তমান যুগে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। দাড়ি মুণ্ডনের প্রবণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর পক্ষে বিভিন্ন 'ইসলামী' যুক্তি প্রয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দাড়ির ছাটা বা কাটার পক্ষে কখনো বিভিন্ন আবেগী যুক্তি পেশ করা হয়। কখনো দলিল প্রমাণ পেশ করা হয়।

৫. ২. ৩. ১. দাড়ি রাখার গুরুত্ব লাঘব

আমরা জানি যে, সকল মুমিন ইসলামের সকল বিধান পূর্ণরূপে পালন করতে পারেন না। কমবেশি বিচ্যুতি অনেকের মধ্যেই থাকে। অনেক মুসলিমই আরকানে ইসলাম, অন্যান্য ফরয বা ওয়াজিব ইবাদত পালনে অবহেলা বা

---

[৭৪] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৩৫১।

ত্রুটি করেন, অথবা হারাম বা মাকরূহ তাহরীমী কর্মে নিপতিত হন। তবে তারা এগুলিকে অপরাধ এবং পাপ জেনেই করেন। ফলে এজন্য তার মনে পাপবোধ থাকে এবং অনেকেই তাওবা করার সুযোগ পান।

কিন্তু যখন কোনো মুমিন তার পাপ বা বিচ্যুতিকে 'ইসলাম-সম্মত' বলে ধারণা করেন, তখন তিনি তাওবার সুযোগ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হন। এছাড়া অনেক সময় ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ 'অবিশ্বাস' করার কারণে তার ঈমান নষ্ট হতে পারে। যেমন মুসলিম সমাজে অনেক বিভ্রান্ত 'ফকীর' সালাত পরিত্যাগ করা, মদপান করা, ব্যভিচার করা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে 'বৈধ' বা 'উত্তম' বলে 'বিশ্বাস' করে চূড়ান্ত বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে।

এজন্য অধিকাংশ আলিম ইসলামের বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা সমাজের প্রবণতার দিকে না তাকিয়ে কুরআন-সুন্নাহের আলোকে বিধান বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তির অপারগতা বা অনিচ্ছাকে তার নিজের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। আবার কোনো কোনো আলিম যুগের প্রবণতাকে বৈধ করার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ আমি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

দাড়ি মুণ্ডনের সমকালীন প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অধিকাংশ আলিমই দাড়ির বিষয়ে হাদীস ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগে কিছু আলিম 'ইসলাম'-কে 'সহজ', 'যুক্তিগ্রাহ্য' ও 'অধিকতর গ্রহণযোগ্য' করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে, অথবা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দাড়ি মুণ্ডন বা ছাটার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো আলিম ছবি, মূর্তি, গান-বাজনা, ব্যাংকের সুদ ইত্যাদি বৈধ করার ন্যায় দাড়ি মুণ্ডনও বৈধ করে দিয়েছেন। তাঁদের মতে, দাড়ি রাখা ইসলামে কোনো জরুরী বিষয় নয়। তা 'ওয়াজিব পর্যায়ের সুন্নাত' নয়, বরং তা 'মুসতাহাব পর্যায়ের সুন্নাত' মাত্র, যা পরিত্যাগ করলে কোনো গোনাহ হবে না।

তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে উপর্যুক্ত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন। আমরা দেখেছি যে, উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে: "দশটি কর্ম 'ফিতরাত' বা মানবীয় প্রকৃতি নির্দেশিত কর্ম: (১) গোঁফ কর্তন করা, (২) দাড়ি বড় করা, (৩) মেসওয়াক করা, (৪) নাকের মধ্যে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করা, (৫) নখ কর্তন করা, (৬) দেহের অঙ্গসন্ধিগুলি ধৌত করা, (৭) বগলের নিচের চুল পরিষ্কার করা, (৮) নাভির নিচের চুল মুণ্ডন করা, (৯) পানি ব্যবহার করে শৌচকার্য করা ... এবং (১০) কুলি করা।"

তাঁরা বলেন, মেসওয়াক করা, নাক পরিষ্কার করা, কুলি করা, নখ কাটা ইত্যাদির ন্যায় দাড়ি রাখাও মুসতাহাব পর্যায়ের কর্ম। একে ওয়াজিব পর্যায়ের মনে করা ভুল। তাঁদের এ দাবি তাঁদের অজ্ঞতা বা পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তায় তাঁদের অন্ধত্ব প্রমাণ করে। এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

প্রথমত, এ হাদীসে উল্লিখিত ১০ টি কর্মের কোনোটিই 'মুস্তাহাব' পর্যায়ের নয়। বরং সবগুলিই 'ওয়াজিব' পর্যায়ের দায়িত্ব। পার্থক্য শুধু কর্মের প্রকৃতি অনুসারে পৌনঃপুন্য ও পুনরাবৃত্তির (frequency & repeatation) মাত্রায়। কেউ কি কল্পনা করতে পারেন যে, মুমিন জীবনে কখনো মেসওয়াক করবেন না বা মুখ পরিষ্কার করবেন না, নাক পরিষ্কার করবেন না, নখ কাটবেন না, দেহের অঙ্গসন্ধিগুলি ধৌত করবেন না, বগলের নিচের চুল পরিষ্কার করবেন না, নাভির নিচের চুল মুণ্ডন করবেন না, শৌচকর্ম করবেন না বা কুলি করবেন না? কেউ কি কল্পনা করতে পারেন যে, এ সকল কাজ আজীবন বর্জন করলে কারো গোনাহ্ হবে না?

এভাবে আমরা দেখছি যে, 'ফিতরাত' বা প্রকৃতি নির্দেশিত এ কর্মগুলি সবই 'ওয়াজিব' পর্যায়ের যা বর্জন করলে অবশ্যই পাপ হবে। তবে কর্মগুলি ওয়াজিব হওয়ার ধরন প্রত্যেক কর্মের প্রকৃতি অনুসারে পৃথক।

দ্বিতীয়ত, এ হাদীসে শৌচকর্মকে এ সকল প্রকৃতি নির্দেশিত কর্মের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো মুসলিম কি কল্পনা করতে পারেন যে, শৌচকর্ম বা পানি ব্যবহার মেসওয়াক বা অঙ্গসন্ধি ধৌত করার মতই একটি মুস্তাহাব কর্ম? এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এ হাদীসে উল্লিখিত দশটি কর্মের সবগুলি গুরুত্বগতভাবে একই মানের নয়। তবে সবগুলিই প্রকৃতি নির্দেশিত বলেই এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুত্বের পর্যায় ও ধরন অন্যান্য হাদীসের আলোকে বুঝতে হবে।

তৃতীয়ত, সহীহ্ মুসলিমে সংকলিত অন্য হাদীসে 'খাতনা' করাকে 'ফিতরত' বা প্রকৃতি নির্দেশিত স্বভাবজাত কর্মের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৫] এদ্বারা কি প্রমাণিত হয় যে, 'খাতনা' করা একটি মুস্তাহাব পর্যায়ের কর্ম, যা বর্জন করলে কোনো দোষ হয় না?

চতুর্থত, ইসলামী শরীয়তে সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন বা কৃত্রিমতা কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যে সকল মহিলা কৃত্রিম সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ভ্রুর চুল তুলেন বা কাটেন তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ক

[৭৫] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২২২।

কিছু হাদীস আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করব। নারীর জন্য ভ্রুর চুল উঠানো এবং পুরুষের জন্য দাড়ি মুণ্ডন করা উভয়ই কৃত্রিমভাবে সৌন্দর্য বৃদ্ধির অপচেষ্টা। ভ্রুর কয়েকটি চুল তোলা বা কাটা যদি এরূপ অভিশাপের কাজ বলে গণ্য হয়, তবে পুরো মুখের দাড়িগুলি মুণ্ডন করে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করা ও কৃত্রিমভাবে মহিলা বা দাড়িবিহীন যুবক সাজা নিঃসন্দেহে অধিকতর অভিশাপের কাজ বলে গণ্য হবে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, দাড়ি রাখা, খাতনা করা, শৌচকর্ম করা ইত্যাদি কাজকে মেসওয়াক করা, কুলি করা ইত্যাদি কাজের সাথে একত্রে 'প্রকৃতি নির্দেশিত' কর্ম হিসেবে উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, গুরুত্বের দিক থেকে সবগুলি একই পর্যায়ের। নিঃসন্দেহে সবগুলিই প্রকৃতি নির্দেশিত স্বভাবজাত 'ওয়াজিব' কর্ম। তবে গুরুত্ব, পৌনঃপুন্য ও পুনরাবৃত্তির দিক থেকে এগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যা অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়।

৫. ২. ৩. ২. দাড়ি বড় রাখার গুরুত্ব লাঘব

অন্য কতিপয় আলিম দাড়ি রাখার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন, তবে দাড়ি বড় রাখার গুরুত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন যে, ছোট-বড় যে কোনোভাবে কিছু দাড়ি রাখলেই এ বিষয়ক নির্দেশ পালিত হবে। এদেরও উদ্দেশ্য মহৎ। তাঁরা আগ্রহী মানুষদের জন্য ইসলামকে সহজ, অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও আধুনিক সমাজব্যবস্থার উপযোগী করে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

তাদের মতের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন যে, হাদীসে দাড়ি রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এ নির্দেশের কোনো সীমা কোনোভাবে নির্ধারণ করা হয় নি। কাজেই যতটুকু দাড়ি রাখলে মানুষের দৃষ্টিতে 'দাড়ি রাখা' বলে গণ্য হয়, ততটুকু দাড়ি রাখলেই হাদীসের নির্দেশ পালিত হবে। বড় দাড়ি বা ছোট দাড়ি সবই এক্ষেত্রে সমান।

দাড়ি বিষয়ক উপরে উল্লিখিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এ মতটি সঠিক নয়। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) হাদীস শরীফে কোথাও দাড়ি 'রাখতে' নির্দেশ দেওয়া হয় নি। বরং সকল হাদীসে দাড়ি বড় রাখতে, বড় করতে, সঞ্চয় করতে, লম্বা করতে এবং ঝুলিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই 'বড় করা', 'লম্বা করা' 'সঞ্চয় করা' বা 'ঝুলিয়ে দেওয়ার' কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয় নি। এজন্য ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল ও অন্য অনেক ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, দাড়ি যত বড়ই হোক তা কোনো অবস্থাতেই ছোট করা যাবে না। এক মুষ্টি, দুই মুষ্টি বা তার বেশি হলেও নয়। কারণ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ লজ্ঘন করা হবে। তিনি বড় করতে নির্দেশ দিয়েছেন, দৈর্ঘের কোনো সীমা নির্ধারণ করেন নি এবং নিজেও কোনোভাবে দাড়ি ছাটেন নি।

এ মতটি হাদীসের আলোকে শক্তিশালী। এজন্য আধুনিক যুগেও কোনো কোনো হাদীস-নির্ভর আলিম এ মত সমর্থন করেছেন। সৌদি আরবের প্রধান মুফতী শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু বায এ মত সমর্থন করে বলেন, "এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা বৈধ বলা আপত্তিকর। সঠিক মত এই যে, দাড়ি বড় করা ও কর্তন-হীনভাবে ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। কোনোভাবে দাড়ির কোনো অংশ কর্তন করা হারাম, এমনকি তা যদি এক কব্জির অতিরিক্তও হয়। ... কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সহীহ হাদীসগুলি এ কথাই নির্দেশ করে। ...দু-একজন সাহাবীর কর্ম দিয়ে সুন্নাতের নির্দেশ লঙ্ঘন করা যায় না। বিশেষত, তাদের কর্মের অন্য ব্যাখ্যার অবকাশ আছে।"[৭৬]

(২) হাদীস শরীফে সুস্পষ্টত দাড়ি ছোট করতে বা ছাটতে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, ইহুদি নাসারগণ দাড়ি ছোট করে রাখে এবং গোঁফ বড় করে। তিনি বলেনঃ তোমরা গোঁফ ছোট করে রাখবে এবং দাড়ি বড় করে রাখবে এবং ইহুদি নাসারাদের বিরোধিতা করবে। যতটুকু পারবে শয়তানের বন্ধুদের বিরোধিতা করবে।" এখানে সুস্পষ্টতই ছোট দাড়ি রাখার বিষয়ে শয়তানের বন্ধুদের বিরোধিতা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৩) নিজের বিবেক, যুক্তি ও পারিপার্শিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যদি আমরা এ বিষয়ে হাদীস ও সাহাবীগণের কর্ম বিবেচনা করি, তবে আমর স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, দাড়ি বড় রাখাই ইসলামের নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের রীতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কখনো দাড়ি ছাটেন নি বা ছোট করেন নি। দু-একজন সাহাবী হজ্জ-উমরায় মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটেছেন। এছাড়া কখনো তাঁরা কোনোভাবে দাড়ি ছাটতেন বলে জানা যায় না। যে বিষয়ে হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে তা পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের রীতি-পদ্ধতির বিরোধিতা করার অধিকার কি আমাদের আছে? এরূপ বিরোধিতাকে দীন বলে গণ্য করা কি ঠিক হতে পারে?

(৪) হাদীসের নির্দেশনা এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামতের আলোকে মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ একমত যে একমুষ্টির কম দাড়ি ছাটা নিষিদ্ধ। একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছাটা যাবে কিনা সে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন।

(৫) সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্ম, মতামত ও পূর্ববর্তী ফকীহগণের মতামত বাদ দিয়ে এ বিষয়ক হাদীসগুলির আলোকে কেউ যদি নতুনভাবে ইজতিহাদ করতে চান

---

[৭৬] যাকারিয়া কান্ধালভী ও শাইখ ইবনু বায, উজুবু ই'ফাইল লিহইয়া, পৃ. ১৮-১৯।

তবে তাঁকে দুটি মতের একটি গ্রহণ করতে হবে। হয় তিনি শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু বায এর মত বলবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাড়ি বড়, লম্বা, ঝুলানো বা সঞ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দৈর্ঘ, ঝুল বা সঞ্চয়ের সীমা নির্ধারণ করেন নি। কাজেই দাড়ি যত বড়, লম্বা ও দীর্ঘই হোক তা রেখে দিতে হবে। কোনোভাবেই তা ছেটে ছোট করা যাবে না।

অথবা তিনি বলতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাড়ি বড়, লম্বা, ঝুলানো বা সঞ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দৈর্ঘ, ঝুল বা সঞ্চয়ের সীমা নির্ধারণ করেন নি। কাজেই যতটুকু দাড়ি রাখলে মানুষের দৃষ্টিতে 'বড় দাড়ি', 'লম্বা দাড়ি', 'ঝুলানো দাড়ি' বা 'সঞ্চিত দাড়ি' বলে মনে হবে, ততটুকু দাড়ি রাখলেই এ সকল হাদীসের নির্দেশ পালিত হবে।

তবে এক্ষেত্রে সমস্যা হবে 'বড় দাড়ি' বা 'লম্বা দাড়ি'র সীমারেখা নিয়ে। কেউ হয়ত এক ইঞ্চিকেই বড় মনে করবেন এবং কেউ বলবেন ৪ ইঞ্চির কম দাড়ি বড় বলে গণ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও দীনের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে ব্যক্তির নিজের দাবি বা বুঝের উপরে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আর এজন্যই সাহাবী-তাবিয়ীগণকে সুন্নাত পালন ও বুঝার জন্য মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, সফলতা ও জান্নাতের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ ও মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৭৭] আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাধারণভাবে তাঁর সাহাবীগণকে সুন্নাতের মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া পরবর্তী দুই প্রজন্মের বিশেষ মর্যাদা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ক হাদীসগুলি আমি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৭৮]

(৬) এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, দাড়ি ছোট রাখলে দাড়ি বিষয়ক হাদীসগুলির নির্দেশ পালিত হয় না। আমরা দাবি করছি না যে, এক মুষ্টির কম দাড়ি রাখা আর দাড়ি একেবারে না রাখা সমান। আমরা জানি, পুরুষের 'সতর' বা 'আওরাত' নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত। এ স্থানটুকু পুরোপুরি আবৃত না করলে 'আওরাত' আবৃত করার ফরয পালিত হবে না। কিন্তু তাই বলে হাঁটু অনাবৃত রাখা, উরু অনাবৃত রাখা এবং পুরো 'আওরাত' অনাবৃত রাখা একই পর্যায়ের অপরাধ নয়। অনুরূপভাবে দাড়ি বড় না রাখলে এ বিষয়ক হাদীসগুলির নির্দেশ পুরোপুরি পালিত হবে না। তবে মুণ্ডন করার চেয়ে কিছু রাখা উত্তম এবং হাদীসের নির্দেশ পালনের পথে কিছুটা অগ্রসর হওয়া বলে গণ্য হবে।

---

[৭৭] সূরা তাওবা: ১০০ আয়াত।

[৭৮] আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৫৭, ৬৩-৬৪, ৮৫-৮৯, ৯৪-১০৫।

৫. ২. ৩. ৩. ইসলামী আবেগ ও যুক্তি

নিজের ত্রুটি বা অপরাধ নিজের মনে বা অন্যের কাছে স্বীকার করা খুবই কঠিন কাজ। অপরাধবোধ থাকলেই সংশোধনের আকুতি আসে। এজন্য মানবীয় প্রকৃতি সর্বদা চায় নিজের 'বিচ্যুতির' জন্য একটি 'ওযর' বা যুক্তি খাড়া করতে। দাড়ি-বিহীন সভ্যতার মধ্যে দাড়ি রেখে বা বড় দাড়ি রেখে 'অসভ্য' হতে অস্বস্তি বোধ করেন অনেক 'দীনদার' ইসলামপ্রিয় মানুষ। তারা তাদের নফসানিয়াতকে 'ইসলামী লেবাস' পরানোর চেষ্টা করেন। তাদের একটি বিশেষ যুক্তি যে, দাড়ি রাখলে বা দাড়ি বড় রাখলে সাধারণ মানুষদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হবে। তারা দাড়ি রাখার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে না।

এরূপ 'যুক্তি' কঠিন আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। প্রচারকের দাড়ির কারণে প্রচার বাধাগ্রস্ত হলে বিশ্বের কোনো ইসলামী দল বা দাওয়াতই প্রসারিত হতো না। শুধু 'দাড়ি রাখার' কারণে যেমন কোনো দলের অন্তর্ভুক্তি কমেনি, তেমনি দাড়ি মুণ্ডনের ফলে কোনো ইসলাম বিরোধী দল, দেশ বা শক্তি কখনোই কোনো ইসলামী ব্যক্তিত্বকে 'আপন' বা 'লিবারেল' বলে গ্রহণ করে নি।

এরপরও, যদি সত্যিই দাড়ির কারণে অন্য মানুষের ইসলাম গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়, তবে কি আমার জন্য দাড়ি কাটা বৈধ হবে? দাড়ি বিহীন বে-নামাযীকে আমি কখনোই দাড়ির দাওয়াত দিব না, বরং নামাযের দাওয়াত দিব। কিন্তু দাড়ি বিহীন ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি দাড়ি কাটব? মদখোরকে দা'ওয়াত দেওয়ার জন্য আমি তার সাথে মদ পান করব? একজন বেপর্দা মহিলাকে দওয়াত দেওয়ার জন্য আমিও বেপর্দা হব? অন্যের 'ইসলাম গ্রহণের আশায়' আমি কি পাপ করতে পারি? পাপ করা তো দূরের কথা, 'অন্যের ইসলাম গ্রহণের আশায়' আমি কি আমার কোনো নফল-মুসতাহাব কর্ম পরিত্যাগ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ কি কখনো কাফিরদের ইসলাম গ্রহণকে সহজ করার জন্য নিজেদের তাহাজ্জুদ, নফল সালাত, নফল সিয়াম ইত্যাদি বাদ দিয়েছেন?

পারস্যের মানুষেরা দাড়ি ছাটত এবং কাটত। তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ কি দাড়ি কেটেছেন বা ছেটেছেন? শুধু তাই নয়, তাদের ইসলাম গ্রহণের আশায় দাড়ি মুণ্ডনের প্রতি আপত্তি প্রকাশ কি তারা বন্ধ রেখেছেন? ইমাম তাবারী তার সনদে উদ্ধৃত করেছেন যে, পারস্যের সম্রাট রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট দুজন দূত প্রেরণ করেন:

دَخَلاَ عَلَىْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا فَكَرِهَ النَّظْرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا؟ قَالاَ أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا يَعْنِيَانِ كِسْرٰىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ لٰكِنَّ رَبِّيْ قَدْ أَمَرَنِيْ بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِيْ وَقَصِّ شَارِبِيْ.

"উক্ত দূতদ্বয়ের দাড়ি মুণ্ডিত ছিল ও গোঁফ বড় ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে অপছন্দ করেন। এরপর তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমাদেরকে এরূপ করতে কে নির্দেশ দিয়েছে? তারা বলে, আমাদের প্রভু অর্থাৎ সম্রাট। তিনি বলেন, কিন্তু আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমার দাড়ি বড় করতে এবং গোঁফ কাটতে।"[৭৯]

দাড়ির বিষয়ে এ সকল কথা অনেক আবেগী মুসলিমের কাছে খারাপ লাগে। তারা প্রশ্ন করেন, দাড়িই কি ইসলাম? দাড়ি মুণ্ডন করলে কি মুসলমান থাকা যায় না? আলিমগণ দাড়ি নিয়ে এত কথা বলেন কেন? তাঁরা বলেন, দাড়ি সম্পর্কে কথা বলা দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছুই নয়। যেখানে সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত, লক্ষ-কোটি মুসলিম ঈমান-হারা, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি আরকানুল ইসলাম অবহেলিত, সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নয়... সেখানে দাড়ি নিয়ে কথা বলা ধর্মকে বিকৃত করা ছাড়া কিছুই নয়... যেখনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা নিয়ে কথা নেই, সেখানে 'দাড়ি' প্রতিষ্ঠা নিয়ে মারামারি করা হচ্ছে!!!

শুধু দাড়ির বিষয়ে নয়, পর্দার বিষয়ে, নামাযের বিষয়ে বা অন্যান্য বিষয়ে কথা বললেও বেপর্দা ধার্মিক বা বেনামাযি ধার্মিক এরূপ কথা বলেন। বস্তুত কোন্ বিষয়ের কতটুকু গুরুত্ব তা কুরআন ও হাদীসের আলোকেই নির্ধারণ করতে হবে, নিজের বিবেক বা যুক্তি দিয়ে নয়। কোনো আলিমই দাবি করেন না যে, দাড়িই ইসলাম অথবা দাড়িই ইসলামের প্রধান ইবাদত। দাড়ি রাখা ইসলামের অনেক ওয়াজিব দায়িত্বের একটি দায়িত্ব। দাড়ি না রাখলে কেউ ঈমানহারা হন না। কেউ যদি দাড়িকে ঈমান, সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, হালাল উপার্জন, হারাম বর্জন, বান্দার অধিকার প্রদান ইত্যাদি ফরয ইবাদতের চেয়ে বড় বলে মনে করেন তবে নিঃসন্দেহে তিনি বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত।

---

[৭৯] তাবারী, তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক ২/১৩৩।

অপরদিকে কেউ যদি দাড়ির গুরুত্ব অস্বীকার করেন, দাড়ি না রেখেই নিজেকে 'ভাল' বা 'দীনদার' মুসলিম মনে করেন তবে তিনি আরো কঠিন বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত। এ বিষয়ে সতর্ক করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা জানি যে, মুমিনের মধ্যে পাপ বা বিচ্যুতি থাকাই স্বাভাবিক। তবে পাপকে পাপ হিসেবে স্বীকার করতে হবে। তাহলে সংশোধনের ও তাওবার সুযোগ হতে পারে। অন্তত নিজের ত্রুটির কারণে মনে অনুতাপ থাকতে হবে। কিন্তু মুমিন যদি নিজের পাপ বা বিচ্যুতিকে বৈধ, ইসলাম সম্মত বা ইসলামের জন্য কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করেন, তবে তিনি অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

দাড়ির বড় রাখার নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বড় দাড়ির বর্ণনা বিষয়ক সহীহ হাদীসগুলি প্রায় মুতাওয়াতির পর্যায়ের। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা নিশ্চিত জানতে পারি যে, দাড়ি প্রতিপালন করলে মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মহান সাওয়াব লাভ করবেন। দাড়ি কাটলে গোনাহের পরিমাণ কতটুকু সেই হিসাব নিয়ে বিতর্ক না করে, দাড়ি রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ পালন ও তাঁর অনুকরণের মহান সাওয়াব অর্জনের জন্য চেষ্টা করাই ঈমানের দাবি। বিশেষত এ ইবাদতটি পালন করতে আমাদের কোনে জাগতিক ক্ষতি হচ্ছে না। সমাজের ধর্মহীন বা ধর্ম বিরোধী মানুষের সামনে 'সেকেলে' বা 'মোল্লা' বলে গণ্য হওয়া ছাড়া সাধারণভাবে অন্য কোনো ক্ষতি আমাদের হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ খুশি হবেন বলে আমরা নিশ্চিত। কিন্তু তাঁর নির্দেশ অমান্য করব আমরা কাকে খুশি করতে? একমাত্র শয়তান ও ইসলাম বিরোধী মানুষেরা ছাড়া আর কেউ কি খুশি হবেন? মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।

৫. ৩. গোঁফ, নখ ইত্যাদি

উপরের হাদীসগুলিতে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোঁফ ছাটতে, কাটতে বা ছোট করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ক একটি হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন-

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গোঁফ কাটতেন বা গোঁফ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন।" তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন।[৮০]

---

[৮০] তিরমি ী, আস-সুনান ৫/৯৩; মুবারাকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/৩৪।

অন্য হাদীসে যাইদ ইবনু আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا.

"যে ব্যক্তি তার গোঁফ থেকে কিছু গ্রহণ না করে (না কাটে) সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" হাদীসটি সহীহ।[৮১]

হাদীসগুলিতে গোঁফের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে:

১। إحفاء অর্থাৎ ছাটা বা নির্মূল করা।

২। إنهاك অর্থাৎ দুর্বল করা, ছোট করা বা শেষ করা।

৩। أخذ অর্থাৎ গ্রহণ করা বা কিছু অংশ কাটা।

৪। قص অর্থাৎ কাটা।

হাদীসের শব্দাবলির পার্থক্যের ভিত্তিতে ছাটা বা কাটার সীমা নির্ধারণে মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। গোঁফ ছাটা, কাটা বা ছোট করা তিন প্রকার হতে পারে:

(১) উপরের ঠোঁটের প্রান্ত প্রকাশিত রেখে গোঁফ রাখা।

(২) কাঁচি বা অনুরূপ কিছু দিয়ে তা আরো ছোট করে ফেলা।

(৩) ক্ষুর বা ব্লেট দিয়ে তা একেবারে মুণ্ডন করা।

কোনো কোনো ফকীহ প্রথম প্রকার ছাটা উত্তম বলেছেন এবং তৃতীয় প্রকারের মুণ্ডন 'মাকরূহ' বলে গণ্য করেছেন। অন্য অনেকে তিন প্রকারের ছাটা বা মুণ্ডন করাই সমান বৈধ ও সুন্নাত-সম্মত বলে গণ্য করেছেন।[৮২]

এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ তাহতাবী (১২৩১ হি) বলেন, "তাহাবী বলেছেন, গোঁফ ছোট করা মুস্তাহাব। একেবারে নির্মূল করার চেয়ে ছোট করা আমরা উত্তম মনে করি। শারহু শিরআতিল ইসলাম গ্রন্থে বলা হয়েছে, (إعفاء) বা ছোট করা প্রায় মুণ্ডন করার মতই। তবে মুণ্ডন করার কথা কোথাও বর্ণিত হয় নি। বরং কোনো কোনো আলিম তা মাকরূহ মনে করেছেন এবং তা বিদ'আত বলে গণ্য করেছেন। খানিয়া গ্রন্থে রয়েছে, গোঁফ এমনভাবে কাটবে যেন উপরের ঠোঁটের উপরের প্রান্তের সমান থাকে। এতে গোঁফ ভ্রুর মত হবে।"[৮৩]

---

[৮১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৯৩; আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৪১২।

[৮২] মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/৩৪-৩৫; মুনাবী, ফাইদুল কাদীর ৪/৫১৮; শাওকানী, নাইলুল আওতার ১/১১০; ইবনু আবেদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ৬/৪০৫-৪০৭; তাহতাবী, হাশিয়াতুত তাহতাবী ২/৫২৪-৫২৬।

[৮৩] তাহতাবী, হাশিয়াতুত তাহতাবী ২/৫২৬।

গোঁফ, নখ ইত্যাদি কর্তনের সময়সীমা ও দিন তারিখ সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা হাদীসে পাওয়া যায়। এক হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন-

وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

"গোঁফ কর্তন করা, নখ কাটা, বগল পরিষ্কার করা ও নাভির নিম্নের চুল মুণ্ডন করার বিষয়ে আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, আমরা এগুলি ৪০ (চল্লিশ) দিনের বেশি পরিত্যাগ করব না।"[৮৪]

এ হাদীসে সর্বোচ্চ সময় ৪০ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু সর্বনিম্ন বা উত্তম কোনো সময় আছে কি? এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সনদে কিছু বর্ণিত হয় নি। বস্তুত ৪০ দিনের মধ্যে প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে এ বিষয়ক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করলেই মূল ইবাদত পালিত হবে। বিশেষ কোনো দিন বা সময়ের বিশেষ কোনো ফযীলত নেই। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি শুক্রবারে গোঁফ কাটতেন ও আনুষঙ্গিক পরিচ্ছনতা অর্জন করতেন। আবূ হুরাইরার (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে-

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ শুক্রবার সালাতুল জুমু'আর জন্য বের হওয়ার আগে নিজ নখ কাটতেন এবং নিজ গোঁফ ছাটতেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৮৫]

অন্য হাদীসে তাবিয়ী মুহাম্মাদ আল-বাকির (১১৪ হি) বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ শুক্রবারে তাঁর গোঁফ ছাটতে এবং নখ কাটতে পছন্দ করতেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৮৬]

---

[৮৪] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২২২।
[৮৫] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৪৪; শুআবুল ঈমান ৩/২৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৭০-১৭১; আলবানী, যায়ীফাহ ৩/২৩৯-২৪০।
[৮৬] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৪৪; আলবানী, যায়ীফাহ ৩/২৩৯-২৪০।

অন্য হাদীসে তাবিয়ী নাফি বলেন-

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ.

"আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) প্রতি শুক্রবারে তাঁর নখ কাটতেন এবং গোঁফ ছাটতেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৮৭]

অনুরূপভাবে অন্য আরো কয়েকজন সাহাবী থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা শুক্রবারে গোঁফ ছাটতেন ও নখ কাটতেন।[৮৮]

একটি অত্যন্ত দুর্বল সনদের হাদীসে বৃহস্পতিবারে নখ ইত্যাদি কর্তনের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আলী (রা) এর সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসে বলা হয়েছে:

قَصُّ الظُّفْرِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَالطِّيْبُ وَاللِّبَاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

"নখ কাটা, বগল পরিষ্কার করা, নাভির নিম্নের চুল মুণ্ডন করা বৃহস্পতিবার। আর সুগন্ধি ও পোশাক শুক্রবার।"[৮৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, শুক্রবারে গোঁফ, নখ ইত্যাদি কাটার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কর্ম এবং সাহাবীগণের কর্ম বিষয়ক উপরের হাদীসগুলি সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হলেও, এ দিনে এ সকল কর্মের বিশেষ ফযীলত বা অতিরিক্ত সাওয়াব বিষয়ক কোনোরূপ কোনো বর্ণনা সহীহ বা গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে জাল বা অত্যন্ত দুর্বল দু একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। মূলত যখন প্রয়োজন হবে তখনই গোঁফ, নখ ইত্যাদি কর্তন করাই মুসতাহাব। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, "বৃহস্পতিবারে নখ কাটা মুসতাহাব হওয়ার বিষয়ে কোনো বর্ণনা প্রমাণিত হয় নি। এ বিষয়ক বর্ণনার সনদ অজ্ঞাত....। এ বিষয়ে শুক্রবার বিষয়ক যে বর্ণনা রয়েছে তা অপেক্ষাকৃত অধিকতর গ্রহণযোগ্য।.. নির্ভর করার মত কথা এই যে, বিষয়টি মুসলিমের জন্য উন্মুক্ত। যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে করাই মুসতাহাব।[৯০]

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, নখ কাটার পদ্ধতি সম্পর্কেও কোনো নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ বা গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে আলোচনা করেছি।[৯১]

---

[৮৭] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৪৪; আলবানী, যায়ীফাহ ৩/২৩৯-২৪০।
[৮৮] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৪৪।
[৮৯] দাইলামী, আল-ফিরদাউস ৫/৩৩৩; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৩৪৬; আলবানী, যয়ীফুল জামি', পৃ. ৫৯৭।
[৯০] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৩৪৬।
[৯১] ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১০/৩৪৫-৩৪৬;
মুনাবী, ফাইদুল কাদীর ৪/৫১৮; হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৫০৪-৫০৫।

৫. ৪. ভ্রু, পাপড়ি, উল্কি ও নাক-কান ফোঁড়ানো

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সৌন্দর্য চর্চার ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। এজন্য ভ্রু বা পাপড়ি তুলে ফেলতে, দেহ কেটে উল্কি লাগাতে, দাঁতের মাঝে কৃত্রিম ফাঁক তৈরি করতে বা অনুরূপ সকল কৃত্রিমতা তিনি নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ.

"যে সকল নারী উল্কি কাটে, যে সকল নারী অন্যকে দিয়ে নিজের দেহে উল্কি কাটায়, যে সকল নারী কপাল বা ভ্রুর চুল উঠায় বা চিকন করে, যে সকল নারী অন্যকে দিয়ে নিজের কপাল বা ভ্রু চুল উঠায় বা চিকন করে এবং যে সকল নারী কৃত্রিমভাবে দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে, যারা এভাবে সৌন্দর্যের জন্য এ সকল কাজ করে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে তাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন।"[৯২]

পুরুষ বা নারীর দেহে পানি নিরোধক বা স্থায়ী রং দিয়ে কিছু আঁকা বা লেখা, সূচ, এসিড বা অনুরূপ কিছু কেমিক্যাল ব্যবহার করে দেহে কিছু আঁকা, লেখা, খোদাই করা ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের হারাম ও অভিশাপযোগ্য কর্ম।

উপরের হাদীসগুলির আলোকে মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, পুরুষের বা পুত্র শিশুর কান, নাক ইত্যাদি ছিদ্র করা হারাম। মেয়েদের বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফিয়ী ও অন্য অনেক ফকীহ মহিলাদের ক্ষেত্রেও কান ছিদ্র করা হারাম বলে গণ্য করেছেন। উপরের হাদীস এবং এ অর্থে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসকে তাঁরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। এ সকল হাদীসে সৌন্দর্যের জন্য কৃত্রিমতা, দেহ ছিদ্র করা এবং সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন, কর্তন বা ক্ষত সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর কান ছিদ্র করা এ পর্যায়েরই কর্ম।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল ও অন্যান্য অনেক ফকীহ কন্যা শিশু ও মহিলাদের ক্ষেত্রে কান ছিদ্র করা বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ

---

[৯২] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৮৫৩, ৫/২২১৬, ২২১৮, ২২১৯; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৭৮।

ﷺ এর সময়ে মুসলিম মহিলারা কানে দুল পরিধান করতেন। বাহ্যত তারা কানে ছিদ্র করেই দুল পরিধান করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে কোনো আপত্তি বা নিষেধ জানান নি। এতে বুঝা যায় যে, মেয়েদের জন্য কান ছিদ্র করা অনুমোদিত। একটি দুর্বল সনদের হাদীসে কান ছিদ্র করার পক্ষে ইবনু আব্বাস (রা) এর একটি মত বর্ণিত হয়েছে।[৯৩]

মহিলাদের নাক ছিদ্র করে নাকে অলঙ্কার পরিধানের বিষয়ে প্রাচীন আলিমগণ কিছু বলেন নি। কারণ আরব ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলিতে এর প্রচলন ছিল না এবং এখনো নেই। ত্রয়োদশ হিজরী শতকের হানাফী ফকীহ ইবনু আবেদীন মুহাম্মাদ আমীন (১২৫৬ হি) উল্লেখ করেছেন যে, মহিলাদের জন্য কান ফোঁড়ানোর ন্যায় নাক ফোঁড়ানোও বৈধ হওয়া উচিত।[৯৪]

শেষ কথা

পোশাক-পরিচ্ছদ ও দৈহিক পারিপাট্য বিষয়ক আমাদের এ আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এ পুস্তকের মধ্যে যদি কল্যাণকর কিছু থেকে থাকে তা শুধু মহান প্রতিপালক আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর দয়া ও তাওফীকের কারণেই। আর এর মধ্যে যা কিছু ভুল, ভ্রান্তি আছে সবই আমার অযোগ্যতার কারণে এবং শয়তানের কারণে। আমি রাব্বুল আলামীনের দরবারে সকল ভুল, অন্যায় ও বিভ্রান্তি থেকে তাওবা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

মহিমাময় প্রভু আল্লাহর দরবারে সকাতর প্রার্থনা, তিন দয়া করে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, যাদেরকে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি ও যারা আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসেন তাঁদের সকলের এবং পাঠক-পাঠিকাগণের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমিন! আল্লাহর মহান রাসূলের জন্য এবং তাঁর সাহাবী ও পরিজনদের জন্য সালাত ও সালাম। প্রথমে ও শেষে সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্ত।

---

[৯৩] হাইসামী, মাজমউয যাওয়াইদ ৪/৫৯; ইবনু হাজার আসকালানী, তালখীসুল হাবীর ৪/১৪৮; ফাতহুল বারী ৯/৫৮৯, ১০/৩৩১; শাওকানী, নাইলুল আওতার ৫/২৩০; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম মূসা, আল-মাসউলিয়্যাতুল জাসাদিয়্যাহ, পৃ. ২২৫-২২৭।

[৯৪] ইবনু আবেদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ৬/৪২০।

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় যে সকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো। পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে গ্রন্থাকারগণের মৃত্যুতারিখের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলো। মহান আল্লাহ এসকল ইমাম, আলিম ও গ্রন্থাকারকে অফুরন্ত রহমত, মাগফিরাত ও মর্যাদা প্রদান করুন, যাঁদের রেখে যাওয়া জ্ঞান-সমুদ্র থেকে সামান্য কিছু নুড়ি কুড়িয়ে এ গ্রন্থে সাজিয়েছি।

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. আবু হানীফা, নুমান ইবনু সাবিত (১৫০ হি), আল-মুসনাদ, শারহু মুল্লাহ আলী কারী, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

৩. মা'মার ইবনু রাশিদ (১৫১ হি), আল-জামি' (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি)

৪. আবূ ইউসূফ, ইয়াকূব ইবনু ইবরাহীম (১৮২হি), কিতাবুল আসার (বৈরুত, দারুল কুতবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৫ হি)

৫. মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি), আল-মুআত্তা (মিসর, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী)

৬. ইবনুল মুবারাক, আব্দুল্লাহ (১৮১ হি), আয-যুহদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

৭. মুহাম্মাদ ইবনু হাসান (১৮৯ হি), আল-মাবসূত (করাচী, ইদারাতুল কুরআন)

৮. শাফিয়ী, মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (২০৪ হি), কিতাবুল উম্ম (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৩৯৩ হি)

৯. আব্দুর রাযযাক সান'আনী (২১১ হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি)

১০. আবূ উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লাম আল-হারাবী (২২৪ হি), গরীবুল হাদীস (ভারত,হাইদারাবাদ, দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়া, ১৯৬৬)

১১. সাইদ ইবনু মানসূর (২২৭ হি), আস-সুনান (রিয়াদ, দারুল উসাইমী, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি)

১২. ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ (২৩০ হি) আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দারু সাদির)

১৩. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, আল-কিসমুল মুতাম্মিম (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ, ১৪০৮)

১৪. ইবনুল জা'দ, আলী ইবনুল জা'দ আল-জাওহারী (২৩০ হি), আল-মুসনাদ (বৈরুত, মুআসসাসাতু নাদির, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)

১৫. ইবনু আবী শাইবা, আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (২৩৫ হি), আল-মুসান্নাফ (সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি)

১৬. ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (২৩৮ হি), আল-মুসনাদ (মদীনা মুনাওয়ারা,

মাকতাবাতুল ঈমান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)

১৭. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮)

১৮. আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-ইলাম ও মা'রিফাতুর রিজাল (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)

১৯. হান্নাদ ইবনু আস-সুররী (২৪৩হি), আয-যুহদ (কুয়েত, দারুল খুলাফা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬হি)

২০. আবদ ইবনু হুমাইদ (২৪৯ হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)

২১. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)

২২. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আল-আদাবুল মুফরাদ (বৈরুত, দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৯)

২৩. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর (বৈরুত, দারুল ফিকর)

২৪. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি), আস-সহীহ (কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা)

২৫. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আল-মুনফারিদাত ওয়াল উহদান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)

২৬. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)

২৭. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস, আল-মারাসীল (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ ১৪০৮ হি)

২৮. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)

২৯. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী)

৩০. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আল-শামাইল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ (মক্কা মুকাররামাহ, আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ, ৪র্থ মুদ্রন, ১৯৯৬)

৩১. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর (বৈরুত, আলামুল কুতুব, আবু তালিব কাযী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯)

৩২. আবু বকর কুরাশী, আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (২৮১ হি), মাকারিমুল আখলাক (কাইরো, মিসর, মাকতাবাতুল কুরআন ১৪১১/১৯৯০)

৩৩. শাইবানী, আহমদ ইবনু আমর (২৮৭ হি), আল-আহাদ ওয়াল মাসানী (রিয়াদ, দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১)

৩৪. বাযযার, আবু বকর আহমদ ইবনু আমর (২৯২ হি) আল-মুসনাদ (বৈরুত, মুআসসাসাতু উলুমিল কুরআন, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি)
৩৫. আসলাম ইবনু সাহল, আবুল হাসান (২৯২হি), তারীখু ওয়াসিত (বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬হি)
৩৬. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী (২৯৪হি:), তা'যীমু কাদরিস সালাত (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুদ দার, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬হি:)
৩৭. হাকীম তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (৩০০ হি), নাওয়াদিরুল উসূল (বৈরুত, দারুল জীল, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
৩৮. নাসাঈ, আহমদ ইবনু শু'আইব (৩০৩ হি) আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১)
৩৯. নাসাঈ, আহমদ ইবনু শুআইব, আস-সুনান (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতবূ'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৬)
৪০. ইবনুল জারূদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আলী (৩০৭হি) আল-মুনতাকা (বৈরুত, মুআস্‌সাতুল কিতাব আস-সাকাফিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
৪১. আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী, আহমদ ইবনু আলী (৩০৭ হি), আল-মুসনাদ (দামেশক, দারুল মামূন, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)
৪২. তাবারী, আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তাফসীরঃ জামিউল বায়ান (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি)
৪৩. তাবারী, তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি)
৪৪. ইবনু খুযাইমা, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩১১ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৭০)
৪৫. আবু আওয়ানা, ইয়াকূব ইবনু ইসহাক (৩১৬), আল-মুসনাদ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
৪৬. তাহাবী, আবু জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১ হি), শারহু মা'আনীল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি)
৪৭. ইবনু আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ (৩২৭ হি), আল-জারহু ওয়াত তাদীল (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৫২)
৪৮. ইবনু আবী হাতিম, আল-ইলাল (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৪০৫ হি)
৪৯. শাশী, হাইসাম ইবনু কুলাইব (৩৩৫ হি), মুসনাদুশ শাশী (মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, ১ম প্রকাশ, ১৪১০হি)
৫০. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ (৩৫৪ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
৫১. ইবনু হিব্বান, কিতাবুল মাজরুহীন (সিরিয়া, হালাব, দারুল ওয়াঈ)

৫২. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি.) আল-মু'জামুল কাবীর (মাওসিল, ইরাক, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫)
৫৩. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ, আল-মু'জামুল আউসাত (কাইরো, দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি)
৫৪. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ, আল-মু'জামুস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
৫৫. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ, মুসনাদুশ শামিয়্যীন (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)
৫৬. রামহুরমুযী, হাসান ইবনু আব্দুর রাহমান (৩৬০ হি), আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৪ হি)
৫৭. ইবনু আদী, আব্দুল্লাহ ইবনু আদী আল-জুরজানী (৩৬৫ হি) আল-কামিল ফী দুআফাইর রিজাল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৮)
৫৮. জাস্সাস, আবূ বাকর আহমদ ইবনু আলী (৩৭০হি), আহকামুল কুরআন (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি.)
৫৯. দারাকুতনী, আলী ইবনু উমর (৩৮৫ হি), আল-ইলাল (রিয়াদ, দারু তাইবা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
৬০. আল-জাওহারী, ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (৩৯৩ হি), আস সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯)
৬১. ইবনু ফারিস, আহমদ (৩৯৫হি.), মু'জাম মাকায়ীসুল লূগাহ (ইরান, কুম, মাকতাবুল ইলাম আল-ইসলামী, ১৪০৪ হি.)
৬২. হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫হি), আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
৬৩. লালকায়ী, হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান (৪১৮হি), ই'তিকাদু আহলিস সুন্নাতি (রিয়াদ, দারু তাইবা, ১ম প্রকাশ, ১৪০২ হি)
৬৪. কুদুরী, আবুল হাসান, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৪২৮হি), মুখতাসারুল কুদুরী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৬৫. আবু নু'আইম ইসপাহানী, আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৩০ হি), মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফা (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাউসার, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫হিঃ)
৬৬. আবু নুআইম ইসপাহানী, আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ, হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪০৫ হি)
৬৭. ইবনু হায্ম যাহিরী, আলী ইবনু আহমদ (৪৫৬হি), আল-মুহাল্লা (বৈরুত, দারুল আফাকিল জাদীদা, তা. বি.)
৬৮. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি), শু'আবুল ঈমান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি)

৬৯. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮হি.), আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, সৌদি আরব, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪)
৭০. ইবনু আব্দিল বার, ইউসূফ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৬৩ হি) আত-তামহীদ (মরক্কো, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ১৩৮৭ হি)
৭১. খতীব বাগদাদী, আহমদ ইবনু আলী (৪৬৩ হি) তারীখু বাগদাদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৭২. সারাখসী, আবু বাকর, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৪৯০ হি.), আল-মাবসূত (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯)
৭৩. গাযালী, আবু হামিদ, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৫০৫ হি) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
৭৪. দাইলামী, শীরওয়াইহি ইবনু শাহারদার (৫০৯হি) আল-ফিরদাউস (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬)
৭৫. কাসানী, আলাউদ্দীন(৫৮৭হি) বাদাইউস সানাইয় (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৭৬. মারগীনানী, বুরহানুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাক্‌র (৫৯৩ হি), আল-হিদাইয়া (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
৭৭. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), আল-মাউযূআত (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
৭৮. ইবনুল জাউযী, আবুল ফারাজ, আল-ইলালুল মুতানাহিয়া (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হি)
৭৯. ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯)
৮০. ইবনুল আসীর, মুবারাক ইবনে মুহাম্মাদ (৬০৬হি.), জামেউল উসূল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩)
৮১. ইবনুল আসীর, মুবারাক ইবনু মুহাম্মাদ, আন-নিহাইয়া ফী গারীবিল হাদীস (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৯)
৮২. রাযী, ফাখরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু উমর (৬০৬ হি), আল-মাহসূল ফী ইলমি উসূলিল ফিকহ (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৮৩. ইবনু কুদামাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ (৬২০ হি), আল-মুগনী (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি)
৮৪. আল-মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি), আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদীসাহ, ১ম প্র. ১৪১০ হি)
৮৫. মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবনু আবুদল কাবী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি)

৮৬. কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১ হি) তাফসীরঃ আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন (কাইরো, দারুশ শু'আব, ১৩৭২ হি)
৮৭. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি.), শারহু সহীহ মুসলিম, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮১)
৮৮. নাবাবী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ, রিয়াদুস সালিহীন (রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৩)
৮৯. ইবনুল হুমাম, কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ, শারহু ফাতহিল কাদীর (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
৯০. ইবনু মানযূর, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম আল-আফরীকী (৭১১হি.) লিসানুর আরব (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৯১. ইবনু তাইমিয়্যাহ, আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম (৭২৮ হি) ইকতিদাউস সিরাতিল মুস তাকীম (রিয়াদ, নাসির আল-আকল, উবাইকান, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪ হি)
৯২. মুযযী, ইউসূফ ইবনুয যাকী (৭৪২ হি), তাহযীবুল কামাল (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮০)
৯৩. ইবনু কাসীর, আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্র. ১৯৯৬)
৯৪. ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪ হি) তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০১)
৯৫. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৭৪৮ হি.), মীযানুল ই'তিদাল (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
৯৬. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ, মুগনী ফী আল-দুআফা' (বৈরুতু, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৯৭. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম মুদ্রণ, ১৪১৩ হি)
৯৮. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ, তারবীবু মাউযূআত ইবনিল জাউযী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪)
৯৯. ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৭৫১ হি), হাশিয়া সুনানি আবী দাউদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৫)
১০০. ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর, যাদুল মা'আদ (সিরিয়া ও বৈরুত, মুআসসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭)
১০১. যাইলায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ (৭৬২ হি), নাসবুর রাইয়াহ ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া (কাইরো, দারুল হাদীস, ১৩৫৭ হি)
১০২. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭হি.) মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২)
১০৩. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর, মাওয়ারিদুয যামআন (দামেশক, দারুস

সাকাফাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)

১০৪. ফাইরোযআবাদী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব (৮১৭হি.), আল-কামূসুল মুহীত (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)

১০৫. বূসীরী, আহমদ ইবনু আবী বাকর (৮৪০ হি), মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)

১০৬. বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বাকর, মিসবাহুয যুজাজাহ (বৈরুত, দারুল ম'রিফাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি)

১০৭. বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বাকর, যাওয়াইদ ইবনি মাজাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)

১০৮. ইবনু হাজার আসকালানী, আহমদ ইবনু আলী (৮৫২ হি) ফাতহুল বারী শারহু সাহীহিল বুখারী (বৈরুত, দারুল ফিকর)

১০৯. ইবনু হাজার আসকালানী, আল-মাতালিবুল আলিয়্যাহ (রিযাদ, দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)

১১০. ইবনু হাজার আসকালানী, আদ-দিরাইয়া ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ)

১১১. ইবনু হাজার আসকালানী, তালখীসুল হাবীর (মদীনা মুনাওয়ারা, সাইয়িদ আব্দুল্লাহ হাশিম, ১৯৬৪)

১১২. ইবনু হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান (বৈরুত, মুআসসাসাতুল আ'লামী, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৬)

১১৩. ইবনু হাজার আসকালানী, তাকরীবুত তাহযীব (সিরিয়া, হালাব, দারুর রাশীদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬)

১১৪. ইবনু হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)

১১৫. আইনী, বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবনু আহমদ (৮৫৫হি), উমদাতুল কারী শারহু সাহীহিল বুখারী (বৈরুত, দারুল ফিকর)

১১৬. আইনী, আল-বিনাইয়া শারহুল হিদায়া (বৈরুত, দারুল ফিক্‌র, ২য় প্রকাশ, ১৯৯০)

১১৭. সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২ হি), আলমাকাসিদুল হাসানাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭)

১১৮. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান (৯১১), শারহু সুনান ইবনি মাজাহ (করাচী, কাদীমী কুতুবখানা)

১১৯. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, আদ-দীবাজ আলা সহীহ মুসলিম ইনুল হাজ্জাজ (সৌদি আরব, আল-খুবার, দারু ইবনি আফফান, ১৯৯৬)

১২০. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, আন-নুকাতুল বাদী'আত আলাল মাউযূআত (কাইরো, দারুল জিনান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১)

১২১. সুয়ূতী, জালালূদ্দীন, আল-লাআলী আল-মাসনূআহ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ)
১২২. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, আল-জামি'য়ুস সাগীর (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্র. ১৯৮১)
১২৩. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, যাইলুল লাআলী (ভারত, আল-মাতবাআ আল-আলাবী ১৩০৩ হি)
১২৪. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফ আশ শামী (৯৪২হি.), সীরাহ শামীয়াহঃ সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (বৈরুত, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)
১২৫. ইবনু ইরাক, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৯৬৩ হি), তানযীহুশ শারীয়াহ আল-মারফূ'আহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮১)
১২৬. কাযী যাদাহ আহমদ ইবনু কোরদ (৯৮৮ হি), তাকমিলাতু ফাতহিল কাদীরঃ নাতাইজুল আফকার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
১২৭. মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল-আসরার আল-মারফূ'আহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
১২৮. মুল্লা আলী কারী, আল-মাসনূ'য় (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতবু'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৯)
১২৯. মুল্লা আলী কারী, শারহু মুসনাদি আবী হানীফা, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
১৩০. মুনাবী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি), ফাইযুল কাদীর শারহু জামিয়িস সাগীর (মিসর, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল-কুবরা, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৬ হি)
১৩১. আল-বুহূতী, মানসূর ইবনু ইউনূস (১০৫১ হি), কাশফুল কিনা' আন মাতনিল ইকনা' (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০২ হি)
১৩২. যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২ হি) শারহুল মুআত্তা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১১)
১৩৩. যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী, মুখতাসারুল মাকাসিদ আল-হাসানাহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৩)
১৩৪. আজলূনী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ (১১৬২ হি), কাশফুল খাফা (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪০৫ হি)
১৩৫. তাহতাবী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (১২৩১ হি) হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকীল ফালাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১৩৬. শাওকানী, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (১২৫৫ হি), ইরশাদুল ফুহুল (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১৩৭. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী, নাইলুল আউতার (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩)
১৩৮. ইবনু আবেদীন, মুহাম্মাদ আমীন (১২৫৬ হি), হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭৯)
১৩৯. মুবারকপুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান (১৩৫৩হি), তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত,

দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

১৪০. ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ (১৩৫৩ হি), মানারুস সাবীল (মাউসূ'আতু তালিবিল ইলম, সি. ডি. ৪র্থ সংস্করণ)

১৪১. মারয়ী ইবনু ইউসূফ (১০৩৩ হি), দলীলুত তালিব (মাউসূ'আতু তালিবিল ইলম, সি. ডি. ৪র্থ সংস্করণ)

১৪২. মুহাম্মাদ হাজাবী (৯৬৮ হি), আল-ইকনা (মাউসূ'আতু তালিবিল ইলম, সি. ডি. ৪র্থ সংস্করণ)

১৪৩. আযীমআবাদী, শামসুল হক, আউনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫হি)

১৪৪. আহমদ শাকির, মুসনাদ আহমদ (মিসর, দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৫)

১৪৫. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, যায়ীফুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯০)

১৪৬. আলবানী, মুখতাসারুশ শামাঈল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ (জর্ডান, আম্মান, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ২য় মুদ্রন, ১৪০৬)

১৪৭. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮)

১৪৮. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহুত তারগীব (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৮)

১৪৯. আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)

১৫০. আলবানী, সহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)

১৫১. আলবানী, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ (সৌদি আরব, আল-জুবাইল, দারুস সিদ্দীক, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৪)

১৫২. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যায়ীফাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)

১৫৩. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)

১৫৪. আলবানী, জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা (জর্ডান, আম্মান, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি)

১৫৫. আলবানী, মাকালাতুল আলবানী (রিয়াদ, দারু আতলাস, ২য় মুদ্রণ, ২০০১)

১৫৬. আলবানী, মুখতাসারুস শামাইল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ (আম্মান, জর্দান, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬হি)

১৫৭. আলবানী, আস-সামারুল মুসতাতাব (কুয়েত, দারু গিরাস, ১ম মুদ্রণ, ১৪২২হি)

১৫৮. ড. ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মুজাম আল ওয়াসীত (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৫৯. আব্দুল আযীয ইবনু বায, মাসাইলুল হিজাব ওয়াস সুফূর (জিদ্দা, দারুল মুজতামা, ২য় মুদ্রণ)
১৬০. যাকারিয়া কান্ধালভী ও শাইখ ইবনু বায, উজূবু ই'ফাইল লিহইয়া (রিয়াদ, দারুল ইফতা)
১৬১. মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমীন, রিসালাতুল হিজাব (জিদ্দা, দারুল মুজতামা, ২য় মুদ্রণ)
১৬২. আব্দুল্লাহ ইবরাহীম মূসা, আল-মাসউলিয়্যাতুল জাসাদিয়্যাহ ফিল ইসলাম (বৈরুত, দারু ইবনি হাযম, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫)
163. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut, Librairie Du Liban, 1980)
১৬৪. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৬)
১৬৫. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৬)
১৬৬. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহর (ﷺ) যিক্র-ওযীফা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৬)
১৬৭. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর (ঢাকা, বাইতুল হিকমা পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ ২০০৩)
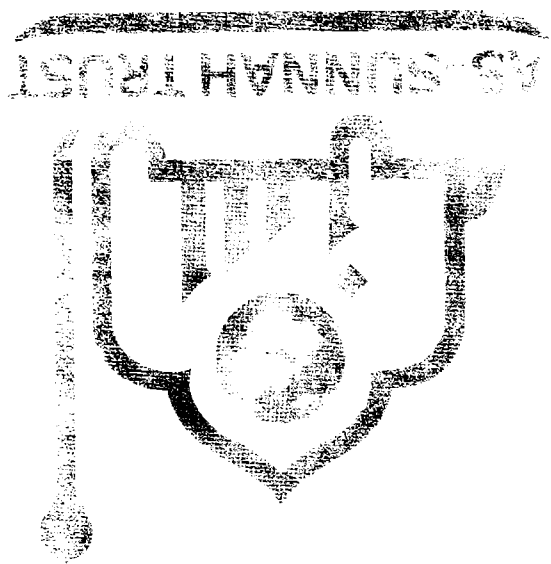
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০

মোবাইল: ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮

dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust

www.assunnahtrust.com